হাতেমতাই।

শ্রীঅধর চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

হজরত মহম্মদের (দং) জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি; ধর্ম্মযুদ্ধ বা জেহাদ, ইসলাম, নামাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা "মিহির ও সুধাকর" সম্পাদক

শেখ আবদর রহিম সাহেব কর্ত্তৃক সংশোধিত।

কলিকাতা।

১৯ নং মির জাফরের লেন, মিলন যন্ত্রে শ্রীকেদার নাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯৭ সাল।

মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ বসু, রায় বাহাদুর

ম্যানেজার বনেলি ষ্টেট, ভাগলপুর

মাতুল মহাশয় শ্রীচরণেষু।

পূজ্যবর,

অর্থাভাব-নিবন্ধন সংসার-ভীষণ-চক্রে নিষ্পিষ্ট ও নানা কষ্ট সহ্য করিতে থাকিলেও হৃদয়ের ঐকান্তিকী ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় রাজপুত্র হাতেমের জীবনচরিত উর্দ্দূ হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইযাছি, জানি না। কিন্তু যাহাই হউক, পরম দয়ালু হাতেমেব অনুরূপ পাত্রের হস্তে আমার এই বহু যত্ন ও পরিশ্রমের ধন "হাতেম"কে অর্পণ করিতে পারিলেই মনের তৃপ্তি সাধিত হয়। এই বিশ্বাসে ভবদীয় দরিদ্র-দুঃখহারী-করকমলে এ দরিদ্র-সন্তান-শ্রম-প্রসূত হাতেমের জীবনচরিত খানি ভক্ত্যুপহাররূপে প্রদান করিলাম।

আপনার স্নেহের

দীন অধর

বিজ্ঞাপন।

পাঠ্যাবস্থায় কোন বন্ধুর নিকট হইতে এক খানি অতি জীর্ণ (সে সময়ের বটতলার ছাপা) হাতেম-তাই পড়িতে আনিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, পুস্তক খানি সমস্ত পাঠ করিয়া আমার মন গল্পগুলির প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, ঐ পুস্তক এক খানি নিজ নিকটে রাখিয়া পুনঃ পুনঃ পড়িতে বড় ইচ্ছা হইল। দেখিলাম, উপন্যাসগুলি আরব্য উপন্যাস বা অন্যান্য গল্পপুস্তক অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে, সেইজন্য উক্ত পুস্তক আমি এক খানি ক্রয় করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, কারণ শুনা গেল, অনুবাদকারী ইহার একবার মুদ্রাঙ্কণ করিয়াই পরলোক গমন করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয় নাই, সুতরাং বাজারে পূর্ণাবয়ব এ পুস্তক আর পাওয়া যায় না।

সেই সময় হইতেই আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা, যেমন করিয়া হউক, এক খানি মূল ফারসী গ্রন্থ সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া পুনর্মুদ্রণ করিতে চেষ্টা করিব। অনন্তর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মোপলক্ষে কখন জামালপুর, কখন বিহার, কখনও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, তথাপি এ সংকল্প ক্রমেও পরিত্যাগ করি নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোন স্থানে এক খানি পূর্ণাবয়ব উর্দ্দু বা ফারসী হাতেম-তাই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অনন্তর ইং সন ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তথা ত্যাগ করিয়া জামালপুরে আসিলাম।

কিছুদিন পরে পরম্পরায় শুনিলাম, আপীসের দপ্তারর নিকট এক খানি উর্দ্দু হাতেম আছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উহা প্রার্থনা করিলাম, সে বিক্রি না করিয়া পর দিন পুস্তকখানি আনিয়া আমার হস্তে দিল।

বিজ্ঞাপন।

পাঠ্যাবস্থায় কোন বন্ধুর নিকট হইতে এক খানি অতি জীর্ণ (সে সময়ের বটতলারি ছাপা) হাতেম-তাই পড়িতে আনিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, পুস্তক খানি সমস্ত পাঠ করিয়া আমার মন গল্পগুলির প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, ঐ পুস্তক এক খানি নিজ নিকটে রাখিয়া পুনঃ পুনঃ পড়িতে বড় ইচ্ছা হইল। দেখিলাম, উপন্যাসগুলি আরব্য উপন্যাস বা অন্যান্য গল্পপুস্তক অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে, সেইজন্য উক্ত পুস্তক আমি এক খানি ক্রয় করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, কারণ শুনা গেল, অনুবাদকারী ইহার একবার মুদ্রাঙ্কণ করিয়াই পরলোক গমন করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয় নাই, সুতরাং বাজারে পূর্ণাবয়ব এ পুস্তক আর পাওয়া যায় না।

সেই সময় হইতেই আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা, যেমন করিয়া হউক, এক খানি মূল ফারসী গ্রন্থ সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া পুনর্মুদ্রণ করিতে চেষ্টা করিব। অনন্তর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মোপলক্ষে কখন জামালপুর, কখন বিহার, কখনও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, তথাপি এ সংকল্প ভ্রমেও পরিত্যাগ করি নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোন স্থানে এক খানি পূর্ণাবয়ব উর্দ্দু বা ফারসী হাতেম-তাই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অনন্তর ইং সন ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তণ্ডুলা ত্যাগ করিয়া জামালপুরে আসিলাম।

কিছুদিন পরে পরম্পরায় শুনিলাম, আপীসের দপ্তরির নিকট এক খানি উর্দ্দু হাতেম আছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উহা প্রার্থনা করিলাম, সে দ্বিরুক্তি না করিয়া পর দিন পুস্তকখানি আনিয়া আমার হস্তে দিল।

অনেক দিনের অভিলষিত দ্রব্য হস্তে পাইয়া আমি আনন্দে সেই দিবস হইতে অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করিলাম। এই স্থলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মুঙ্গেরের জনৈক বেহারী বন্ধু বাবু গণেশলালকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ আমি যদিও পাঠ্যাবস্থায় যৎসামান্য উর্দ্দু পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেরূপ পাঠে কোন গ্রন্থ হইতে বঙ্গানুবাদ করা চলে না। সুতরাং তাঁহারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া একার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। আপীসের কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই তিনি পুস্তকখানি পাঠ করিতেন, সেই অবসরে আমি বাঙ্গালায় লিখিয়া লইতাম। সুতরাং সমগ্র পুস্তকখানি অনুবাদ করিতে আশাতীত সময় অতিবাহিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি জনসমাজে আদৃত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে আমি মনে মনে আদৌ আলোচনা করি নাই। কারণ বর্ত্তমান সময়ে কত শত খ্যাতনামা লেখককেও সংবাদ পত্রের সমালোচনায় পড়িয়া দিশাহারা হইতে হয় এবং কখন বা আমার মত লেখকও সম্পাদক মহাশয়দিগের কৃপায় জনসমাজে পরিচিত হন, সুতরাং লেখকরূপে জনসমাজে পরিচিত বা আদৃত হইবার আশা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। হাতেম তাইএর সুন্দর গল্পগুলি প্রাঞ্জল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। পুরাতন অনুবাদ অপেক্ষা ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি।

রাজপুত্র হাতেম প্রাচীন আরব বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দয়া দাক্ষিণ্যগুণে তিনি কোন অংশেই হিন্দু মহাত্মাগণ হইতে ন্যূন ছিলেন না। একদা তিনি স্বহস্তে নিজ শরীর মাংস ছেদন করিয়া ক্ষুধিত তরক্ষুর তৃপ্তি সাধন করতঃ উদারতা ও দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। পরোপকার করিতে যত কেন বিপদ আসিয়া পতিত হউক না, তিনি অম্লানবদনে ও নির্ভিকচিত্তে সমস্ত সহ্য করিতেন—নিশাচর পরী, দৈত্য, দানবদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন, হিংস্র তরক্ষু, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, অজগর সর্প এবং কুম্ভীর, কর্কট প্রভৃতি জলজন্তু ও খেচর পক্ষীদিগের সহিত তাঁহার কথোপকথন ঐ সমস্ত অপ্রাকৃতিক বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ না হইলে উপন্যাসের লালিত্য থাকে না, সুতরাং উপন্যাস

মাত্রেই এরূপ রচনা লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক, ধর্ম্মনীতি এক স্বতন্ত্র বস্তু; ইহা যে সম্প্রদায়ে যে ভাবেই থাকুক না কেন, কখনই বিকৃত হইবার নহে। রাজপুত্র হাতেম ধর্ম্মানুরোধে নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধন মানসে দীনবেশে পৃথিবীর নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া সাধুহৃদয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহাই এই উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য ও উদাহরণ স্থল।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, "হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা "মিহির ও সুধাকর" সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত শেখ আবদর রহিম সাহেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পুস্তক-খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

সাং জামালপুর
১লা বৈশাখ ১৩০৩

শ্রীঅধর চন্দ্র মিত্র

সূচিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পংক্তি	পৃষ্ঠা
রীত্যানুসারে	রীত্যনুসারে	১১	১
সম্পত্তি	সম্পত্তি	১৩	২
নিস্তব্ধ	নিস্তব্ধ	২৭	ঐ
হইয়া	লইয়া	৮	৫
করাইয়	করাইয়া	১৬	ঐ
আনায়ণ	আনয়ন	৬	৭
কখনই	কখন	১৯	ঐ
পসন্দ	পছন্দ	২	৯
বাক্য	বাক্যে	১২	১০
লয়	লও	১০	১১
লোক	লোকে	ঐ	ঐ
রীত্যানুসারে	রীত্যনুসারে	২৪	১৩
হোসনবানু পথের ভিখারিণী	হোসনবানু আজ পথের ভিখারিণী হইয়াছে	৮	১৬
যে রূপ দুরবৃত্তাদের	যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, দুরবৃত্তদের	১২	ঐ
অকপট	অকপটে	২২	ঐ
বালিকাকে	বালিকার	৪	১৭
প্রশ্ন	প্রশ্নে	৪	২০
ব্যতিরেক	ব্যতিরেকে	৪	২১
সাপেক্ষা	অপেক্ষা	২	২৫
বৎসে।	বৎস।	১১	২৬
আনায়ন	আনয়ন	২৭	৩০
পরিপাট্য	পারিপাট্য	১৭	৩১
বহির্গত	বহির্গত হইয়াছেন	১২	৪০
হইলেন	করিলেন	২১	৫৬
জল	ফল	২৩	ঐ
এবং বলিলেন	হাতেম বলিলেন	১০	৭৩
রিনের	রাত্রির	২২	৮৫
করিয়া এক তৃতীয়াংশ	করিয়া যেন এক তৃতীয়াংশ	২১	৮৭
অতএব বাক্য	অতএব আমার বাক্য	৭	৮৮
শুনিয়া হাতেমকে	শুনিয়া হস্না হাতেমকে	১৩	১০৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পংক্তি	পৃষ্ঠা
পর পারে হইলেন	পরপারে উপস্থিত হইলেন	২২	১১৫
উপস্থিত	উপস্থিত হইয়া	২৩	ঐ
ভ্রান্তির	প্রাপ্তির	১	১১৮
বৃষ্টি	বৃষ্টি রূপ	৪	১৩৭
উপস্থিত	উপস্থিত হইলে	৭	১৪৬
তাহার	তাহার কিছুই	১৮	ঐ
অগ্নি	অগ্নিতে	২২	১৪৮
লাগিলেন	লাগিল	২	১৪৯
আনাগন	আনয়ন	১৫	১৬১
এ মনুষ্য নহে	ইনি মনুষ্য নহেন	২১	ঐ
আনায়ন	আনয়ন	১৪	১৬৩
গৃহীতাকে	গ্রহীতাকে	২৮	১৭৫
গুরো	গুরু	২৬	১৭৭
তৃক্ষিত	তৃষিত	১৮	১৭৮
খড্গাবাস্ত্রে	খড্গাস্ত্রে	২১	ঐ
উর্দ্ধের	ঊর্দ্ধে	১৫	১৯০
সত্যবাদীব	সত্যবাদী	৩	১৯৭
ঞ৯৮	তখন তাহারা	১১	১৯৮
সৌজন্য	সৌজন্যতা	২৭	১৯৯
একাদশ দিন	একদিন	২৬	২০১
জীবন সংহার	জীবন সংশয়	২৫	২০৫
সংবাদ তদ্দণ্ডেই পাইয়া	সংবাদ পাইয়া তদ্দণ্ডেই	১৫	২২০
মৃক্ত	মুক্ত	১৬	২২২
সমভাবে করিয়া লইব	সমভাবে বিভাগ করিয়া লইব	--	২২৩
সেই একি মোরে	সেই এবে মোরে	১৪	২৭০
রাজা	রাজাজ্ঞা	১০	২৫০
কারও	কারণ্ডব	৪	২৫৯
পসন্দ	মনস্থ	২৬	ঐ
আনুপূর্ব্বক	আনুপূর্ব্বিক	২৭	২৬৯
প্রকৃত	প্রকৃততত্ত্ব	২২	২৭২
দর্শনেচ্ছুক	দর্শনেচ্ছু	২৭	ঐ

হাতেম তাই।

পুরাকালে আরব দেশের অন্তর্গত ইয়মন প্রদেশে তাই নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত নরপতি বাস করিতেন। তিনি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন দ্বারা প্রজাগণের মনোরঞ্জন ও তাহাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেন। প্রজাগণ স্ব স্ব বাণিজ্য ব্যবসাদির উন্নতি করিয়া সুখে বাস করিত, কেহ কাহারও ঈর্ষা বা অনিষ্টাচরণে প্রয়াসী হইত না, সকলে স্বোপার্জ্জিত ধনে সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করিত। পর্জ্জন্য দেব যথাসময়ে বারি বর্ষণ করিয়া ক্ষেত্র সমূহকে নানা শস্যোৎপাদিকাশক্তি প্রদান করিতেন, সুতরাং প্রজাগণকে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি কখনও দেখিতে হইত না। কথিত আছে, তাইএর প্রতাপে ব্যাঘ্র মনুষ্য স্বচ্ছন্দে একস্থানে বিহার করিত।

আরবীয় রীত্যানুসারে, তাই, স্বীয় পিতৃব্য-তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অপরাপর নরপতিগণের ন্যায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও তিনি অপুত্রক বশতঃ সদাই মন দুঃখে কালযাপন করিতেন, কারণ তাঁহার মহিষীর এপর্য্যন্ত কোন সন্তানাদি হয় নাই। সুতরাং বার্দ্ধক্যে পুত্র লাভে ভগ্ন মনোরথ হইয়া, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করতঃ বিমনায়মান হইয়া অন্তঃপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এদিকে রাজ-কার্য্যে সম্রাটের ঈদৃশ ঔদাস্য দেখিয়া একদিন প্রধান অমাত্য অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। এবং যথারীতি জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিলেন; "জাঁহাপনা! আপনার অকস্মাৎ এরূপ ভাব

পরিবর্ত্তনের কারণ ত আমরা কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছি না, অতএব অকপটে দাসের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করুন। দেখুন, রাজ-কার্য্যে আপনার ঈদৃশ ঔদাস্য ভাব, অবগত হইলে শত্রুপক্ষীয়েরা অবিলম্বে রাজ্য আক্রমণ করিবে, অরাজক দেখিয়া দস্যু তস্করেরা স্ব স্ব দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, ভৃত্যেরা প্রভুকে অবজ্ঞা করিবে, অরাজক রাজ্যে শান্তি কোথায়? অতএব প্রভো। গাত্রোত্থান করিয়া, অকপটে দাসের নিকট নিজ মনোভাব প্রকাশ করুন, সাধ্যমতে প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা পাইব।"

অমাত্যকে ঈদৃশ কাতর ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া সম্রাট মৃদুস্বরে বলিলেন, "মন্ত্রিন্। তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য, কিন্তু আমার এই ধন ধান্যপূর্ণ বিশাল-রাজ্য এক সন্তানাভাবে সমস্তই বৃথা বলিয়া বোধ হইতেছে, এক্ষণে আমাদের বৃদ্ধ বয়সে আর ত সন্তান হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমি সাধু মুখে শুনিয়াছি, অপুত্রক দম্পতির সদগতি হয় না; অতএব আমাদের এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যে আর প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তোমাদিগের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, আমরা উভয়ে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিব স্থির করিয়াছি"। মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ। আপনি কি বলিতেছেন? গজ ভার কখন কি অজ বহনক্ষম হয়? না সিংহবিক্রম কখন শৃগালে প্রকাশমান হয়? আমরা মহারাজের তুলনায় কীটাণুকীট, আমাদের দ্বারা এই বিশাল রাজ্য কখনই সুশাসিত হইতে পারে না, অতএব আপনি এরূপ ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, এক্ষণে দেবতা দিগের উদ্দেশে বিধিমত পূজা এবং দীন, দরিদ্রগণকে ধন বিতরণ করিলে আপনার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। সাধু ও সন্ন্যাসিগণের যথাবিহিত সেবা ও তাঁহাদের আদেশ মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, অবশ্য আপনার পুত্র হইবে; ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য না হন, অবশেষে দারান্তর পরিগ্রহ করুন। লোকে পুত্রার্থেই দার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।"

সম্রাট কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "মন্ত্রিন্। আমি তোমার সুমন্ত্রণা মত অদ্য হইতে কার্য্য করিব, আমার হিতকর প্রতীত

হইতেছে, তোমার উপদেশমত কার্য্য করিলে আমি নিশ্চয়ই চিরবাঞ্ছিত পুত্র মুখ দেখিতে সক্ষম হইব। রাজ-কোষ হইতে অতিথি, অভ্যাগত দীন দরিদ্র প্রভৃতিকে বাঞ্ছাতীত ধন বিতরণের আজ্ঞা কর, এবং যাবৎ আমি ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত থাকি, তাবৎ আমার আজ্ঞামত তুমি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কর। আমার রাজ্য মধ্যে যে যে স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ-সন্ন্যাসী, আচার্য্য, গণক, দণ্ডী ও পরমহংস আছেন, সকলকে আনাইয়া বিধিমতে রাজ ভবনে স্বস্ত্যয়ন করাও, সাবধান, কোন মতে কোন সাধু যেন মনস্তাপ না পান, তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা।" মন্ত্রী সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য ও যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া রাজ-সভায় গমন করিলেন।

এক্ষণে আজ্ঞামত সমস্ত কার্য্যের উদ্যোগ হইতে লাগিল, নানা স্থান হইতে ক্রমশঃ সাধুদিগের সমাবেশ হইতে লাগিল; দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগের কোলাহলে নগর পূর্ণ হইতে লাগিল। সাধু, সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবেত্তাগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাগ, যজ্ঞ, হোম কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কোষাধ্যক্ষ অকাতরে দীন, দরিদ্রগণকে বাঞ্ছাতীত ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। নগর ক্রমশঃ নৃত্য, গীত বাদ্য ও ভিক্ষুকদিগের কলরবে পূর্ণ হইল।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা রজনীতে সম্রাট নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিতেছেন 'রাজন্! উঠ, দুঃখ পরিহার কর, আর অধিক দিন তোমাকে মনোকষ্ট পাইতে হইবে না। আমি তোমার পূজায় তৃপ্ত হইয়া এই অপূর্ব্ব ফলটি দিতেছি গ্রহণ কর; ঋতু স্নানান্তে মহিষীকে ইহা ভক্তিপূর্ব্বক খাইতে কহিবে, ইহাতে তাঁহার গর্ভে সর্ব্ব-লক্ষণযুক্ত পরমদয়ালু, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং অমিতপরাক্রমশালী এক কুমার জন্মগ্রহণ করিবে, জগতে উহার যশোকীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে।" সম্রাট শশব্যস্তে উঠিয়া বসিলেন, নিকটে আর কিছুই লক্ষিত হইল না, কিন্তু একটী অপূর্ব্ব ফল উপাধান সন্নিধানে পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন, অনন্তর ফলটি লইয়া বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু সেরূপ ফল আর কখন চক্ষেও দেখেন নাই। যাহা হউক, তিনি বারম্বার ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া, ফলটি সে রাত্রের মত যত্নে

স্থানান্তরে রক্ষা করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া, মহিষীকে গত রাত্রের তাবদ্বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া ফলটি তাঁহার হস্তে দিলেন; মহিষী স্বযত্নে নিজ অঞ্চলে উহা বাঁধিয়া রাখিলেন; অবশেষে নিরূপিত দিনে আনন্দ মনে এবং ভক্তিসহকারে তাহা ভক্ষণ করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, ক্রমে মহিষীর গর্ভ লক্ষণ লক্ষিত হইল। তাঁহার তপ্তকাঞ্চন সদৃশ বর্ণ, ক্রমে পাণ্ডুবর্ণে পরিণত হইল। দাস, দাসী পরিচারীকাগণ, সকলেই এই শুভ সূচনায় আনন্দিত, সম্রাট স্বয়ং উল্লাসিত এবং শাস্ত্রবেত্তাগণ আপনাদের পারদর্শিতা উপলব্ধি করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে হোমকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। অনন্তর যথাসময়ে শুভলগ্নে শুভক্ষণে মহিষী এক সুকুমার সন্তান প্রসব করিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার যেরূপ তিরোহিত হয়, সূতিকাগৃহ সেইরূপ আলোকিত হইল। রাজভবনে আনন্দের পরিসীমা রহিল না, চতুর্দ্দিকে আনন্দকোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না; দান ধ্যানের ইয়ত্তা নাই।

পঞ্চম দিবসে সম্রাটের আজ্ঞামত জ্যোতির্ব্বিৎ দ্বারা নবজাত কুমারের ভাগ্য পরীক্ষা করান হইল। গণক বলিলেন "মহারাজ! এই নবজাত বালক দেখিতেছি সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণাক্রান্ত সৌন্দর্য্য, যশ, গুণ, দয়া, বিক্রম, সৌজন্য এবং ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি সমস্ত মানবগণকে এমন কি জগতের তাবৎ জীব জন্তুকে এই কুমারের নিকট পরাভূত হইতে হইবে, অতএব কুমারের নাম হাতেম অর্থাৎ পরম দয়ালু রাখিয়া দিন।

অনন্তর প্রত্যুষে সম্রাট প্রধান অমাত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ মন্ত্রি! হাতেমের জন্মদিনে আমার রাজ্য মধ্যে যত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সকলকেই রাজভবনে আনিতে আজ্ঞা প্রচার কর এবং ঐ সকল সন্তানের বাসোপযোগী এক উত্তম আলয় নির্ম্মাণ করাও, ঐ সকল সন্তান ও সন্তানপ্রসূতিরা রাজসংসার হইতে প্রতিপালিত হইবে এবং প্রত্যেক সন্তানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র দাসী নিযুক্ত করিয়া দিবে।" হাতেমের জন্মদিবসে তাইরাজ্যে কিঞ্চিদূন দ্বাদশ সহস্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। রাজাজ্ঞায় ঐ সকল সন্তান প্রসূতিরা স্ব স্ব সন্তান ক্রোড়ে রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং মন্ত্রীর আজ্ঞাক্রমে

উঁহারা নিরূপিত স্থানে রক্ষিত হইল, এবং ছয় সহস্র সন্তানের পরিচর্য্যার্থ ছয় সহস্র দাসী নিযুক্তা হইল।

একদিন প্রাতে পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত সম্রাট সিংহাসনে আসীন হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময় অন্তঃপুরস্থ জনৈক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! গত রাত্র হইতে কুমারের কি পীড়া হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত উপবাসী—আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও দুগ্ধপান করাইতে পারি নাই, এমন কি স্তন পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছেন না। সম্রাট কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে প্রধান অমাত্যকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দাসী যাহা বলিয়াছে সমস্তই সত্য। হাতেম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন কোন অভাবনীয় চিন্তায় মগ্ন ওষ্ঠাধর শুষ্কপ্রায়, সকলে বহু প্রয়াসেও দুগ্ধপান করাইতে পারিতেছে না; দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, হাতেম কোন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। সম্রাট ম্লানবদনে দুঃখিত মনে ও ভগ্নস্বরে, মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রি! আর কি দেখিতেছ? কুমার নিশ্চয়ই কোন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র বৈদ্যকে সংবাদ দাও"। মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আমার বোধ হয় কুমার পীড়িত হন নাই, কোনরূপ নৈসর্গিক ঘটনায় এরূপ হইয়াছেন। অতএব আমার মতে গণক দ্বারা গণনা করাইয়া দেখিলেই ভাল হয়?" তৎক্ষণাৎ রাজসভা হইতে দৈবজ্ঞ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও গণনা করিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "রাজন্! কুমারের কোন পীড়াই লক্ষিত হইতেছে না, রাজপুত্র পরম দয়ালু সোলেমন পয়গম্বরের অংশ সম্ভূত; অতএব কুমারকে সহজে কোন ব্যাধি স্পর্শ করিতে পারিবে না, কিন্তু একণে কুমার যে ভাবে আছেন, অবশ্য তাহার কারণ আছে। রাজসংসারে যে ছয় সহস্র সন্তান আনীত হইয়াছে, গত রাত্র হইতে এ পর্য্যন্ত উঁহারা সকলে অভুক্ত আছে, যাবৎ উঁহারা আহার না করিবে, তাবৎ রাজকুমারও কিছু আহার করিবেন না। আপনাকে বাধ্য হইয়া কুমারকে ঐ সমস্ত শিশুর মধ্যে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবে, নতুবা দেখিতেছি, রাজকুমারকে বাঁচান ভার।"

সম্রাট অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং মহিষীকে দাসীগণ পরিবৃতা হইয়া কুমারকে তথায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং মন্ত্রীসহ

পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনন্তর সকলে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া গৃহীত সন্তানবৃন্দের দাসীদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা স্ব স্ব রক্ষিত সন্তানদের দুগ্ধপান করাও"। ঐ ছয় সহস্র সন্তানকে লইয়া ছয় সহস্র দাসী দুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করিল, রাজমহিষী পরিচারিকাগণ বেষ্টিতা হইয়া কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ঠিক উহার মধ্যস্থানে বসিলেন। সম্রাট, মন্ত্রী ও অপরাপর দর্শকবৃন্দ কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের কি বিচিত্র মহিমা? ঐ সকল সন্তানগণকে দুগ্ধপান করান হইতেছে, সেই সময় রাজ্ঞী কুমারের মুখে দুগ্ধ দান করিবামাত্র কুমার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং মৃদু হাসি হাসিয়া স্বচ্ছন্দে পান করিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ সেই সদ্যজাত শিশুর ঈদৃশ দয়ালু অন্তঃকরণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সম্রাটের পূজার্চ্চনায় পরিতুষ্ট হইয়া সোলেমান পয়গম্বর বাস্তবিকই নিজ অংশে পুত্ররূপে রাজমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

হাতেমের বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে ঐ সমস্ত গৃহীত সন্তানগণের উপর ক্রমশঃ তাঁহার মায়া, মমতা ও সৌহৃদ্য বাড়িতে লাগিল। তিনি ভ্রমেও কোন দ্রব্য একা বা নির্জ্জনে আহার করিতেন না। আহার, ক্রীড়া এমন কি বিদ্যাশিক্ষা পর্য্যন্ত ঐ ছয় সহস্র বালকের মধ্যে একত্রে করিতেন। কিছু দিন পরে হাতেমের এই অপূর্ব্বকাহিনী তাঁহার পিতৃরাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল সকলে এই অপূর্ব্ব দেবতাংশসম্ভূত বালককে দেখিতে আসিত, অনেকেই যথাসাধ্য ধনরত্ন ও খাদ্য দ্রব্যাদি তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার মানসে লইয়া আসিত। হাতেম প্রফুল্ল মনে ঐ সমস্ত দ্রব্য, দাতাদিগের হস্ত হইতে লইয়া বয়স্যবৃন্দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। বাল্যকাল হইতে হাতেম দয়া ও পরোপকারই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দীন দুঃখী দেখিলে হাতেম নিজ অঙ্গ হইতে মূল্যবান অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে দান করিতেন। এবং যখন কোন বস্তু নিজ আয়ত্তের বহির্ভূত হইত, তখন পিতার নিকট গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। হাতেমের ঈদৃশ দয়া দেখিয়া পিতা রাজা আনন্দে পরিপ্লুত হইতেন এবং অকাতরে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন।

বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে হাতেম ক্রমশঃ সমস্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। অশ্বারোহণ, শস্ত্রচালন, মৃগয়া প্রভৃতি রাজপুত্রদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে হাতেমের তুল্য অল্পবয়সে কেহই এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। যখন বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া তিনি নিকটস্থ বনে মৃগয়া করিতে যাইতেন, তখন হিংস্র ও শ্বাপদ প্রাণিগণকে কৌশলে ধৃত করিয়া জীবন্ত বাটিতে আনয়ন করিতেন এবং সে কোন দুর্ব্বল জন্তুকে সহজে আক্রমণ করিতে না পারে, এরূপ ভাবে তাহাদের নখ ও দন্ত ছেদন করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তিনি নিজ বয়স্যগণকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন; "ভাই! পৃথিবীর যাবৎ জীব সেই একমাত্র ঈশ্বরের সৃষ্ট, তাঁহার নিকট কেহ হেয় বা কেহ আদৃত হয় না, সকলই সমান, অতএব কেহ কাহারও হিংসা না করাই ভাল। ভাবিয়া দেখ, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে মনুষ্য জাতিকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দান করিয়া যাবৎ জীবজন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। আমরা যদি ঈশ্বরদত্ত ঐ সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেকের সদ্ব্যবহার না করি, তাহা হইলে আমাদের আর মনুষ্যত্ব কোথায় রহিল? প্রত্যুত ইহাতে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। এই জীবাত্মার পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া যে বিপন্নের দুঃখ মোচন করিতে না পারে, তাহার বৃথা মাংসপিণ্ডভার বহনের আবশ্যক কি? অতএব বন্ধুগণ! সর্ব্বদা বিপন্নের দুঃখ মোচনে তৎপর হইবে, এবং পরোপকার জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া জানিবে। কখনই কৌতুকচ্ছলেও জীব হিংসা করিও না।"

হাতেমের ষোড়শ বৎসর বয়সে একদা তাঁহার পিতা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "পুত্র! আমার এই বৃদ্ধ বয়স, তুমিও এক্ষণে রাজকার্য্য বিষয়ে কিছু কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, অতএব এখন হইতে তুমি কিছু সময় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অতিবাহিত কর, আমার একান্ত ইচ্ছা।" হাতেম করযোড়ে যে আজ্ঞা বলিয়া মস্তক অবনত করিলেন। সেইদিন হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রধান সচিবের নিকট প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং সম্রাট মৃগয়া বা অন্য কোন কারণে স্থানান্তরে গমন করিলে হাতেম স্বয়ং সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য

পর্য্যালোচনা করিতেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারে বাদী প্রতিবাদী, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিত, এক্ষণে বৃদ্ধ সম্রাট হাতেমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হউন, আহা! রাজপুত্রের যেমন রূপ, তেমনিই গুণ। এইরূপে পিতা মাতা ও প্রজাগণের নয়নানন্দকর হইয়া হাতেম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

হোসনবানু।

—•:•:•—

খোরাসান দেশে খরসমান্ নামে এক সমৃদ্ধিশালী নরপতি ও বর্ জখ্ নামে এক বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত বণিক বাস করিতেন। উভয়ে উভয়ের সহিত এমনি সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন যে, একদণ্ড কেহ কাহাকেও না দেখিলে প্রলয় মনে করিতেন। যদিও রাজা প্রভূত ধন, দাসদাসী প্রভৃতিতে বণিক বর্-জখ্ অপেক্ষা মাননীয় ও প্রজাগণের পূজ্য ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বরজখ কোন অংশেই রাজা হইতে হীন ছিলেন না। বণিক দাস দ্বারা পণ্যদ্রব্য নানা দিগ্দেশে প্রেরণ করতঃ স্বয়ং গৃহে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু বণিকের অধিক সময় রাজার সহিত প্রণয়ালাপেই অতিবাহিত হইত। রাজাও বণিককে স্বীয়, অগ্রজসম ভক্তি করিতেন। এক দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা হোসনবানু ভিন্ন বৃদ্ধ বরজখের প্রভূত ধনের উত্তরাধিকারিণী আর কেহই ছিল না। ঐ কন্যা প্রসব করিয়া পঞ্চম দিবসে সূতিকা রোগে বণিকপত্নী প্রাণত্যাগ করেন, সেই পর্য্যন্ত মনের দুঃখে বৃদ্ধ বণিক আর দারপরিগ্রহ করেন নাই, এক বৃদ্ধা ধাত্রী হোসনবানুকে, নিজ যত্ন ও স্নেহে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল। বৃদ্ধ বয়সে মনে মনে বণিকের বড় সাধ হইত যে, জীবিত থাকিতে থাকিতে হোসনবানুকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া সুখী হইবেন, কিন্তু মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল হোসনবানু লেখাপড়া শিক্ষা

করিয়া অন্য পথের পথিক হইয়াছেন। পাঠক যেন মনে না করেন, হোসন-বানু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া আপনি মন মত বর পছন্দ করিয়া লইবেন; কারণ হোসনবানু আজকালকার স্ত্রী শিক্ষায় শিক্ষিতা নহেন, তাঁহার মনের ভাব স্বতন্ত্র, তিনি কোন গ্রন্থে দেখিয়াছিলেন, পুরুষ জাতি বড় নির্দ্দয়, বিশ্বাসঘাতক ও নৃশংস এবং তাহারা স্ত্রীলোককে অশেষ কষ্ট দিয়া থাকে; সুতরাং বৃদ্ধ বণিক হোসেনবানুর নিকট তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেই তিনি অস্বীকৃতা হইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিতেন। বৃদ্ধও এক মাত্র কন্যা বোধে হোসনবানুর মনে কোন রূপে কষ্ট দিতেন না।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে বৃদ্ধ বণিক অকস্মাৎ একদিন পীড়িত হইলেন, নানা ঔষধাদিতে পীড়া উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন বরজখ আপন আসন্নকাল নিকট বুঝিতে পারিয়া একমাত্র স্নেহের ধন হোসনবানুকে নিকটে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! আর কি দেখিতেছ? আমার মৃত্যু নিকট, আমি জনমের শোধ তোমার নিকট হইতে চলিলাম, মা তুমি এক্ষণে আমার যাবৎ ধন সম্পত্তির একমাত্র অধিশ্বরী হইলে; দেখিও, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে এবং তোমার ধাত্রীর পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিবে, উহাকে মাতৃসম মান্য করিবে, কারণ তোমার গর্ভধারিণী তোমাকে প্রসব করিয়া পঞ্চম দিবসে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ঐ ধাত্রীই এতাবৎ কাল তোমাকে লালন পালন করিয়া আসিতেছে। মা! যদি তুমি আমার সাক্ষাতে পরিণীতা হইতে, তাহা হইলে আমি আমি সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিতাম, আমার একমাত্র কষ্ট যে, তোমাকে অসহায়া অবস্থায় রাখিয়া যাইতেছি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গলসাধন করুন। এই সময় একবার রাজ সন্নিধানে সংবাদ পাঠাও, আমার একান্ত ইচ্ছা তোমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তিমকালে কথঞ্চিৎ সুখী হই"। ইহা শুনিয়া হোসনবানু তৎক্ষণাৎ রাজ সন্নিধানে দাস দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন।

বৃদ্ধ বণিকের অকস্মাৎ এইরূপ শোচনীয় অবস্থা শুনিয়া রাজা অশ্বসমান আশ্বারোহণে বণিক আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিক বণিকের আসন্নকাল উপস্থিত। নৃপতিকে দেখিয়া বরজখ ভগ্ন স্বরে বলিলেন,

"রাজন্! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত, আপনাকে অধিক কথা বলিবার ক্ষমতা এখন আমার নাই, তথাপি দাসের একমাত্র নিবেদন,আমার যত্নের ধন হোসনবান্নু ও এই সমস্ত ধন সম্পত্তি আপনার করে সমর্পণ করিলাম। হোসনবান্নুকে আজ হইতে নিজ কন্যা মনে করিবেন। আপনি অসহায়ের সহায় হইয়া আমার প্রাণসমা হোসনবান্নুকে যত্নে রক্ষা করিবেন। এক্ষণে কর-যোড়ে নিবেদন, আমি আপনার নিকট যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।" এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বরজখের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর শূন্য করিয়া পলায়ন করিল।

বালিকা হোসনবান্নু, পিতার মৃত্যু দর্শনে, "হা পিতঃ! আমাকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় চলিলে, সেখানে কে তোমার সেবা করিবে? অতএব আমাকেও সঙ্গে লইয়া চল" ইত্যাদি দুঃখসূচক বাক্য শবের পদযুগল ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ধাত্রী ও স্বয়ং রাজা হোসনবান্নুকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজ আজ্ঞায় যথারীতি শবকে কবরস্থানে লইয়া গিয়া সমারোহে সমাধিস্থ করা হইল।

পর দিন প্রত্যূষে নৃপতি নিজ কর্ম্মচারী মধ্য হইতে কার্য্যদক্ষ কোন অমাত্যকে মৃত বরজখের তাবৎ ধনসম্পত্তি ও হোসনবান্নুর তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন এবং স্বয়ং অবসর মত প্রতিদিন এক এক বার হোসনবান্নুকে দেখিয়া আসিতেন।

দেখিতে দেখিতে হোসনবান্নু যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন; কিন্তু যৌবনে স্ত্রীস্বভাব সচরাচর যেরূপ লক্ষিত হয়, হোসনবান্নুর সে সব কিছুই ছিল না। হোসনবান্নুর বেশ বিন্যাস, অঙ্গরাগ বা বিলাসপ্রিয়তা ছিল না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরিণীতা হইয়া পরপুরুষ-করে আত্ম সমর্পণ করিতে হোসনবান্নুর কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না। একদিন হোসনবান্নু ধাত্রীকে বলিলেন, "মা! আমি দেখিতেছি, এই অনিত্য সংসারে ধন, জন, জীবন, যৌবন সকলই অনিত্য; একমাত্র ধর্ম্মই নিত্য বস্তু, পৃথিবীর তাবৎ বস্তু জল-বুদ্‌বুদ্ মত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধর্ম্ম চিরকাল অটুট থাকিবে। অতএব আমার

এই সমস্ত ধন-সম্পত্তিতে কোন প্রয়োজন নাই। আমি এই সমস্ত ধন পৃথিবীর দীন দরিদ্রদিগকে দান করিয়া, চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিব।

ধাত্রী হোসনবান্নুর মুখ হইতে এতাদৃশ বৈরাগ্য ভাবের কথা শুনিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিল, "মা! তোমার এখনও ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার সময় হয় নাই, তুমি বালিকা এখনও তোমার বিবাহ হয় নাই, ইতিমধ্যেই সংসারে তোমার এরূপ বীতরাগ হইবার কারণ কি? অবশ্য মনুষ্য জীবনে ঈশ্বরের নাম লইয়া সময় অতিবাহিত করার তুল্য আর সৎকর্ম্ম কি আছে? কিন্তু দেখ, সংসারে পতি, পুত্র প্রভৃতি লইয়া তুমি যদি সেই সর্ব্ব-মঙ্গলময় ঈশ্বরের নাম লয়, তাহার তুল্য ধর্ম্ম আর নাই, লোক গার্হস্থ ধর্ম্মকেই সকল ধর্ম্মের সার বলিয়া থাকেন। তুমি পরিণীতা হইয়া স্বামী পুত্র লইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ কর, ইহার তুল্য ধর্ম্ম আর নাই। দেখ, তোমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং তুমিই তাহার এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী, অতএব তোমার এরূপ বৈরাগ্যভাব ধারণ করা কখনই উচিত নহে।" হোসনবান্নু বলিলেন, "মা! তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য কিন্তু আমি পরিণীতা হইয়া পরপুরুষকে কখনই আত্মবিক্রয় করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমি কোন কোন পুস্তকে দেখিয়াছি, পুরুষেরা স্ত্রী জাতির উপর ভয়ানক নিদয় ব্যবহার করে, তাহারা নির্লজ্জ, কদাচারী, বিশ্বাসঘাতক এবং সদা আত্মসুখে উন্মত্ত, ভ্রমর যেমন এক পুষ্পের মধু ফুরাইলে পুষ্পান্তরে গমন করে, নির্দ্দয় নির্লজ্জ কামুক পুরুষজাতিও তদ্রূপ।"

ইহা শুনিয়া ধাত্রী বলিল, "হোসনবান্নু, তুমি নিতান্ত বালিকা, নতুবা কোথায় কোন্ পুরুষে স্ত্রীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে দেখিয়া সমগ্র পুরুষ জাতিকে ঘৃণা করিবে কেন? সে যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রী চরিত্রের কথা তোমার কোন পুস্তকে লেখা আছে কি? স্ত্রী জাতিরা পুরুষ অপেক্ষা সহস্র গুণে নৃসংশাচারিণী, যদি স্ত্রী চরিত্রের বিষয় কোন পুস্তকে পাঠ করিতে তাহা হইলে কখনই পুরুষ জাতিকে এত ঘৃণা করিতে না, কুলটা স্ত্রী চরিত্রের কথা সমস্ত বলিতে গেলে আর কিছুই বাকি থাকে না, এক্ষণে তোমাকে একটি সৎপরামর্শ দিতেছি, শ্রবণ কর—এই পরামর্শ মত কার্য্য

করিলে তোমার সকল দিক মঙ্গল হইবে। তোমার সিংহদ্বারে নিম্নলিখিত এই সাতটি প্রশ্ন লিখাইয়া দাও।

"১মঃ একবার দেখিয়াছি, দ্বিতীয় বার দেখিবার ইচ্ছা করি।

২য় ভালকর এবং জলে ফেল।

৩য় কাহারও মন্দ করিও না, যদি কর তবে উহা নিজে প্রাপ্ত হইবে।

৪র্থ সত্যবাদী সদাই সুখী।

৫ম শঙ্কাকারী গিরির সংবাদ আন।

৬ষ্ঠ হংস ডিম্ব তুল্য একটি মুক্তা আনয়ন কর।

৭ম বাদীল স্নানাগারের সংবাদ আনয়ন কর।

যে কোন ব্যক্তি এই সপ্ত প্রশ্নের তত্ত্বানুসন্ধান ও পূরণে সমর্থ হইবে তাহাকে তুমি পতিত্বে বরণ করিবে।"

ইহা শুনিয়া হোসনবানু পরম প্রীত হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে এমন কোন্ মনুষ্য আছে যে, এই প্রশ্ন পূরণে সমর্থ হইবে? অতএব আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা। অনন্তর হোসনবানু ধাত্রীর পরামর্শানুসারে ঐ সপ্ত প্রশ্ন স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করাইয়া সিংহদ্বারের উপরে স্থাপন করাইলেন এবং স্বয়ং অষ্টাহকাল ঈশ্বরোদ্দেশে পূজার্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

একদা হোসনবানু প্রাসাদোপরি বসিয়া নগরের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময় চত্বারিংশৎ শিষ্যসহ এক সন্ন্যাসী সম্মুখস্থিত রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইলেন; শিষ্যগণ একে একে চল্লিশ খানি স্বর্ণ ইষ্টক রাখিয়া যাইতেছে, সন্ন্যাসী স্বচ্ছন্দে সেই ইষ্টকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া হোসনবানু আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া ধাত্রীকে বলিলেন, "মা! এমন সন্ন্যাসী তো আমি কখনও দেখি নাই। ইনি কে, কোথায় থাকেন এবং যাইতেছেন বা কোথায়?" ধাত্রী বলিল, "হোসনবানু ইনি একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসী, রাজসভায় ইহার বড় মান, ঐ যে সকল স্বর্ণ ইষ্টক দেখিতেছ সমস্তই রাজদত্ত। গণনা ও অপরাপর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আলোচনা বিষয়ে ইহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। সুতরাং ইহাকে রাজা প্রজা সকলেই মান্য করিয়া থাকেন।" হোসনবানু বলিলেন, "মা! যদি

তোমার অনুমতি হয়, আমি অন্ততঃ দিনেকের জন্য উঁহাকে সশিষ্যে বাটিতে আনাইয়া পরিচর্য্যা করিয়া জীবন সার্থক করি।" ধাত্রী বলিল, "ইহাতে আমার অনুমতির অপেক্ষা কি ? ইহাত উত্তম সঙ্কল্প, তৎক্ষণাৎ ঐ সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ করিতে দাস প্রেরিত হইল ; সে গিয়া যথারীতি করযোড়ে সন্ন্যাসীকে বলিল, "প্রভু !- আমার কর্ত্রীঠাকুরাণী সশিষ্যে আপনাকে এই সম্মুখস্থিত প্রাসাদে অদ্য আমন্ত্রণ করিতে চান ; অনুগৃহীতকে অনুগ্রহ করা মহতের একান্ত কর্ত্তব্য, অতএব আপনি ইহাতে কি বলেন ? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"ইহা অতি উত্তম কথা, ইহাতে আমার আপত্তি নাই ধর্ম্ম গ্রন্থে আছে—

নিমন্ত্রিত হইয়া যে না করে গমন।
অবশ্য হইবে তার নিরয় দর্শন ॥

সুতরাং আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম এবং তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণীর মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূর্ণ করিব কিন্তু তাঁহাকে গিয়া বল, অন্য কোন বিশেষ কারণ বশতঃ স্থানান্তরে গমন করিতেছি, কল্য প্রাতে নিশ্চয়ই আসিব" বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ভৃত্য সন্ন্যাসীর সমস্ত কথা হোসনবানুকে জানাইলে হোসনবানু দাস দাসীগণকে নানাপ্রকার আহারের আয়োজন ও গৃহ সজ্জা করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র দাসেরা নানাপ্রকার চোব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় সামগ্রী আহরণ করিতে লাগিল, মহামূল্য আস্তরণ, গৃহ মধ্যে পাতিত হইল এবং আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তুই ক্রমশঃ সংগৃহীত হইতে লাগিল, এদিকে হোসনবানু নিজ হস্তে একখানি স্বর্ণথালে নানাপ্রকার মূল্যবান মণিও কতকগুলি স্বর্ণ-মুদ্রা সজ্জিত করিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, এ স্বর্ণ থাল সন্ন্যাসীকে স্বহস্তে যৌতুকস্বরূপ দান করিবেন।

কথিত মত পরদিন প্রাতে সন্ন্যাসী সশিষ্যে তাঁহার পূর্ব্ব রীত্যানুসারে স্বর্ণ ইষ্টকের উপর দিয়া হোসনবানুর সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভৃত্যেরা অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট গৃহে লইয়া গেল, ঐ গৃহে একখানি বহুমূল্য আস্তরণ ও তদুপরি একখানি স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত আসন বিস্তীর্ণ ছিল, সন্ন্যাসী স্বয়ং ঐ আসনে এবং অনুচরেরা চতুর্দ্দিকে

মণ্ডলাকারে বসিল। হোসনবানু যবনিকাভ্যন্তর হইতে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে হোসনবানু ভৃত্যগণকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা প্রথমতঃ একটি মূল্যবান পরিচ্ছদ ও তৎপরে সেই মণি মুক্তা ও স্বর্ণ রৌপ্য পুরিত স্বর্ণ থালখানি সন্ন্যাসীর সম্মুখে রক্ষা করিল। সন্ন্যাসী যথারীতি দ্রব্যগুলিকে এক একবার স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে ভৃত্যদিগকে উহা উঠাইয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিল এবং বলিল, তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণিকে বলিও, "আমরা সন্ন্যাসী, এ সমস্ত ধন রত্নে আমাদের প্রয়োজন কি ?"

অনন্তর ভৃত্যেরা খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল এবং প্রত্যেকের সম্মুখে এক একখানি স্বর্ণ থালে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য রক্ষিত হইল; সন্ন্যাসী সশিষ্যে আহারে বসিয়া গেল অবলা বালা হোসনবানু যবনিকান্তরাল হইতে বিনীত ও করুণস্বরে ফকীরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "প্রভো! অদ্য দাসীর জন্ম সার্থক হইল; আপনার আগমনে আমি ধন্যা হইলাম, আমার ভবন বিশুদ্ধ হইল, এক্ষণে দাসীকে আর কি কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" কপট দুরাচারী সন্ন্যাসী মুখে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টভাব দেখাইতে ত্রুটি করিল না, কিন্তু কি প্রকারে হোসনবানুর সর্ব্বনাশ করিয়া ঐ সমস্ত ধন রত্ন আত্মসাৎ করিবে, উহাই চিন্তা করিতেছিল। এদিকে হোসনবানু উহার এইরূপ নিস্পৃহ ভাব দেখিয়া বালিকাস্বভাব সুলভভক্তিতে গদগদ চিত্তে অন্তরাল হইতে উহাকে প্রণাম করিলেন, সেও হোসনবানুকে মৌখিক আশীর্ব্বাদ করিয়া আহারান্তে সশিষ্যে সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অনন্তর হোসনবানুর দাস দাসী সকলেই সমস্ত দিনের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল, দ্রব্যাদি সমস্ত যথাস্থানে পড়িয়া রহিল, এমন কি গৃহদ্বার পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিতে কাহারও অবসর হইল না; ক্রমে ঘোর নিশা আগত, চতুর্দ্দিক ঝিল্লিরবে পূর্ণ, মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য কুক্কুর ও বন্য শৃগালের কণ্ঠরব ভিন্ন কদাচ অন্য শব্দ শ্রুত হইতেছে, এমন সময় ঐ ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী অস্ত্র শস্ত্রে সুস জ্জিত হইয়া স্বচ্ছন্দে হোসনবানুর গৃহে প্রবেশ করত তাবৎ দ্রব্যাদি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।' গোলমালে কোন কোন ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সাধ্যমত দস্যুদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু উহাদের

সংখ্যায় অল্প সুতরাং দস্যুরা অনায়াসেই কাহারও হস্ত কাহারও মস্তক ভগ্ন করিয়া স্বচ্ছন্দে দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে লাগিল। অবশেষে হোসন বানুর নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বীয় কক্ষের বাতায়ন পথ দ্বারা দেখিলেন, গৃহ মধ্যে কালান্তক যম সম তস্করেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, তাহাদের বাম হস্তে মশাল ও দক্ষিণ হস্তে শাণিত অসি, দীর্ঘ জটাভার পৃষ্ঠে দোদুল্যমান, শ্মশ্রুরাজি বক্ষস্থলে বিলম্বিত; উহাদের মধ্যে সেই ছদ্মবেশী বৃদ্ধ পাষণ্ডকে দেখিয়াই হোসনবানু চিনিতে পারিলেন, তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়, কি পরিতাপ! এ জগতে মানুষ চেনা ভার। কত পাষণ্ড দিবাভাগে এইরূপ ভণ্ডতপস্বী সাজিয়া বিচরণ করে এবং রাত্রিতে পরস্বাপহরণ করিয়া বেড়ায়।" অনন্তর নিরুপায় হইয়া পাপাত্মাদের নৃশংসাচরণ দেখিতে লাগিলেন। হোসনবানুর ভাগ্যবলে পাপাত্মারা সেই প্রকোষ্ঠ হইতেই পর্য্যাপ্ত দ্রব্যাদি লইয়া রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই প্রস্থান করিল। নতুবা অবলা হোসনবানুর অদৃষ্টে আরও কি ঘটিত কে বলিতে পারে।

রাত্রি প্রভাত হইল। হোসনবানু দেখিলেন, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তস্কর দ্বারা অপহৃত এবং ভৃত্যবর্গের অধিকাংশ হতাহত হইয়া ভূতলশায়ী রহিয়াছে। অতঃপর হোসনবানু নিরুপায় হইয়া হতাহত ভৃত্যগণকে বাহক দ্বারা লইয়া স্বয়ং পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রন্দন করিতে করিতে রাজদ্বারে চলিলেন। ভাগ্যলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। যে হোসনবানু কখনও বাটির বাহির হন নাই, তাঁহাকে আজি ভিখারিণী বেশে ক্রন্দন করিতে করিতে রাজপথে বাহির হইতে হইয়াছে। ক্রমে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া রাজা খরসুমান ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করিলেন; "দেখ, কোথায় স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শ্রুত হইতেছে এবং ইহার কারণ বিশেষ অবগত হইয়া আমাকে সংবাদ দাও। আমার রাজ্যে কে কোন্ স্ত্রীলোককে কষ্ট দিল? আমি এখনই তাহার সমুচিত প্রতিফল দিব।" আজ্ঞামতে ক্রন্দন শব্দানুসারে ভৃত্যেরা হোসনবানুর নিকট উপস্থিত হইল এবং সবিশেষ অবগত হইয়া রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে বলিল, "মহারাজ; গত রাত্রে মৃত বরজখ বণিকের গৃহ

হইতে তস্করগণ তাবৎ সম্পত্তি হরণপূর্ব্বক ভৃত্যদিগের কাহাকেও হত এবং কাহাকেও আহত করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, সেই বরজখের কন্যা ধাত্রী সহ ক্রন্দন করিতে করিতে আসিতেছেন। আজ্ঞা হয়ত তাহাদিগকে এই স্থানে আনায়ন করি। "রাজা হোসনবানুর এতাদৃশ দুরবস্থার কথা শুনিয়া দুঃখ ও ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। হোসনবানু রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার চরণ যুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! ঈশ্বর আপনার পরমায়ু ধন ও যশঃ বৃদ্ধি করুন, অভাগিনী হোসনবানু পথের ভিখারিণী।" এই বলিয়া সে কপটাচারী সন্ন্যাসীকে সশিষ্যে নিমন্ত্রণ হইতে দ্রব্যাদি লুণ্ঠন পর্য্যন্ত সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিলেন; অবশেষে দাসগণকে দেখাইয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি ধর্ম্মাবতার আমার মত অসহায়া বালিকার উপর যেরূপ দুর্বৃত্তদের সমুচিত শাস্তি হয় ইহাই প্রার্থনা।" হোসনবানুর বাক্য শেষ না হইতে রাজা অরিক্তলোচনে ও কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রে পাপিষ্ঠে। তোর এতদূর স্পর্দ্ধা, তুই না জানিয়া শুনিয়া সেই পাবক-তুল্য সিদ্ধপুরুষকে যদৃচ্ছা কটুবাক্য বলিতেছিস, তোরে ধিক। সামান্য পৃথিবীর ধনে তাঁহার লোভ। এও কি কখন সম্ভব? তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ, পুনরায় এই সকল কথা যেন আমাকে আর শুনিতে না হয়।" হোসনবানু করযোড়ে বিনয়বচনে বলিলেন, "মহারাজ। আমাকে ক্ষমা করিবেন, সেই কপটাচারী দুর্বৃত্ত তস্করকে সাধু নির্দ্দেশ করিয়া সাধুনামে কলঙ্ক আরোপ করিবেন না।

যে বলে বলুক তারে সিদ্ধ যোগী জন।
অকপট আমি তারে বলিব সয়তান॥

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিগুণতর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এখানে কে আছ, শীঘ্র এই হীনমতী দুষ্টা বরজখ কন্যাকে আমার সম্মুখ হইতে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া সংহার কর। পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত আমার প্রজাবর্গের আদর্শ হউক; এবং ধার্ম্মিক সিদ্ধ-পুরুষদিগের অপবাদ করিলে তাহার পরিণাম কি হয় দেখুক।"

আজ্ঞামাত্রে অসি হস্তে বমসম জল্লাদ আসিয়া হোসনবানুর হস্ত ধারণ

করিল। তথন প্রধান মন্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রভো। আপনি কি করিতেছেন? এই অসহায়া বালিকার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা করিলে আপনার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে, বিশেষতঃ বণিক বরজথ অন্তিমকালে তাঁহার তাবদ্ধন সম্পত্তি ও এই বালিকাকে রক্ষণাবেক্ষণ ভার আপনার হস্তেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, অতএব এরূপ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা রহিত করুন। বিবেচনা করুন, অদ্য যদি আমার মৃত্যু হয় এবং পরে আমার পরিবারবর্গ সন্তান সন্ততি সকলে যদি এইরূপে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে ত সমস্ত রাজভৃত্য অপমৃত্যু ভয়ে ক্রমে ক্রমে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন।"

মন্ত্রী এইরূপ কহিলে রাজার মনে কিছু দয়ার উদ্রেক হইল, বলিলেন, "মন্ত্রিন্। তোমার অনুরোধে আমি এই বালিকার জীবন দান করিলাম, কিন্তু এই দণ্ডেই ইহাকে আমার রাজ্য ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে আজ্ঞা কর, এরূপ পাপীয়সী রমণীকে আমার রাজ্যে কেহ কখন যেন স্থান দান না করে, এক্ষণে ইহার তাবদ্ধন সম্পত্তি আমার কোষ ভুক্ত কর, যেন একটি তৃণ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত না হয়।" আজ্ঞা মাত্র হোসনবানুর গৃহে তস্কর পরিত্যক্ত যে সমস্ত সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, সমস্তই রাজ-কোষ-ভুক্ত হইল। অসহায়া বালিকা ক্রন্দন করিতে করিতে ধাত্রীসহ নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ধাত্রীর ইউসফ নামে, ষোড়শ বৎসরের এক বালক ঐ নগরে কোন বিপণীতে কর্ম্ম করিত, সে হোসনবানুর সহিত স্বীয় জননীর নির্ব্বাসনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নানামতে তাহাদের নির্ব্বাসন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু যখন শুনিল যে, রাজাজ্ঞায় তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত হইতে হইতেছে, তখন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। ধাত্রী নানা মতে পুত্রকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বালক কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া উহাদের সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর উহারা তিনজনে এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। হোসনবানু ধাত্রীকে বলিলেন, 'মা আমাদিগকে বিনাদোষে রাজা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া অনর্থক কষ্ট

দিলেন।” ধাত্রী বলিল, “হোসনবানু ! মনুষ্যমাত্রেই নিজ নিজ অদৃষ্টানুসারে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করে ; ইহাতে রাজার বা অপর কাহারও দোষ নাই, আমাদের ভাগ্যে এইরূপ কষ্ট লেখা ছিল, সুতরাং দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। মনুষ্যের অদৃষ্টচক্র সর্ব্বদাই ভ্রাম্যমান, দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ মনুষ্যমাত্রেরই ভোগ করিতে হয়, তোমার আমার অদৃষ্টই তাহার প্রমাণ। দেখ ২।৩ দিন পূর্ব্বে তোমার কি অবস্থা ছিল এবং আজ কি অবস্থায় পতিতা হইয়াছ, আবার ঈশ্বরের কৃপা হইলে এই মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালিনী হইতে পার, অতএব মা ! বৃথা দুঃখ করিলে আর কি হইবে, সম্পদ বিপদে যে সমভাবে কালযাপন করে সেই প্রকৃত মনুষ্য।”

এইরূপে তিন জনে দীনবেশে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে কোন নিবিড় বৃক্ষতলে শয়ন এবং দিবাভাগে পুনরায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে বন্য ফল এবং নদী ও প্রস্রবণ জলে জীবন ধারণ করেন। ৫।৬ দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল।

অনন্তর একদিন সন্ধ্যার সময় তিন জনে ঐ বন পার হইয়া এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। প্রান্তর দেখিয়া হোসনবানু ভয়ে ধাত্রীকে বলিলেন, “মা ! আমি আর এক পাও চলিতে সক্ষম নহি, আমার পিপাসায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে ; আমাকে কিঞ্চিৎ জলপান করাও, নতুবা আমি ভগবানের নাম করিয়া এই স্থানেই জীবন ত্যাগ করিব।” অনতিদূরে একটি বটবৃক্ষ দেখিয়া ধাত্রী হোসনবানুকে বলিল, “মা। আর একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া কিছু দূর চল, সম্মুখস্থিত ঐ বৃক্ষতলে আজিকার নিশা যাপন করিব। বিশেষতঃ সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই।” অগত্যা হোসনবানু ধাত্রীস্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া কষ্টে শ্রেষ্টে সেই বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। পরে তথায় পৌঁছিয়াই স্বীয় অঞ্চল পাতিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন, পথশ্রান্তা হোসনবানু শয়নমাত্র ঘোর নিদ্রাভিভূতা হইলেন। হোসনবানু বামহস্তোপরি স্বীয় মস্তক রক্ষা করিয়া অকাতরে সেই বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ইউসফ অন্বেষণ করিয়া পানীয় জল আনয়ন করিল, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে ধাত্রী হোসনবানুকে ডাকিতে সাহস করিল না ; অগত্যা ধাত্রী পুত্রসহ প্রহরীরূপে ঐ বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিতে লাগিল।

নিদ্রাবস্থায় হোসনবানু স্বপ্নে দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, পরিধানে কাষায় বস্ত্র, গলে স্ফটিক মালা, বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে যষ্টি এবং পদে কাষ্ঠ পাদুকা, যেন তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "বাছা হোসনবানু। আর চিন্তা করিও না, তোমার দুঃখ করিবার কোন কারণ দেখি না; কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালিনী করিবার জন্যই ঈশ্বর তোমাকে অদ্য এখানে আনিয়াছেন। এই যে বৃক্ষ দেখিতেছ, ইহার মূলে ধন রত্ন পূর্ণ সপ্ত কূপ বিদ্যমান। গাত্রোত্থান কর এবং স্বহস্তে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন কর, এখনই ঈশ্বরের মহিমা দর্শন করিবে"। হোসনবানু নিদ্রিতাবস্থায় সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "পিতঃ। আমি অবলা নারী বিশেষতঃ সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মৃত্তিকা খনন আমা হইতে কখনই হইবে না। সুতরাং প্রোথিত ধনও আমার অদৃষ্টে নাই"। ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী স্বীয় হস্তস্থিত যষ্টি হোসনবানুকে দিতে হস্তোত্তলন করিলেন ও বলিলেন, "বাছা! এই যষ্টি এই বৃক্ষমূলে যেথানে বিদ্ধ করিবে, ধনপূর্ণ সপ্তকূপ সেইখানেই দেখিতে পাইবে"। হোসনবানু নিদ্রাবেশে যেমন ঐ লাঠি লইতে যাইবেন, অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, দেখিলেন, ধাত্রী পুত্রসহ নিকটে বসিয়া আছে এবং অদূরে একগাছি লাঠি পড়িয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ ঐ যষ্টিগাছটি সংগ্রহ করিলেন। ধাত্রী বলিল, "হোসনবানু। তুমি তৃষ্ণাতুরা হইয়া নিদ্রা গিয়াছিলে তোমার নিমিত্ত জল আনিয়া রাখিয়াছি, অগ্রে পান কর।" হোসনবানু জলপান করিয়া বলিলেন, "মা। বোধ করি, আর আমাদিগকে বেশী দিন দুঃখে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইবে না। ঈশ্বর আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালিনী করিবেন বলিয়াই এই বিজনবনে আনয়ন করিয়াছেন।" এই বলিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিয়া হস্তস্থিত যষ্টি বৃক্ষতলে বিদ্ধ করিবামাত্র তথাকার মৃত্তিকা বিপর্য্যস্ত হইয়া নানা রত্নপূর্ণ সপ্ত কূপ দৃষ্টি পথে পতিত হইল। হোসনবানু ঈশ্বরের এইরূপ মহিমা দর্শনে আনন্দে সেই সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়া জানুপাতিয়া করযোড়ে আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরে ধাত্রী ও ইউসফকে সঙ্গে লইয়া ক্রমান্বয়ে সাতটী কূপ প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ত ধন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে এক কূপে ধাত্রীর পূর্ব্ব কথিত মত হংস ডিম্ব তুল্য একটি উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য মুক্তা দেখা গেল; উহা দৃষ্টে

ধাত্রী বলিল, "হোসনবানু! বোধ করি, এই মুক্তার কথাই তোমার পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার উৎপত্তির বিবরণ তোমার পিতা ও আমি ভিন্ন আর কেহ অবগত নহে, দ্বারদেশে লিখিত সপ্তপ্রশ্ন মধ্যে এই মুক্তার কথাই এক প্রশ্ন আছে।"

অনন্তর হোসনবানু, ইউসফকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ। অদ্য ৬।৭ দিন হইল বন্যফল ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আহার করি নাই, একটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক নগরে গমন করিয়া আমাদের নিমিত্ত কিছু খাদ্যদ্রব্য আনয়ন কর, এবং যদি আমার ভৃত্যগণ মধ্যে কাহাকে দেখিতে পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে আরও অনুসন্ধান করিয়া যদি কোন স্থপতিকে আনিতে পার, তাহা হইলে তাহারও চেষ্টা করিবে, কারণ আমার একান্ত ইচ্ছা এই স্থানেই 'শাহাবাদ' নামে এক প্রকাণ্ড নগর নির্ম্মাণ করাইব, কিন্তু ভাই দেখিও, এসকল গুপ্ত-ধনের কথা নগরে কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

ইহা শ্রবণ করিয়া ইউসফ একটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া নগরে গমন করিয়া আবশ্যকমত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিল, অনন্তর আগমনকালে দেখিল, পথিমধ্যে কতকগুলি লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া ভিক্ষা করিতেছে, জিজ্ঞাসা করায় তাহারা হোসনবানুর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিল, তখন ইউসফ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হোসনবানুর নিকট আসিল। হোসনবানু পুরাতন ও বিশ্বাসী ভৃত্যদিগকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিতা হইলেন এবং তাহাদিগকে সেই প্রান্তরে স্থান ও সময়ানুযায়ী একটি বৃহৎ পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরদিন প্রভাতে ইউসফ পুনরায় নগরে গিয়া এক-জন বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ স্থপতিকে বলিল, "ভাই! এই নগরের কিছুদূর দক্ষিণে এক বন আছে, সেই বন পার হইলেই এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঐ প্রান্তরে আমার কর্ত্রীঠাকুরাণী বাস করেন, তথায় তাঁহার ভবন নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাতে তোমার বিলক্ষণ ধন পাইবার আশা আছে, অতএব তুমি অনুচরসহ আমার সহিত এখনি চল।" ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ সানন্দে বহু অনুচর সহ ইউসফের সহিত চলিল, অনন্তর সকলে হোসনবানুর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বৃদ্ধ স্থপতিকে যথাবিধি ধনদান করিয়া ইচ্ছামত অট্টালিকা নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন।

অনন্তর ৫।৬ মাস মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট বাসোপযোগী হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইলে হোসনবানু রাজমিস্ত্রীদিগকে পারিতোষক প্রদান করিয়া সেইস্থানে এক বৃহৎ নগর নির্ম্মাণের আজ্ঞা করিলেন, ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ স্থপতি করযোড়ে বলিল, "মাতঃ! রাজাজ্ঞা ব্যতিবেক নগরের অনতিদূরে অন্য এক নগর নির্ম্মাণের ক্ষমতা কাহারও নাই।" তখন হোসনবানু ইউসফকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! পুনরায় নগরে গমন করিয়া আমার জন্য একটি উত্তম অশ্ব, মূল্যবান পুরুষ পরিচ্ছদ এবং আরও জনকয়েক দাস ও তাঁহাদের উত্তম উত্তম পরিচ্ছদ সত্বর আনয়ন কর।" ধাত্রীপুত্র ইউসফ তৎক্ষণাৎ নগরোদ্দেশে যাত্রা করিল এবং আজ্ঞামত সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সেই প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হোসনবানু পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যুবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, অনন্তর সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া কূপ হইতে কতকগুলি বহুমূল্য বস্ত্র ও রত্ন-নির্ম্মিত একটি ময়ূর হস্তে করিয়া রাজদর্শনে চলিলেন, চারিজন পদাতি অনুচর অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে হোসনবানু ছদ্মবেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, প্রতিহারী রাজাকে সংবাদ দিল। "মহারাজ! কোন সম্ভ্রান্ত বণিক পুত্র আপনার চরণ দর্শনাভিলাষে দ্বারে উপস্থিত"। রাজা থরসমান বণিক পুত্রকে সম্মানের সহিত আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্যেরা রাজাজ্ঞায় বণিকপুত্রকে রাজার নিকট লইয়া গেলে, তিনি জানুপাতিয়া যথারীতি প্রণাম করিয়া হস্তস্থিত উপহার সমস্ত সিংহাসন সমীপে রক্ষা করিয়া, অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া স্থানান্তরে দণ্ডায়মান রহিলেন; রাজা আহ্লাদ ও বাৎসল্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? কোথায় নিবাস, এবং কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ?" তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আমি কোন সম্ভ্রান্ত বণিকপুত্র, আমার নাম বাহরাম, আমার পিতা বাণিজ্য যাত্রা করিয়া সমুদ্রবক্ষে পোতমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অনেকদিন হইতে মহারাজের নাম শুনিয়া শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়াছিলাম, অদ্য ভাগ্য সুপ্রসন্ন, মনস্কামনা পূর্ণ ও চক্ষু সার্থক হইল, এক্ষণে প্রার্থনা যাবজ্জীবন মহারাজের আশ্রয়ে কালযাপন করি, বিশেষতঃ যদি আপনার আজ্ঞা হয়, এই নগর হইতে দক্ষিণে এক বন, ঐ বন পার হইয়াই এক বিস্তীর্ণ

প্রান্তর, আমার একান্ত ইচ্ছা ঐ প্রান্তরে 'শাহাবাদ' নামে এক নগর নির্ম্মাণ করাইয়া উহাতে বাস করি।" রাজা খরুসমান ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বণিক-পুত্রকে নানাপ্রকার পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "বাপু! তুমি পিতৃ মাতৃহীন এবং আমিও অপুত্রক, এক্ষণে আমাকে পিতা জ্ঞান কর, তুমি আমার পুত্র হইলে, তুমি অদ্য হইতে আমার রাজ্য মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারিবে, কেহ বাধা দিবেনা, তোমার যে যে দ্রব্যের আবশ্যক রাজসরকার হইতে সমস্ত লইয়া যাও।"

বণিকপুত্র রাজাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! যদ্যপি এ দাসকে তদীয় সন্তান মধ্যে গণ্য করিলেন, তবে দাসের একটী উত্তম নাম রক্ষা করিয়া কৃতার্থ করুন, তাহা হইলে আমি চিরবাধিত হইব। কারণ আমি যে নামে সর্ব্বত্র পরিচিত, সেই নামে মহারাজের নিকট পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করি।" রাজা ইহাতে সম্মত হইয়া তাঁহার নাম 'মাহরুশ" রাখিলেন ও বলিলেন, "প্রাণাধিক! সেই বন এ স্থান হইতে অনেকদূর, অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি আমার এই নগরের নিকটে অন্য এক নগর নির্ম্মাণ করাইয়া সুখে উহাতে বাস কর।" মাহরুশ নিবেদন করিল, "মহারাজ! ঐ বন অতি মনোরঞ্জক, আমার একান্ত ইচ্ছা আপনার অনুমতি হইলে আমি ঐ স্থানেই 'শাহাবাদ' নামে এক নগর নির্ম্মাণ করাই, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া স্থপতিগণকে আদেশ করুন"। রাজা "তাহাই হউক" বলিয়া নগর নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। পরে মাহরুশ সানন্দে রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহ নির্ম্মাতাগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া নগর নির্ম্মাণের আজ্ঞা করিলেন এবং তাহাদিগকে আরও বলিলেন, "তোমরা যত শীঘ্র পার, নগরটি নির্ম্মাণ কর, তোমাদিগকে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিব।" ক্রমে দুই বৎসর অতীত হইলে এক প্রকাণ্ড নগর প্রস্তুত হইল। কথিত মত হোসনবানু ঐ নগরের "শাহাবাদ" নাম রক্ষা করিয়া স্থপতিগণকে পারিতোষিক দানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। তদনন্তর হোসনবানু দিনান্তে একবার রাজাকে দর্শন করিতে গমন করিতেন।

একদা রাজা স্বীয় গুরু, সেই কপট সন্ন্যাসীর আশ্রমে গমনোদ্যোগ

করিতেছেন, এমন সময় মহাকুশ আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "পুত্র। আমি এখন নিজ গুরু দর্শনে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছি, তুমি আসিয়াছ উত্তম, চল অদ্য তোমাকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিব; তিনি বিজ্ঞ, সদাচারী সাধু পুরুষ, তাঁহার সন্দর্শন ও সেবার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইবে, অতএব অদ্য তুমি আমার সহিত চল।".

মাহরুশ বলিলেন, "মহারাজ। অদ্য আপনার সহিত গমন করিয়া ভবদীয় গুরুর শ্রীচরণ দর্শন করিব, ইহা হইতে আর পুণ্যকর্ম্ম কি আছে?" পরক্ষণেই সেই ধূর্ত্ত কপট সন্ন্যাসীর কীর্ত্তি-কলাপ তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়ার ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং পাছে রাজা জানিতে পারেন এই ভয়ে কষ্টে সে ভাব গোপন করিয়া রাজার সঙ্গে গুরু দর্শনে চলিলেন।

তদনন্তর উভয়ে সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহারুশ সেই নরপিশাচকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, কিন্তু সে সময় মনোভাব সঙ্গোপন করিয়া রাখিলেন। রোসনবানু সে সময় পুরুষ বেশ ধারী ছদ্মবেশী, সুতরাং সন্ন্যাসী তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। রাজা গুরু সন্নিধানে মাহরুশের বিস্তর প্রশংসা করিলেন, মাহরুশ রাজমুখে স্বীয় প্রশংসা-বাদ শুনিয়া অবনত মস্তকে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাজা আমার নিকট হইতে বহুমূল্য উপহার প্রাপ্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে এখন আমার প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু আমি সেই করজথের কন্যা বই আর কেহ নহি· আমার তাবদ্ধন সম্পত্তি রাজকোষ ভুক্ত করা হইয়াছে, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় রাজা সন্ন্যাসীর পাদ বন্দনা করিয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিলেন তদ্দর্শনে মাহরুশ করযোড়ে সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "গুরো! এক দিন অনুগ্রহ করিয়া এদাসের ভবনে পদধূলি দিবেন নাকি?" সন্ন্যাসী উত্তর করিল, "সেকি কথা! সাধু সন্ন্যাসীগণ ভক্তাধীন, এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, অতএব বৎস আমি অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।"

তখন মাহরুশ রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ। দাসের আর একটি নিবেদন আছে, আমি রাজ গুরুকে নিমন্ত্রণ করায় তিনিও উহা গ্রহণ করি-

রাজেন ; এক্ষণে দেখিতেছি, আমার ভবন এ স্থান হইতে কিছু দূর হইবে সুতরাং দাসের একান্ত ইচ্ছা এই নগরে স্বর্গীয় বরজথ বণিকের শূন্য ভবনে অন্ততঃ একদিনের জন্যও আমাকে বাসাজ্ঞা প্রদান করেন। আমি সেই ভবনে গুরুর পাদপদ্ম সেবা করিব।" রাজা বলিলেন, "বৎস! তোমাকে অদেয় আমার কি আছে। ২।১ দিনের জন্য কেন, আমি তোমাকে ঐ ভবন একেবারে দান করিলাম? ফলতঃ একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ঐ ভবনের কথা কোথায় শ্রবণ করিলে?" মাহরুশ উত্তর করিলেন, "মহারাজ নগরের তাবৎ লোকের মুখে ঐ ভবনের প্রশংসা শুনিতে পাই, তাহাতেই আমি উহা জ্ঞাত হইয়াছি।"

মাহরুশ রাজাকে প্রণাম করিয়া কতকগুলি অনুচর সঙ্গে লইয়া বরজথ ভবনাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহ সমূহের ভগ্নাবস্থা দর্শনে রোদন করিতে করিতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! দুর্বৃত্ত দেবর হস্তে পড়িয়া যতদূর কষ্ট পাইতে হয় পাইয়াছি, আবার অদ্য আমাকে এই স্বীয় আলয় দেখিতে হইল, হা ঈশ্বর! তুমি কোথায়। না তুমি কেবল দুর্বলদিগেরই উৎপীড়ন কর, সবলদিগের নিকট গমন করিতে সমর্থ নহ; [illegible] আমি অবলা আমার সর্বনাশ করিয়া পাষণ্ডেরা এখনও জীবিত আছে। যাহা হউক, এইবার দেখিব এবং সর্বসাধারণকে দেখাইব যে, নারী হইয়া দুর্বৃত্তদিগকে [illegible] শাস্তি দিতে পারি কি না।" অনন্তর অনুচরবর্গকে আলয় সংস্কার কার্যের ভার দিয়া নূতন নগর শাহাবাদ যাত্রা করিলেন।

এক মাস পরে পুরাতন গৃহের সংস্কারকার্য্য শেষ হইলে মাহরুশ লোক জন নানাবিধ রত্ন ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি আভরণ সঙ্গে লইয়া শাহাবাদ হইতে স্বীয় পিত্রালয়ে আগমন করিলেন এবং দ্রব্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পুনরায় রাজ সন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "রাজন্! এক্ষণে আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি বরজথ বণিকালয়ে আসিয়াছি, অতঃপর প্রতিদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শনে সমর্থ হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে নিবেদন, আমি সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছি, আপনার অনুমতি হইলে আগামী কল্য রাজগুরুর পরিচর্য্যা করিয়া জীবন সার্থক করি।" রাজা বলিলেন, "বৎস মাহরুশ! ইহা ত উত্তম

কথা, তুমি যখন যাহা অভিলাষ করিবে, তখনই উহা সম্পাদন করিবে ইহাতে আমার মতামতের সাপেক্ষ করিও না, বৎস। আমি পুত্রাপেক্ষা তোমাকে অধিক স্নেহ করি, এমন কি আমার তাবৎ রাজ্য ধন সম্পত্তি অদ্য হইতে তোমারই আয়ত্তাধীন মনে করিবে।" অনন্তর মাহরুশ গাত্রোত্থান করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ। আপনার অনুগ্রহে আমি এইরূপ অনুগৃহীত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি আমি মহারাজের আজ্ঞাধীন দাস" এই বলিয়া তথা হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় পিত্রালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দাস দাসীগণকে নানাপ্রকার চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিয়া রাজগুরু সন্ন্যাসীকে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন।

ভৃত্য আজ্ঞামত সন্ন্যাসী সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বামীর নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলে সন্ন্যাসী উহাতে সম্মত হইল। পরদিন প্রাতে সন্ন্যাসী আপন পূর্ব্ব মত পাতিত স্বর্ণ ইষ্টকের উপর দিয়া সশিষ্যে মাহরুশের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাহরুশ পূর্ব্ব হইতেই স্বহস্তে একটি গৃহ উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী সশিষ্যে বাটির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে মাহরুশ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে আসনে বসাইলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া রত্ন ও স্বর্ণ মুদ্রাপূর্ণ কয়েকটি পাত্র ও এক একটি মণি নির্ম্মিত ময়ূর উপহার প্রদান করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী উহা গ্রহণ করিল না, পূর্ব্বমত ঐ সমস্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিল। মাহরুশ সন্ন্যাসীর লোভ বৃদ্ধি করিবার জন্য ঐ সমস্ত রত্ন রাজি ঐ গৃহেই স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর আদেশ মাত্র ভৃত্যেরা গৃহান্তরে নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসী ও তাহার শিষ্যদিগের জন্য আস্তরণ বিছাইয়া প্রত্যেক আসনের নিকট নানা ফল ও খাদ্য দ্রব্যাদিপূর্ণ একচত্বারিংশৎ থালি স্বর্ণ থাল রাখিয়া দিল। মাহরুশ স্বহস্তে কপট সন্ন্যাসীর হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "প্রভো। আহার সামগ্রী প্রস্তুত, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া এদাসকে কৃতার্থ করুন"। ইহা শুনিয়া নীচাশয়, হীনমতি কপট সন্ন্যাসী সশিষ্যে আহারার্থে গমন করিল এবং আপনাপন নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া

আহারে প্রবৃত্ত হইল। শিষ্যেরা উদর পুরিয়া ইচ্ছামত আহার করিতে লাগিল, কিন্তু কপট ধূর্ত্তপ্রভু দুই চারি গ্রাস আহার করিয়া যেন আপন মনে কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহার মনে মনে ভাবনা কতক্ষণ ঐ সমস্ত ধন রত্ন তাহার হস্তগত হইবে, সুতরাং আহারে তাহার তত প্রবৃত্তি হইল না। ইহা দেখিয়া মাহরুশ বলিলেন, "গুরো! আপনার শিষ্যেরা সকলে হৃষ্টচিত্তে আহার করিতেছেন, কিন্তু আপনি কি নিমিত্ত দুই চারি গ্রাস আহার করিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তা করিতেছেন?" সন্ন্যাসী প্রকাশ্যে উত্তর করিল,"বৎসে! ঈশ্বর ভিন্ন উদাসীনদিগের আর অন্য চিন্তা কি হইতে পারে? আর দেখ, সন্ন্যাসী মাত্রেই অল্পাহারী, জীবন ধারণোপযোগী কিঞ্চিৎ আহার করিতে হয়, সাধুরা অধিক আহার করিলে পাছে ঈশ্বরোপাসনার ব্যাঘাত হয়, এই জন্য অল্পাহারী হইয়া থাকেন, বৎসে! আমি তোমার অতিথি হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তুমি সুখে কালাতিপাত কর।" এ দিকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থান হইতেই মৃত বণিক বরজখের কন্যার বহুমূল্য ধন রত্ন হরণ করিয়া তাহাকে দেশত্যাগিনী করিয়াছি, পুনরায় এ নবীন যুবা কোথা হইতে আমার করকবলে আসিয়া পতিত হইল, যাহা হউক, কতক্ষণে দিবাবসান হইয়া নিশা আগত হয়, এই চিন্তাই কপট ধূর্ত্তকে অস্থির করিয়া তুলিল। এদিকে মাহরুশ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য পাপাত্মার কোন মতে নিস্তার নাই, অদ্য রাত্রিতেই তোমাকে কপট সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া নির্য্যাতন করিব, তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

আহারান্তে দুরাত্মারা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; এবং আপনাদিগের কুটিরে উপস্থিত হইয়া মণ্ডলাকারে বসিয়া কি প্রকারে চৌর্য্য বৃত্তি সংসাধিত হইবে তাহারই মন্ত্রণা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নিশা উপস্থিত, তখন পাপাত্মাগণ শশব্যস্তে নিজ নিজ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গুরুর অনুগামী হইয়া মাহরুশের গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এদিকে মাহরুশও নিশ্চিন্ত নহেন; ভৃত্যগণকে বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন এবং দ্রব্যাদি যে যে স্থানে আছে, সেই সেই স্থানেই রাখিয়া দিতে আদেশ

করিয়া স্থানীয় শান্তি রক্ষককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, "অদ্য রাত্রিতে মদীয় ভব ন ডাকাইতী হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব আপনি রাত্রিকালে স্বদলে গুপ্তভাবে আসিলে তস্করেরা নিশ্চয়ই ধৃত হইবে।" সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র শান্তিরক্ষক দুইশত প্রহরী সমভিব্যাহারে ঐ ভবনের চতুর্দ্দিকে লুকাইয়া থাকিল। অর্দ্ধরাত্র সময়ে সন্ন্যাসী স্বীয় দল বলে তস্করবেশে বরজথ বণিকের গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু মাহরূশের ইঙ্গিতমত ভৃত্যেরা তস্করগণকে কোন মতে বাধা দিল না, সুতরাং উহারা সচ্ছন্দে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল, অনন্তর পাছে শর্ব্বরী প্রভাতা হয়, এই ভয়ে উহারা শশব্যস্তে প্রত্যেকে এক একটী লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভার মস্তকে লইয়া যেমন দ্বারে বহির্গত হইবে, অমনি শান্তিরক্ষক সদলে হল্লা রবে উহাদের উপর পতিত হইয়া সকলকে হস্তে হস্তে শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। সে রাত্রির মত দুরাত্মারা প্রহরীগণের তত্ত্বাবধানেই রক্ষিত হইল এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও চোরদিগের হস্তে সমভাবে রহিল। শান্তিরক্ষক প্রহরীগণকে সতর্ক হইতে এবং প্রাতে উহাদিগকে রাজদ্বারে প্রেরণের ভার দিয়া স্বস্থানে গমন করিল। মাহরুশও স্বীয় শত্রুদলকে ধৃত হইতে দেখিয়া আনন্দে স্বীয় ভৃত্যগণে পরিবৃত হইয়া অবশিষ্ট যামিনী সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে রাজা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পাত্র মিত্রে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় ও কর্ম্মচারীগণ রাজাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া আপনাপন স্থানে সমাসীন হইলে, রাজা প্রধান অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিন্! গতরাত্রে নগর মধ্যে কিসের কোলাহল হইয়াছিল?" ইত্যবসরে শান্তিরক্ষক শৃঙ্খলবদ্ধ তস্করগণকে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত রাজাকে অভিবাদন করিয়া করপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! গতরাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, বরজথ বণিকের ভবনে তস্কর প্রবেশ করিয়া সমস্ত লুট করিতেছিল, এ দাস পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ একচত্বারিংশৎ জন দস্যুকে ধৃত করিয়া রাজসভায় আনয়ন করিয়াছে এবং এই সমস্ত দস্যু দাসের পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।" শান্তিরক্ষক রাজাকে এইরূপে নিবেদন করিতেছে, এমত সময় মাহরুশ উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা তাঁহার হস্তধারণ

করিয়া উত্তম আসনে বসাইয়া বলিলেন, "পুত্র। শুনিতেছি, গত রাত্রিতে তোমার গৃহে ডাকাইতি হইয়াছে এবং তস্করগণ সমস্ত ধৃত হইয়া এ স্থানে আনীত হইয়াছে, ইহা কি সত্য ?" মাহরুশ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! সত্য সত্যই কল্য আমার ভবনে ডাকাইতি হইয়াছে এবং তস্করগণ এই মহাত্মা শান্তিরক্ষক কর্তৃক স্বদলে অপহৃতদ্রব্য সহ ধৃত হইয়াছে। যদি শান্তিরক্ষক উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে আমার দশা রাত্রিতে কি হইত বলিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা তস্করগণকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। শান্তিরক্ষক শৃঙ্খলবদ্ধ তস্করগণকে আনয়ন করিলে, রাজা উহাদের মধ্যে স্বীয় গুরুকে শৃঙ্খলবদ্ধ দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং বলিলেন, "পুত্র! দেখিতেছি, আমার গুরু আরজকস। সশিষ্যে বন্দিভাবে উপস্থিত, তবে কি সত্য সত্যই এ চোর ? সত্য সত্যই শঠ, আমাকে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া প্রবঞ্চনা করিয়াছে ?" অনন্তর শান্তিরক্ষক প্রত্যেক দস্যুর কোটি বন্ধন হইতে এক একটি রজ্জু ফাঁস ও লুণ্ঠিত দ্রব্যপূর্ণ এক একটি থলিয়া এবং দস্যুনেতা কপট সন্ন্যাসীর নিকট হইতে একটি মাণিক্য নির্ম্মিত ময়ূর ও কতকগুলি রজ্জু ফাঁস বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইল, রাজা দেখিয়া অবাক্ হইলেন, এবং ক্রোধে অধীর হইয়া সকলকে শূলদণ্ডে দণ্ড দিবার আজ্ঞা দিলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায়! এই দুরাত্মের জন্যই অনাথা হোসনবানু চির নির্ব্বাসিতা হইয়াছে।"

রাজাজ্ঞায় ঘাতকেরা দস্যুগণকে শূলে অর্পণ করিল। মাহরুশ যখন দেখিলেন, "শত্রুরা স্বদলে বিনষ্ট, তখন গাত্রোত্থান ও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! এ অধীনী আপনার চিরদাসী মৃত বরজখ কন্যা হোসনবানু, মহারাজ! আপনি ভণ্ড তপস্বীর জন্য বিনাপরাধে এ দাসীকে নির্ব্বাসিতা করিয়াছিলেন, সেই অবধি এ দাসী মন দুঃখে কালযাপন করিতেছিল। এক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় শত্রুরা সদলে বিনষ্ট হইয়াছে" এই বলিয়া রোরুদ্যমানা হোসনবানু রাজার পদতলে পতিতা হইলেন, রাজা শশব্যস্তে হোসনবানুকে উত্তোলন করিয়া লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। হোসনবানু রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ! দাসীর একটি নিবেদন আছে, বোধ হয় অপহৃত ধন সমস্ত দস্যু আরজকসের গৃহে

প্রোথিত আছে। যদি পাষণ্ডের গৃহ খনন করান হয়, তাহা হইলে অবশ্য ঐ সমস্ত ধন বহির্গত এবং দাসীর কথা যথার্থ অনুভূত হইবে।"

অনন্তর রাজা বহুবিলাপ করিয়া দন্ত দ্বারা স্বীয় অঙ্গুলি দংশন করিতে লাগিলেন এবং ভৃত্যদিগকে দস্যু আরজকসের গৃহ খনন করিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যেরা খনন করিতে করিতে দস্যুগৃহ হইতে অপরিমিত ধন বহির্গত হইল, তন্মধ্যে হোসনবানুর অপহৃত দ্রব্য সমস্তও দেখা গেল। হোসনবানু ঐ সকল ধন রত্ন রাজাকে উৎসর্গ করিয়া বলিলেন, "রাজন্! এ দাসীর প্রার্থনা, একদিন আপনি এ অনাথিনীর গৃহে পদার্পণ করেন।" রাজা উত্তর করিলেন, "হোসনবানু এসমস্ত তোমারই ধন, তুমিই লও, এমন কি তোমার যে সমস্ত সম্পত্তি পূর্ব্বে রাজকোষে ভুক্ত হইয়াছে, উহা এবং তোমার আবশ্যক মত আরও ধন আমার নিজ কোষ হইতে লইয়া যাও।" হোসনবানু বলিলেন, "প্রভো! এ সমস্ত কিছুতেই আমার আবশ্যক নাই, প্রত্যুত: আপনার আবশ্যক হয় তো আমি আপনার ইচ্ছামত আরও ধন আপনাকে দান করিতে পারি, কারণ উপস্থিত আমি বহুধন রত্নের অধিকারিণী হইয়াছি, দাসীর ভবনে আপনার শুভাগমন হইলে এ সমুদয় আপনাকে প্রদান করিয়া বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব।" রাজা, এই প্রার্থনায় সম্মত হইলে, হোসনবানু স্বীয় নগর শাহাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া নানা মতে আপন ভবন সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন।

দুই তিন দিন পরে রাজা শাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দূত দ্বারা হোসনবানুকে আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। সংবাদ প্রাপ্তমাত্র স্বয়ং হোসনবানু ভৃত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া রাজ অভ্যর্থনার্থ গমন করিলেন এবং রাজাকে যথারীতি প্রণামপূর্ব্বক স্বীয় ভবনে আনয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া উপহারস্বরূপ কয়েকটি রত্নপূর্ণ পাত্র এবং একটি মণি নির্ম্মিত ময়ুর তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিলেন, অনন্তর রাজাকে রত্নপূর্ণ সাতটি কূপ দেখাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বলিলেন, "এক্ষণে আজ্ঞা হইলে এই সমস্ত ধন শকট দ্বারা রাজভবনে প্রেরণ করি।" রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভৃত্য অমাত্যগণকে ঐ সমস্ত ধন রাজ ধনাগারে লইয়া যাইতে আদেশ

করিলেন। ভৃত্যেরা কূপের নিকট গিয়া দেখিল, সাতটি কূপই নানা ধন রত্নেপূর্ণ রহিয়াছে কিন্তু যেমন ঐ সমস্ত উত্তোলন করিতে যাইবে অমনি উহা হইতে সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি বিষধর জন্তুগুলি বাহির হইয়া হঠাৎ উহা দিগের প্রতিধাবিত হইল, তদ্দর্শনে ভৃত্যেরা ভয়ে পলায়ন করিয়া রাজাকে এই সংবাদ কহিলে রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে ঐ সমস্ত দর্শন করিলেন এবং হোসনবানুকে বলিলেন, "মাতঃ! ইহাতে তোমার ভয় ও দুঃখ করিবার কারণ কিছুই দেখিতেছি না; চিন্তিতা হইও না, এই সমস্ত ধন রত্ন ঈশ্বর তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, অন্য কাহারো ইহা স্পর্শ করিবার অধিকার নাই।" হোসনবানু বলিলেন, "মহারাজ! আমি স্ত্রীলোক বিশেষতঃ সহায়হীনা আমি এই সমস্ত ধন লইয়া কি করিব? তবে যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এই সকল ধন পৃথিবীস্থ দীন দরিদ্রগণ মধ্যে বিতরণ করি।" ইহাতে রাজা সম্মতি প্রদান করিয়া নিজ জনৈক অমাত্যকে হোসনবানুর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পর দিন হোসনবানু নিজ ভৃত্যদিগকে এক প্রকাণ্ড অতিথিশালা নির্ম্মাণের আজ্ঞা করিলেন এবং প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অতিথিদিগের যাহাতে সেবা হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। সেই দিন হইতে ভৃত্যেরা অতিথি অভ্যাগতদিগকে নানামতে সেবা ও পাথেয়াদি দানে বিদায় করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে দেশময় হোসনবানুর বদান্যতার কথা রাষ্ট্র হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে দীন দরিদ্র আসিয়া হোসনবানুর ছত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। সকলে প্রচুর আহার ও পানের প্রাপ্তে পরিতুষ্ট হইয়া হোসনবানুকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গমন করিত। অনন্তর খরজম দেশে হোসনবানুর রূপগুণ ও বদান্যতার পরিচয় ব্যাপ্ত হইলে তথাকার রাজপুত্র মুনীরশামী হোসনবানুর গুণ গানে মোহিত হইয়া তাঁহার উপর নিতান্ত আসক্ত হইলেন, এবং একজন চিত্রকরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভাই তুমি সত্বর শাহাবাদ নগরে গিয়া রাজপুত্রী হোসনবানুর চিত্র আনায়ন কর; আমি তোমাকে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করিব।"

চিত্রকর মুনিরশামির নিকট হইতে বিদায় লইয়া শাহাবাদাভিমুখে যাত্রা করিল। সে তথায় উপস্থিত হইলে হোসনবানুর ভৃত্যেরা তাহাকে অতিথিশালায় লইয়া গেল এবং যথানিয়মে সেবা কবিতে ক্রটি করিল না। হোসনবানুর এক নিয়ম ছিল যে, কোন অতিথি হউক না কেন, বিদায় কালে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে হইত, কারণ হোসনবানু বিদেশীবর্গের অবস্থার বিষয় বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া স্বহস্তে নিয়মিত পাথেয় প্রদান করিতেন। সুতরাং বিদায় কালে খারজম দেশীয় চিত্রকরকেও হোসনবানুর সমীপে গমন করিতে হইল। হোসনবানু যবনিকাভ্যন্তর হইতে চিত্রকরকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে চিত্রকর অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিল, "রাজকন্যে! আমার একান্ত প্রার্থনা আপনার অনুগ্রহে জীবন অতিবাহিত করি"। হোসনবানু বলিলেন, "বিদেশি! তোমার কি কি গুণ আছে এবং তুমি কোন্ কার্য্যে সক্ষম"। সে বলিল, "আমি ছায়ামাত্র দেখিয়া উত্তম চিত্র প্রস্তুত করিতে পারি।" ইহা শুনিয়া হোসনবানু সেই দিন হইতে চিত্রকরের বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন এবং প্রথমে স্বীয় ভবন, পশুশালা, উদ্যান প্রভৃতির চিত্র প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন। চিত্রকর আজ্ঞামত একে একে সমস্ত চিত্র করিয়া হোসনবানুকে দেখাইতে লাগিল। হোসনবানু তাহার চিত্র পরিপাট্য দর্শনে আনন্দিতা হইয়া বলিলেন, "চিত্রকর! এক্ষণে আমার আলেখ্য চিত্রিত করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া চিত্রকর মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া ভাবিল, আমার স্বকার্য্য সাধনের আর বিলম্ব নাই, প্রকাশ্যে বলিল, "মাতঃ! আমারও মনে মনে বড় ইচ্ছা ছিল, আপনার এক আলেখ্য চিত্রিত করিয়া দিব। কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই, যাহা হউক, অদ্য আপনাকে আমার কার্য্যদক্ষতা দেখাইব। আপনি হর্ম্ম্যের উপর আরোহণ করুন এবং উহার নীচে এক পাত্র জল রক্ষা করুন। আমি উহাতে আপনার ছায়া দর্শন মাত্র উত্তম চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিব।" হোসনবানু সন্মুখস্থিত এক হর্ম্ম্যের উপর বসিলেন, ভৃত্যেরা বারিপূর্ণ বৃহৎ কটাহ উহার নিচে স্থাপিত করিলে চিত্রকর অল্পক্ষণ মাত্র উহাতে তাঁহার ছায়া দেখিয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া দুই খানি আলেখ্য চিত্রিত করিল। তন্মধ্যে যেখানি কিছু উৎকৃষ্ট

যোগ্য হইল, সেই খানি নিজে রাখিয়া দ্বিতীয় খানি হোসনবানুকে দান করিল। হোসনবানু আলেখ্য দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "চিত্রকর। আমি তোমার কার্য্যনৈপুণ্য দর্শনে বড়ই প্রীত হইয়াছি এক্ষণে কি প্রার্থনা কর?" সে বলিল, "মা, আপনার অনুগ্রহে অনেক দিন সুখে অতিবাহিত করিয়াছি, এক্ষণে স্ত্রী পুত্রগণকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিদায় দিন, আমি স্বদেশে গমন করিব।" ইহা শুনিয়া হোসনবানু কোষাধ্যক্ষকে বলিলেন, "চিত্রকরকে শত সুবর্ণ-মুদ্রা ও একটি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দান করিয়া বিদায় কর।" চিত্রকর স্বীয় কার্য্য সিদ্ধি ও অপরিমিত পারিতোষিক লাভে পরিতুষ্ট হইয়া আনন্দ মনে প্রস্থান করিল।

চিত্রকর স্বদেশে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র মুনীরশামিকে হোসনবানুর চিত্রপট প্রদান করিলে, উহা দর্শন মাত্র মুনীরশামি হতচেতন হইয়া পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কি এ জীবনে এই কমনীয় কান্তি বিশিষ্টা সুন্দরীর স্পর্শে স্বীয় দেহ শীতল করিতে সমর্থ হইব? যাহা হউক, আমি সেই বামোরু বিনা আর ক্ষণমাত্র গৃহে তিষ্ঠিতে পারিব না। কিন্তু পিতা মাতাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বৃথা, কারণ উহাতে কার্য্য সিদ্ধির হানি হইতে পারিবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করিয়া গুপ্তভাবে ঐ চিত্রপট চুম্বন করতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া হোসনবানুর উদ্দেশে শাহাবাদে যাত্রা করিলেন। পরিশেষে নানা দেশ অতিক্রম করিয়া খোরাসান রাজ্যের সীমায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথা হইতে শাহাবাদ নগরে উপস্থিত হইয়া হোসনবানুর পান্থশালায় অতিথি হইলেন। নবীন সন্ন্যাসী দেখিয়া পান্থশালাস্থ ভৃত্যবর্গ কেহ বা পদ ধৌত করিবার নিমিত্ত জল, কেহ বা আসন, কেহবা আহারীয় সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিল, কিন্তু ছদ্মবেশী মুনিরশামী সে সমস্ত কিছুই স্পর্শ করিলেন না। তাঁহার মনে মনে প্রতিজ্ঞা যে, যে সুন্দরীর চিত্রপট তাঁহাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া গৃহত্যাগী করিয়াছে, সেই ললনার মুখকমল দর্শন না করিয়া জলগ্রহণ করিবেন না। এইরূপে দুই তিন দিন উপবাসী থাকিলে পান্থশালাস্থ ভৃত্যেরা হোসনবানুকে

সংবাদ দিল, কোন এক নবীন সন্ন্যাসী পান্থশালায় আসিয়া আজ ২।৩ দিন অভুক্ত রহিয়াছেন এবং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দেন না। ইহা শুনিয়া হোসনবানু কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া সন্ন্যাসীকে স্বীয় সমীপে আহ্বান করিয়া যবনিকাভ্যন্তর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসি! তুমি এতাবৎকাল কি জন্য অভুক্ত রহিয়াছ? সত্য বল, কেন তুমি ভৃত্য-গণ প্রদত্ত আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ কর নাই। যদি আহারে প্রবৃত্তি না হয়, ঈশ্বর প্রসাদে আমার ধন-রত্নের অভাব নাই, তোমার যাহা ইচ্ছা লইতে পার।" ছদ্ম'বেশী মুনিরশামী বলিলেন, "আমি ধন-রত্নের অভিলাষে তোমার নিকট আসি নাই, আমি খরজম্ দেশীয় রাজপুত্র, আমার প্রভূত ধন-সম্পত্তি দাস দাসী আছে"। হোসনবানু বলিলেন, "তবে তোমার এরূপ অবস্থা কেন?" মুনিরশামী উত্তর করিলেন, "সুন্দরি! তোমারই চিত্রপট আমাকে এইরূপ সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করাইয়াছে, আমি তোমার আলেখ্য দর্শনে তোমাকে পাইবার আশায় উন্মত্ত হইয়া এই বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তোমারই পান্থশালায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা তোমা হেন স্ত্রীরত্ন লাভ না হইলে আর চার উদরে অন্ন জল দিব না, সুতরাং উপবাসী রহিয়াছি। এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর।" ইহা শুনিয়া হোসনবানু লজ্জাবনত মুখী হইলেন, কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে হোসনবানু বলিলেন, "ওহে বিদেশী যুবা। তুমি এ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর, আমাকে দর্শন করা ত দূরের কথা, যদি তুমি ভস্ম হইয়া বায়ুভরে শূন্যে উত্থিত হও, তথাপি আমার দর্শন স্পর্শন তোমার ভাগ্যে ঘটে কি সন্দেহ। তবে আমার সাতটি প্রশ্ন আছে, যে কোন ব্যক্তি ঐ সপ্ত প্রশ্ন পূরিণে সমর্থ হইবে, নাম, গোত্র, জাতি বিচার না করিয়া তাহাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব নতুবা নহে।" মুনিরশামী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! আশা পূর্ণ না হইলে আমি তোমার দ্বারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।" হোসনবানু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ওহে বিদেশি! প্রাণত্যাগ ও আমার সহিত মিলন এই দুইটির সামঞ্জস্য করিলে প্রথমোক্তটা অতি সহজ বলিয়া বোধ হয়।" মুনিরশামী বলিলেন, "সুন্দরি। তোমাকে তোমার নিজ জীবনের শপথ, এক্ষণে প্রশ্ন প্রকাশ কর।" হোসনবানু

বলিলেন, "আমার প্রথম প্রশ্ন এই :—'একবার দেখিয়াছি দ্বিতীয় বার দেখিবার ইচ্ছা করি' এই কথাটীর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানে কতদিন হইতে এই কথা বলিতেছে, তাহার বিবরণ জানিয়া আমাকে বলিতে হইবে।" মুনীরশামী বলিলেন, "সুন্দরি! স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমি অনায়াসে ইহার তত্ত্ব লইয়া আসিতে পারি।" হোসনবানু হাস্য করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! যদি আমি তাহাই জানিব তবে প্রশ্ন করিব কেন?" মুনিরশামী অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি কোথায় যাই, যে স্থানের নাম কদাচ কর্ণেও শুনি নাই, সে স্থানে কি প্রকারে যাইব। হোসনবানু বলিলেন, "ওহে যুবক! আর বৃথা চিন্তা করিলে কি হইবে, তোমা হইতে এ কর্ম্ম হইবে না। অতএব প্রস্থান করাই বিধেয়।" মুনিরশামী করযোড়ে বলিলেন, "সুন্দরি! তোমাকে পাইবার আর আশা করি না, তবে এই ভিক্ষা, স্থানান্তরে না গিয়া তোমারই সিংহদ্বারের সম্মুখে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে বাস করিয়া জীবনকে কথঞ্চিৎ সার্থক করি।" হোসনবানু বলিলেন, "ওহে যুবা! আমি এতাদৃশ কাপুরুষকে নগরে বাস করিতে দিব না। তোমার যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও, নতুবা অবশেষে অপমানিত হইয়া গমন করিতে হইবে। আমি প্রশ্ন পূরণে অসমর্থ ব্যক্তিকে নানা প্রকার দণ্ড দিয়া থাকি।' অবশেষে মুনিরশামী হতাশ্বাস হইয়া এক বৎসরের অবসর প্রার্থনা করিলে, হোসনবানু তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া উপযুক্ত পাথেয় দানে বিদায় কালে তাঁহার নাম ধাম সমস্ত জানিয়া লইলেন। মুনিরশামী বিদায় লইয়া মনের আবেগে স্বীয় কুক্ষিস্থিত হোসনবানুর চিত্রপটখানি দেখিতে দেখিতে বনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এবং কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন গমন, কখন প্রতিগমন করিয়া বন হইতে বনান্তরে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত শত রাজা, রাজপুত্র প্রভৃতি হোসনবানুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া শাহাবাদ নগরে আগমন করিতে লাগিলেন। হোসনবানু পূর্ব্বেই পিতৃভবন হইতে খোদিত প্রশ্নগুলি আনাইয়া স্বীয় সিংহ দ্বারোপরি স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজন্যগণ কেহ বা প্রশ্ন দেখিয়া প্রস্থান করিলেন, কেহ প্রথম প্রশ্নটি পূরণ করিতে বহির্গত হইয়া আর ফিরিলেন না,

কেহ বা আশায় আশ্বস্ত হইয়া শাহাবাদ নগরেই কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মুনিরশামী বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন, ইয়মন রাজ্যের নিকটস্থ এক বনে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রান্তি বশতঃ প্রকাণ্ড এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎ বিগতক্লম হইয়া স্বীয় বক্ষ মধ্য হইতে হোসনবানুর চিত্রপটখানি বাহির করিয়া, "হা প্রিয়ে! তোমার মত কঠিন হৃদয়া নারী কুত্রাপি দেখি নাই" বলিয়া বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় ইয়মন দেশীয় রাজপুত্র হাতেম সেইদিন মৃগয়া করণাশয়ে সেই বনে আসিয়া ছিলেন। তিনি সেই বিজনবনে মনুষ্যের ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া স্বীয় অনুচরবর্গকে উহার তত্ত্ব লইতে আজ্ঞা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! একটি যুবা এক বৃক্ষমূলে বসিয়া মুদ্রিতলোচনে, হা হতোঽস্মি করিয়া রোদন করিতেছেন। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করেন না।" তদনন্তর হাতেম স্বয়ং তথায় গিয়া দেখেন, ভৃত্য যাহা বলিয়াছে, সমস্তই সত্য, তখন তিনি চিন্তা করিলেন, এ ব্যক্তি এমন কি বিপদে পড়িয়াছে যে, এই নির্জ্জন বন মধ্যে বসিয়া রোদন করিতেছে। এই বলিয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক রোদন কারীর নিকট গিয়া করুণাপূর্ণ বীরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ভাই হে! তোমার ঈদৃশ রোদনের কারণ কি? সত্য করিয়া বল।" মুনিরশামী এইরূপ মৃদু ও করুণবাক্য শ্রবণে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক যুবা তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাকে রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিয়া মুনিরশামী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "মহাশয় আমার দুঃখ অপার। আমারে এ দুঃখার্ণব হইতে উদ্ধার করিতে পারে এমন কাহাকেও দেখি না, অতএব আপনাকে বলিলে কি হইবে?" হাতেম বলিলেন, "ভাই! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার দুঃখের কারণ প্রকাশ কর, আমি যথাসাধ্য উহা দূর করিতে চেষ্টা পাইব। যদি তোমার অর্থের আবশ্যক হয় বল, এখনি দিতেছি; কিম্বা যদি কোন শত্রু কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া থাক তাহাও বল, আমি তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিব, অথবা যদি কোন সুন্দরী কামিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া থাক তাহাও বল, আমি তাহার আশু প্রতিকার করিতেছি।"

ইহা শ্রবণ করিয়া মুনিরশামী হাতেমকে করযোড়ে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যখন আমাকে এরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, তখন আপনাকে আমার মন দুঃখ জানাইতে ক্ষতি কি?" এই বলিয়া স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে হোসনবানুর চিত্রপট বাহির করিয়া হাতেমের হস্তে দিয়া বলিলেন, "মহাশয়। আপনিই বলুন, এইরূপ ললনার প্রেমে বঞ্চিত হইয়া কোন্ যুবক স্থির থাকিতে পারে?" হাতেম হোসনবানুর চিত্র খানি দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ভাই হে! আমি যেরূপে পারি, তোমার সহিত এই নারীর মিলন করিয়া দিব, আশ্বস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর" এই বলিয়া উভয়ে সে স্থান হইতে গমন করিতে লাগিলেন। পথি মধ্যে হাতেম মুনিরশামীকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আকার প্রকার দেখিয়া তোমাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়াই বোধ হয়, অতএব তোমার পরিচয় জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।" মুনিরশামী বলিলেন, "মহাশয়! আমি খরজম দেশীয় রাজপুত্র, এই ললনার প্রেমে পড়িয়াই পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে সন্ন্যাসীবেশে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছি।" হাতেম বলিলেন, "ভাই! যখন আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন নিশ্চয় জানিও, এ কামিনী তোমার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আশ্বস্ত হও এবং ঈশ্বরে মনোনিবেশ কর। যতদিন না তোমার প্রিয়ার সহিত মিলন হয়, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিব না।" এই প্রকার আশ্বস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া, হাতেম তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন। অনন্তর ভৃত্যগণকে মুনিরশামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া, বিবিমতে তাঁহার সেবা করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং তাঁহার সন্ন্যাসী বেশ পরিত্যাগ করাইয়া স্বহস্তে উত্তমোত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন। এইরূপে ভোজন, আমোদ নৃত্য, গীতে ৩।৪ দিবস অতিবাহিত হইল। পঞ্চম দিবসে মুনিরশামীকে কিঞ্চিৎ বিমনায়মান দেখিয়া, হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই। অদ্য এরূপ অন্যমনস্ক কেন? তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে প্রতারণা করি নাই, তোমারই অভিলষিত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত আছি, কারণ বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে নাই।" মুনিরশামী দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আমার দুঃখের অন্ত নাই। অতএব আমার এরূপ ইচ্ছা নহে যে,

আমার জন্য আপনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মন ও আত্মাকে ক্লেশে পাতিত করেন।” হাতেম বলিলেন, “ভাই হে! তুমি প্রার্থনা কর বা না কর, আমি যখন তোমাকে আশ্বস্ত করিয়াছি, তখন তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব, এক্ষণে তোমার বাঞ্ছা নহে, ঈশ্বরের আদেশ মনে করিয়াই আমি কটিবন্ধন করিব। তুমি আশ্বস্ত হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে পারিলেই মঙ্গল।”

অনন্তর হাতেম স্বীয় ভৃত্য ও অমাত্যবর্গকে নিকটে আনাইয়া বলিলেন, “অমাত্য ও ভৃত্যবর্গ! আমি সম্প্রতি ঈশ্বরের আদেশ ও সত্যপালন করিতে কিছু দিনের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিব।” দীন দরিদ্র ও অনাথদিগের সেবা যেরূপ নিয়মে হইয়া আসিতেছে, যেন সেই মতই হয়, কেহ যেন এমন না বলে যে, হাতেম এখানে নাই বলিয়া নিয়মিত অতিথি সেবা হয় না। প্রত্যুত: অপরাপর কর্ম্মাপেক্ষা ইহাকেই গুরুতর মনে করিবে এবং আমার পিতা বৃদ্ধ মহারাজকে সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করিবে ও তাঁহার মতানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে, যেন ইহার অন্যথা না হয়” এই বলিয়া পিতা, মাতা অমাত্য ভৃত্য প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া হাতেম মুনিরশামীকে সঙ্গে লইয়া সত্বর শাহাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিছু দিন পরে তাঁহারা শাহাবাদ নগরে উপস্থিত হইয়া হোসনবানুর অতিথিশালায় আতিথ্য স্বীকার করিলেন। হোসনবানুর ভৃত্যেরা যথা-নিয়মে অতিথি দ্বয়ের সম্মুখে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্যপূর্ণ পাত্র রক্ষা করিলে, তাঁহারা উহার কিছুই স্পর্শ করিলেন না, প্রত্যুত: বলিলেন, “বন্ধুগণ! আমরা অন্ন বা ধনাকাঙ্ক্ষা হইয়া এখানে আসি নাই, ঈশ্বর আমাদিগকে বহুধনের অধীশ্বর করিয়াছেন, তোমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীকে গিয়া বল, আমাদের মনের কথা অতি গুরুতর।” অনন্তর একজন ভৃত্য কৃতাঞ্জলি হইয়া হাতেমের নাম জিজ্ঞাসা করিলে হাতেম স্বীয় নাম ধাম সমস্ত বলিলেন। ভৃত্য তৎ-ক্ষণাৎ হোসনবানুর সমীপে গিয়া বলিল, “ঠাকুরাণি! অদ্য হাতেম নামে ইয়মন দেশীয় রাজপুত্র অতিথিশালায় উপস্থিত, তাঁহার সহিত রাজপুত্র মুনিরশামীও আছেন, আমরা তাঁহাদিগকে খাদ্য দিলে, তাঁহারা উহা স্পর্শ না করিয়া বলিলেন, “আপনার সহিত তাঁহাদের কোন গুরুতর কথা আছে।

অতএব আপনার কি আজ্ঞা হয়?" হোসনবানু কৌতুহলাক্রান্তা হইয়া তাঁহাদের উভয়কে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা উভয়ে উপস্থিত হইলে হোসনবানু নিজ প্রথামত যবনিকাভ্যন্তরে উপবেশন করিয়া হাতেম ও মুনির শামীকে আগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, হাতেম বলিলেন, "চন্দ্রাননে! আমরা ঈশ্বরেচ্ছায় জীবিত আছি, কিন্তু তোমা বিরহে রাজপুত্র মুনিরশামীর জীবনের আশা নাই। অতএব সুন্দরি! আমার একান্ত অনুরোধ জগদীশ্বরের দোহাই একবার তোমার প্রণয়পাশবদ্ধ ব্যক্তিকে স্বীয়রূপ দেখাইয়া আশ্বস্ত কর।" হোসনবানু বলিলেন, "রাজপুত্র! আমি সমস্তই বুঝিয়াছি, কিন্তু অপরিচিত পুরুষের নিকট সহসা বাহির হওয়া আমার পক্ষে, নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা যে, যে ব্যক্তি আমার সাতটি প্রশ্ন পূরণ করিবে, সেই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া সন্তোষোদ্যানের সুখ-পুষ্প-চয়ন ও নিশান সন্ধানে সমর্থ হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।" হাতেম বলিলেন, "সুন্দরি! সে সমস্ত প্রশ্ন কি?" স্পষ্টরূপে আমার নিকট ব্যক্ত কর এবং ঐ সঙ্গে এইরূপ পণ কর যে, যদি আমি উক্ত পূরণে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহারই করে তোমারে সমর্পণ করিতে পারি কি না?" হোসনবানু হাতেমের এ প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন, "আপনারা এক্ষণে ভোজনাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম করুন, পরে আমার প্রশ্ন প্রকাশ করিব।"

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। হোসনবানু পূর্ব্ব রীত্যানুসারে যবনিকাভ্যন্তরে আসিয়া উপবেশন করিলে, হাতেম হোসনবানুর নিকটবর্ত্তী হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। হোসনবানু বলিলেন, "ওহে হাতেম! আমার প্রথম প্রশ্ন এই :—'একবার দেখিয়াছি দ্বিতীয় বার দেখিবার ইচ্ছা করি' যে ব্যক্তি ঐ কথা বলিতেছে, সে কে, কোথায় বাস এবং এমন কি দেখিয়াছে, যাহা দ্বিতীয় বার দেখিবার ইচ্ছা করে। এই সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। প্রথমতঃ এই প্রশ্নটি পূরণ করিতে পারিলে ক্রমশঃ আর আর প্রশ্ন প্রকাশ করিব।" ইহা শ্রবণ করিয়া হাতেম বলিলেন, "বরাননে! যাবৎ আমি ফিরিয়া না আসি, তাবৎ আমার এই ভ্রাতা মুনিরশামী আপনার অনুগ্রহে যেন যত্নে রক্ষিত হন, এই আমার

প্রার্থনা।" হোসনবানু এই প্রস্তাবে স্বীকৃতা হইয়া রাজপুত্র মুনিরশামীর অঙ্গীকারবাক্যানুসারে পান্থশালায় ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

—•:•:•—

প্রথম প্রশ্ন।

"একবার দেখিয়াছি, দ্বিতীয়বার দেখিতে ইচ্ছা করি।"

হাতেম শাহাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া মন মধ্যে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে যাই কোথায়, করি কি এবং কাহাকেই বা এ সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। যাহা হউক, যখন ঈশ্বরের আদেশে বাহির হইয়াছি, তখন তিনিই পথপ্রদর্শক হইবেন, এই বলিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক তরক্ষু (হুড়াল) একটি সদ্য প্রসূতা হরিণীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে। কুরঙ্গিনী প্রাণভয়ে যথাসাধ্য দৌড়িতেছে, তথাপি তরক্ষু তাহার এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে যে, প্রায় তাহাকে আক্রমণ করে, তদ্দর্শনে হাতেম চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওরে হিংস্রক! কি করিতেছিস ? সাবধান, সদ্যপ্রসূতা হরিণীকে স্পর্শ করিস্ না, দেখিতেছিস্ না ইহার স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতেছে ?" তরক্ষু ভীত হইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল, "আমরা শ্বাপদ, ঈশ্বর আমাদের আহারের জন্যই মৃগাদি পশু সৃজন করিয়াছেন, ইহাতে মনুষ্যের বাধা দিবার অধিকার কি আছে ?" হাতেম বলিলেন, "রে পাপিষ্ঠ! ইহাতে তোমাকে নিশ্চয় নিরয়-গামী হইতে হইবে। এই কুরঙ্গিনীকে বিনাশ করিলে তোমার মহাপাপ হইবে। প্রথমতঃ ইহার বিনাশ হেতু পাপ ত আছেই, দ্বিতীয়তঃ ইহার শিশু সন্তানগুলি আহারাভাবে মারা যাইবে। তজ্জন্য পাপে তোমাকে ঘোর নরক ভোগ করিতে হইবে, বিশেষতঃ যখন এই কুরঙ্গিনী আমার নয়নপথে পতিতা হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিব।" তরক্ষু বলিল "তুমি হরিণীর জীবন দান করিবে।

কিন্তু আমি আহার বিনা মারা যাইব, তখন তোমার পাপ হইবে না ?" হাতেম উত্তর করিলেন, "হাঁ, অবশ্য হইবে ; তুমি কি আহার চাও ?" তরক্ষু "আমরা মাংসাশী, মাংসই আহার করিতে চাই।" হাতেম বলিলেন, "আমি তোমার উদর পূরণ জন্য কোন জীবকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব নিজ শরীরের যে স্থানের মাংস ইচ্ছা হয়, কর্ত্তন করিয়া দিতেছি আহার কর।" তরক্ষু বলিল, "মনুষ্যের নিতম্ব মাংস অস্থিহীন ও সুস্বাদু, অতএব উহাই প্রার্থনীয়।" হাতেম তৎক্ষণাৎ কটিদেশ হইতে খড়্গাস্ত্র বাহির করিয়া স্বহস্তে নিতম্ব মাংস কর্ত্তন করিয়া উহাকে দান করিলে, তরক্ষু পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিল এবং বলিল, "বোধ হয়, আপনি তাই এর পুত্র হাতেম হইবেন। কারণ দয়ালু হাতেম ভিন্ন এমত অসমসাহসী কর্ম্ম জগতে আর কেহ করিতে সক্ষম নহে, ইহা আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মুখে শুনিয়াছি, যাহা হউক, মহাশয়। আপনি এখন কি কার্য্যে ব্রতী হইয়া বহির্গত, জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে যদি আমার জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু থাকে, তাহা আপনাকে বিদিত করিয়া কথঞ্চিৎ আপনার উপকার করিব।" হাতেম মনে মনে চিন্তা করিলেন "মন্দ কি ? যদি ইহার নিকট কিছু জ্ঞাত হইতে পারি, আমার উপকার বই অপকার হইবে না"। বলিলেন, "ওহে শ্বাপদ ! আমার একটি বন্ধু কোন রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই রমণীর সপ্ত প্রশ্ন আছে, যে কেহ ঐ প্রশ্নগুলি পূরণে সমর্থ হইবে প্রতিজ্ঞানুসারে ঐ কামিনী উহাকেই পতিত্বে বরণ করিবে। বন্ধু প্রশ্নপূরণে অসমর্থ হইয়া আমাকে বলিলেন, আমিই ঐ সমস্ত পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি এবং প্রথম প্রশ্নপূরণে বহির্গত হইয়াছি, প্রশ্নটি এইঃ—কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানে নিয়ত বলিতেছে 'একবার দেখিয়াছি দ্বিতীয়বার দেখিতে ইচ্ছা করি'। এক্ষণে আমাকে ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া তরক্ষু বলিল, "যুবরাজ ! আমিও ইহার কিছু কিছু সংবাদ পূর্ব্বে শুনিয়াছি বটে, স্থানের নাম 'হোবেদা প্রান্তর' কথিত আছে, যে কেহ তথায় গমন করে সে কেবল মাত্র ঐ শব্দ শুনিতে পায়। কিন্তু শব্দকারীকে কেহ কখনও দেখিতে সমর্থ হয় না।" হাতেম বলিলেন, "কোন দিকের পথে গেলে উক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হইব ?" তরক্ষু বলিল, "মহাশয় এই পথ দিয়ে কিছুদূর গিয়া চারি ভাগে

বিভক্ত হইয়াছে। আপনি দক্ষিণের পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত গমন করিলে কিছু দিনের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবেন।" এই বলিয়া শুরঙ্গ ও কুরঙ্গিনী হাতেমকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথানুসরণ করিল।

কিছু দূর গমন করিয়া হাতেম নিষ্পন্দ হইয়া এক বৃক্ষতলায় বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্ষত স্থান হইতে অনবরত রুধির ধারা নিঃসৃত হইতে-ছিল; সুতরাং ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিলেন। সেই বৃক্ষতলে এক শৃগালের বিবর ছিল, যাম-ঘোষ দম্পতি, শাবকদিগের আহারান্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল, প্রত্যাগমন কালে এক মনুষ্যকে তাহাদের বাসস্থান সমীপে শায়িত রহিয়াছে দেখিয়া শৃগালী শৃগালকে বলিল, "অদ্য এখানে মনুষ্যের সমাগম কি প্রকারে হইল? এক্ষণে অগত্যা আমাদের শিশুগুলিকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইবে, কারণ মনুষ্য জাতি পশুর প্রতি অতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা আমাদের শাবকগণকে ধৃত করিয়া নির্য্যাতন করে, অবশেষে কুকুর দ্বারা বিনাশ করে।" শৃগাল বলিল, "প্রিয়ে! এ যুবা সেরূপ মনুষ্য নহেন, আমি ইঁহার বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত আছি" এই বলিয়া হাতেমের জন্ম হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শৃগালীকে বলিল, শৃগালী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "মনুষ্য পশুর উপর দয়ালু। আমি ত আর কখনও শুনি নাই। যাহা হউক, ইনি এইরূপ ক্ষত লইয়া গন্তব্য স্থানে কি প্রকার যাইবেন?" শৃগাল বলিল, "আমি আশু প্রতিকারক একটি ঔষধ অবগত আছি; মাজেন্দ্রান প্রান্তরে পরিক্ষ নামে এক প্রকার জন্তু আছে, তাহাদের মস্তক মনুষ্যের ন্যায় এবং শরীর ময়ূরের ন্যায়। ঐ জন্তুর মস্তিষ্ক ক্ষত স্থানে দিবামাত্র আরোগ্য হইয়া যায়, কিন্তু উহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। যদি কেহ তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ সর্করোদক পান করায় তাহা হইলে তাহারা উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে, সেই সময় তাহাদিগকে অনায়াসে হনন করিতে পারা যায়; নতুবা নহে। যাহা হউক এ অবস্থায় এই পীড়িত মনুষ্য হইতে কখনই উহা সম্পাদিত হইতে পারে না" শৃগালী বলিল, "তবে আর অন্য উপায় কি হইতে পারে?" শৃগাল বলিল, "এক উপায় আছে, যদি তুমি সপ্তাহ কাল এই মনুষ্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে আমি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া যে কোন প্রকারে হউক

উহা সংগ্রহ করিতে পারি।" শৃগালী ইহাতে সম্মতা হইল এবং বলিল, "নীচ পশু জাতি হইতে মনুষ্যের উপকার হইবে, ইহা হইতে উত্তম আর কি আছে?" তিনি শৃগাল দম্পতির এই উক্তি শ্রবণে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শৃগাল মাংসান্বেষণোদ্দেশে প্রস্থান করিল, কিছু দিন পরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক বৃক্ষতলে একটি পথিক একাকী নিদ্রিত আছে, শৃগাল তাহাকে নিদ্রাবস্থায় বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া শরীর হইতে উহার মস্তক হরণ করতঃ তথা হইতে সত্বর প্রস্থান করিল। এতাবৎকাল শৃগালী স্বীয় স্বামীর আজ্ঞামত হাতেমের নিকট হইতে তিলেক স্থানান্তরে যায় নাই এবং এরূপ সাবধানে উহাকে রক্ষা করিয়াছিল যে, একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত হাতেমের নিকট যাইতে সাহস করে নাই; হাতেম কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অবাক্ হইয়া পশুদিগের দয়ার বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, এমত সময় শৃগাল পথিক মস্তক মুখে তথায় উপস্থিত হইল। শৃগালী স্বীয় স্বামীকে দর্শন করিয়া আনন্দিতা হইয়া সাদর সম্ভাষণ করিল। অবশেষে ঐ মস্তক ভগ্ন করিয়া মস্তিষ্ক লইয়া হাতেমের ক্ষত স্থানে যেমন লেপন করিয়া দিল, অমনি তৎক্ষণাৎ রুধিরস্রাব বন্ধ হইয়া সমস্ত বেদনা দূর হইল। হাতেম দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "দয়ালু পশু! তুমি আমার যে প্রকার উপকার করিলে, তাহাতে আমি অবশ্য তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু ইহাতে একটী পরমেশ্বরের জীবকে হনন করা হইয়াছে, সুতরাং তজ্জনিত পাপ আমাকেই স্পর্শ করিবে ইহাতে আমি দুঃখিত হইয়াছি; আমি ঈশ্বরের নিকট কি বলিয়া উত্তর করিব?" শৃগাল বলিল, "আমি জীবহত্যা করিয়াছি পাপ আমাকেই অর্শিবে, ইহাতে তোমার চিন্তার কারণ কি?" হাতেম বলিলেন, "হে সুচতুর পশু! আমি সমস্তই অবগত আছি, দেখ, মৎস্য হত্যাপরাধে ধীবর বা পশু হত্যাপরাধে মাংসজীবি, ক্রেতাগণ অপেক্ষা কখন অধিক দোষে দোষী হইতে পারে না, কারণ যদি মাংসাশী ক্রেতাগণ উহা ক্রয় না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর কোন ক্রমেই জীব হত্যায় লিপ্ত হইতে হয় না; এই দেখ, আমার আবশ্যক না হইলে তোমাকে কখনই এই পথিক

হত্যাপরাধে লিপ্ত হইতে হইত না। যাহা হউক, ঈশ্বরেচ্ছায় আমি বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল হইয়াছি। দেখ, উপকারীর প্রত্যুপকার করা মনুষ্যমাত্রেরই উচিত, অতএব তোমার কোন্ কর্ম্ম সমাধা করিব বল?"

শৃগাল বলিল, "হে বীর! যদি একান্তই আমার উপকার করিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে এই বনের নিকট 'কেফ্তার' নামক কতকগুলি হিংস্র জন্তু বাস করে, উহারা সকলে আসিয়া সময় সময় আমাদের শাবক সকল হরণ করিয়া লইয়া যায়, উহাদের বলবিক্রম আমাদিগের নিতান্ত অসহনীয়, সুতরাং আমরা নিজ শাবক হত্যা চক্ষে দেখিয়াও ইহার প্রতিকার করিতে পারি না, তুমি যদি তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, তাহা হইলেই আমাদের বিশেষ উপকার করা হয়, অনন্তর হাতেম ঐ হিংস্র জন্তুগণের বাসস্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে শৃগাল অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া দূর হইতে হাতেমকে উহাদের বিবর দেখাইয়া দিয়া স্বয়ং নিকটস্থ কোন ঝোপে লুক্কায়িত হইল। হাতেম অগ্রসর হইয়া কোন জন্তুকেই দেখিতে পাইলেন না, অগত্যা বিবর সন্নিধানে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দুইটি 'কেফ্তার' বিবর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া হাতেমকে দেখিতে পাইল এবং বলিল, "ওহে মনুষ্য! তোমাকে বিলক্ষণ সাহসী বলিয়া বোধ হইতেছে, নতুবা এরূপ হিংস্র জন্তুর বাসস্থানে আসিবে কেন? তুমি কি স্বীয় জীবন ভার অসহনীয় বোধে আত্মঘাতী হইতে এখানে আসিয়াছ? না আমাদের বৈরীতাচরণ করিতে আসিয়াছ? যাহা হউক, যদি মঙ্গল প্রার্থনা কর, শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর, নতুবা এই দণ্ডেই আমরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিব।" হাতেম বলিলেন, "রে মূঢ় পশু! তোমরা কি মনে করিয়াছ, আমি তোমাদের ভয়ে ভীত হইয়া এস্থান হইতে চলিয়া যাইব? হাতেম সেরূপ কাপুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই, পরদুঃখ মোচনে ব্রতী হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং আজীবন এই ব্রত পালন করিবে সংকল্প করিয়াছে। ইহাতে তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর, ক্ষতি নাই।" কেফ্তারদ্বয় বলিল, "তবে আমাদের বাসস্থানে তোমার আগমনের কারণ কি?" হাতেম বলিলেন, "অবশ্য কারণ না থাকিলে এখানে

আসিব কেন? তোমরা সময়ে সময়ে জম্বুকশিশু বধ করিয়া তাহাদের পিতা মাতাকে অবথা কষ্ট দিয়া থাক, তোমাদিগকে ঈশ্বরের দোহাই এরূপ কুকার্য্য পরিত্যাগ কর। যিনি এই চরাচর তাবৎ প্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই আহার দাতা, যে কোন প্রকারে হউক, তিনিই তোমাদের আহার সংস্থান করিয়া দিবেন, অতএব তোমরা হত্যাপরাধে লিপ্ত হইও না। দেখ, জীবমাত্রেই স্ব স্ব জীবনকে কত প্রিয় বস্তু মনে করে; মনে কর, যখন তোমরা কোন আততায়ী দ্বারা আক্রান্ত হও, তখন তোমাদের মনে কি হয়, অতএব তোমরা আজ অবধি শৃগালশিশু বধে ক্ষান্ত হও, এমন কি তোমরা আমাকে আহার করিয়াও যদি জম্বুকশিশু হননে বিরত হও, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।" কেক্‌তারদ্বয় বলিল, "ওহে মনুষ্য! তুমি শৃগালের পক্ষ হইয়া আমাদিগকে অনেক কথা বলিলে পরন্তু জীবহিংসা ব্যতিরেকে ঈশ্বর আমাদের অন্য কোন খাদ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, মনুষ্য অবশ্য শস্যের উপর নির্ভর করিতে পারে, কিন্তু প্রাণীহিংসা ব্যতিত হিংস্রক জন্তুর একদণ্ড চলিতে পারে না; আমরা ইতস্ততঃ বনে বনে নানা পশু মাংস আহার করি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তুমি আজ আমাদের কবলে পতিত হইয়াছ, বিশেষতঃ নরমাংসে আমাদের যাদৃশ তৃপ্তি জন্মে, তাদৃশ আর কিছুতেই জন্মে না, অতএব অগ্রে তোমাকে ভক্ষণ করিয়া পরে শৃগাল শিশু হত্যা করিব।" হাতেম দেখিলেন দুষ্টেরা কোন ক্রমেই উপদেশ গ্রহণ করে না, তখন ক্রোধে চক্ষু আরক্ত বর্ণ করিয়া একলম্ফে কেক্‌তারদ্বয়কে উভয় হস্তে ধারণ করিলেন এবং কৌশলক্রমে কোটিতটস্থিত তরবারি বাহির করিয়া মনে করিলেন, ইহাদিগকে কোন ক্রমেই হত্যা করা হইবে না, কিন্তু কিছু শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য; এই বলিয়া তাহাদের দন্ত ও নখ ছেদন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর পশুদ্বয় যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কাতরস্বরে বলিল, "ওহে মনুষ্য! জানিলাম, তুমি একজন শ্রেষ্ঠ বীর বটে, কিন্তু আমাদিগকে এরূপ অবস্থাপন্ন করা অপেক্ষা একেবারে বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ আমরা শ্বাপদ—দন্ত ও নখ বর্জ্জিত হইয়া কতদিন জীবিত থাকিব; প্রত্যুতঃ আহারাভাবে মৃত্যু হইবে, অতএব এই ক্ষণেই আমাদিগকে বিনাশ কর।"

তখন শৃগাল ঝোপ হইতে বহির্গত হইয়া বিনয়বচনে হাতেমকে বলিল, "মহাশয়, যদি ইহারা প্রতিজ্ঞা করে যে, অদ্য হইতে আমার শিশু সন্তানগণকে আর হত্যা করিবে না, তাহাহইলে যাবৎ ইহাদের নখ ও দন্ত কার্য্যক্ষম না হইবে, তাবৎ আমিই ইহাদের নিত্য আহার যোগাইব।" কেকভারদ্বয় তাহাতেই মতপ্রকাশ করিলে হাতেম শৃগালকে লইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং পথিমধ্যে শৃগালকে বলিলেন, "হামঘোষ। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমিও আমার গন্তব্য স্থানে গমন করি।" তখন শৃগাল বলিল, "মহাশয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনার অনুগমন করি, কারণ হোবেদা প্রান্তরের পথ অতি দুর্গম, নানা নদ, নদী, পর্ব্বত, মরুভূমি এবং হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ গহনবন অতিক্রম করিয়া তথায় যাইতে হয়, আমরা পশুজাতি, কোথাও আপনার সঙ্কট উপস্থিত হইলে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিব।" হাতেম বলিলেন, "ওহে শৃগাল! আমি তোমার সৌজন্যে বড়ই প্রীত হইলাম, পরন্তু তোমার আর আমার অনুগমন করিতে হইবে না, আমি ঈশ্বরের কার্য্যে কাহারও এরূপ সাহায্য প্রত্যাশা করি না। তোমার যদি একান্ত আমার কোন উপকার করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, আমাকে হোবেদা প্রান্তরের সহজপথ বলিয়া দাও, তাহাতে বড়ই উপকৃত হইব।" শৃগাল বলিল, "যে পথে গমন করিলে হোবেদা অতি নিকট সেই পথই ভয়ানক দুর্গম; আজ পর্য্যন্ত কেহই সে পথে হোবেদা পৌঁছিতে পারে নাই, কিন্তু যে পথে অনেক দিন পরে পৌঁছান যায়, উহা অপেক্ষাকৃত আপদ শূন্য, অতএব আপনি কোন্‌পথে গমন করিতে ইচ্ছা করেন?" হাতেম বলিলেন, "আপদ সত্ত্বেও আমি সোজা পথে যাইতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর আমার সহায়, আমি কোন হিংস্র জন্তু হইতে ভীত নহি"। অনন্তর শৃগাল বলিল, 'মহাশয়! এই যে সম্মুখে পথ দেখিতেছেন, ইহাই হোবেদা প্রান্তরের সোজা পথ, যদি জীবিত থাকেন, অতি শীঘ্রই সে স্থানে পৌঁছিতে পারিবেন। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।" এই বলিয়া শৃগাল হাতেমকে নমস্কার করিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। হাতেম শৃগাল প্রদর্শিত পথাবলম্বনে কিছুদূর গমন করিয়া চারিদিকে চারিটি পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কোন্ পথে যাইবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমাগত দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিলেন এবং মনে

মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে বিঘ্নবিনাশন্ ভগবন্! আমি তোমারই আদেশে পরদুঃখ মোচনে ব্রতী হইয়াছি, প্রভো! বিঘ্নরাশি হইতে আমাকে উদ্ধার করিও।"

ক্রমাগত ৫।৬ দিন এইরূপে চলিতে চলিতে হাতেমের সঞ্চিত খাদ্য সমস্ত নিঃশেষিত হইল, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণে বনফল ও নির্ঝরিণীর জল তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইল। কিয়দ্দূর গমনান্তর হাতেম সম্মুখে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও তাহার নিম্নদেশে এক সুন্দর বন অবলোকন করিয়া দ্রুতপদে যেমন উহার সন্নিধানে গমন করিলেন, অমনি শত শত ভল্লুক আসিয়া চারিদিক হইতে হাতেমকে আক্রমণ করিল। হাতেম হিংস্র পশুগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভল্লুকগণ তাহাকে কিছু মাত্র না বলিয়া তাহাদের রাজ সন্নিধানে লইয়া গেল। ভল্লুকরাজ হাতেমকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত মনে তাঁহার অনাময় প্রশ্ন করিয়া নাম, ধাম সমস্ত জিজ্ঞাসা করিল, হাতেম যথারীতি স্বীয় নাম ধাম ও ভ্রমণের কারণ সমস্ত বর্ণন করিলে, ভল্লুকরাজ সন্তুষ্ট হইল এবং আরও বলিল "তোমার আগমনে বড়ই হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম, কারণ আমার একটি পরম রূপবতী অনূঢ়া কন্যা আছে এবং এই বন মধ্যে আমার কন্যাটি সম্প্রদান করিবার উপযুক্ত পাত্র নাই, ঈশ্বর আমার উপর সদয় হইয়াই তোমাকে অদ্য এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে তোমাতেই আমার রূপযৌবন সম্পন্না কন্যাটি সমর্পণ করিয়া সুখী হইব।" ইহা শুনিয়া হাতেম নতশিরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভল্লুকরাজ বলিল, "ওহে হাতেম! কি চিন্তা করিতেছ? আমি কি তোমার শ্বশুর হইবার যোগ্য নহি?" হাতেম বলিলেন, "ওহে ভল্লুকরাজ! আমি মনুষ্য এবং তোমরা বনচর পশু, অতএব তোমাদের সহিত আমার কি প্রকারে আদান প্রদান চলিতে পারে?" ভল্লুকরাজ বলিল, "ওহে হাতেম! সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, আমার কন্যা মানবী।" ভল্লুকরাজ স্বীয় কন্যা তাঁহাকে দেখাইবার জন্য নানা অলঙ্কার ভূষিতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় আনাইলেন। হাতেম অদৃষ্ট রূপযৌবন সম্পন্না ললনাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ঈদৃশ হিংস্র জন্তুসঙ্কুল বনে মানবী কি প্রকারে বাস করিতেছে ভাবিয়া

স্থির করিতে পারিলেন না, কিন্তু স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্মরণ করিয়া নম্রভাবে ভল্লুকরাজকে বলিলেন, "ওহে ভল্লুকরাজ! তুমি এ স্থানের রাজা এবং আমি উদাসীন, অতএব উদাসীনের সহিত রাজকন্যার পরিণয় কি প্রকারে সম্ভব? স্বীয় মনোমত এক রাজপুত্রের অনুসন্ধান কর, আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না।" ভল্লুকরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "ওহে যুবক! বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, তোমাকে দেখিয়া সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত রাজপুত্র বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে, আমাকে একেবারে পশু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিও না, আমার মানুষিক সমস্ত লক্ষণ অবগত হইবার ক্ষমতা আছে।" হাতেম পুনরায় নতশিরে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হা অদৃষ্ট! অবশেষে হিংস্র পশু হস্তে পতিত হইয়া কি বিপদেই পড়িলাম, এখন কি করি। এই উভয় সঙ্কটে রক্ষাকর্ত্তা এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন দেখিতেছি, বিবাহ না করিলে ভল্লুকগণ আমার জীবন বিনাশ করিবে এবং বিবাহ করিয়া এই সুন্দরীর সহিত প্রেমানন্দ উপভোগে মত্ত হইলে নিশ্চয়ই মুনিরশামী জীবন হারাইবে, এস্থলে বিবাহ না করিয়া ভল্লুক হস্তে স্বীয় জীবন দান করাই শ্রেয়ঃ, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইব না।" তখন ভল্লুকরাজ চিন্তা পরায়ণ হাতেমকে বলিল "ওহে যুবক! এখনও কি চিন্তা করিতেছ? হয় বিবাহ কর, না হয় জীবন দণ্ডে দণ্ডিত হও।" হাতেম বলিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি এ অবস্থায় বিবাহ করিতে কোন মতেই বাধ্য নহি।" ভল্লুকরাজ আরক্তলোচনে অনুচরদিগকে বলিলেন, "কে আছ, যাও সত্বর এই অন্যায় যুবাকে কারাগারে বদ্ধ কর।" অনন্তর কতিপয় ভল্লুক হাতেমকে এক অন্ধকার গহ্বরে নিঃক্ষেপ করিয়া তাহার মুখ এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে আচ্ছাদন করিল। সপ্তাহকাল হাতেম অনাহারে সেই গহ্বরে অবস্থান করিলেন। অষ্টম দিবসে ভল্লুকরাজ স্বীয় অনুচরবর্গকে হাতেমকে তাহার নিকটে আনিতে আজ্ঞা দিল, অনুচরেরা প্রস্তরোত্তোলন করিয়া দেখে হাতেম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেছেন, তখন তাহারা বলিল, "ওহে বিদেশী যুবক! আইস, ভল্লুকরাজ তোমাকে পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" হাতেম তৎক্ষণাৎ গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহাদের সহিত ভল্লুকরাজ সন্নিধানে গমন করিলেন, ভল্লুকরাজ হাতেমকে সমাদরে

স্বীয় নিকটে বসাইয়া মৃদুভাবে বলিল, "ওহে হাতেম। এখনও কি তোমার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয় নাই? সপ্তাহকাল অনাহারে তোমার কি কিছু কষ্ট হয় নাই? যাহা হউক, এক্ষণে কিছু আহার কর, সুস্থ হও, পরে মতামত প্রকাশ করিও।" এই বলিয়া উত্তমোত্তম সুস্বাদু ফল আনাইয়া হাতেমকে আহার করিতে অনুজ্ঞা করিলে, তিনি সচ্ছন্দে উদর পুরিয়া ঐ সমস্ত আহার করিলেন। অনন্তর ভল্লুকরাজ পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিলে, হাতেম পূর্ব্বমত অস্বীকার করিলেন। হাতেম বলিলেন, "ওহে বনচারি! ইহা আমার দ্বারা কখনই সংসাধিত হইবে না। কারণ মনুষ্যের সহিত পশুর সম্বন্ধ কোন্‌কালে কোথায় হইয়াছে?" অনন্তর ভল্লুকরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া পুনরায় হাতেমকে সেই গহ্বরে রুদ্ধ করিতে আদেশ করিলে অনুচরেরা তাহাই করিল। হাতেম স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া উপবাসে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন হাতেম নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন, কোন এক বৃদ্ধ তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "ওহে হাতেম! তুমি কি জন্য অকারণে এই অন্ধকার গহ্বরে প্রাণ হারাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ? তুমি যে কার্য্যের জন্য বহির্গত হইয়াছ, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? দেখ, যাবৎ তুমি ভল্লুক কন্যাকে বিবাহ না করিবে তাবৎ তোমার কোন প্রকারেই নিস্তার নাই। এই অন্ধকূপেই তোমার প্রাণ হারাইতে হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া হাতেম বলিলেন, "গুরো! আপনি যিনিই হউন আপনাকে প্রণাম করি। কিন্তু আমার বক্তব্য এই, যদি আমি ভল্লুক কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে সে আমাকে স্থানান্তরে যাইতে না দেয়, তবে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি প্রকারে সম্পাদিত হইবে?" বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি কন্যাকে বিবাহ করিলে ভল্লুকরাজ নিঃসন্দেহে তোমাকে বিদায় দিতে পারে, কিন্তু বিবাহ না করিলে কোন প্রকারেই তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হয়, বিবাহান্তে তুমি যদি ঐ কন্যাকে যথোচিত সন্তুষ্ট করিতে পার, তাহা হইলে সেই তোমাকে মুক্ত করিতে সমর্থা হইবে।"

নিদ্রাভঙ্গে, হাতেম পুনরায় ভল্লুকরাজ সমীপে নীত হইলে, ভল্লুকরাজ হাতেমের অনাময় প্রশ্ন করিয়া বলিল, "ওহে হাতেম! এখনও কি তোমার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয় নাই?" "এখনও উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ,

কারণ আমার কন্যার পাণিগ্রহণ ভিন্ন আমার হস্ত হইতে তোমার পরিত্রাণের অন্য উপায় আর নাই। হাতেম অগত্যা সম্মত হইয়া বলিলেন, "দেখ, আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিলে আমি ভিন্ন অপর কেহ তোমার কন্যাকে দেখিতে না পায়, এমত বিধান করিতে হইবে।" ভল্লুকরাজ বলিল, "অন্য কাহারও দেখা দূরে থাকুক, মনে মনে কেহ স্মরণও করিতে পারিবে না।" অনন্তর ভল্লুকরাজ আপন পাত্র মিত্রগণকে ডাকাইয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা করিল। সমস্ত প্রস্তুত হইলে ভল্লুকরাজ আপনাদিগের রীত্যানুসারে, হাতেমের হস্তে কন্যার হস্ত মিলাইয়া, সম্প্রদান করিয়া পাত্র মিত্র সহ বাহিরে আসিল। অনন্তর হাতেম সেই চন্দ্র বিনিন্দিতা যুবতী ভার্য্যার সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপর্য্যুপরি ফলাহারে তৃপ্ত না হওয়ায় একদিন ভল্লুকরাজকে বলিলেন, "ওহে ভল্লুকরাজ! আমরা মনুষ্য, বন্যফলে আমরা তাদৃশ ভক্ত নহি—অতএব আমার তৃপ্তির জন্য কিছু শস্য সংগ্রহ কর।" ইহা শুনিয়া ভল্লুকরাজ, তৎক্ষণাৎ স্বীয় অনুচরবর্গকে নগর হইতে নানাপ্রকার শস্য শর্করা, ঘৃত প্রভৃতি এবং ভোজন পাত্রাদি আনিতে আজ্ঞা দিল। আজ্ঞা মাত্র চরেরা নানাস্থান হইতে ভারে ভারে শস্য ও মনুষ্য রসনা তৃপ্তিকর-সুস্বাদু-সামগ্রী আনয়ন করিল। হাতেম নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া মনের সুখে সস্ত্রীক আহার করিতে থাকিলেন। এইরূপ ২।৩ মাস সুখে অতিবাহিত হইলে, একদিন মুনিরশামীর কথা হঠাৎ তাঁহার মন মধ্যে উদয় হওয়ায় অত্যন্ত অসুস্থ হইলেন। ভল্লুক কন্যা হাতেমকে অকস্মাৎ তদবস্থ দেখিয়া, মৃদুস্বরে বলিল, "নাথ! অদ্য আপনাকে এরূপ অসুস্থ কেন দেখিতেছি? আমার নিকট অকপটে বলুন, যথাসাধ্য আপনার স্বাস্থ্যবিধান করিতে চেষ্টা করিব।" হাতেম বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি কোন একটী বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, কিন্তু পথিমধ্যে তোমার পিতৃচর দ্বারা ধৃত হইয়া আজ ২।৩ মাস কাল এই স্থানে আবদ্ধ রহিয়াছি, সুতরাং উক্ত কর্ম্ম সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে, এই জন্য প্রাণাধিকে! তোমার হস্ত ধরিয়া বিনয় করিতেছি, পিতার অনুমতি লইয়া সন্তুষ্ট মনে আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দাও। যদি স্বকার্য্য সাধনান্তর জীবিত

প্রত্যাগমন করি, তবেই তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ এই পর্য্যন্ত।"

ভল্লুক কন্যা হাতেমের দুইটি হস্ত ধারণ করিয়া সজল নয়নে বলিল, "প্রাণেশ্বর! এমন নিদারুণ কথা কেন বলিলেন? আমি আপনাকে প্রাপ্ত করিয়া এই হিংস্রজন্তুসেবিত গহনবনে ২।৩ মাস সুখে কাটাইলাম। সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তি তীর প্রাপ্তে যেরূপ আনন্দিত হয়, আমিও আপনাকে লাভ করিয়া তাদৃশ হইয়াছিলাম। হায়! ঈশ্বর আমাকে চিরকাল দুঃখ ভার বহন করিতেই সৃজন করিয়াছেন" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। হাতেম নব-প্রণয়িণীকে এইরূপ দুঃখ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! হৃদয়েশ্বরি! আর ক্রন্দন করিও না তোমার ক্রন্দনে আমিও সাতিশয় দুঃখিত হইতেছি, এক্ষণে তোমার জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, বিশেষতঃ তোমারে হিংস্র জন্তু মধ্যে দেখিয়াই আমার মন সংশয়যুক্ত হইয়াছে।" ভল্লুক কন্যা বলিল, "নাথ! আমাকে পশুযোনী-সম্ভূতা মনে করিবেন না, বস্তুতঃ আমি মানবী, রাজকন্যা, সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার শুভ কর্ম্মে ব্যাঘাত করিতে ইচ্ছা করি না, আপনি পিতার অনুমতি লইয়া গন্তব্য স্থানে গমন করুন, যদি ঈশ্বর দিন দেন, পুনর্ম্মিলনে আমার জীবন বৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিব।" এই বলিয়া ভল্লুক কন্যা স্বীয় পিতৃ সন্নিধানে গমন করিয়া পতির মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে ভল্লুকরাজ সহাস্য বদনে বলিল, "কন্যে! ইহাতে আমার অনুমতি সাপেক্ষ কি আছে? তিনি স্বামী, তুমি তাঁহার স্ত্রী; তোমার যদি ইহাতে মত থাকে, আমার ত অন্য মতের কোন কারণ নাই?" কন্যা বলিল, "পিতঃ! আমি দেখিতেছি, আপনার জামতা সত্যবাদী দয়ালু এবং সকল প্রকার সদগুণই তাঁহাতে বিদ্যমান, অতএব আমার বিবেচনায় তিনি যে আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিবেন, এমত বোধ হয় না, কার্য্য সাধনান্তে নিরূপিত সময়ে নিশ্চয়ই আগমন করিবেন, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি আপনাকে অনুমতি প্রদান করিতেই অনুরোধ করি।" ভল্লুকরাজ, "আচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া হাতেমকে ডাকাইয়া বিদায় করিতঃ অনুচরগণকে আদেশ করিলেন "এবং হাতেম আমাদের সীমান্তে উপনীত

না হন, তাবৎকাল তোমরা ইহাঁর অনুগমন কর।” এদিকে জন্ক কন্যা হাতেমকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার উষ্ণীষ মধ্যে এক গোটিকা বাঁধিয়া দিয়া বলিল, “নাথ! এই গোটিকায় অনেক সঙ্কটস্থলে আপনার উপকার দর্শিবে, অতএব অন্যমনস্কতা বশতঃ আপনি ইহা কোন ক্রমেই ত্যাগ করিবেন না।” জন্করাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হাতেম সেই বন হইতে যাত্রা করিলেন, অনুচর জন্কেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছু দূর গমনান্তর জন্কগণ হাতেমকে বলিল, “মহাশয় আমাদের সীমান্তে আসিয়াছি, সুতরাং আমাদের আর যাইবার অধিকার নাই।” তাহাদিগকে সেই স্থানে বিদায় দিয়া হাতেম কিছুদিন একাকী চলিলেন। কিছুদিন পরে এমত এক বালুকাময় মরুভূমে উপস্থিত হইলেন যে, তথায় কোন বৃক্ষ, জলাশয়, শস্য দ্রব্য বা আহারীয় কোন সামগ্রীই দৃষ্টিগোচর হইল না। যে দিকে দৃষ্টি করেন, অনন্ত বালুকারাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। সঞ্চিত আহার যাহা কিছু ছিল, তাহাও ক্রমে নিঃশেষিত হইয়াছে। হাতেম অনন্যোপায় হইয়া জানু পাতিয়া করযোড়ে নিজ ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্তর দিবাবসানে এক বৃদ্ধ বস্ত্র দ্বারা স্বীয় মুখাবৃত করিয়া একহস্তে দুইখানি রুটি ও অপর হস্তে জল পাত্রসহ অকস্মাৎ হাতেমের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হাতেম বৃদ্ধকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ কোন উত্তর না করিয়া রুটি ও জল হাতেমের সম্মুখে রাখিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান হইলেন।

হাতেম মনের আনন্দে আহার করিয়া সেই রাত্রি ঐ স্থানেই অতিবাহিত করিলেন; এবং মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতে লাগিলেন, “অহো! ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ঈশ্বরের কি অপার মহিমা! ভক্ত, দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। এই অপার মরুভূমে তিনি ভিন্ন আমার মত দীনজনের রক্ষাকর্ত্তা আর কে আছে?” প্রভাত হইলে আবার সেস্থান হইতে যাত্রা করিলেন এবং সমস্ত দিন পর্য্যটনে, সন্ধ্যায় সময় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যেমন ঈশ্বরের স্মরণ লইলেন; অমনি সেই বৃদ্ধ সেই ভাবে দুই খানি রুটি ও পানীয় জল হাতেমের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত

হইলে হাতেম একদিন সম্মুখে এক অজগর সর্প দেখিতে পাইলেন। ঐ ভুজঙ্গের বিস্তৃতাস্য একটি ক্ষুদ্র গহ্বর সদৃশ, প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইতে জীবজন্তুগণ এ সর্পের নিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া উহার জঠর মধ্যে নীত হইতেছে। হাতেম আত্মরক্ষার্থে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে সর্পের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঈশ্বরের স্মরণ লইলেন। অপরাপর জীবজন্ত সমস্ত ঐ ভুজঙ্গের উদরে নীত হইবামাত্র বিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু হাতেম ভল্লুক কন্যাদত্ত গোটিকার প্রভাবে বিষাক্ত হইলেন না, সেই গোটিকার এমনি গুণ—উহার অধিকারী জলে, অগ্নিতে, বিষে বা কোন অস্ত্র শস্ত্রে নিহত হইবে না; সুতরাং হাতেম অবলীলাক্রমে শত্রুর অন্তরনাড়ী সমস্ত বিমর্দ্দিত করিয়া উদর মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রমান্বয়ে দুই তিন দিন তাহার উদর মধ্যে ভ্রমণ করিয়াও যখন বহিঃ নিঃসরণের দ্বার পাইলেন না, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় ও পূতি গন্ধে একান্ত কাতর হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন এবং সমধিক বল সহকারে ভুজঙ্গের নাড়ী সমস্ত পদ দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, এইরূপ মর্দ্দনে অজগর অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া চতুর্থ দিবসে বমন করিল, হাতেম স্বচ্ছন্দে উহার মুখ হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বীয় বস্ত্রাদি ধৌত করিবার আশায় জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি সম্মুখে এক উত্তম সরোবর দেখিয়া উহাতে অবগাহনান্তর বস্ত্রাদি ধৌত করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন: ঐ পুষ্করিণী মধ্যে একটি অপূর্ব্ব জীব দণ্ডায়মান রহিয়াছে; উহার নাভির উর্দ্ধভাগ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মানবী এবং অপরার্দ্ধভাগ মৎস্যাকার। হাতেম এরূপ আশ্চর্য্য জীব আর কখনও দর্শন করেন নাই, সুতরাং মনে মনে ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশলের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন; সেই জীব সেই স্থানেই পুনরায় জলমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ক্ষণকাল পরেই হাতেম যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহা দেখিয়া হাতেম ভীত হইলেন, কিন্তু ঐ জন্তু পরিচিতের ন্যায় হাতেমের হস্ত ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ গভীর জল মধ্যে প্রবেশ করিল। হাতেম অগত্যা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনুগতের ন্যায় উহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনন্তর ঐ রমণী স্বীয় আলয়ে উপস্থিত হইয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং হাতেমকে এক বহুমূল্য সিংহাসনে বসাইয়া নিজে তাঁহার বামে উপবেশন করিয়া ইঙ্গিতে হাতেমের প্রণয় ভিক্ষা করিল। হাতেম ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি! তোমাদের একি অত্যাচার, তোমাদের কি কিছুমাত্র লজ্জা বা ধর্ম্ম ভয় নাই? দেখ, আমি বিদেশী পথিক, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি, অতএব ঈশ্বরের শপথ, তুমি আমাকে যেস্থান হইতে আনিয়াছ, সেই স্থানে রাখিয়া আইস। এরূপ প্রণয় আমার কদাচ প্রার্থনীয় নহে। সেই অর্দ্ধ মৎস্যাঙ্গী কামিনী উত্তর করিল, "ওহে মনুষ্য! বৃথা বাক্য ব্যয় করিও না, এক্ষণে তুমিই আমার আয়ত্তাধীন, অতএব আমার মনোরথ পূর্ণ না করিলে আমি তোমাকে কখনই ছাড়িয়া দিব না, প্রত্যুতঃ এই জীবনেই তোমার জীবন শেষ হইবে।" তখন হাতেম জল্লুকরাজের অত্যাচার স্মরণ করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। মৎস্য কামিনী পুনরায় বলিল, "যুবক! যদি তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তিন দিন পরে তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থানে রাখিয়া আসিব।" হাতেম অগত্যা মৎস্য কামিনীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দুই এক দিন সেই স্থানে সুখে অবস্থান করিলেন।

দিবসত্রয় গতে হাতেম মৎস্য কামিনীকে বলিলেন, "সুন্দরি! এক্ষণে তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর।" কামিনী হাতেমের হস্তধারণ করতঃ মুহূর্ত্তমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত করিল, এবং বিদায় কালে বলিল, "কান্ত হে! তুমি কি নিমিত্ত আমা হেন সুন্দরী স্ত্রীরত্ন উপভোগে আপনা হইতে বঞ্চিত হইতেছ?" হাতেম বলিলেন, "সুন্দরি! আমার উপর কোন এক বিশেষ কর্ম্মের ভার আছে, নতুবা এমন সুন্দরী স্ত্রী সম্ভোগে কে ইচ্ছাপূর্ব্বক বঞ্চিত হয়?" ইহা শুনিয়া মৎস্য কামিনী বলিল, "নাথ! দাসীকে যেন মনে থাকে" বলিয়া সেই স্থানেই জলমগ্না হইল। হাতেম স্বীয় বস্ত্রাদি জলে ধৌত ও শুষ্ক করিয়া তথা হইতে চলিলেন। কিছু দিন পরে এক পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, উহা নানা প্রকার ফল পুষ্প ভারাক্রান্ত পাদপে পরি-

শোভিত ; অনন্তর ক্রমশঃ ঐ পর্ব্বতোপরি উঠিলেন এবং চারিদিকে পর্ব্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে তদভিমুখে এক স্থানে উপত্যকার উপর এক রাজ-প্রাসাদ ও তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাস স্থান সন্দর্শন করিয়া ব্যগ্র হইয়া যাত্রা করিলেন, পরে তিনি যতই ঐ আবাস ভূমির নিকটস্থ হইতে লাগিলেন ততই উহার শোভা দর্শনে তাঁহার নয়ন মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। হাতেম নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; দেখিলেন, ঐ হর্ম্ম্যের চতুর্দ্দিক পরিখা দ্বারা বেষ্টিত, এবং নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সমীরণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তার করিতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন ঐ স্থানে চির বসন্ত বিরাজ করিতেছে। হাতেম শ্রান্তি দূর করণার্থে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিলেন, শয়ন করিবামাত্র নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলে, বাটীর কর্ত্তা ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি সুন্দর যুবা, বৃক্ষতলে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। গৃহস্বামী ধীরে ধীরে হাতেমের সন্নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন ; এমন কি হাতেমের অপরূপ রূপ দেখিয়া তিনি এমনি বিমোহিত হইলেন যে, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে প্রয়াসী হইলেন না ; প্রত্যুতঃ নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অনিমেষ নয়নে মুখকমল দর্শন করিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে হাতেমের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি নিজ শিয়রে অপর এক জন মনুষ্যকে দেখিয়া ভীত চিত্তে শশব্যস্তে উহাকে নমস্কার করিলেন ; গৃহস্বামী হাতেমের সৌজন্যে প্রীত হইয়া প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন "বাপু হে ! তুমি কে ? কোথায় যাইবে ? এবং কি নিমিত্তই বা এই নির্জ্জন প্রদেশে আগমন করিয়াছ ?" হাতেম উত্তর করিলেন, "মহাশয় ! আমি হোবেদা প্রান্তরে যাইব, ভাগ্যক্রমেই আপনার সন্দর্শন লাভ করিলাম, কারণ আজ সপ্তাহ কাল অতীত হইল ; পথি মধ্যে এমন এক জন মনুষ্য দেখি নাই, যাহার নিকট ঐ প্রান্তরের সংবাদ অবগত হইতে পারি।" তিনি বলিলেন, "ওহে বিদেশি ! তুমি তোমার এই অসঙ্গত প্রয়াস পরিত্যাগ কর ; ঐ স্থানে যাওয়া দূরে থাকুক, তুমি মনেও কখন উহা চিন্তা করিও না। আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমার কি পিতা মাতা নাই, যে, তোমাকে এই অস্বাভাবিক কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন ? তোমার

কি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, যাঁহারা তোমার এইরূপ আগমনের প্রতিবন্ধক হয়েন? হায়! তোমার মত সুলক্ষণাক্রান্ত সুন্দর যুবকের অর্ব্বাচীনতা দেখিয়া আমি প্রকৃতই সন্তুষ্ট হইতেছি।” হাতেম বলিলেন, “মহাশয় আমি নিজে সুখ দুঃখের জন্য ঐ স্থানে যাইতে উদ্যোগী হই নাই, পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া উদ্যমপথে অন্বেষণ পদ স্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে ঈশ্বর যাহা করেন” এই বলিয়া মুনিরশামী ও হোসনবানুর প্রথম বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। সমস্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি বলিলেন, “জানিলাম, তুমি ইয়মন দেশীয় রাজপুত্র হাতেম, যেহেতু হাতেম ভিন্ন অদ্যাপি এমন পুরুষ জন্মে নাই যে, পরের উপকারের জন্য নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নানা বিপদে পতিত হয়; যাহা হউক, কোন চিন্তা নাই, ঈশ্বর তোমার সহায় তিনিই তোমাকে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। আমার মনে একমাত্র ভাবনা, যাহারা ‘হোবেদা প্রান্তরে’ গমন করিয়াছিল, অদ্যাপি কেহ প্রত্যাগমন করে নাই, যদি কেহ কখনও প্রত্যাগত হয়, সেও প্রকৃতিস্থ থাকে না। অতএব তোমারও সেই দশা হইবে, যদিও আমি স্বচক্ষে ঐ প্রান্তর কখন দেখি নাই, কিন্তু ঐ স্থান সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে, অতএব আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিব, মনোমধ্যে সতত স্মরণ রাখিয়া উপদেশ মত কর্ম্ম করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি যখন ঐ প্রান্তর নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন তোমার অজ্ঞাতসারে যে কেহ তোমাকে “জুলমতে” অন্ধকার গহ্বরে লইয়া যাইবে, তুমি নিরবে উহার অনুগমন করিবে, কোনমতে ইহার অন্যথা করিও না, অবশেষে কতকগুলি পরী আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে, অবশ্য চক্ষু দ্বারা তাহাদের সমস্ত কার্য্য দর্শন করিবে। কিন্তু বাক্যে তাহাদের কার্য্যাকার্য্যের কোন প্রতিবাদ করিবে না, অবশেষে অপর আর একটি পরমা সুন্দরী পরী আসিবে, সেই পরীই সমস্ত পরীর কর্ত্রী, সাবধান! তাহাকে দেখিয়া তোমার যেন ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়, কোন প্রকারেই তাহার উপর প্রমত্তভাবে দৃষ্টিপাত করিও না, সেই প্রধানা পরী তোমার হস্ত ধারণ করিবামাত্র তুমি হোবেদা প্রান্তরে নীত হইবে। তুমি যদি সাবধান হইয়া অন্ততঃ সপ্তাহকাল ইন্দ্রিয় সংযম করতঃ তাহার প্রতি কোন প্রকার আসক্তি প্রকাশ না কর, তবেই

তোমার মঙ্গল, নতুবা যাবজ্জীবন তোমাকে তাহাদের দাস হইয়া কাল যাপন করিতে হইবে, না হয় বায়ুগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে।” সন্ধ্যা সমাগমে উপদেশ দাতা হাতেমের হস্ত ধারণ করিয়া নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। হাতেম অনেক দিন হইতে ক্ষুধিত ছিলেন; নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য তৃপ্তিপূর্ব্বক উদর পূরণ করিয়া সেই রাত্রি সুখে বিশ্রাম করিলেন, প্রত্যূষে উত্থিত হইয়া গৃহ স্বামীর নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে বিদায় গ্রহণ করিয়া হোবেদা প্রান্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিছু দিন পরে এক সুদৃশ্য সরোবর তাহার নয়নগোচর হইল। হাতেম দূর হইতে ঐ পুষ্করিণীর শোভা দর্শনে মোহিত হইয়া ক্রমশঃ উহার নিকটবর্ত্তী হইলেন; দেখিলেন, ঐ পুকুরের চারিধারে নানা প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। মধুকর সকল দলে দলে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু সংগ্রহ করিতেছে। ময়ূর ময়ূরী আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বৃক্ষতলে নৃত্য করিতেছে। জল মধ্যে প্রস্ফুটিত শতদল, উহাতে ভ্রমরকুল মত্ত হইয়া গুণ গুণ করিতেছে এবং হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ আনন্দে জলে ক্রীড়া করিতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে হাতেম পুষ্করিণীর জলে অবতরণ করিয়া যেমন অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জলপান করিবেন, অমনি এক ষোড়শী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী উলঙ্গিনী ললনা জল হইতে উত্থিত হইয়া পরিচিতার ন্যায় হাতেমের হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে পুনরায় জলমধ্যে নিমগ্না হইল; হাতেম অগত্যা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐ নারীর অনুগমন হইলেন। অনন্তর পদদ্বয় মৃত্তিকা সংলগ্ন হইলে হাতেম চক্ষু-উন্মিলিন করিয়া দেখিলেন, না সেই সুন্দরি, না সেই পুকরণী কিছুই নাই। কেবল একাকী অশ পুষ্প শোভিত এক প্রকাণ্ড উদ্যানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কিয়ৎক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া হাতেমের মনোমধ্যে সেই উপদেশ দাতার উপদেশ বাক্য সকল উদিত হইল, তখন তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া একাকী সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়া হাতেম দেখিলেন, অক্ষয় সহস্র পক্ষী প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্কন্ধে চঞ্চু স্পর্শ করিয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ

আসিতেছে, তাহারা হাতেমকে দেখিয়া কোন কথাই বলিল না ; কিন্তু সকলেই এক একবার হাতেমকে নিজ নিজ নিকটে আকর্ষণ করিতে লাগিল, হাতেম উপদেষ্টার বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না, আরও কে যেন তাঁহার কর্ণমূলে বলিতে লাগিল 'ওহে হাতেম ! অধৈর্য্য হইও না এবং যেন এই সমস্ত মায়াবিনীগণের কুহকে পড়িয়া আত্মহারা হইও না, সাবধান ! এই স্থানেরই নাম জুনমার্ত'' ! পরীয়া সকলে পূর্ব্বমত আকর্ষণ করিতে করিতে হাতেমকে লইয়া এক সুন্দর গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হাতেম দেখিলেন, ঐ গৃহের দেওয়াল সমস্ত নানা প্রকার মণি মুক্তা ও বহুমূল্য প্রস্তরে চিত্রিত গৃহ অন্ধকার হইলেও ঐ সমস্ত প্রস্তরেই আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, উহার মধ্যস্থানে এক স্ফটিক নির্ম্মিত বেদী, তদুপরি রত্ন সিংহাসন রহিয়াছে হাতেম অগ্রসর হইয়া সিংহাসনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে ঐ সমস্ত পরীয়া বিকট হাস্য হাসিয়া সকলেই সেই দেওয়াল মধ্যে সংলগ্ন হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। ক্ষণপরেই আবার কতকগুলি পরী ঐ দেওয়াল হইতে বহির্গত হইয়া হাব ভাব সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল, হাতেম অতীব আশ্চর্য্যের সহিত ঐ সমস্ত সন্দর্শন করিয়া মুক্ত মনে ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এরূপে বহুক্ষণ হওয়ায়মান থাকিয়া হাতেমের সেই সিংহাসনে একবার বসিতে ইচ্ছা হইল, তিনি অগ্রসর হইয়া যেমন ঐ বেদীর সোপানে দক্ষিণ পদ রক্ষা করিবেন অমনি সিংহাসনের নিম্ন হইতে এক বিকট শব্দ শ্রুত হইল, তিনি চকিত ভাবে মস্তকাবনত করিয়া দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অনন্তর অন্য সোপানে বামপদ রক্ষা করিলে ঠিক সেই মত শব্দ শ্রুত হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক হাব ভাব বিশিষ্টা লাবণ্যবতী নানালঙ্কার বিভূষিতা সুন্দরী রমণী অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া অকস্মাৎ দেওয়াল হইতে বহির্গত হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হাতেম সন্নিধানে উপস্থিত হইল। হাতেম উহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া মুখ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই উপদেষ্টার বাক্য তাঁহার মনে পড়িল, সুতরাং উহা হইতে বিরত হইলেন। তিন দিন তিন রাত্রি হাতেম ঐরূপভাবে সেই সিংহাসনে বসিয়া

পরীগণের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন ; রাত্রিকালে সমস্ত ঝাড় লণ্ঠন আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিত এবং সেই সকল পরীকুল দেওয়াল হইতে বহির্গতা হইয়া আপন মনে পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া আমোদে নৃত্য করিত এবং প্রাতঃকালে সকলে স্ব স্ব স্থানে দেওয়ালে গিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় সংলগ্ন হইয়া থাকিত। সিংহাসন সন্নিহিতা অবগুণ্ঠনবতী পরীও রাত্রিতে নানা প্রকার হাব ভাব করিয়া হাতেম সন্নিধানে নৃত্য করিত, কখন কখন তাঁহাকে নয়নবানে বিদ্ধ করিয়া মৃদুহাসি হাসিত এবং প্রাতঃকালে গমন সময়ে হাতেমের সম্মুখে নানা সুস্বাদু খাদ্যপুরিত পাত্র সমস্ত স্থাপন করিয়া যাইত, হাতেম যেন তাহাদের কার্য্যকলাপ চক্ষে দেখিয়াও দেখিতেন না, এবং পরীরা চলিয়া গেলে ঐ সমস্ত সুস্বাদু খাদ্য পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিতেন।

এইরূপে দিবা রাত্রি একস্থানে একভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া হাতেম মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতে লাগিলেন, ভাবিলেন, যদি এই স্থানে এই ভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে মুনিরশামীর অদৃষ্টে কি হইবে? আর আমিই বা ঈশ্বর সন্নিধানে কি বলিয়া উত্তর দিব? অতএব আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে, অদ্য উহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব, এই সংকল্প করিয়া চতুর্থ দিবসে যে সময় পরীরা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল, সেই সময় তিনি ব্যগ্রভাবে সেই প্রধানা পরীর হস্ত ধারণ করিলেন। তদ্দণ্ডেই অন্য এক বিশুষ্ক মলিনা সুন্দরী পরী সিংহাসন নিম্ন হইতে উত্থিত হইয়া হাতেমকে সজোরে পদাঘাত করিল। হাতেম বিচেতন হইয়া কতদূর গিয়া পড়িলেন, তাহার স্থির করিতে পারিলেন না, পরন্তু চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মস্তক তুলিয়া দেখিলেন, আর সে পরীগণ, না সে উদ্যান, না সে হর্ম্ম্য কিছুই নাই ; ঐ সকলের পরিবর্ত্তে এক প্রকাণ্ড নিবিড় বন মধ্যে পতিত রহিয়াছেন। হাতেম ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া পরীগণের কার্য্যকলাপ চিন্তা করিতে করিতে সেই বিজন বনমধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দূরে বৃক্ষ তলে কে যেন বলিতেছে, "[illegible] [illegible], [illegible] দেখিবার ইচ্ছা [illegible]" [illegible] করিতে পারিলে। [illegible]

দ্রব্য পুনঃ হস্তগত হইলে মন যেরূপ উল্লাসিত হয়, হাতেম উৎফুল্ল মনে ঐ কথা লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, এত দিনের পর ঈশ্বর আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। দিবসে তিনবার করিয়া সপ্ত দিন পর্যন্ত ঐ কথা শুনিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তথাপি উহার সন্নিহিত হইতে পারিলেন না। অবশেষে অষ্টম দিবসে সন্ধ্যার সময় ঐ কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, অতি নিকটে আসিয়াছেন, অনন্তর অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, কোন বৃক্ষমূলে এক শুক্ল শ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, হাতেম সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং তিনিও প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ওহে বিদেশি! তোমার এস্থানে আগমনের কারণ কি? তোমার নিবাস কোথায় এবং নাম কি?" হাতেম স্বীয় নাম ধাম বর্ণনা করিয়া বলিলেন "মহাশয়! জগদীশ্বর কৃপা করিয়াই আপনার নিকট আমাকে আনিয়াছেন আমি আপনার মুখ নিঃসৃত বাক্য শুনির, অর্থাৎ 'একবার দেখিয়াছি, দ্বিতীয়-বার দেখিবার ইচ্ছা করি তত্ত্ব লইবার জন্যই নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছি, অতএব পরমেশ্বরের দোহাই সত্য বলুন, আপনি এমন কি দেখিয়াছেন, যাহা দ্বিতীয়বার দেখিবার ইচ্ছা করেন এবং ইচ্ছা সত্বেও দ্বিতীয়বার দেখিতে পান না কেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! তোমাকে এক্ষণে শ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, বিশ্রাম কর, আমি তোমাকে সমস্ত বলিব।" রাত্রি উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে কে তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে দুখানি রুটি ও দুই পাত্র পানীয় জল স্থাপন করিয়া অদৃশ্য হইল। সন্ন্যাসী এক খানি রুটি স্বয়ং আহার করিলেন এবং অপর খানি হাতেমকে দিলেন। আহারান্তে হাতেম বলিলেন, "মহাশয়! এক্ষণে আপন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করুন।" তখন সেই সন্ন্যাসী হাতেমকে আশ্বস্ত করিয়া স্বীয় কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! আমি একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে এক উত্তম সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম, উহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রস্ফুটিত পুষ্প গন্ধে বিশেষতঃ সরোবর মধ্যস্থ প্রফুল্ল কমলের সৌন্দর্য্যে আমার মন একেবারে মুগ্ধ হইল, আমি পানার্থে যেমন সেই স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন

করিলাম অমনি এক উলঙ্গিনী ষোড়শী কামিনী আমার হস্ত ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অতলজল মধ্যে নিমগ্না হইল, আমি অনন্যোপায় হইয়া চক্ষু মুদিয়া উহারই অনুসরণ করিলাম, পরে যখন পদে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইল তখন দেখিলাম, সে পুষ্করিণী নাই, সে কামিনীও নাই, একাকী এক অপূর্ব্ব উদ্যানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, ইহাতে মনোমধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল। ক্ষণেক পরে দেখিলাম, প্রায় সহস্রাধিক পরী একত্রে প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আমার অভিমুখে আসিতেছে, উহারা আসিয়াই আমার হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে এক সুশোভিত গৃহ মধ্যে লইয়া গেল, দেখিলাম, ঐ গৃহ নানা রত্নে পরিশোভিত, উহাতে আমার দৃষ্টি একেবারে পরাভূত হইল, গৃহের মধ্যস্থলে স্ফটিক নির্ম্মিত বেদী তাহার উপর রত্ন নির্ম্মিত সিংহাসন আমি ধীরে ধীরে উহার উপর উঠিতেছি এমন সময় উপর্য্যুপরি দুইবার শব্দ হইল আমি ঐ শব্দে কর্ণপাত না করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলাম এবং আনন্দে পরীদিগের নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলাম। অবশেষে এক পরম লাবণ্যবতী চন্দ্রবদনা পরী আমার সিংহাসন সমীপে আসিয়া নানা ভাবভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। উহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত বৈকল্য উপস্থিত হইল। আমি অধৈর্য্য হইয়া উহার মুখাবরণ উন্মোচন করিলাম এবং সেই চন্দ্রাননীর অপূর্ব্বরূপ দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইলাম, সুন্দরী নিজ হস্তে আমার মুখে জলসেক করিয়া চেতনা সম্পাদন করিলে আমি তাহার সুকোমল পানিদ্বয় ধারণ করিয়া স্বীয় ক্রোড়ের নিকট আকর্ষণ করিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ সিংহাসনের নিম্ন হইতে অপর এক ললনা বহির্গত হইয়া আমাকে সজোরে এমন পদাঘাত করিল যে, তাহাতে হতচেতন হইয়া আমি এই বনে আসিয়া পতিত হইলাম, পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া দেখি, না সে সুন্দরী পরীগণ, না সেই রমণীয় প্রাসাদ কিছুই নাই, আমি একাকী এই অরণ্য মাঝে সেই দিন হইতে উন্মত্ত হইয়া সন্ন্যাসী বেশে এই স্থানে অবস্থান করিতেছি এবং দিবসে দিনমান 'একবার দেখিয়াছি, দ্বিতীয়বার দেখিবার ইচ্ছা করি' এইরূপ চীৎকার করি, কিন্তু বৎস! আমি জন্মাগত শঙ্ক বৎসর, এই রূপে চীৎকার করিয়াও এমন

কোন মনুষ্য দেখিলাম না, যিনি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সেই অপরূপ রূপবতী পরীগণের সহিত আমার পুনঃমিলন করিয়া দেন” এই বলিয়া বাতুলের ন্যায় স্বীয় মস্তকে ধুলী প্রদান করিয়া হাসিতে হাসিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হাতেম দেখিলেন, বৃদ্ধ পরীগণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছেন, সুতরাং প্রকাশ্যে বলিলেন, “মহাশয়! আপনি সেই পরীদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলে কি সন্তুষ্ট হন?” বৃদ্ধ উত্তর করিল, “তাহা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কিন্তু হায়! এমন কে আছে যে আমাকে সেই রমণীগণের সহিত পুনঃ মিলাইবে?” হাতেম বলিলেন, “আচ্ছা আপনি আমার অনুগমন করুন, ঈশ্বরেচ্ছায় আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল। এক্ষণে আপনার জন্য পুনরায় একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।” বৃদ্ধ সম্মত হইয়া হাতেমের অনুগমন করিলে হাতেম বলিলেন, “আমি আপনাকে এক সুপরামর্শ দিতেছি, যদি সেই মত কার্য্য করেন, আপনাকে আর কখনও সে পুরির বাহির হইতে হইবে না এবং পরীরা সকলে যাবজ্জীবন আপনার দাসী হইয়া অবস্থান করিবে সন্দেহ নাই এবং আপনিও যাবজ্জীবন তাহাদের সহবাসজনিত পরমানন্দ উপভোগ করিবেন। আমার পরামর্শ এই, আপনি কদাচ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া হস্তধারণ কিম্বা অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিবেন না, আমার পরামর্শদাতা আমাকে এই মত উপদেশ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তো আর তাহাদের সহবাসে জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা নহে, সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সেই পুরি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, এক্ষণে সম্মুখে ঐ সেই পুষ্করিণী, সাবধান, যেরূপ পরামর্শ দিলাম সেই মত কার্য্য করিবেন” এই বলিয়া হাতেম বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন—বৃদ্ধ হাতেমকে বিদায় দিয়া যেমনই সরোবরের সলিল স্পর্শ করিলেন, অমনি পূর্ব্বমত সেই উলঙ্গিনী কামিনী তাঁহার হস্ত-ধারণ করিয়া অতল জলে লইয়া গেল, এবং সেই সকল স্থান অতিক্রম করিয়া রত্ন সিংহাসনে বসাইয়া দিল। বৃদ্ধ সেখানে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইলে হাতেমের পরামর্শ স্মরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতেন।

হাতেম বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার সেই উপদেষ্টার নিকট

উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার কৃতকার্য্যতার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া এক দিন তথায় বিশ্রামান্তর তথা হইতে বিদায় লইলেন। পরে মৎস্য কামিনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া এক মাস তাঁহার সহিত সুখে সহবাস করিয়া তথা হইতে ভল্লুকরাজের দেশে উপনীত হইলেন। তথায় ভল্লুক কন্যার সহিত দুই মাস আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। ভল্লুক কন্যা অনেক দিন পরে স্বামীর সন্দর্শন পাইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন হাতেম ভল্লুক কন্যাকে বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার জন্ম বৃত্তান্ত শুনিতে আমার পূর্ব্বাবধি বড় ইচ্ছা আছে, অতএব যদি কোন বাধা না থাকে, উহা অকপটে ব্যক্ত কর।" ভল্লুক কন্যা বলিল, "নাথ! আমার পিতা পারস্যের রাজধানী তিহরাণের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কোন দোষে বাদসা তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা করেন, পিতা প্রাণ ভয়ে আমার জননী ও এক মাত্র বালিকা কন্যা আমাকে লইয়া রাত্রি মধ্যে অলক্ষিতভাবে প্রস্থান করেন। পিতা আদর করিয়া আমাকে মুরয়েহা বলিয়া ডাকিতেন। আমার তখন বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসরের অধিক ছিল না। পিতা আমার জননীর সহিত এই বনে উপস্থিত হইলে হিংস্র ভল্লুকগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিল এবং আমাকে জীবিতাবস্থায় এই ভল্লুক রাজের হস্তে আনিয়া দিল। ভল্লুকরাজ নিঃসন্তান, সুতরাং আমার জীবন রক্ষা করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। আমি বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে নানা স্থানে পাত্র অন্বেষণ করিতে চর নিযুক্ত করিলেন, অবশেষে আপনাকে পাইয়া আমার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন, নতুবা এই হিংস্রকগণ নিশ্চয়ই আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিত।" হাতেম বলিলেন, "তবে ত এই দুই বনচর মধ্যে মনুষ্যের বাস করা কখনই উচিত নহে? চল, অদ্য রাত্রেই এস্থান হইতে পলায়ন করি।" মুরয়েহা বলিল,' হাঁ ইহা সত্য, অনুমতি চাহিলে ভল্লুকরাজ আমাদিগকে কখনই যাইতে দিবেন না, একপে পলায়নই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।" অনন্তর রাত্রিতে উভয়ে গুপ্ত দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিলেন, পরে সুধান সুধানীকে দর্শন দিয়া, হরিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, হরিণী প্রাণদাতার দর্শন পাইয়া আনন্দিতা হইল এবং নানা প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। অতঃপর হাতেম পারস্য-

বাদের পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। যখন স্বীয় রাজ্য ইয়মন দেশের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন ভল্লুক কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! এই স্থান হইতে তোমার সহিত আমাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, যাবৎ প্রশ্ন কয়টি সমস্ত পূর্ণ না হইতেছে তাবৎ তুমি তোমার অপরাপর সপত্নীর-মত আমার বৃদ্ধ পিতা মাতার সুশ্রুষা করিবে। আমার ব্রত শেষ করিয়া পুনরায় তোমার সহিত মিলিত হইব।" ইহা বলিয়া ভল্লুক কন্যার হস্তে স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরি দিয়া বলিলেন, "তুমি ইহা আমার পিতাকে দেখাইলেই অন্তঃপুরে স্থান পাইবে।" ভল্লুক কন্যা অগত্যা তাহাই করিল।

দুই তিন দিন পরে হাতেম শাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। হোসনবানুর ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংবাদ দিল, হাতেম কুশলে প্রত্যাগত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া হোসনবানু তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া সমস্ত সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম বলিলেন "কোন বৃদ্ধ হোবেদাপ্রান্তরে ফুলমাস্ত নামক স্থানে কতকগুলি পরীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের হইতে বঞ্চিত হইয়া 'একবার দেখিয়াছি, দ্বিতীয়বার দেখিতে ইচ্ছা করি।' এই বলিয়া বিলাপ করিত, আমি কোশলে তাহাকে পুনরায় ঐ সমস্ত পরীর সহিত মিলাইয়াছি, সুতরাং ঐ স্থান হইতে আর পূর্ব্বমত সেই শব্দ শ্রুত হয় না।" ইহা শ্রবণ করিয়া হোসনবানু ধাত্রীর নিকট হাতেমের বীরত্বের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। হাতেম বলিলেন, "সুন্দরি। এক্ষণে তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটী কি, প্রকাশ কর, আমি অবিলম্বে উহা পূরণের চেষ্টা করি।" হোসনবানু বলিলেন, "হাতেম। তুমি রাজপুত্র, নানা দেশ ভ্রমণে, ও নানা প্রকার কষ্টে অবশ্য অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই, কিছু দিন বিশ্রাম কর, পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন পূরণে বাহির হইও।" হাতেম বলিলেন, "যে দিন ঈশ্বরের কৃপায় তোমার সপ্তম প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া মুনিরশামীর নিকট অঋণী হইব, সেই দিনেই বিশ্রাম করিব।" ইহা বলিয়া হাতেম পায়শাস্কায় মুনিরশামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রথম প্রশ্ন পূরণে কৃতকার্য্যতা বিষয়ে তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সুসম্বাদ জ্ঞাপন করিয়া সে রাত্রি বিশ্রামোপলক্ষে সেই স্থানে অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া হোসনবানুর সমীপে উপস্থিত হইলেন।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

—"ভাল কর এবং জলে ফেল"—

হোসনবানু ও হাতেম পূর্ব্ববত স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে হোসনবানু যবনিকান্তরাল হইতে বলিলেন, "ওহে হাতেম। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই— কোন ব্যক্তি দ্বারে লিখিয়া রাখিয়াছে যে 'ভাল কর এবং জলে ফেল'। ইহার অর্থ কি? সে ব্যক্তি এমত কি ভাল কর্ম্ম করে? এবং ভালকর্ম্ম করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবারই বা কারণ কি? ইহারই সংবাদ আনয়ন করিতে হইবে।" হাতেম বলিলেন, 'তুমি বলিতে পার, ঐ ব্যক্তি কোন দিকে অবস্থান করে?" হোসনবানু বলিলেন, "ধাত্রী মুখে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি, সে উত্তর দেশে অবস্থান করে।" হাতেম এই মাত্র অবগত হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া সন্ধ্যার সময় এক প্রকাণ্ড বন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, তথায় আপন অদৃষ্ট পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমত সময় বনের অপর পার্শ্ব হইতে ক্রন্দন ও শোকসূচক এইরূপ শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—

"কি করি, কোথা যাই ভাবি তাই এখন।
কার কাছে মম দুঃখ করিব বর্ণন॥
মম দুঃখে দুখী হয় আছে কে এমন।
বিনা সেই অন্তর্য্যামি প্রভু ভগবন্॥
এছার জীবনে এবে কিবা প্রয়োজন?
আত্মঘাতী হব বিনা সে রমণী ধন"॥

এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া হাতেমের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ওহে হাতেম! এক ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়া এরূপ চীৎকার করিতেছে আর তুমি তাহার সহায়তা না করিয়া স্বচ্ছন্দে বসিয়া রহিয়াছ?—এ তোমার কি প্রকার ধর্ম্ম?" ইত্যবসরে

তোমাকে ঈশ্বর সন্নিধানে অবশ্য নিন্দনীয় হইতে হইবে।” মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া হাতেম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া সেই অন্ধকার রাত্রে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কণ্টকে সমস্ত গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, বস্ত্র খণ্ড খণ্ড হইতেছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়াই এক মনে সেই দিকে চলিলেন। এই রূপে কিছু দূর গমন করিয়া যখন ঐ শব্দের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন দেখিলেন, একটি সুন্দর যুবা করযুগলে চক্ষুর্দ্বয় আচ্ছাদন করিয়া উক্তরূপ বিলাপ করিতেছে। হাতেম বলিলেন, “ওহে যুবক! তুমি এমন কি বিপদে পতিত হইয়াছ যে, এরূপ চীৎকার করিতেছ? ছিছি বড় লজ্জার কথা! তুচ্ছ প্রেমের জন্য ক্রন্দন করিয়া অশ্রুবারিতে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছ? তোমার আর বিলাপ করিতে হইবে না। সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট অকপটে প্রকাশ কর, আমি যথাসাধ্য তোমার দুঃখ অপনোদন করিতে চেষ্টা করিব।” যুবা বলিল, “ওহে দয়ালু বিদেশি! আমি এক সম্ভ্রান্ত বণিক পুত্র, বাণিজ্য করিয়া স্বীয় নগরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, একদা আতপতাপে তাপিত হইয়া এক বর্দ্ধিষ্ট নগরে প্রবেশ করিলাম এবং নিকটে এক প্রকাণ্ড ভবন দেখিয়া পশুগণের ভার উন্মোচনান্তর সেই বাটির ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তিদূর করিতেছি, ইত্যবসরে এক অনুপম-রূপবতী কন্যা বিদ্যুতের ন্যায় ঐ প্রাসাদের কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল, আমি ঐ ললনার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় এক দৃষ্টে সেই প্রাসাদোপরি তাকাইয়া রহিলাম, কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল। সুন্দরী আর ফিরিল না।”

অনন্তর ব্যাকুল চিত্তে, পথে যাহাকে দেখিতে পাইলাম, তাহাকেই সেই ভবন কাহার, সেই কন্যা কে এবং কন্যা বিবাহিতা কিনা এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। নাগরিকেরা অনেকেই আমাকে বায়ুগ্রস্ত বোধে কোন উত্তর দিল না, অবশেষে এক বৃদ্ধ আমার তাদৃশ ব্যাকুল ভাব দেখিয়া দয়া করিয়া সমস্ত বিবরণ বলিল।

বৃদ্ধ বলিল, “এই ভবন প্রসিদ্ধ ধনবান হারিস সওদাগরের, তুমি যে সুন্দরী ললনাকে দেখিয়াছ, সে ললনা উঁহার একমাত্র কন্যা, আজ পর্য্যন্ত পরিণীতা হয় নাই, কারণ বিবাহ সম্বন্ধে উঁহার পিতার কোন অধিকার নাই।

কন্যা স্বয়ং তিন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে, যে কেহ ঐ প্রশ্ন ত্রয় পূরণ করিতে পারিবে, তাহাকেই সে বিবাহ করিবে” ইহা বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। আমি পশুগণকে সেই স্থানেই রক্ষা করিয়া ঐ ভবনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দ্বারবানকে বলিলাম, “আমি একজন বিদেশী বণিক, সওদাগর কন্যার প্রশ্ন পূরণ করিতে ইচ্ছা করি।’ দ্বারীও অন্তঃপুরে সওদাগর কন্যার নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করিল, এবং ক্ষণপরেই কন্যার এক দাসী আসিয়া আমাকে কন্যার নিকট লইয়া গেল। অনন্তর আমি এক উত্তম আসনে উপবেশন করিলাম সুন্দরী যবনিকাভ্যন্তর হইতে আমাকে প্রথমে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিল, “তুমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা দৃঢ়রূপে পালন করিতে সমর্থ ?’ আমি উত্তর করিলাম, “হাঁ নিশ্চয়ই সমর্থ” ইহা শুনিয়া কন্যা বলিল, “দেখ যদি তুমি আমার প্রশ্নত্রয় পূর্ণ করিতে পার, আমি তোমার দাসী হইব, নতুবা তোমাকে আমার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ শাস্তি দিব।” আমি তাহাই স্বীকার করিলাম। কন্যা বলিল, “আমার প্রথম প্রশ্ন এই—এ নগরের পূর্ব্বভাগে এক প্রকাণ্ড গহ্বর আছে, অদ্যাবধি কেহ তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। প্রথমে তোমাকে উহার অন্বানুসন্ধান লইতে হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে নিকটস্থ বন হইতে এইরূপ শব্দ আইসে ‘সে কর্ম্ম আমি করি নাই, যাহা অন্য রাত্রিতে আমার কর্ণে আসিত।’ এই কথা কে এবং কেন বলিত। তৃতীয়—‘ফণীর মাথার মণি আনিয়া দাও।’ এই সমস্ত প্রশ্ন শুনিয়াই আমার যে বুদ্ধিটুকু ছিল, সমস্ত লোপ পাইল, আমি ত অবাক হইয়া জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলাম, আমার এই মত অবস্থা দেখিয়া ঐ কঠিন হৃদয়া রমণী কর্কশ স্বরে আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং আমার সমস্ত পণ্য দ্রব্য পশু প্রভৃতি হরণ করিয়া আমাকে বাটির বাহির করিয়া দিল। মনের দুঃখে আমি সহায় সম্পত্তি বিহীন হইয়া এই বনে আসিয়া বিলাপ করিতেছি, বিশেষতঃ অনশনে আমার মন প্রাণ জর্জ্জরীভূত হইয়াছে।” হাতেম বলিলেন, “ভাই! তুমি ব্যাকুল হইও না, আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার সমস্ত অপহৃত ধন দেওয়াইয়া তোমার সহিত ঐ কঠিন হৃদয়া রমণীর মিলন করিয়া দিব। এক্ষণে তুমি আমাকে ঐ নগর দেখাইয়া দও।’ যুবক উত্তর করিল, ‘এ নগর এই বন

হইতে ১০।১২ ক্রোশ উত্তর, কিন্তু মহাশয় আমি অন্য কোন ধনরত্ন পুনঃ প্রাপ্তির আশা করি না। ঐ রমণী রত্ন লাভ হইলেই যথেষ্ট মনে করিব।” এই বলিয়া হাতেমকে লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অনন্তর সেই নগরে উপস্থিত হইলে হাতেম বুরাকে কোন পান্থশালায় রক্ষা করিয়া স্বয়ং হারিস বণিকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার রক্ষকের দ্বারা কন্যাকে সংবাদ পাঠাইবামাত্র দাসী আসিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গেল। হারিস কন্যা আপন রীত্যনুসারে হাতেমকে প্রতিজ্ঞা করাইল, হাতেম বলিলেন, “সুন্দরি! আমারও এক প্রতিজ্ঞা তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। অপিচ তুমি স্ত্রীজাতি তোমায় সেরূপ প্রতিজ্ঞা করাইতে আমার সাহস হয় না, অতএব তোমার পিতাকে এস্থানে আনয়ন করিতে হইবে।” তৎক্ষণাৎ দাসী হারিস বণিককে ডাকিয়া আনিল, হাতেম তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

হাতেম বলিলেন “আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি প্রশ্ন ত্রয় পূরণে অসমর্থ হই, তাহা হইলে যাবজ্জীবন তোমার কন্যার দাস হইয়া থাকিব। কিন্তু আমি ঐ প্রশ্ন পূরণ করিতে পারিলে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তোমার কন্যাকে সম্প্রদান করিব।” ইহাতে স্বয়ং হারিস ও তাঁহার কন্যা স্বীকৃত হইল। তখন হাতেম ঐ কন্যাকে তাহার প্রশ্ন প্রকাশ করিতে বলিলেন। হারিস কন্যা বলিল, “আমার তিনটি প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি এই—আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানে, এই নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে এক ভয়ানক গহ্বর আছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই উহার সীমা বা উহাতে কি আছে কেহই নিরূপণ করিতে পারে নাই। প্রথমে উহার তত্ত্ব লইয়া আমাকে সংবাদ দিতে হইবে, পরে অপর দুইটি প্রশ্ন প্রকাশ করিব।”

প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হাতেম তথা হইতে বহির্গত হইলেন, হারিস কন্যা একজন ভৃত্যকে হাতেমের সঙ্গে দিলে সে তাঁহাকে ঐ গর্ত্ত দেখাইয়া দিল। হাতেম গর্ত্ত দেখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে কটি বন্ধন করিলেন, এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণান্তর গর্ত্ত মধ্যে ঝম্ফ প্রদান করিলেন। একদিন এক রাত্রি সমভাবে গড়াইতে গড়াইতে গিয়া আলোক দেখিতে পাইলেন। তখন মনে করিলেন, গর্ত্ত শেষ হইয়াছে। অতঃপর ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করি, ইতিমধ্যে

তাঁহার মনে মধ্যে এই উদয় হইল যে, যদি কেহ তাঁহাকে গর্ত্তের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করে, তবে তিনি কি বলিবেন। অতএব ইহার সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, এই বলিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদূর গমন করিয়া সম্মুখে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর ও তন্মধ্যে এক নির্ম্মল জলাশয় দেখিতে পাইলেন। হাতেম নিজ সমভিব্যাহারে কিছু খাদ্যদ্রব্য একটি জলপূর্ণ চর্ম্মপাত্রে রক্ষা করিতেন, ঐ জলপাত্রটি শূন্য হওয়ায় উহা পূর্ণ করিবার মানসে ঐ সরোবর সন্নিধানে চলিলেন, এবং ইচ্ছামত জল-পান ও পাত্র পূর্ণ করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। অনন্তর সম্মুখে এক অত্যুচ্চ প্রাচীর দেখিয়া মনুষ্যালয় বোধে উহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু উহা এত উচ্চ ও দীর্ঘ ব্যাপি যে সহসা তাহার ইয়ত্তা হয় না। হাতেম নিকটে গিয়া এক দ্বার দেখিয়া উহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক এক পল্লী দেখিতে পাইলেন, এবং সাহসে ভর করিয়া ঐ পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কতকগুলি রাক্ষস ঐ পল্লী হইতে বাহির হইয়া হাতেমকে আক্রমণ করিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ভাই, আজ আমাদের কি শুভদিন, অনেক দিনের পর ঈশ্বর আমাদের নিমিত্ত সুস্বাদু নরমাংস পাঠাইয়াছেন, আইস, সকলে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মনের সাধে আহার করি, কতকগুলি রাক্ষস বলিল, না ভাই, এমন কার্য্য করিও না, নরমাংস রাজার বড় প্রিয় দ্রব্য, আমরা এই মনুষ্যকে আহার করিলে পরে রাজা যদি জানিতে পারেন, আমাদের সকলকারই প্রাণ সংশয় হইবে। অতএব চল, ইহাকে রাজার নিকটেই লইয়া যাওয়া যাউক। অপর কতক গুলি বলিল, আমাদের মধ্যে এমন শত্রু কে আছে যে, এই সংবাদ রাজার কানে তুলিবে? অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া আইস সকলে মিলিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আজ মনুষ্য মাংস আহার করি। কিন্তু উহার মধ্যে এক প্রবীণ রাক্ষস বলিল, ভাই সকলে অবহিত হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর, এই মনুষ্যকে সংহার করিয়াও কাজ নাই এবং রাজ সন্নিধানেও লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই। কারণ ইহাকে সংহার করিয়া আমাদের কয়জনের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার হইবে? অতএব এ মনুষ্যকে পরিত্যাগ কর, এই কথা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেরা হাতেমকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিষ্ট স্থানে গমন করিল।

হাতেম রাক্ষস হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবং সম্মুখে পুনরায় সেইরূপ এক পল্লী নিরীক্ষণ করিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন, মনে করিলেন, এই স্থানে মনুষ্যের বসতি থাকিতে পারে। এমন সময় পূর্ব্বমত কতকগুলি রাক্ষস দলবদ্ধ হইয়া ঐ পল্লী হইতে বহির্গত হইল, এবং হাতেমের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হাতেম পুনরায় রাক্ষস হস্তে পতিত হইয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, ' বিভো। পরোপকার করিতে আমার জীবন সূর্য্য যদি এইরূপে অস্তমিত হয়, ইহা হইতে আর সৌভাগ্য কি আছে? কিন্তু নাথ! প্রেমিক যুগল আমার আশায় জীবনধারণ করিতেছে, তাহাদের যেন কোন অমঙ্গল না হয় এই প্রার্থনা।"

অনন্তর রাক্ষসগণ একে একে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল ও সংহার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন বলিল, এই মনুষ্যকে বিনাশ না করিয়া জীবিতাবস্থায় প্রধান সচিবের নিকট লইয়া চল, তাঁহার পত্নী অনেকদিন হইতে পীড়িতা কত ঔষধাদিতে কিছুই হইতেছে না, যদি এই মনুষ্য দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদেরই গৌরব। কেহ কেহ বলিল, তুমি একি পাগলের মত প্রলাপ বকিতেছ? কত কত বৈদ্য যে রোগের নিরাকরণ করিতে পারে নাই, এই ক্ষুদ্র মনুষ্য সেই রোগের কি করিবে? এই বলিয়া উহারাও সকলে হাতেমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হাতেম একাকী কিছুদূর গিয়া সম্মুখে পুনরায় কতকগুলি রাক্ষস দেখিলেন এবং মনে মনে করিলেন, ইহা কি রাক্ষসগণের বাসস্থান নাকি? ইতিমধ্যে এক দীর্ঘকায় রাক্ষস আসিয়া হাতেমের হস্তপদ ধারণ করিয়া আপন পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করত দ্রুতবেগে এক ভবনে প্রবিষ্ট হইল। ঐ ভবনের এক প্রকোষ্ঠে একটী পীড়িতা রাক্ষসী পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া আছে, এবং উহার স্বামী নতশিরে চিন্তামগ্ন হইয়া রোগীর শিয়রে বসিয়া আছে। রাক্ষস সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাতেমকে ভূমিতে স্থাপন করিল, ইহা দেখিয়া গৃহবাসী রাক্ষস বলিল, "একি! এ মনুষ্যকে কোথায় পাইলে? এবং এখানে কেন আনিলে? ইহাকে ত্যাগ কর" দ্বিতীয় রাক্ষস উত্তর করিল, "আমি শুনিয়াছি মনুষ্যজাতি ঔষধাদি সম্বন্ধে

পৃথিবীস্থ পরাপর জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এই মনুষ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আমি আপনার পত্নীর পীড়া স্মরণ করিয়া ইহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি এক্ষণে যাহা আজ্ঞা হয়।” অনন্তর গৃহস্বামী রাক্ষস হাতেমকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল “ওহে মনুষ্য! আমার স্ত্রী আজ মাসাবধি যাবৎ শিরঃপীড়া ও চক্ষুরোগ কষ্ট পাইতেছে। তুমি কি এই পীড়া আরোগ্য করিতে সক্ষম? দেখ আমি এই এক মাস কাল আহার নিদ্রা আমোদ পামোদ সমস্ত ত্যাগ করিয়া এই ভাবে রোগীর শিয়রে বসিয়া আছি।” হাতেম স্বীয় জীবন সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন “ইহাত সামান্য রোগ, ইহাপেক্ষা উৎকট রোগ আরোগ্য করিতে আমি সক্ষম। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি শীঘ্রই তোমার স্ত্রীকে আরোগিনী করিব। কিন্তু তোমাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে যদি তোমার স্ত্রী আরোগ্যলাভ করে তাহা হইলে তোমাদের রাজার নিকট আমাকে আমার চিকিৎসার প্রশংসা করিয়া পরিচিত করিয়া দিবে, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমার স্ত্রীকে আরোগিনী করিয়া দিতে পারি। রাক্ষস সচিব বলিল ‘ইহা ত সামান্য কথা তুমি আমার স্ত্রীকে আরোগ্য করিতে পারিলে আমরা যাবজ্জীবন তোমার দাস দাসী হইয়া অবস্থান করিব।”

অনন্তর হাতেম স্বীয় উষ্ণীষ হইতে ভল্লুক কন্যা দত্ত গোটিকা বাহির করিয়া একটি পাত্রে জল সংযোগে ঘর্ষণ করিয়া উহাই রাক্ষসীর চক্ষে এবং চক্ষের চারিদিকে লাগাইয়া দিলেন, এইরূপে ক্রমাগত ৩।৪ বার লাগাইবামাত্র সমস্ত আরোগ্য হইয়া গেল ইহা দেখিয়া রাক্ষস অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হাতেমের বৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিতে লাগিল। দুই দিন পরে ঐ রাক্ষস হাতেমকে সঙ্গে লইয়া ফরোকাশ রাক্ষসরাজ সন্নিধানে গমন করিল, এবং করযোড়ে বলিল, ‘মহারাজ! এই মনুষ্যটির চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ ক্ষমতা। আমার স্ত্রী প্রায় মাসাবধি চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিল এই মনুষ্য নিমেষ মধ্যে সমস্ত আরোগ্য করিয়াছে।” রাক্ষসরাজ ফরোকাশ হাতেমের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল, “ওহে মনুষ্য! আমিও বহুদিন হইতে উদর পীড়ায় কষ্ট পাইতেছি। এ সমস্ত দ্রব্য আহার করি কিছুই পরিপাক হয় না। আমাদিগের জাতি মধ্যে বহু বৈদ্য আছে, কেহই পীড়া আরোগ্য করিতে পারিতেছে।

না, অতএব যদি তুমি আমার পীড়া আরোগ্য করিতে পার, আমি যাবজ্জীবন তোমার বাধ্য হইয়া থাকিব।" হাতেম বলিলেন, "যখন তুমি আহার কর তখন গৃহমধ্যে একাকী থাক, কি আর আর রাক্ষসেরা তোমার নিকট থাকে?" করোকাশ বলিল, "দাস দাসী, পাত্র মিত্র অনেকেই সেই সময় উপস্থিত থাকে।" হাতেম বলিলেন, 'অদ্য আমিও ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি।" রাক্ষসরাজ বলিল, "ইহাত উত্তম কথা।"

অনন্তর আহারের সময় দাস দাসীরা রাজার নিমিত্ত নানা প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন মাংস স্তরে স্তরে আনিয়া উপস্থিত করিল, রাক্ষসরাজ আহারে প্রবৃত্ত হইবেন এমন সময়ে হাতেম বলিলেন, "কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর" এই বলিয়া সমস্ত পাত্রের একে একে আবরণ উন্মোচন করিয়া সকলকে বলিলেন, "দেখ, এখন ইহাতে খাদ্য দ্রব্য ভিন্ন অপর কিছুই নাই" বলিয়া পুনরায় সমস্ত পাত্র পূর্ব্বমত আবৃত করিলেন, ক্ষণপরে ঐ সমস্ত পাত্র পুনরুন্মোচন করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে দেখাইলেন, ঐ সমস্ত খাদ্যের পরিবর্ত্তে কাঁটে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। রাক্ষসরাজ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন" "ওহে মনুষ্য! ইহার কারণ কি?" হাতেম বলিলেন, "এই সকল রাক্ষসের কুদৃষ্টি বশতঃ প্রত্যহ এই মত তোমার খাদ্য দ্রব্য কলুষিত হয়, সুতরাং ইহাতে তোমার পরিপাকশক্তি হ্রাস হইয়া পীড়া হইয়াছে, অতএব ভোজনকালে একাকী ভোজন করিও, কদাচ কাহারও সম্মুখে ভোজন করিও না।"

অনন্তর হাতেমের আদেশানুসারে পুনরায় অন্নাদি আনীত হইলে রাক্ষসরাজ নির্জ্জনে ভোজন করিল, এবং সেদিন স্বয়ং সুস্থ অনুভব করিল এবং ক্রমান্বয়ে এইরূপ আহার করিয়া উদর পীড়া নিঃশেষে আরোগ্য হইয়া গেল। রাক্ষসরাজ হাতেমের চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, 'ওহে উপকারী মনুষ্য! তোমার কি প্রত্যুপকার করিব বল, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই পূর্ণ করিব।" হাতেম বলিলেন, "আমি মনুষ্য জাতি, তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব? তবে এই মাত্র প্রার্থনা, আমি শুনিয়াছি অনেক মনুষ্য তোমার কারাগারে আবদ্ধ আছে, তুমি এক এক করিয়া সংহার করতঃ তাহাদিগকে আহার কর; এক্ষণে ঐ সকলকে কারামুক্ত কর এবং ভবিষ্যতে আর কোন মনুষ্যকে আক্রমণ করিও না।"

ইহা শুনিয়া ফরোকাশ আনন্দিত হইয়া সমস্ত কারারুদ্ধ মনুষ্যকে পাথের দানে বিদায় করিলেন।

এক দিন ফরোকাশ হাতেমকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া বলিল, "ওহে মনুষ্য! অনেক দিন হইতে আমার একটি কন্যা পীড়িতা আছে সে ক্রমশঃ এত শীর্ণ হইয়াছে যে, তাহার আর জীবনের আশা নাই, যদি তাহাকে আরোগ্য করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট বড়ই উপকৃত হই।" ইহা শুনিয়া হাতেম দণ্ডায়মান হইলে রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। হাতেম দেখিলেন, রাজকন্যা অতি কৃশা, বর্ণ পীতবর্ণ হইয়াছে। হাতেম কিঞ্চিৎ শর্করোদক আনাইয়া উহাতে স্বীয় গোটিকা ঘর্ষণ করিলেন পরে উহাই রাজকন্যাকে পান করিতে দিলেন। ক্ষণপরে কন্যার বিরেক আরম্ভ হইল এবং সেই ভাবে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইলে সন্ধ্যার সময় কয়েক বার বমন করিয়া কন্যা একেবারে মূর্চ্ছিতা হইল, ইহা দেখিয়া রাক্ষসরাজ হাতেমকে বলিল, "ওহে মনুষ্য! এ কি হইল? কন্যারবে শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি।" হাতেম বলিলেন,"কোন চিন্তা নাই, জগদীশ্বর আরোগ্য করিবেন।" অনন্তর সেই অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত হইলে প্রাতে রাজকন্যার ক্ষুধার উদ্রেক হওলে, কিঞ্চিৎ আহার প্রদত্ত হইল। এইরূপে এক পক্ষ কাল অতিবাহিত হইলে কন্যা পূর্ব্বমত সুস্থ সবলকায় হই- ।

অনন্তর হাতেম ফরোকাশকে বলিলেন, "এক্ষণে তোমার কন্যা সুস্থ হইয়াছে আমাকে বিদায় কর, আমি স্বীয় অভিলষিত স্থানে গমন করি।" ফরোকাশ আনন্দিত মনে মণি, মুক্তা, স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কতকগুলি পাত্র হাতেম সন্নিধানে রক্ষা করিল। হাতেম বলিলেন, "আমি এই সমস্ত কি প্রকারে লইয়া যাইব? তখন রাক্ষসরাজ স্বীয় জনৈক দাসকে হাতেমের অনুগমন করিতে আদেশ করিল। একমাস অতিবাহিত হইলে হাতেম সেই গহ্বর সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং রাক্ষসের সাহায্যে গর্ত্তের বাহির হইয়া, তাহাকে বিদায় দিলেন। এদিকে হারিস কন্যার চরেরা সেই স্থানে হাতেমের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বহুদাবধি ঐ গর্ত্তের বাহিরে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা হাতেমকে দেখিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের ভয় নাই, আমি মনুষ্য, হারিস কন্যার প্রশ্ন পূরণার্থে এই গহ্বর মধ্যে

প্রবেশ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রত্যাগমন করিলাম।। ঐ বৃদ্ধা হাতেমের কথা শুনিয়া বিশেষতঃ মনুষ্য দেখিয়া আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার জন্ম রত্নাদি মস্তকে লইয়া তাঁহাকে পান্থশালার লইয়া গেল।

হাতেম পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ বণিক পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া এক রত্নাদি সমস্ত তাঁহাকে দান করিলেন বণিকপুত্র আনন্দিত মনে হাতেমের পদতলে পতিত হইল, হাতেম তাহার হস্ত ধারণ করিয়া পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন। এ দিকে হারিস কন্যা চরদিগের মুখে হাতেমের প্রত্যাগমন সংবাদ প্রাপ্তে তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া গর্ত্তের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, সুন্দর অবিলম্বে তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রকাশ কর"

হারিস কন্যা বলিল— প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে উত্তর দিক হইতে এইরূপ শব্দ আইসে, 'সে কর্ম্ম আমি করি নাই যাহা অদ্য রাত্রিতে আমায় কর্ম্মে আসিত এরূপ শব্দ কে করে এবং কেনই বা করে, ইহার তত্ত্ব আনয়ন করিতে হইবে'' ইহা শ্রবণ করিয়া হাতেম উত্তর দিকের পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সম্মুখে এক গ্রাম দেখিতে পাইলেন। ঐ গ্রামস্থ লোকেরা সকলেই বিমর্ষভাবে কালযাপন করিতেছিল এবং উহার মধ্যে এক জন লোক সপরিবারে ক্রন্দন করিতেছিল। হাতেম তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "তোমরা এরূপ বিমর্ষভাবে কেন অবস্থান করিতেছ এবং কেহ কেহ রোদন করিতেছে দেখিতেছি, ইহারই বা কারণ কি? তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল— 'ভাই হে আমাদের দুঃখের কথা আর কি বলিব, এক ভয়ানক হিংস্র জন্তু আসিয়া সমস্ত মনুষ্য হনন করিয়া গ্রামকে উৎসন্ন দিতেছে, সে এরূপ বলবান যে, যদি আমরা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মরক্ষার্থে যত্ন করি, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত গ্রাম করিতে পারে, সুতরাং আমরা অনন্যোপায় হইয়া তাহারই শরণাপন্ন হইয়াছি এবং প্রত্যহ প্রত্যেক পরিবারের এক জনকে তাহার আহারের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। যাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিতেছ উঁহারই পুত্রের আজ হইতে পালা চতুর্থ দিনে পড়িয়াছে সুতরাং

সপরিবারে রোদন করিতেছেন এবং ঐ ব্যক্তিই আমাদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও মান্য গণ্য লোক, সুতরাং তাঁহার দুঃখে আমরাও সকলে সন্তপ্ত হইয়াছি।” এই কথা শুনিয়া হাতেম সেই সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট গিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনাবাদ দ্বারা বলিলেন, ‘মহাশয়। আপনি চিন্তা করিবেন না, আপনার পুত্রের পরিবর্ত্তে আমিই ঐ জন্তুর নিকট গমন করিব, ইহাতে ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উত্তর করিলেন “বাপু হে! তুমি বিদেশী বিশেষতঃ অতিথি, তোমাকে আমার পুত্রের পরিবর্ত্তে কি প্রকারে প্রাণ দান করিতে আজ্ঞা করিতে পারি তাহা হইলে ঈশ্বর সন্নিধানে কি বলিয়া উত্তর দিব।’ হাতেম বলিলেন, “আমার জন্যে আপনার কোন চিন্তা নাই আপনি ঐ জন্তুর আকার প্রকার‘এবং আগমনের দিন সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করুন।” তিনি ভূমিতে ঐ জন্তুর আকৃতি অঙ্কিত করিয়া হাতেমকে দেখাইলেন এবং বলিলেন “অদ্য হইতে চতুর্থ দিবসে ঐ জন্তু গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে বট বৃক্ষতলে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবে এবং সেই সময় যদি কোন মনুষ্য তথায় উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে গ্রামের মধ্যে আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিবে।” হাতেম অঙ্কিত আকৃতি দেখিয়া বলিলেন, বুঝিয়াছি, সেই জন্তুর নাম কলুকা, কোন অস্ত্র শস্ত্রে উহার শরীর ভেদ হয় না বা কোন মনুষ্য সহজে উহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। এক্ষণে যদি আপনারা আমার পরামর্শ মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারেন এই গ্রামে যদি দর্পণ নির্ম্মাতা থাকে তাহাদিগকে আনয়ন করুন।” সেই ব্যক্তি বলিলেন, “কত জন দর্পণ নির্ম্মাতার আবশ্যক?” হাতেম বলিলেন, “সংখ্যায় যত অধিক হয় ততই ভাল, কারণ এই চারি দিনের মধ্যে দৈর্ঘে চারি শত ও প্রস্থে দুই শত হস্ত এক খানি দর্পণের আবশ্যক।” অনন্তর তিনি দর্পণনির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া দিলে সমস্ত দর্পণ নির্ম্মাতা একত্রিত হইয়া তিন দিনের মধ্যেই প্রয়োজন মত দর্পণ নির্ম্মাণ করিয়া হাতেমকে সংবাদ দিল। চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে হাতেম গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকে একত্রিত করিয়া ঐ দর্পণ লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন এবং সেই বৃক্ষ তলে সাবধানে দর্পণ রক্ষা করিয়া এক খানি তদুপযোগী তন্ত্র বস্ত্র দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। অনন্তর তিনি

গ্রামবাসী সকলকে বলিলেন, "বন্ধুগণ! তোমরা স্ব স্ব আলয়ে গমন কর কিন্তু যদি রহস্য দেখিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার নিকট অবস্থান কর।" ইহাতে কেহই উত্তর করিল না, সকলেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র হাতেমের নিকট থাকিতে স্বীকৃত হইল, ইহা শুনিয়া তাহার পিতা বলিলেন, "পুত্র! আমি তোমার জন্য এত অর্থব্যয় করিতেছি, আবার কেন তুমি বৃদ্ধ পিতা মাতাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিতেছ?" পুত্র বলিল, "পিতঃ! আমি ত পূর্ব্বেই হলুকার ভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি? তবে আপনি এখন কেন শোক করিতেছেন? দেখুন, এই বিদেশী যুবা আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে প্রস্তুত কিন্তু আপনারা ইহাঁর সাহায্য করা দূরে থাকুক, স্ব স্ব প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতেছেন, ইহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আপনারা গৃহে গমন করুন, আমি কখনই ইহাঁকে ত্যাগ করিব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাঁর সহিত অবস্থান করিলে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নাই।'

রাত্রি এক প্রহরের সময় দূর হইতে সেই জন্তুর আগমন শব্দ শ্রুত হইল, ক্রমে যখন নিকটবর্ত্তী হইল হাতেম দেখিলেন, তাহার আকৃতি গোলাকার, অষ্ট চরণ, অষ্ট শীর্ষ তাহাতে দুই দুই করিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় রোজ্জ্বল চক্ষু, অষ্ট বদন সমস্ত গুলিতেই তীক্ষ্ণ দন্ত শ্রেণী বিরাজিত দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর, একটি লাঙ্গুল তাহাও কণ্টকাকীর্ণ, শরীর সমস্ত কণ্টকে আবৃত সুতরাং কোন অস্ত্র শস্ত্র উহার শরীর মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হয় না। ঐ জন্তু যখন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল, উহার অষ্ট মুখ হইতে ক্রমাগত সধুম অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল এবং কখন কখন ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যাহারা এক ক্রোশ দূর হইতে ঐ জন্তুকে দেখিতে পাইল, তাহারা ঐস্থান হইতেই পলায়ন করিতে লাগিল। যখন হাতেম দেখিলেন, ঐ জন্তু নিকটে উপস্থিত তখন দর্পণের আবরণ বস্ত্র পশ্চাদ্ভাগ হইতে কৌশলক্রমে উঠাইয়া লইলেন, হলুকা দর্পণ মধ্যে স্বীয় আকৃতি দর্শনে নিঃশ্বাসরোধপূর্ব্বক এক প্রকার বিকট চীৎকার করিল, ঐ শব্দে কখ্যকার ভূমি ও বৃক্ষাদি কম্পিত হইতে লাগিল এবং জীবজন্তুগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অনন্তর সে এক প্রকার স্বাস রোধ করিল যে, তাহাতেই তাহার উদর

বিস্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায়, সমস্ত বিদীর্ণ হইল ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। হাতেম দর্পণের পশ্চাৎ হইতে বহির্গত হইয়া অন্তঃপুর সহ ঐ জন্তুকে দেখিতে অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন, তাহার সমস্ত নাড়ী চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং উহা হইতে নীলবর্ণ এক প্রকার রস প্রবাহিত হইতেছে, অনন্তর হাতেম শত্রুর বিনাশ সাধন করিয়া অনুচর যুবককে লইয়া আনন্দিত মনে তাহার বৃদ্ধ পিতার নিকট উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ আনন্দে হাতেমকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ লইয়া হাতেমকে হলুকা বধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম বলিলেন, "ঐ জন্তুকে সহজে কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। আমি ঐ জন্তুর কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, যদি কেহ কোন প্রকারে তাহার আকৃতি তাহাকেই দেখাইতে পারে, তাহা হইলেই সে তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক স্বীয় নিশ্বাস রোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই জন্যই কৌশলে দর্পণ দেখাইয়া তাহার সংহার সাধন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ ও গ্রামস্থ সকলে হাতেমের সুখ্যাতি করিতে লাগিল এবং সকলে সাধ্যমত উপঢৌকন আনিয়া হাতেমের সম্মুখে স্থাপন করিতে লাগিল। হাতেম সহাস্য বদনে বলিলেন, "ভাই সকল! আমি ধন-লোভে এরূপ কর্ম্ম করি নাই। ঈশ্বরোদ্দেশে পরোপকারই আমার জীবনের প্রধান ব্রত জানিবে।" অনন্তর গ্রামবাসী সকলে সাগ্রহে হাতেমকে বলিল, "মহাশয় আপনার এস্থানে আগমনের কারণ ?" হাতেম বলিলেন, "উত্তর দিক হইতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাত্রিতে এইরূপ শব্দ আইসে, 'আমি এমন কর্ম্ম করি নাই যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কর্ম্মে আসিত' ইহারই তত্ত্বানুসন্ধান করিবার করিবার জন্য আমার এস্থানে আসা। বৃদ্ধ উত্তর করিল, "হাঁ আমরাও ঐরূপ শব্দ প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে শুনিতে পাই বটে, কিন্তু কোথা হইতে এবং কে ঐ শব্দ করে তাহা বলিতে পারি না।"

হাতেম সেদিন সেই গ্রামে বৃদ্ধের ভবনে সুখে অতিবাহিত করিলেন, পর দিন প্রাতে উঠিয়া পুনরায় উত্তর দিকের পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। এক দিন মধ্যাহ্নে একটী উচ্চ স্থান [illegible] উঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এবং সুন্দর দেখিলেন, [illegible] ও পরিচ্ছদ [illegible] উঁহার দিকে বেগে হইতে আগমন করিতেছে। [illegible]

পরেই দেখেন আর কেহ কোথাও নাই উহার পরিবর্ত্তে এক বৃহৎ সমাধিস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। হাতেম অগ্রসর হইয়া ঐ সমাধি ক্ষেত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ক্লান্ত হইয়া সেই স্থানে বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগম হইল, হাতেম সমাহিত হইয়া এক মনে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এমত সময়ে ঐ সমাধি স্থল হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইতে লাগিল। আরাধনা সমাপনান্তে হাতেম মনুষ্যের স্বর শুনিয়া যখন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ঐ সমাধি ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, কোন সমাধি হইতে এক ব্যক্তি কতকগুলি আসন হস্তে বহির্গত হইয়া সারি সারি আসনগুলি পাতিয়া এক এক পাত্র মধু সকল আসন সমীপে রক্ষা করিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল এবং প্রত্যেক সমাধি হইতে এক এক ব্যক্তি বহির্গত হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং মনের আনন্দে পাত্রস্থিত মধু পান করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে নিকটস্থ এক জীর্ণ সমাধি হইতে এক কঙ্কাল সার, ধুলি ধূসরাঙ্গ পুরুষ বহির্গত হইয়া উহাদের কিঞ্চিৎ দূরে ভূমে উপবেশন করিলেন এবং স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমি এমন কর্ম্ম করি নাই যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কার্য্যে আসিত।" হাতেম দূর হইতে ঐ সমস্ত দর্শন করিতেছিলেন কিন্তু ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ মাত্র অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া নির্ভয়ে ঐ সমস্ত পুরুষদিগের নিকটে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই প্রথমাগত ব্যক্তি সেস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন এবং ক্ষণ পরে দুই হস্তে দুইখানি খাঞ্চা (কাষ্ঠনির্ম্মিত বারকোষ) লইয়া দেখা দিলেন। তিনি দক্ষিণ হস্তস্থিত খাঞ্চা হইতে এক এক পাত্র ক্ষীর ও এক এক পাত্র জল সকলকার সম্মুখে রাখিলেন এবং অতিরিক্ত এক পাত্র ক্ষীর ও এক পাত্র জল হাতেমকে দান করিলেন, তদ্দর্শনে আর আর ব্যক্তিরা বলিলেন, "এ ব্যক্তি কে? ইহাকে আমাদের ভোজনের অংশ দেওয়া হইল?' প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "ইনি এক জন আগন্তুক, অদ্য আমাদের অতিথি, ইনি পৃথিবীতে অনেক সৎকার্য্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন সুতরাং ইনিও আমাদের সহিত একত্রে ভোজন করিতে পারেন।" অনন্তর হাতেম এক উত্তম আসনে

উপবিষ্ট হইয়া ঐ সিদ্ধ পুরুষগণের সহিত ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে ক্ষীরবাহী পুরুষ বাম করস্থিত থালা খানি সেই শীর্ণ মলিন পুরুষের সম্মুখ রক্ষা করিলে ঐ পাত্র হইতে, ক্ষীরের পরিবর্ত্তে প্রস্তরকণা মিশ্রিত মনসা-নির্য্যাস এবং জলের পরিবর্ত্তে রক্ত, পীযুষ নিঃসৃত হইল। হাতেম সেই শীর্ণ দমাধি নির্গত শীর্ণ পুরুষের এতাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া অধোমুখে ভোজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভোজন সমাপনান্তে হাতেম কর যোড়ে সকলকে বলিলেন, "আপনাদের আজ্ঞা হইলে আমি আপনাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।" তাঁহারা সকলে এক বাক্যে বলিলেন, "ভাল তোমার মনের ভাব প্রকাশ কর?" হাতেম বলিলেন, দেখিলাম, আপনারা উত্তমোত্তম আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু ঐ সম্মুখস্থ শীর্ণ, কঙ্কালসার পুরুষ ধুলায় উপবেশন করিয়া প্রস্তরকণা মিশ্রিত মনসা নির্য্যাস এবং শোণিত পিযুষ পান করিলেন ইহার কারণ কি? আপনারা এক স্থানে অবস্থান করিয়া এরূপ পৃথকভাব কি জন্য প্রাপ্ত হইলেন, জানিতে ইচ্ছা করি।" তাঁহারা উত্তর করিলেন, "আমরা ইহার কিছু মাত্র অবগত নহি, তুমি ঐ মলিন, শীর্ণ ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর।" ইহা শুনিয়া হাতেম তাঁহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কোন্ কর্ম্ম বলে এরূপ কষ্টোপভোগ করিতেছেন? আপনাকে ঈশ্বরের শপথ সত্য বলুন।" তিনি রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "বাপু হে! দুঃখের কথা কি বলিব, আমি পূর্ব্ব-জন্মে চীনদেশবাসী ইউসফ নামে এক ধনবান বণিক ছিলাম এবং ঐ সিদ্ধ পুরুষেরা সকলে আমার দাস ছিলেন। আমি এমত কৃপণ ছিলাম যে, কস্মিনকালে কাহাকে এক কপর্দ্দকও দান করি নাই। প্রত্যুতঃ আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী কেহ কখন দান করিলে, আমি নানামতে তাহাকে উৎ-পীড়ন করিতাম এবং আর কখন দান না করে বিবিধমতে বুঝাইয়া দিতাম। তাহারা যদি স্ব স্ব পারত্রিক মঙ্গলের কথা বলিত, তাহাতে আমি কর্ণপাত না করিয়া উপহাস করিতাম। কোন সময়ে আমি বাণিজ্যার্থে বহু দ্রব্য ও দাস পরিবৃত হইয়া বিদেশ দেশে গমন করিতেছিলাম; পথিমধ্যে তস্কর আসিয়া আমাদের সকলকে হত্যা করিয়া সমুদয় বাণিজ্য দ্রব্য হরণ করিল। অবশেষে

ভৃত্য সমেত আমাকে এই সমাধি স্থলে প্রোথিত করিয়া চলিয়া গেল। ঐ সকল নিষ্ক পুরুষেরাই আমার ভৃত্যবর্গ স্ব স্ব কর্ম্মফল সুখভোগ করিতেছেন এবং আমি স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। গৃহে আমার পুত্রগণ অন্না-ভাবে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেছে। হায়! আমি কি শোচনীয় অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছি। সুকৃতি ফলে আমার দাসেরাই আমার সাক্ষাতে সুখে অমৃতপান করিতেছেন, আর আমি নরক-কৃমির ন্যায় অভক্ষ্য ভোজন করিয়া দুষ্কৃতির পরিচয় দিতেছি।" হাতেম বলিলেন, "মহাশয়! এ দুঃখ অপনোদনের কোন কি উপায় আছে? যদি থাকে তবে আমা দ্বারা উহা সাধিত হইতে পারে কি?"

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে উত্তর করিলেন, "আমি অনেক দিন হইতে এই স্থানে সমভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে রোদন করিয়া থাকি। কিন্তু কেহই আমার দুঃখে দুঃখিত হয় নাই; অদ্য বোধ হয়, আমার গ্রহ সুপ্রসন্ন তাই তুমি একণে আসিয়াছ, আমার বোধ হয় তোমার দ্বারাই আমার সদগতি হইতে পারে।"

হাতেম বলিলেন, "একণে আমাকে আপনার নিমিত্ত কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে আজ্ঞা করুন?" তিনি বলিলেন, "বাপু হে। তুমি যদি চীনদেশে গিয়া বণিক পল্লী মধ্যে আমার আবাস ভূমি ও সন্তানগণের তত্ত্ব লইয়া আমার পুত্রগণকে আমার বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা জানাও এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আমার অন্তঃপুরস্থ উপবন মধ্যে যে প্রচুর গুপ্তধন আছে, তাহা উত্তোলন করিয়া এক তৃতীয়াংশ তাহাদের ভরণ পোষণের নিমিত্ত দিয়া অপর দুই অংশ আমার পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত পৃথিবীস্থ দীন দরিদ্র দিগকে দান কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই নরক-যন্ত্রণা হইতে আশু মুক্ত হইতে পারি ও এই সমস্ত ধার্ম্মিকদিগের সহিত একত্রে সুধাপান করিতে সমর্থ হই।" স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকার ব্রতে ব্রতী হাতেম তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "মহাশয় আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আমি আপনাকে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে যদি চেষ্টার ত্রুটি করি, তাহা হইলে আমি কখনই পুণ্যাত্মা তয় অধীপালের পুত্র নহি।" এইরূপে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে দেখিতে সে নিশা তথায় যাপন করিলেন। প্রাতঃকাল হইবামাত্র সকলে স্ব স্ব

দীঘ্রাধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং হাতেমও তথা হইতে চীনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিছুদিন ক্রমাগত গমন করিয়া একদিন পথি মধ্যে দেখিলেন, কোন পথিক কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছে হাতেম তৃষ্ণাতুর হইয়া তাহার নিকট বারি প্রার্থনা করিলেন, পথিক বলিল অপেক্ষা কর দিতেছি। ইতিমধ্যে হাতেম দেখিলেন, এক অজগর সর্প ঐ কূপ হইতে স্বীয় ফণা উত্তোলন করিয়া পথিকের কটিদেশ ধারণ করিয়া কূপ মধ্যে লইয়া গেল। এই আকস্মিক ব্যাপার দেখিয়া হাতেম অবাক্ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! সেই নৃশংস বিষধর নিরপরাধী পথিককে লইয়া কোথায় গেল। আহা! পথিকের পিতা মাতা পুত্র বিহনে অন্ধ হইবে বণিতা স্বামি বিনা কত বিলাপ করিবে পুত্র কন্যারা আহারাভাবে কত কষ্ট পাইবে, অবশেষে হাতেম আপনার প্রতি অনুযোগ করিলেন যে হে হাতেম। কি আক্ষেপের বিষয় তোমারই সম্মুখে এক জন মনুষ্যের এইরূপ দুর্গতি হইল, তুমি তাহার উদ্ধারের কি উপায় করিতেছ? কি বলিয়া ঈশ্বরের নিকট পরিচয় দিবে? এইরূপ কার্য দ্বারা কি জগতে তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হাতেম তৎক্ষণাৎ সেই কূপ মধ্যে লম্ফ প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহার পদে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইল, তখন চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখেন, না সে কূপ, না সেই সর্প বা পথিক, কিছুই নাই কেবল নানা বৃক্ষ পরিশোভিত এক প্রকাণ্ড প্রান্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। ইঁহাতে অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃক্ষ শাখাভ্যন্তর দিয়া এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার আভা দর্শন করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন সর্প পথিককে লইয়া কোথায় গেল, এইরূপ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ ভবনের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, ভবন অতি পরিপাটি, বহির্ভাগে উপবেশনপোযোগী নানা প্রকার কাষ্ঠাসন পতিত রহিয়াছে এক প্রকোষ্ঠে একখানি স্বর্ণ পালঙ্ক তদুপরি এক ভীষণাকৃতি রাক্ষস শয়িত রহিয়াছে। হাতেম ঐ রাক্ষসের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষায় নির্ভয়ে তাহার শিয়রে দণ্ডায়মান রহিলেন, ইতিমধ্যে সেই অজগর পথিককে কোন গুপ্ত

স্থানে রক্ষা করিয়া পুনরায় হাতেমকে আক্রমণ করিতে তাঁহার নিকট ক্ষুদ্ধ বিস্তার করিয়া উপস্থিত হইল। হাতেম সর্পগণের নৃশংস কার্য্যে পূর্ব্বাপর বড়ই ক্রুদ্ধ ছিলেন, তাহাতে ঐ বিষধরকে গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বাম হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে তাহার গলদেশ ধারণ করিলেন। সর্প এমনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে, তাহাতে রাক্ষসের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, সে উত্থিত হইয়া বলিল, "ওরে মনুষ্য! কি করিতেছিস? এ সর্প আমার অনুচর, অতএব ইহাকে ত্যাগ কর।" হাতেম বলিলেন, "এই দুরাত্মা যতক্ষণ না সেই পথিককে ত্যাগ করিবে, ততক্ষণ আমিও ইহাকে পরিত্যাগ করিব না।" রাক্ষস হাতেমের এইরূপ গর্ব্বিতবাক্যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া সর্পকে বলিল, "ওহে সর্প! সাবধান, বোধ করি এই মনুষ্য মহাবল পরাক্রান্ত হইবে।" আমার ভয় হয়, পাছে এই মনুষ্য এই অদ্ভুত ভবনাদি সমেত আমাদের এই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড নষ্ট করিয়া ফেলে।" রাক্ষস এই কথা বলিতে বলিতে, সর্প হাতেমকে তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল। হাতেম ভুজঙ্গের উদরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র দেখিলেন, যেন এক অন্ধকার গৃহ মধ্যে উপনীত হইয়াছেন। সর্পের চিহ্ন মাত্র নাই, ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিল "ওহে হাতেম! তুমি এই তিমির মধ্যে যাহাকে প্রাপ্ত হইবে, নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাকেই অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিবে, নতুবা এই রাক্ষসীমায়া ভেদ করিয়া কখনই বাহির হইতে পারিবে না।" এই উপদেশবাণী শ্রবণে, হাতেম চতুর্দ্দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে এক মাংসপিণ্ডবৎ কোন দ্রব্য তাঁহার হস্তগত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় খঞ্জরাস্ত্র দ্বারা ঐ মাংসপিণ্ড ছেদন করিবা মাত্র দেখিলেন, অকস্মাৎ এক বিশাল স্রোতস্বতী নদী প্রবাহিতা এবং নিজে উহার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন, নদীর খরবেগে কখনও উপরে ভাসমান, কখনও জলে নিমগ্ন হইতেছেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ যাইতে যাইতে পরে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইবামাত্র নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন, না সেই প্রান্তর, না সেই সর্প, না সেই নদী কিছুই নাই। কিন্তু এক বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে, সহস্র সহস্র মনুষ্য বিচরণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে অনেকেই জীর্ণ শীর্ণ কলে-

হয়। হাতেম যে পথিকের উদ্ধারার্থে মায়াবী রাক্ষসগণ হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহাকেও উহাদের মধ্যে অবস্থান করিতে দর্শন করিলেন। অতঃপর ব্যস্তভাবে উহাকে বলিলেন, "ভাই! তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?" পথিক কহিল, "এক অজগর সর্প আমাকে এবং এই সমস্ত মনুষ্যকে এখানে আনয়ন করিয়াছে, সে যাহা হউক, আপনি এখানে কি প্রকারে আসিলেন?" হাতেম আদ্যন্ত সমস্ত প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "ভাই সকল! আমি সেই শত্রুগণকে পুরিসহ ধ্বংশ করিয়াছি। তোমাদের আর ভয় নাই, তোমরা এক্ষণে আপন আপন আলয়ে গমন কর।" বন্দিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! কষ্ট দেখিয়া ঈশ্বর আমাদের উদ্ধারার্থ আপনাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদের কোন ক্রমেই জীবনাশা ছিল না। কারণ প্রত্যহ আমাদের মধ্য হইতে এক এক জন করিয়া মনুষ্য রাক্ষসদিগের আহারের নিমিত্ত নিরূপিত ছিল। আপনি উদ্ধার না করিলে, আমাদিগকে নিশ্চয়ই উহাদের জঠরে আশ্রয় লইতে হইত। জগদীশ্বর আপনার আয়ু, যশঃ ও মান বৃদ্ধি করুন।" এইরূপে সকলেই হাতেমকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্ব স্ব আলয়াভিমুখে যাত্রা করিল। হাতেম উহাদিগকে বিদায় দিয়া চীনদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একদিন পথি মধ্যে এক প্রকাণ্ড নগর দেখিয়া তাহাতে প্রবেশোদ্যত হইলে, দ্বারী বলিল, "বিদেশী কোথায় যাও? রাজাজ্ঞা বিনা এ নগরে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।" হাতেম বলিলেন, "ভাই! তোমাদের এ কিরূপ ব্যবহার, বিদেশী পথিকের পথরোধ করিয়া কেন বৃথা কষ্ট দাও? সকল দেশীয় লোকেই অতিথি সৎকারকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া জানে, কিন্তু তোমাদের দেশের এ কি রীতি?" দ্বারী কহিল, "ওহে বিদেশি! এ দেশে কোন আগন্তুক আগত হইলে রাজাজ্ঞা ক্রমে তাঁহাকে রাজার নিকট উপস্থিত হইতে হয়। রাজার এক কন্যা আছেন, তাঁহার এখনও বিবাহ হয় নাই, তাঁহার তিনটি প্রশ্ন আছে, যে কেহ ঐ প্রশ্নপূরণে সমর্থ হইবে তাহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। অসমর্থ পক্ষে পথিককে শূলদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, এইরূপে কতশত পথিককে এই রাজ্যে জীবনবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। সুতরাং এ রাজ্যে আর বিদেশী লোক আদৌ

করিতে সাহসী হয় না। এই কারণে এই নগরের নাম 'বেদাদ' অর্থাৎ বিচারহীন নগর হইয়াছে।" হাতেম অগত্যা রাজ সমীপে নীত হইলে রাজা তাঁহার নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে উত্তর করিলেন, "রাজন্! আমি বিদেশী, কর্মোপলক্ষে চীনরাজ্যে যাইতেছি, আমার নাম ধামে আপনার প্রয়োজন কি? পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকেই অতিথি সৎকার পরম ধর্ম বলিয়া জানেন। কিন্তু আপনার রাজ্যের এ কি বিপরীত প্রথা শুনিতেছি? অতিথিসৎকারের পরিবর্ত্তে, অতিথির প্রাণ দণ্ড!!! কি ভয়ানক অত্যাচার। যাহা হউক আমাকে এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন।" ইহা শুনিয়া রাজা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "ওহে বিদেশী যুবক! কি বলিব, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পূর্ব্বে এই রাজ্যের মত সুবিচার কুত্রাপি বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু অধুনা আমার এক দুর্বৃত্তা কন্যার দৌরাত্ম্যে ইহার নাম অবিচার নগর হইয়াছে এবং অনেক বিদেশীর প্রাণহরণ করিয়া পাপভার মস্তকে বহন করিতে হইতেছে।" হাতেম বলিলেন, "রাজন্। এরূপ দুশ্চরিত্রা কন্যার শিরশ্ছেদন করেন না কেন?" রাজা উত্তর করিলেন, "বাপু হে' এ সংসারে কে কোথায় আপন সন্তান হত্যা করিয়াছে?" হাতেম বলিলেন, 'সে কি কথা, যদি অপত্য রাজ্যের অনিষ্টকারী হয়, রাজা তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন, একথা চিরকালই প্রচলিত আছে।' রাজন্যবর্গের স্বীয় ঔরসজাত সন্তানাপেক্ষা প্রজাপুঞ্জত অধিকতর আদরনীয়।" ইহা শুনিয়া রাজা কিছু ম্রিয়মান হইলেন। হাতেম বলিলেন, "আপনি দুঃখিত হইবেন না, ঈশ্বর আপনাকে অবশ্য ক্ষমা করিবেন, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ করুন?"

রাজা হাতেমকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে যথায় রাজকন্যা অবস্থান করে, সেইস্থানে লইয়া গেলেন। হাতেম রাজকন্যার কমনীয় কান্তি দর্শনে মনে মনে ভাবিলেন, আমি এরূপ সুন্দরী কুত্রাপি দর্শন করি নাই, যাহা হউক এখন দেখি কে জয়ী হয়। রাজকন্যাও হাতেমের অলোকসামান্য রূপ দর্শনে বিহ্বলা হইল এবং এক উৎকৃষ্ট রত্ন সিংহাসনে হাতেমকে বসাইয়া স্বয়ং অপর সিংহাসনে নিকটে বসিল এবং ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"দেখ এই বিদেশী যুবার প্রতি আমার চিত্ত একান্ত আকৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয় ইনি সামান্য বংশোৎপন্ন নহেন, কিন্তু হায়! কি পরিতাপ, নিশান্তে ইহারও প্রাণান্ত হইবে।" ধাত্রী বলিল, "রাজকন্যে! কি করিব বল, তোমার অদৃষ্ট অতি মন্দ, নতুবা কত শত সৎকুলোদ্ভব রাজপুত্র তোমার নিকট পরাজিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। অপরাপর যুবকেরও ইয়ত্তা নাই, তুমি ঐ সমস্ত হত্যাপরাধ মস্তকে বহন করিতেছ। যাহা হউক এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে যে, এত দিনে তোমার দুঃখের দিন অবসান হইল, আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই যুবক তোমার সমস্ত প্রশ্ন পূর্ণ করিবেন।" হাতেম তাহাদের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, 'ভাল যদ্দারা বিদেশীগণের প্রাণ বিনাশ হইতেছে, সেই প্রশ্ন কি আমার নিকট শীঘ্র প্রকাশ কর।' ধাত্রী বলিল, "মহাশয় দুঃখের কথা কি বলিব, এই চিরদুঃখিনী রাজবালা রাত্রিতে পাগলিনীর ন্যায় হইয়া বাচালতা করে। সেই সময় ইহার মুখ হইতে নানা প্রকার প্রশ্নাবলি বহির্গত হইয়া থাকে। যে সকল বিদেশী ঐ সমস্ত প্রশ্ন পূরণে অসমর্থ হয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ হয় খড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ড করে, না হয় পরদিন শূলদণ্ডে দণ্ডিত করে।" হাতেম এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, ভাবিলেন, দেখি জগদীশ্বর কি করেন, মৃত্যুই কি আমাকে এ স্থানে আকর্ষণ করিয়াছে? না সৌভাগ্যবলে এখানে আসিয়াছি? কিছুই বলিতে পারি না, যাহা হউক জগদীশ্বর রক্ষাকর্ত্তা।

এই সমস্ত মনে পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময় ধাত্রী হাতেমের জন্য নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং হাতেমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে অল্পায়ু যুবক! কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লও।" হাতেম বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়া কখনই জলস্পর্শ করিব না; এখন ঐ সকল খাদ্য আমার পক্ষে অখাদ্য; অতএব স্থানান্তরে রাখিয়া দাও।" ধাত্রী হাতেমকে বলিল, "মহাশয়! আপনার আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনিই কৃতকার্য্য হইবেন।" এই বলিয়া ধাত্রী ও অপরাপর সখীরা সকলে হাতেমকে রাজকন্যার গৃহ মধ্যে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল; ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত।

অনন্তর রাত্রি যখন এক প্রহর রাজ কন্যা পাগলিনীর ন্যায় ভীষণরূপ ধারণ করিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া হাতেমের সম্মুখে উপস্থিত হইল, বলিল, "ওহে যুবা! তোমার কি প্রাণের ভয় নাই? এস্থানে কেন আসিছ? ভাল যখন আসিয়াছ তখন আমার প্রশ্নের উত্তর কর।" হাতেম কর্কশ স্বরে বলিলেন, "আমি সেই জন্যই উপস্থিত; তোমার প্রশ্ন অবিলম্বে প্রকাশ কর।" উন্মাদিনী রাজকন্যা বলিল, 'এমন কি এক বিন্দু দ্রব্য আছে যদ্দ্বারা শরীরি জীবের শরীর ও প্রাণ উৎপন্ন করে?' হাতেম বলিলেন, "শুক্র," কন্যা বলিল, 'কোন্ ফল সর্ব্ব ফল হইতে শ্রেষ্ঠ?' হাতেম বলিলেন, "সন্তান," কন্যা বলিল, 'কোন্ ব্যক্তির সহিত সকল জীবকেই সাক্ষাৎ করিতে হয়?' হাতেম বলিলেন "যম"। এই রূপে ক্রমান্বয়ে তিনটী প্রশ্নের উত্তর পাইয়া রাজকন্যার মুখ মলিন হইয়া গেল, সে নতমুখে কাঁপিতে কাঁপিতে অচেতন হইয়া সহসা ভূমিতে পতিতা হইল, অনন্তর এক কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর সর্প উহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া হাতেমের প্রতি ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে হাতেম ভাবিলেন, "এখন কি করি, এই সর্পকে বিনাশ করিলে ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হইব, এবং না করিলে এই কালই আমাকে দংশন করিবে", এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই ভল্লুক কন্যা দত্ত গোটিকা স্বীয় মুখ মধ্যে রাখিলেন এবং এক স্থালী মধ্যে কৌশলে ঐ সর্পকে প্রবেশ করাইয়া উহার মুখ বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রজনী তৃতীয় প্রহর সময়ে রাজ কন্যার চৈতন্য হইলে সে লজ্জায় মুখাবৃত করিয়া হাতেমের নিকট যাইয়া বলিল, "ওহে অপরিচিত যুবা! তুমি কে এবং কোন্ সাহসে স্বচ্ছন্দে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছ?" হাতেম বলিলেন, "রে বুদ্ধিহীনে! ক্ষণমধ্যে তুমি আমাকে বিস্মৃত হইলে? আমি গত দিনের সেই অভ্যাগত বিদেশী।" প্রভাতে ধাত্রী প্রভৃতি পরিচারিকাগণ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাজকন্যা ধাত্রীকে বলিল, "এ বিদেশী কি প্রকারে এখনও জীবিত আছে?" ধাত্রী বলিল, "ঈশ্বর কৃপাময়, তাঁহারই কৃপায় এ যুবা জীবিত আছে, সে যাহা হউক, তুমি এখন কেমন আছ সত্য বল", রাজকন্যা বলিল, "অপরাপর দিন হইতে অদ্য আমার শরীর স্বচ্ছন্দ বোধ হইতেছে।" ধাত্রী পুনরায় হাতেমকে বলিল "আপনাকে ঈশ্বরের শপথ সত্য বলুন, রাত্রিতে কি দর্শন করিয়াছেন

এবং কি প্রকারেই বা জীবিত আছেন, এ পর্য্যন্ত আমরা কোন বিদেশীকেই প্রাণে জীবিতাবস্থায় দর্শন করি নাই।" হাতেম বলিলেন, "আমি সমস্তই প্রকাশ করিব সত্য, কিন্তু রাজার অসাক্ষাতে কোন কথাই বলিব না।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় রাজা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হাতেমকে জীবিতাবস্থায় দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং রাত্রির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া স্থালীস্থ কৃষ্ণ-সর্প দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে সর্প দেখিতেছেন, ইহা বাস্তবিক সর্প নহে, দৈত্য জাতি, রাজকন্যাকে আশ্রয় করিয়া নরহত্যা করিতেছিল, ইহারই প্রভাবে রাজকন্যার ঈদৃশ অবস্থা হইয়াছিল। এই দৈত্য রাজকন্যার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া আমার প্রতি ধাবমান হইলে আমি উহাকে স্থালী মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত আপনার কন্যারও আর কোন প্রকার পীড়া লক্ষিত হইতেছে না।" এই বলিয়া যেমন স্থালীর মুখ উন্মোচন করিলেন, অমনি সেই দৈত্য বিকটাকার রূপ ধারণ করিয়া স্থালী হইতে উত্থিত হইয়া বেগে শূন্যে পলায়ন করিল।

দৈত্য পলায়ন করিলে, রাজা স্বীয় তনয়াকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া হাতেমকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, "বাপু হে! তোমারই কল্যাণে আমি আমার কন্যাকে সুস্থ দেখিলাম, এবং আমারও প্রতিজ্ঞা ছিল, যে কোন ব্যক্তি আমার কন্যাকে রোগমুক্ত করিবে তাহাকেই উহাকে সমর্পণ করিব, অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া আমার কন্যার পাণি গ্রহণ কর।" হাতেম বলিলেন, "আমি ইহাতে অস্বীকৃত নহি, কিন্তু আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিয়া যথা ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারিব, যদি ইহাতে স্বীকৃত হন, আমার আর আপত্তি কিছুই নাই।" রাজা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং দেশাচার মতে হাতেমের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন।

হাতেম, যামত্রর নব পরিণীতা পত্নীর সহিত, সুখে কাল অতিবাহিত করিলে রাজকন্যার গর্ভ সঞ্চার হইল। এক দিন হাতেম স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলে রাজকন্যা কারণ জিজ্ঞাসা করিল; হাতেম স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি ইমন দেশাধিপতি তয় নৃপতির পুত্র; যদি তোমার গর্ভে পুত্র জন্মে এবং

সেই পুত্র যদি পিতৃ দেশে যাইতে চাহে, তবে তাহাকে তথায় প্রেরণ করিবে এবং যদি কন্যা জন্মে তাহাকে কদাচ অসৎ পাত্রে সমর্পণ করিও না, আমার এই অনুরোধটী বিশেষরূপে পালন করিবে। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার সহিত পুনরায় মিলিত হইব, নতুবা এই পর্য্যন্ত, এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও।"

এই রূপে নব-বধূর নিকট বিদায় লইয়া হাতেম চীন দেশের পথ অবলম্বন করিলেন এবং কিছু দিন পরে তথায় উপনীত হইয়া বণিকপল্লী মধ্যে ইউসফ বণিকের পুত্রগণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। লোক পরম্পরায় ইউসফ পুত্রেরা হাতেমের অনুসন্ধানের বিষয় অবগত হইয়া এক দিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, কারণ পিতৃ বিয়োগ হইলে তাহারা অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল, মনে মনে ধারণা, তাহাদের দুঃখ দূর করিতে কোন বিদেশী আত্মীয় উপস্থিত হইয়াছেন। হাতেম তাহাদিগকে তাহাদের পিতার সংবাদ জ্ঞাপন করিলে বালকেরা হাস্য করিয়া বলিল, "মহাশয়! আপনি বাতুল না কি? অনেক দিন হইল, আমাদের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আপনি তাঁহার নিকট হইতে আসিলেন এ কেমন কথা!" হাতেম বণিক পুত্রগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত বলিলেন "ওহে বালকগণ! আমি উন্মত্ত নহি; তোমাদের পিতা আমাকে যাহা যাহা কহিয়াছেন সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ কর, তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমা বিহনে আমার পুত্রেরা ভিক্ষা দ্বারা দিন পাত করিতেছে, তুমি চীন দেশে গিয়া আমার পুত্রদিগকে বল, অন্তঃপুরস্থ আমার শয়ন কক্ষের দিকের উপবনস্থ এক বৃহৎ বৃক্ষ মূলে প্রচুর ধন নিহিত আছে, ঐ ধন উত্তোলন করিয়া এক তৃতীয়াংশ তাহাদের ভরণ পোষণ নিমিত্ত এবং অবশিষ্ট আমার আত্মার উন্নতিকল্পে, ঈশ্বরোদ্দেশে দীন দরিদ্রদিগকে বিতরিত হয়" এই বলিয়া আত্ম বৃত্তান্ত ও উহাদের পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।" বণিক পুত্রগণ বলিল, "আমরা রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে এ কার্য্য সম্পাদন করিলে দণ্ডনীয় হইব, অতএব চলুন, সকলে মিলিয়া রাজার নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করি।" হাতেম অগত্যা বণিক বালকগণকে সঙ্গে লইয়া চীনাধিপতির নিকট গমন করিলেন, এবং তথায় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলে চীনরাজ হাস্য করিয়া বলিলেন,

"ওহে যুবক! তুমি নিশ্চয়ই উন্মত্ত হইয়াছ; আমার মতে স্বভবনে গমন করিয়া এই রোগের প্রতিকার করাও, কারণ ইউসফ বণিক অনেক দিন পরলোকে গমন করিয়াছে; তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন কখন কি সম্ভবে?" এই বলিয়া দাসদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এই বাতুলকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। হাতেম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "রাজন! আপনি বিচারকর্ত্তা, দোষী নির্দ্দোষী বিচার করিয়া দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, অতএব বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করুন, পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। আমি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আপনার রাজ্যে আগমন করি নাই; নতুবা আপনার আজ্ঞামাত্র এস্থান পরিত্যাগ করিতাম, কিন্তু একটি অসদ্গতি মনুষ্যের সদ্গতির নিমিত্তই নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনার রাজ্যে আসিয়াছি—দেখুন কথিত আছে, যে মনুষ্য দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া অপঘাত মৃত্যু দ্বারা নিহত হয়, তাহার কদাচ সদ্গতি হয় না, তাহার আত্মা প্রেত যোনী আশ্রয় করে, ইউসফ বণিক জীবিতাবস্থায় অতি মন্দ স্বভাব ও কৃপণ ছিলেন এবং দস্যুগণ দ্বারা হত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সদ্গতি হয় নাই, এই বলিয়া ইউসফের সমাধি স্থানের বিবরণ রাজার নিকট বর্ণন করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ! আমি যদি ক্ষিপ্তই হইব, তাহা হইলে ইউসফ বণিকের গুপ্ত ধনের কথা কি প্রকারে জানিব?" চীনাধিপতি হাতেমের এই বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্য পাত্র মিত্র লোক জন সঙ্গে লইয়া, ইউসফ ভবনে গমন করিলেন; এবং নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া যখন প্রচুর ধন রত্নাদি বহির্গত হইতে লাগিল তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, হাতেমের নানারূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ঐ উত্থিত ধনের এক তৃতীয়াংশ বণিক পুত্রগণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত দান করিয়া অবশিষ্ট হাতেমকে মৃত ইউসফের সদ্গতির নিমিত্ত স্বহস্তে দীন দুঃখিদিগকে বিতরণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন।

হাতেম দীন দরিদ্রগণকে অকাতরে আশাতীত ধন দান করিয়া অল্প দিনের মধ্যে সমুদায় ধন নিঃশেষ করিয়া তথা হইতে নব-শ্বশুরালয় বেজাদ সওদাগরের দেশে যাত্রা করিলেন। কিছু দিন পরে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন রাজ কন্যা এক নব কুমার প্রসব করিয়াছে, ইহাতে সুখী হইলেন এবং ঐ

কুমারের নাম আলয় রক্ষা করিলেন। অনন্তর তিন দিন মাত্র তথায় অবস্থান করিয়া পুনরায় কার্য্যোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। এবং কিছু দিন পরে সেই সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পূর্ব্বমত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে সেই প্রথমাগত সিদ্ধ পুরুষ সমাধি হইতে বহির্গত হইয়া সেই মত আসন পাতিত করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সেই সমস্ত সিদ্ধ পুরুষেরা ক্রমান্বয়ে বহির্গত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, পূর্ব্ববৎ সকলকে সুধা, ক্ষীর প্রভৃতি প্রদত্ত হইল ও সকলে তৃপ্তিপূর্ব্বক পানভোজন করিতে লাগিলেন। হাতেম দেখিলেন, এক্ষণে ইউসফ বণিকের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থান ও কদর্য্য আহার প্রদত্ত হয় নাই। ইউসফও মনের সুখে তৃপ্তিপূর্ব্বক ঐ সমস্ত সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে পান ভোজন করিতেছেন। অনন্তর সকলে স্ব স্ব সমাধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় হাতেম ইউসফ বণিকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বণিক তাঁহাকে দেখিয়া বিনয় বচনে বলিল, "বাপু হে! তোমার মত সাধু, পরোপকারি আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। তোমারই কৃপায় আমার আত্মার সদগতি হইল, নতুবা কতকাল আমি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতাম বলিতে পারি না। যাহা হউক, ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তোমার মঙ্গল ও সাধু সংকল্প পূর্ণ হয়।" এই বলিয়া হাতেমকে আলিঙ্গন করিয়া স্ব সমাধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেই দিন হইতে আর "আমি এরূপ কর্ম্ম করি নাই যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কর্ম্মে আসিত" শ্রুত হইত না।

প্রত্যূষে হাতেম তথা হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণে চলিতে লাগিলেন। একদিন দেখিলেন পথপার্শ্বে এক বৃদ্ধা বসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। ঐ বৃদ্ধা হাতেমকে দেখিবামাত্র দুই বাহু উত্তোলন করিয়া ভিক্ষা চাহিলে, হাতেম স্বীয় অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরি উন্মোচন করিয়া তাহাকে দান করিলেন এবং তথা হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বৃদ্ধা, "বাপ আকল স্বর্ণ-পক্ষী উড়িয়া যায়" সঙ্কেত-সূচক এই বাক্যটী প্রয়োগ করিবামাত্র নিকটস্থ বন হইতে, সাত জন অতি বৃহৎকায়, বলিষ্ঠ পুরুষ এক একটি রাজফাঁস হস্তে লইয়া বহির্গত হইয়া হাতেমের অনুগমন করিল। উহারা ঐ বৃদ্ধার পুত্র, বৃদ্ধা ভিক্ষার ভাণ করিয়া বসিয়া

থাকিত। পথিক ই দেখিলেই সঙ্কেত দ্বারা পুত্রগণকে উক্তরূপে আহ্বান করিত; পুত্রেরা পথিকের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া পার্শ্বস্থ বনে বা নিকটস্থ কূপে ফেলিয়া দিত।

দস্যুরা কিছু দূর গিয়া হাতেমের সঙ্গ লইল এবং নানাপ্রকার মিষ্টালাপ আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, "মহাশয়! আমরা অন্ন বিনা মারা যাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া নগরে কোন ধনবান লোকের নিকট রাখিয়া দিলে আমরা দাসত্ব করিতে স্বীকৃত আছি" কেহ বলিল, "মহাশয়! আপনাকেই রাজপুত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আমাদের কোন গতি করুন।" দস্যুগণের এইরূপ বচন পরম্পরায় হাতেম তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া, যেমন অন্যমনস্ক হইয়া তাহাদের সহিত গমন করিতেছিলেন অমনি পশ্চাৎ হইতে এক দস্যু হাতেমের গলদেশে ফাঁস লাগাইয়া অকস্মাৎ আকর্ষণ করিবা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন। অনন্তর দস্যুরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রচারের উপর প্রহার করিয়া, যখন চেতনা শূন্য করিল, তখন তাঁহার বস্ত্র মধ্যে ও অঙ্গে যেখানে যাহা কিছু মূল্যবান দ্রব্য ছিল সমস্তই হরণ করিল এবং তাঁহাকে এক জল শূন্য কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল।

ভাগ্যক্রমে দস্যুগণ হাতেমের উষ্ণীসে হস্তক্ষেপ করে নাই, সুতরাং সেই উষ্ণীস হইতে ভল্লুককন্যা দত্ত গোটিকা অপহৃত হয় নাই। হাতেম ঐ গোটিকা প্রভাবেই ক্ষণপরেই চৈতন্যলাভ করিলেন এবং উষ্ণীস হইতে উহা বহির্গত করিয়া ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিতে করিতে ক্ষত ও বেদনা মুহূর্ত্ত মাত্রেই উপশম হইল। অনন্তর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! ইহারা আমার সহিত প্রতারণা করিল। সামান্য অর্থলোভে আমার জীবন পর্য্যন্ত হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। হা ঈশ্বর। দুরাত্মারা আমার নিকট অর্থা-ভিলাষ প্রকাশ করিলে আমি তাহাদিগকে বাঞ্ছিত ধনদান করিতে পারি-তাম, এক্ষণে কি এখনও যদি উহাদের দেখা পাই, কদাচ বৈরনির্য্যাতন করি না বরং তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া এ কু-প্রবৃত্তি হইতে উহাদিগকে নিবৃত্ত করি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হাতেম অবসন্ন শরীরে সেই অন্ধকূপ মধ্যে নিদ্রিত হইলেন এবং স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন

তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "হাতেম! তুমি কদাচ চিন্তাকে চিত্ত মধ্যে স্থানদান করিও না। তোমার পরোপকারিতা গুণে ও কৃতজ্ঞতাচরণে ঈশ্বর তোমার উপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট; সুতরাং তোমার সৎ সংকল্প সদাই অপ্রতিহত থাকিবে। এক্ষণে আমার উপদেশ বাক্য গ্রহণ কর। এই কূপ মধ্যে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা প্রোথিত আছে; কল্য প্রাতে দুইজন পথিক এস্থানে আগমন করিবেন, তাঁহাদেরই সাহায্যে তুমি এই কূপ হইতে উত্থিত এবং ঐ সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। তৎপরে ঐ সকল ধন সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুগণকে দান করিবে, তাহা হইলে তাহারা এ কুবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং নিরীহ পথিকগণের আর কোন কষ্ট হইবে না।" হাতেম জাগরিত হইয়া দেখিলেন কোথাও কেহ নাই, নীজে যে ভাবে কূপে ছিলেন, সেই ভাবেই আছেন। অতঃপর অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন; ক্ষণপরে দুইজন পথিক আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিচিতের ন্যায় উপরি হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহে হাতেম! তুমি কি জিবীত আছ?" হাতেম গত রাত্রির স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া আনন্দে উত্তর করিলেন, "হাঁ, ঈশ্বর কৃপায় জিবীত আছি।" এই শুনিয়া পথিক দ্বয় সযত্নে তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে কূপস্থ ধনাদি উত্তোলন করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া একজন কূপ মধ্যে পতিত হইলেন এবং তথা হইতে ধনাদি উত্তোলন করিয়া অপরের হস্তে দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন সমস্ত ধন উত্তোলিত হইল, তখন সমস্তই হাতেমের হস্তে দান করিয়া তাঁহারা উভয়ে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ধন হস্তগত হইলে হাতেম মনে মনে ভাবিলেন, এই সময় সেই দস্যুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বড় ভাল হয়। হা জগদীশ! সেই বর্বরদিগের সাক্ষাৎ কি প্রকারে পাইব! এই ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সেই পথে চলিলেন। কিছু দূর প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা পূর্ব্বমত সেই স্থানেই বসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। হাতেম দস্যু মাতার নিকটে গমন করিয়াই তাহার হস্তে কতকগুলি সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা এককালে অত স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সাংকেতিক শব্দানুসারে পুত্রগণকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা আসিয়া

উপস্থিত হইল এবং ম'তার আদেশ মত পুনরায় হাতেমের অনুগমন করিল। কিছু দূর গিয়াই তাহারা হাতেমের সঙ্গ লইল। হাতেম মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগের অনুসন্ধান করিতে ছিলাম। যাহা হউক, ঈশ্বর কৃপায় তোমাদের সাক্ষাৎলাভ করিয়া সুখী হইলাম। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, গত কল্য তোমরা আমারই সর্ব্বস্ব হরণ ও প্রহারে অচেতন করিয়া কূপ মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলে। সেই জন্য আমি ঈশ্বর প্রদত্ত বহুধন তোমাদের জন্য সঞ্চয় করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি। অতএব আমার সহিত আইস, কিন্তু আর কখনও এরূপ দস্যুবৃত্তি করিয়া পথিকগণকে কষ্ট দিবে না, ঈশ্বরের শপথ করিয়া এই অঙ্গীকার করিতে হইবে।" দস্যুরা হাতেমের এই সমস্ত কথা শুনিয়া কিঞ্চিত লজ্জিত হইল এবং হাতেম যে উপদেশ দান করিলেন তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া বলিল, "মহাশয় আমরা উদর পোষণের নিমিত্তই এরূপ কুকর্ম্ম করিয়া থাকি। যদি সেই উদরপোষণের সংস্থানই আপনি করিয়া দেন তাহা হইলে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখনও এরূপ কর্ম্ম করিব না।"

হাতেম দস্যুবগকে সঙ্গে লইয়া সেই কূপ সন্নিধানে গমন করিয়া স্তূপীকৃত ধন দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "এই সমস্ত ধন তোমরা লইয়া যাও। দেখিও সাবধান, তোমাদিগকে ঈশ্বরের শপথ, কদাচ আর পথিকদিগকে অন্যর্থক কষ্ট দিও না।" দস্যুরা আনন্দমনে ধন লইয়া এবং হাতেমকে বন্দনা করিয়া গৃহে গমন করিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া হাতেম দেখিলেন, একটি কুক্কুর পিপাসার্ত্ত হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতেম সেই প্রাণকে অগ্রে জলপান করান কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, উহাকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া মনে করিলেন এ স্থানে কোন পথিক আসিয়া থাকিবে, তাহারই পালিত কুক্কুর প্রভু ভ্রষ্ট ও পিপাসার্ত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাহাকে জলপান করাইবার জন্য ইতস্ততঃ জলাশয় অন্বেষণ করিতে করিতে দূরে এক নগর দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নগরবাসিগণ বিদেশী পথিকদিগের আতিথ্য সৎকারার্থে দেশভাবে ক্রমে দধি ও তক্র (ঘোল) বিতরণ করিয়া থাকে। তাহারা

হাতেমকে দেখিয়া এক খানি রুটি ও কিছু তক্র প্রদান করিলে, হাতেম স্বয়ং ভোজন না করিয়া প্রথমে ঐ খাকে ভোজন করাইলেন। কুক্কুর ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ছিল; আহার পাইয়া সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া হাতেমকে প্রণাম করিল; পরে হাতেমের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। হাতেম হস্ত দ্বারা তাহার গাত্র মার্জ্জন করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন; জগদীশ! তুমি এই বিশ্ব সংসার কি কৌশলেই সৃজন করিয়াছ! বলিহারি তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল! কারণ এক জাতীয় জীবের সহিত অন্য জাতীয় জীবের সৌশাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। অথচ কত কোটি কোটি জীবের সৃষ্টি করিয়াছ। আহা! এই কুক্কুর কি মনোহর; ইহার কি অপূর্ব্ব কান্তি। এইরূপে ক্রমাগত তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে, অবশেষে তাহার মস্তক স্পর্শ করিবা মাত্র তাঁহার হস্তে কোন কঠিন বস্তু অনুভূত হইবামাত্র তিনি আগ্রহে ঐ স্থানের লোম উত্তোলন করিয়া দেখেন, এক স্থানে একটি লৌহ শলাকা বিদ্ধ রহিয়াছে। অনন্তর তিনি যেমন সেই শলাকা উৎপাটন করিলেন, অমনি কুক্কুর শ্বাদেহ পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ এক সুন্দর যুবা রূপে পরিণত হইল। তখন হাতেম বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে বলিলেন, "ওহে যুবা! তুমি এই মাত্র পশু ছিলে, এবং এই কিলকটি উত্তোলন করিবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে মনুষ্যাকার কি প্রকারে প্রাপ্ত হইলে?" যুবা নতশিরে ভাবিলেন, ইনি আমার বিপদুদ্ধারকারী পরমবন্ধু, অতএব ইঁহার নিকট কোন কথা গোপন করা উচিত নহে, এই ভাবিয়া উত্তর করিল, "মহাশয়! এ অধমের অদৃষ্ট অতি মন্দ, নতুবা মনুষ্য হইয়া পশুযোনি প্রাপ্ত হইব কেন?" এই বলিয়া আত্ম দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিতে লাগিল।

যুবা বলিল, "মহাশয়! আমি এক সম্ভ্রান্ত বণিকপুত্র। আমার পিতা চীনদেশে বাণিজ্য করিতেন। আমি তাঁহার এক মাত্র সন্তান সুতরাং বহু অর্থব্যয় করিয়া খাতা দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত বণিকপুত্রীর সহিত আমার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। কিছুদিন পরে পিতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার আয়াস সঞ্চিত ধন সম্পত্তি সমস্তই আমার হস্তগত হইলে আমি কিছুকাল আমোদ আহ্লাদে কাটাইতে লাগিলাম। অবশেষে যখন অত্যন্ত মাত্র ধন

অবশিষ্ট রহিল তখন নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলাম এবং সেই অবশিষ্ট ধনে নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় ও পোত মধ্যে স্থাপন করিয়া নানাদেশে বাণিজ্যার্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে আমার পত্নী এক হাবসি ভৃত্যের সহিত গুপ্তপ্রেম সংস্থাপন করিয়াছিল, সেই দুষ্টা আমাকে ধ্বংশ করিবার আশয়ে, উপপতি সাহায্যে কোন যাদুবিদ্যা বিশারদ গুণির নিকট হইতে এই শলাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। আমি গৃহে প্রত্যাগত হইলে পাপিষ্ঠা আমার অজ্ঞাতসারে, নিদ্রাবস্থায় এই শলাকা আমার মস্তকে বিদ্ধ করিয়া দিবামাত্র আমি নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া কুকুর দেহ প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর পাপিষ্ঠা দণ্ড হস্তে আমাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। আমি যন্ত্রণায় মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে রাজপথে উপস্থিত হইলে তথাকার সারমেয়গণ অপরিচিত বোধে দলে দলে আমার প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল, আমি তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা এই নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়াছি। আমি তিনদিন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম, কৃপাময় ঈশ্বর আমার দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্তই আপনাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন সন্দেহ নাই।" হাতেম ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে এই সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভ্রাত! তোমার নিবাস এস্থান হইতে কত দূর?" যুবা বলিল, "এস্থান হইতে অন্ততঃ ৩ দিনের পথ হইবে।" হাতেম বলিলেন, "ভ্রাত! তুমি এক্ষণে এই শলাকাটি সংগোপনে রক্ষা কর। অবসর মত তুমিও সেই কুলটার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবে। কিন্তু আমার অনুরোধে তাহাকে অধিক দিন কষ্ট দিও না।" এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে দ্রুত নগরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তিন দিন পরে নগরে উপস্থিত হইয়া যুবা হাতেমকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। দাস দাসীগণ বণিক পুত্রকে পুনরায় স্বশরীরে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাহার পদতলে পতিত হইয়া নানা প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর বণিক পুত্র অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পত্নী ভৃত্যের সহিত এক শয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ অসি দ্বারা ভৃত্যের শরীর হইতে মস্তক অপসারিত করিল। পরে সেই কুহক শলাকা স্বীয় পত্নীর মস্তকে বিদ্ধ করিয়া দিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ কুক্কুরী,

হইয়া গেল, যুবা উহার গলে রজ্জু বন্ধন করিয়া হাতেম সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং বলিল, "মহাশয়! সেই পাপিয়সীকে এই দেখুন এবং ইহার উপপতি সেই পাপাত্মা বিশ্বাসঘাতকের শিরশ্ছেদন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল দিয়াছি।" হাতেম বলিলেন, "ভাই হে! তোমার স্ত্রীকে এইরূপ শাস্তি দেওয়ায় আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। কারণ ইচ্ছামত পুনরায় ইহাকে মনুষ্য করা যাইতে পারিবে। কিন্তু সেই ভৃত্যের প্রাণ বিনাশ করিয়া ঘোরতর পাপকর্ম্ম করিয়াছ, ঈশ্বরের নিকট অপরাধি হইয়াছ, ইহাতেই সন্তপ্ত হইতেছি।" যুবা বলিল "আপনি দুঃখিত হইবেন না, যাহার যেমন কর্ম্ম ইহজগতে তাহার সেইরূপ প্রতিফল পাওয়া আবশ্যক। দেখুন পরকালের বিষয় যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদের উপরে শাসন দণ্ড না চালাইলে উহারা প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমশঃ পাপকর্ম্ম করিতে পারে, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর পাপের ইয়ত্তা থাকেনা, অতএব ইহার উচিত দণ্ডই বিধান করা হইয়াছে।" এই বলিয়া ভৃত্যের মৃতদেহ মৃত্তিকাসাৎ করিল, পরে হাতেমের উপযুক্ত আতিথ্যসৎকার করিয়া তাঁহার সহিত সামজিক আমোদ আহ্লাদে নিশাযাপন করিল।

রজনী প্রভাত হইলে হাতেম যুবকের নিকট বিদায় লইয়া ঐ নগরের অতিথিশালার পূর্ব্ব বন্ধু বণিকের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক বলিল, "আপনার আশির্ব্বাদে আমি কুশলে আছি এবং আপনার শুভ চিন্তা করিতেছি। অদ্য কয়েক দিবস হইতে সেই শব্দ আর শ্রুতিগোচর না হওয়ায় হারিস কন্যা আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।" হাতেম বলিলেন, "ভ্রাত! আমি তাহার সমস্ত সবাদ আনয়ন করিয়াছি, আর ভয় করিও না"—এই বলিয়া হারিস বণিকের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রতীহারী, হারীস কন্যাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিবা মাত্র হারীস কন্যা হাতেমকে নিকটে আনাইয়া সমস্ত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যক্ত করিলে হারীসকন্যা বলিল, "সেই জন্যই আর কে শব্দ আজ কয়েক দিন হইতে শ্রুত হইতেছে না। যাহা হউক আপনি ধন্যবাদার্হ তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্ন অবশিষ্ট আছে সেইটি পূরণ করিতে অগ্রসর হউন।

সে প্রশ্নটি এই- 'মহাপক্ষীর নিকট যে সাহ মোহরা নামক গুটিকা আছে তাহা আনয়ন করুন'।* প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হাতেম তথা হইতে নিক্রান্ত হই লেন এবং বণিক বন্ধুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক প্রশ্ন পূরণার্থ যাত্রা করিলেন।

কিছু দূর গমন করিয়া হাতেম মনে মনে চিন্তা করিলেন এতদ্ কোথা হইতে কি প্রকারে সংগ্রহ করিব। যাহা হউক, যখন পরোপকার ব্রতে দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছি তখন আর চিন্তা করিলে কি হইবে। রাক্ষসরাজ ফরো-কাশ আমার একজন পরম বন্ধু। বোধ হয় তাহার নিকট এসংবাদ অবগত হইতে পারিব। এই বলিয়া প্রথম প্রশ্ন পূরণ করিতে যে গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া-ছিলেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উহার মধ্যেই ঝম্প প্রদান করিলেন, এবং দুই তিন দিন সমভাবে গড়াইতে গড়াইতে যখন শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন পূর্ব্বমত নেত্রোন্মীলন করিয়া আলোক দেখিতে পাইলেন এবং পূর্ব্বে যে ভাবে যে যে রাক্ষসকে দেখিয়া ছিলেন তাহাদের সকলকে দেখিতে পাইলেন। রাক্ষসেরা পুনবায় হাতেমকে দেখিয়া নৃশংসতাচরণের পরিবর্ত্তে সকলেই তাঁহার অতিথী সৎকার করিতে লাগিল। হাতেম ঐ সকল রাক্ষসের সাহায্যে রাক্ষস রাজ ফরোকাশ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, ফরোকাশ পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া পরমাহ্লাদে তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিল এবং পুনরাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি সাহ পক্ষীর সাহমোহরা গোটীকার কথা ব্যক্ত করিলেন। তখন ফরোকাশ বিস্ময়ে উত্তর করিল, "মহাশয়! আপনি বলেন কি? সেই দুর্দান্ত পক্ষীর নিকট হইতে গুটীকা আনিতে নিশাচরে রাও অপারগ। আপনি হীন বীর্য মনুষ্য হইয়া কি প্রকারে তথা যাইতে সাহসী হইতেছেন? আমার বোধ হয় আপনার কোন শত্রু আপনার বিনাশ বাসনায় এইরূপ কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছে। আপনি আমার পরম বন্ধু সেই জন্য আপনাকে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছি।" হাতেম বলিলেন, "রাক্ষসরাজ! যে কৃপাময় ঈশ্বর আমাকে এস্থানে আনয়ন করি-য়াছেন তাঁহারই প্রসাদে আমি নিঃশঙ্কায় তথায় যাইতে বাসনা করিয়াছি। তুমি কিছু মাত্র চিন্তা করিও না, তবে এই মাত্র সাহায্য কর, যেন তোমার কোন অনুচর আমার পথ প্রদর্শক হইয়া অনুগামী হয়, তাহা হইলে পরম

উপস্থিত হইব।" ফরোকাশ বলিল, "মহাশয়! আমি আপনাকে পুনর্ব্বার তথায় যাইতে নিষেধ করিতেছি, ক্ষান্ত হউন। কারণ, সেস্থানে গমন করিলে আপনার কখনও মঙ্গল হইবে না।" হাতেম বলিলেন, "নিশাচর! আমি কদাপি স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি না। ইহাতে আমার প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তথাপি ঐ স্থানে যাইতেই হইবে।" ইহা শুনিয়া ফরোকাশ নিরুত্তর হইল। হাতেম দিবস ত্রয় তথায় অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিনে ফরোকাশের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ফরোকাশ দইজন স্বীয় অনুচরকে হাতেমের অনুগামী হইতে আজ্ঞা দিয়া বলিলেন, "তোমরা সাবধানে ইহাঁকে মাহপরীর অধিকারে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া অন্ততঃ দুইমাস কাল ইহাঁর প্রত্যাগমন অপেক্ষায় সীমান্তে অবস্থান করিবে।"

হাতেম সেই অনুচরদ্বয়ের সহিত ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। এক মাস পরে যখন মাহপরীর সীমার নিকট উপনীত হইলেন তখন অনুচরদ্বয় হাতেমকে বলিল "মহাশয়! আমাদের আর অগ্রসর হইবার অধিকার নাই। কারণ, সম্মুখে ঐ পর্ব্বতশ্রেণী বেষ্টিত মাহপরীর সীমা দেখা যাইতেছে; ভিন্ন জাতীয় কেহ ঐস্থানে গমন করিলে তাহাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না সুতরাং আমরা আপনার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় আজ্ঞামত দুই মাস কাল এই স্থানেই অবস্থান করিব। আপনার মঙ্গল হউক, গমন করুন।" হাতেম ঐ চরদ্বয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত, নানা ফল পুষ্প শোভিত পাদপ পরিশোভিত হইয়া দর্শকের নয়ন মন আকুলিত করিতেছে। ক্রমে ক্রমে যখন উঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, কোথা হইতে দলে দলে ভীষণাকার পরী-পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, দেখিতেছি এ মনুষ্য জাতি, অতএব ইহাকে আশু বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। মনুষ্য জাতি চতুরতা, খল ও কপটতাপূর্ণ; অতএব ইহাকে জীবীত রাখিলে কি জানি পাছে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া আমাদের শান্তি স্থানে অশান্তি উৎপাদন করে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় অপর কতকগুলি পরী-পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইল, তাঁহাদের মধ্যে এক জন কোন কথা না বলিয়াই অকস্মাৎ

হাতেমের হস্তপদ ও গলদেশ দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া লইয়া চলিল। অনন্তর অনুযাত্রী পরীরা হাতেমকে বলিল, "ওহে! তুমি কে? কি জন্য এস্থানে আসিলে? সত্য করিয়া বল তোমায় এখানে কে আনিল?" হাতেম বলিলেন, "আমি এক জন ঈশ্বর সৃষ্ট মনুষ্য, তাঁহারই কৃপায় এখানে আসিয়াছি। সম্প্রতি সুরত নগর হইতে আসিতেছি।" ইহা শুনিয়া এক পরি বলিল, "আমার বোধ হইতেছে, তুমি পরী রাজের প্রসিদ্ধ গোটিকা লইতে আসিয়াছ। সত্য বল, মিথ্যা বলিলে নিস্তার নাই।" হাতেম মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি স্ববাসনা প্রকাশ না করিয়া মিথ্যা বলি তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধি হইব; আর প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই ইহারা নৃশংসতাচরণ করিবে। সে অবস্থায় মৌনাবলম্বনই শ্রেয়। অনন্তর উহারা সকলে তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য, এই বলিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে হাতেমকে নিক্ষেপ করিয়া সকলে প্রস্থান করিল। হাতেম ভল্লুক কন্যা দত্ত গোটিকা প্রভাবে তিন দিন সেই জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে জিবীতাবস্থায় অবস্থান করিলেন। তিন দিন পরে ইন্ধন নিচয় ভস্ম হইলে ক্রমে অগ্নি প্রশমিত হইল, হাতেম উহা হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, শরীরের কথা দূরে থাক বস্ত্রের এক তন্তু পর্য্যন্তও দগ্ধ হয় নাই। তখন পুনরায় আস্তে আস্তে নগরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এমন সময় পথিমধ্যে পুনরায় সেই পরীগণ আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়া বলিল; "ওহে! তুমি কে? আজ তিন দিন হইল আমরা এক মনুষ্যকে অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তুমি কি সেই মনুষ্য? না অপর কেহ? সত্য বল।" হাতেম উত্তর করিলেন "তোমরা নির্ব্বোধের মত কি বলিতেছ? জ্বলন্ত পাবকে নিক্ষিপ্ত হইলে, কি কোন জীব জীবন্ত থাকে?" তাহারা হাতেমের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আর কোন কথা না বলিয়া এক প্রকাণ্ড প্রস্তর আনয়ন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে চাপাইয়া দিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, গোটিকা প্রভাবে সেই প্রকাণ্ড শিলা চাপে তাঁহার কিছু মাত্র কষ্ট হইল না। ইহা দেখিয়া কোন পরী তাঁহার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে শিলা স্থানান্তরিত হইল, অনন্তর সেই নৃশংস হাতেমকে পদদ্বয় ধারণ করিয়া ঘূর্ণায়-

স্থান করিয়া সহসা নিক্ষেপ করিল। তিনি এই প্রকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া যোজনান্তে সমুদ্র মধ্যে পতিত হইবা মাত্র এক ভীষণ কুম্ভীর তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অনন্তর যখন সেই হিংস্র জলচরের উদর মধ্যে নীত হইলেন তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল; এবং ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া তাহার অন্তর নাড়ি সমস্ত পদ দ্বারা বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। কুম্ভীর দেখিল আহার কোন মতেই পরিপাক হইতেছে না, পরে উদর বেদনায় ব্যাকুল হইয়া স্থলে আগমন করিয়া হাতেমকে উদগার করিয়া তথা হইতে সত্বর পলায়ন করিল। হাতেম পুনরায় পৃথিবী দর্শন করিয়া মনে মনে ঈশ্বরের যশোগান করিতে লাগিলেন কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আর এক পদও চলিতে পারিলেন না, সেই স্থানেই বালুকার উপর শয়ন করিয়া ইতস্ততঃ নভোমণ্ডলের দিকে তাকাইতেছেন এমন সময়ে কতকগুলি পরী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল এ যে মনুষ্য দেখিতেছি। এ স্থানে কি প্রকারে আসিল? তত্ত্ব লওয়া উচিত। অনন্তর এক জন হাতেমকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ওহে মনুষ্য! তুমি এস্থানে কি প্রকারে আসিলে?" হাতেম উত্তর করিলেন "যে সর্ব্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বর তোমাদিগকে ও আমাকে সৃজন করিয়াছেন তিনিই আমাকে এস্থানে আনিয়াছেন। সম্প্রতি আমি কুম্ভীর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলাম,ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়া অদ্য দুই দিন হইল এস্থানে আসিয়াছি। ক্ষুৎপিপাসায় আমার প্রাণান্ত হইয়াছে, তোমরা যদি প্রকৃত দয়ালু হও অগ্রে আমাকে কিছু আহারীয় প্রদান কর।" হাতেমের এতাদৃশ ব্যাকুলতা দর্শনে বলিল, "আমরা তোমার অবস্থা দর্শনে বাস্তবিক দুঃখিত। কি করি, রাজাজ্ঞা মনুষ্য দেখিলেই তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে। এ অবস্থায় তোমাকে আহার দিলে যদি রাজার কর্ণে এই কথা উঠে তাহা হইলে আমাদিগের পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড হইবে।" ইঁহাদের মধ্যে এক জনের মনে করুণার উদ্রেক হওয়ায় বলিল "ভাই হে! আমার কথা শ্রবণ কর, এ মনুষ্য কিছু স্বইচ্ছায় এখানে আসে নাই, ইহাকে কুম্ভীর যে কোন্ স্থান হইতে আনয়ন করিয়াছে ঈশ্বর জানেন, ইহার পরমায়ু ছিল তাহাতেই কুম্ভীর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাকে অতি বিপন্ন দেখিতেছি, অতএব ইহার প্রাণ রক্ষা করা

আমাদের সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য, রাজা এস্থান হইতে অনেক দূরে অবস্থান করেন; আমরা প্রকাশ না করিলে তিনি এ সম্বন্ধে কখনই জানিতে পারিবেন না।” অপর পরীরা বলিল, “না ভাই, আমরা তোমার পরামর্শ মত কার্য্য করিলে সকলে দণ্ডাই হইব।” হাতেম তাহাদের বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বলিলেন “বন্ধুগণ। তোমাদের রাজদণ্ড হইতে ভীত হইবার আবশ্যক নাই; যদি অধমের প্রাণ রক্ষা করিলে তোমাদের কোন বিপদা-শঙ্কা হয় তাহা হইলে আমাকে এই দণ্ডেই বিনাশ কর। পর হিতার্থ যদি এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ বিনষ্ট হয় তাহাতে আমি দুঃখিত নহি, প্রত্যুত আপনাকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিব।” উহারা হাতেমের এতাদৃশ মহত্ত্ব দর্শনে সকলে এক বাক্যে বলিল, “এ মনুষ্য সামান্য লোক নহে অতএব ইহাকে রক্ষা করাই আমাদের উচিত, রাজধানী এস্থান হইতে সপ্তাহের পথ ব্যবধান, সুতরাং আমরা প্রকাশ না করিলে রাজা কখনই এ বিষয় জানিতে পারিবেন না।” অনন্তর তাহারা হাতেমকে আপনাদিগের আলয়ে লইয়া গিয়া নানা প্রকার আহারীয় সামগ্রী প্রদান করিল। হাতেম পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া যখন শরীরে কিছু বল পাইলেন তখন পরীরা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল এবং নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিল।

এক দিন হাতেম স্বকার্য্য সাধনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলে, পরীরা কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম উত্তর করিলেন, “বন্ধুগণ। আমি কোন বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি।” পরীরা বলিল “সে কর্ম্ম কি এবং কোন্ স্থান হইতে কুম্ভীরে তোমাকে এস্থানে আনিল?” হাতেম বলিলেন, “করোকাশ রাক্ষসের অনুচর আমাকে তোমাদের রাজ্যের সীমায় উপস্থিত করে, পরে তোমাদের জাতীয় কতকগুলি পরী প্রথমতঃ আমাকে জলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করে। তাহাতে আমার জীবন নষ্ট না হওয়ায় তাহারা এক প্রকাণ্ড পাষাণ খণ্ড আমার বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করে, যখন তাহাতেও আমার মৃত্যু হইল না; তখন তাহারা আমার পদদ্বয় ধারণ করতঃ ঘুরাইতে ঘুরাইতে এমত জোরে নিক্ষেপ করে যে তাহাতে আমি যোজনান্তে সমুদ্র জলে গিয়া পতিত হইয়া মাত্র তথায় এক ভীষণ কুম্ভীর আমাকে গ্রাস করে। কুম্ভীর যখন আমাকে

জীর্ণ করিতে পারিল না, তখন তীরে আসিয়া আমাকে উজ্জীবণ করিল ; তাহার পরেই তোমাদের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।" উহাদের মধ্যে কোন পরী বলিল, "ওহে সুন্দর মনুষ্য ! তোমার এমন কি গুরুতর কর্ম্ম আছে, যাহার জন্য এই সুদুর্লভ মানব জীবনে এত কষ্ট পাইতেছ ?" হাতেম আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিল। তাহার পর পরীরা বলিল, "সমস্ত অবগত হইলাম, কিন্তু তোমার এখানে আসিবার কারণ কি ?" হাতেম বলিলেন, "মাহপরীর নিকট আমার কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।" এই কথা শ্রবণ মাত্র সকলে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "ওহে নির্ব্বোধ মনুষ্য ! সাবধান, তুমি সেই প্রবল পরাক্রান্ত পরীরাজের নিকট যাওয়া দূরে থাক, নামও আর কখন মুখে উচ্চারণ করিও না। আমরা তাঁহার ভৃত্য, তাঁহারই আদেশে রাজ্য রক্ষার্থ নিযুক্ত আছি। রাক্ষস বা মনুষ্য আসিলে তাহাকে বিনাশ করাই আমাদের রাজাজ্ঞা, তুমি যে আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছ, তাহা আমাদেরই অনুগ্রহ জানিবে। আমাদের আশ্রয়ে এক মনুষ্য আছে একথা রাজার কর্ণগোচর হইলে, তোমার তো প্রাণ বিনষ্ট হইবেই তৎসঙ্গে আমাদেরও অব্যাহতি নাই।

এস্থানে অপর জীব, আসিতে না পারে।
আইলে সে কোন মতে, জীবিত না ফিরে॥
রাজার আদেশ মত, মোরা যত পরী।
আজ্ঞাকারী হয়ে সদা, রাজ্যরক্ষা করি॥
মনুষ্য, রাক্ষস, দৈত্য কিম্বা অন্যজাতি।
আইলে এস্থানে কভু, নাহি অব্যাহতি॥
অতএব রাখ কথা, ত্যজ অভিলাষ।
বিনষ্ট হইবে শেষে করাবে বিনাশ॥

হাতেম বলিলেন, "বন্ধুগণ ! তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়া আমি অসীম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমাদের অভিপ্রায়ের অনুগত হইতে পারিলাম না, কারণ আমি প্রতিজ্ঞার একান্ত অধীন। তোমরা এত যে আমার ত্রাসোৎপাদন করিতেছ ইহাতে আমি কিছু মাত্র ভীত হইতেছিনা। আমি তোমাদের রাজার সহিত অবশ্য

সাক্ষাৎ করিব, ইহাতে যদি তোমরা একান্ত ভীত হও তাহা হইলে আমার পরামর্শ মত এক কার্য্য কর, আমারে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া চল। এই কথা শ্রবণ করিয়া পরীগণের উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইল। কারণ হাতেমের রূপ গুণে তাহারা এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা হাতেমের প্রাণসংহার করিতে পারে না। তাঁহার উপদেশ মত বন্ধন করিয়া রাজ সন্নিধানে লইয়া যাইতে পারে। পরিশেষে উহাদের মধ্যে একজন বিচক্ষণ পরী বলিল, এই মনুষ্যকে গোপনে রাখিয়া পত্র দ্বারা ইহার বৃত্তান্ত রাজ সমীপে জ্ঞাপন করা যাউক। পরে তাঁহার যেরূপ আজ্ঞা হইবে সেই মত করা যাইবে। দেখ ভাই! সকল বস্তু অনায়াসে লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু একটি সুহৃদ সহজ লভ্য নহে, বিশেষত. মিত্র দ্রোহীর ন্যায় পাপিষ্ঠ জগতে নাই। এই মনুষ্যকে আমরা এতাবৎ বন্ধুরূপে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি এবং ইহার এক প্রকার জীবনদানই করা গিয়াছে, তাহাতে ইহার অমঙ্গল চিন্তা করা আমাদের কদাচ উচিত নহে। তখন সকলে এক মত হইয়া রাজার নিকট পত্র প্রেরণ করাই স্থির করিয়া এই মত একখানি পত্র লিখিল :—

মহামহীম মহীমার্ণব বিক্রম বিশারদ পরীরাজ মহারাজ

মহীমার্ণবেষু।

নিবেদন—

অদ্য কয়েক দিন হইল, এ দাসেরা সাগর তীরে এক মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ মনুষ কে এতাবৎ সাবধানে রক্ষা করিতেছে। ঐ মনুষ্য মুখেই ব্যক্ত যে, সে শ্রীযুতের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনেচ্ছু হইয়া স্বদেশ হইতে আগ মন করিয়াছে, এতন্নিবন্ধন দাসেদের অবধ্য বোধে তাহাকে দর্শন মাত্র বিনষ্ট করিতে পারে নাই। যথাজ্ঞা প্রকাশে ভৃত্যগণকে কৃতার্থম্মন্য করিতে অনু মতি হয়। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

নিবেদক

খাবসা পরী,

সমুদ্র প্রান্ত রক্ষক।

পত্রবাহক দ্বারা এইরূপ আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়া সকলে রাজাজ্ঞার

অপেক্ষায় রহিল। সপ্তাহান্তে দূত রাজ সদনে উপস্থিত হইল, প্রতিহারি রাজার নিকট নিবেদন করিল, "ধর্ম্মাবতার! সমুদ্র প্রান্ত রক্ষকের জনৈক দূত দ্বারে অবস্থান করিতেছে, তথাকার অধ্যক্ষের আবেদন পত্র তাহার নিকট আছে।" অনন্তর রাজাজ্ঞাক্রমে দূত স্বয়ং যাইয়া রাজাকে পত্রপ্রদান করিলে, পরীরাজ পাঠান্তে উত্তরে লিখিলেন, সেই মনুষ্যকে সত্বর রাজ সভায় আনয়ন কর।

এইরূপ রাজাজ্ঞা পাইয়া পরীবা আনন্দে হাতেমকে লইয়া রাজ সদনে চলিল। রাজধানীস্থ অপরাপর পরীরা কখন মনুষ্য দেখে নাই, সুতরাং স্ত্রী পুরুষে দলে দলে রাজপথে দণ্ডায়মান হইল, কেহবা গবাক্ষে, কেহবা ছাদে এবং কেহ কেহ বা বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া মনুষ্য দেখিবার আশায় অবস্থিত হইল। রাজধানী মধ্যে মহা কোলাহল ও জনতা হইতে লাগিল যেন কোন অপূর্ব্ব জীব রাজ্য মধ্যে আনিত হইয়াছে।

রাজ-সচীব মমশ পরীর সুন্দরী যুবতি কন্যা হস্না এই সম্বাদ, স্বীয় সহচরীকে বলিল, "সখী শুনিলাম রাজা সমুদ্রতীর হইতে এক অতীব সুন্দর মনুষ্য যুবা আনাইয়াছেন, অতএব যে কোন উপায়ে হউক, উহাকে দেখিতে হইবে" সহচরী বলিল, "সুবদনী। ইহার আর চিন্তা কি? শীঘ্রই উপায় বিহিত করিতেছি, অগ্রে তুমি তোমার মাতার নিকট হইতে উদ্যান ভ্রমণের অনুমতি লও এবং এইরূপ ছল দ্বারা আমরা পথিমধ্যেই ঐ মনুষ্যকে দর্শন করিব, কারণ ঐ নরবর রাজ ভবনে নীত হইলে আর কোন প্রকারেই দেখা পাইবার আশা নাই।" অনন্তর হস্না স্বীয় মাতার নিকট হইতে উদ্যান ভ্রমণের অনুমতি লইয়া, সহচরী সহ রাজ পথে উপস্থিত হইল। হস্না ব্যাকুল ভাবে সহচরীকে বলিল "সখী কোন্ পথে সে মনুষ্যকে লইয়া যাইতেছে অগ্রে স্থির কর পরে তথায় গমন করা যাইবে।" সহচরী হসনাকে সেই স্থানে অবস্থান করিতে বলিয়া স্বয়ং শূন্যে উড্ডীয়মানা হইল এবং যে স্থান দিয়া পরীরা হাতেমকে লইয়া যাইতেছিল, জনতা লক্ষ্য করিয়া সেই স্থানে অবতীর্ণা হইয়া দেখিল, কতকগুলি পরি এক সুন্দর মনুষ্য যুবাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। সহচরী অগ্রসর হইয়া সেই সৈন্যগণকে বলিল তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ, তাহারা উত্তর করিল, 'আমরা সমুদ্র রক্ষকের

অনুচর, এক মনুষ্যকে লইয়া রাজার নিকট গমন করিতেছি।" সহচরী বলিল "ঐ মনুষ্যকে আমি একবার দেখিতে পাই না?" দৈত্যেরা বলিল, "হানি কি?" সহচরী জনতার মধ্যে গিয়া দেখিল, একটি অতি সুন্দর যুবা নির্ভীক চিত্তে প্রহরীগণ মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। হাতেমের রূপ দেখিয়া সহচরি পরী অবাক হইয়া গেল; কারণ তাহারা জনমে কখন মনুষ্য দেখে নাই, বিশেষতঃ মনুষ্য মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আছে ইহা তাহাদের এক প্রকার কল্পনার অতীত। অনন্তর হস্না-সখী সেস্থান হইতে পুনরায় শূন্যে উত্থিতা হইল এবং যথায় হস্না অপেক্ষা করিতেছিল নিমেষ মধ্যে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "প্রিয় সখি! তুমি যে মনুষ্যকে দেখিবার আশায় এস্থানে আসিয়াছ, আমি সেই সুন্দর মনুষ্যকে এই মাত্র দেখিয়া আসিলাম। আহা! তাহার রূপের কথা কি বলিব, বোধ করি আমাদের পরী মধ্যে সেরূপ রূপবান পুরুষ নাই। তাঁহার কোন অবয়বই নিকৃষ্ট নহে।" ইহা শুনিয়া হাতেমকে দেখিবার জন্য একান্ত ব্যাকুলিতা হইল এবং বলিল, "চল সখি, আমিও এক বার ঐ মনুষ্যকে দেখিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করি, আমি ঐ মনুষ্যকে না দেখিয়া কোন ক্রমেই স্থীর হইতে পারিতেছি না।" সহচরী পরী হস্নাকে সান্ত্বনাবাক্যে বলিল "সখি, স্থীর হও, দেখ তুমি অনায়াসেই তথায় গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পার; কিন্তু যদি দর্শন মাত্র তুমি তাঁহার উপর আশক্তা হও তখন কি হইবে? প্রহরী গণের মধ্য হইতে তাঁহাকে কোন ক্রমেই আনয়ন করিবার যো নাই অতএব স্থীর হও আমার কথা শুন। রাত্রিতে রক্ষকেরা যখন নিদ্রাভিভূত হইবে, সেই সময় আমি ঐ মনুষ্যকে তোমার নিমিত্ত হরণ করিয়া আনিব।" হস্নাও ইহাতে সম্মতা হইল।

অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইলে সহচরি পরী পুনরায় শূন্যে উত্থিতা হইয়া দেখিল রক্ষকেরা পুর্ব্ব স্থানে নাই। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল তাহারা অগ্রসর হইয়া রাজবাটির সম্মুখস্থ উদ্যানে, মধ্য স্থলে মনুষ্য ও চতুর্দ্দিকে সকলে পরিবেষ্টন করিয়া, সুখে নিদ্রা যাইতেছে। সহচরী নিঃশব্দে মধ্য স্থানে হাতেমের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল তিনিও রক্ষী বর্গের মত অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন; পরী বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ

হাতেমের মস্তকে মন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক ফুৎকার দান করিলে হাতেম পূর্ব্বাপেক্ষা আরও হতচেতন হইলে, পরি হাতেমকে ধারণ করিয়া সত্বর শূন্যে উখিতা হইল এবং হাতেমকে হস্‌নার উদ্যান মধ্যে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্‌নাকে আসিয়া সংবাদ দিল। এই কথা শ্রবণ মাত্র, হস্‌না আপন উদ্যানে গিয়া দেখিলেন একটী পরম সুন্দর যুবা অচেতন অবস্থায় পতিত আছেন। হাতেমের রূপ দেখিবা মাত্র আশক্তা হইয়া হস্‌না পুনঃ পুনঃ হাতেমের মুখ চুম্বন করিতে লাগিল, পরে পুনরায় মন্ত্র প্রয়োগ ও ফুৎকার দানে তাঁহাকে সচেতন করিল। হাতেম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে এক সুন্দরী পরীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি কে? এ মনোরম উদ্যান কাহার? এবং আমারেই বা এস্থানে কে আনিল?" হস্‌না মুখ ভঙ্গি করিয়া যেন হাতেমকে কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ করিতে করিতে বলিল "প্রিয়তম! আমি মনুসা নামক পরীর কন্যা, আমার নাম হস্‌না, এই মনোরম উদ্যান আমার প্রমোদ স্থান এবং আমিই তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে এস্থানে আনাইয়াছি।" হাতেম বলিলেন, "আমি কিছু পূর্ব্বে রক্ষকগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলাম, আমার বেশ স্মরণ হইতেছে। তুমি তাহার মধ্য হইতে আমাকে কি প্রকারে হরণ করিলে সত্য বল।" হস্‌না বলিল "যখন রক্ষকগণ নিদ্রাভিভূত ছিল তখন আমার এই সহচরী তোমাকে সুষুপ্তাবস্থায় হরণ করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে।" হাতেম হাস্য করিয়া বলিলেন "তুমি তুচ্ছ রিপুর বশীভূতা হইয়া বৃথা আমার কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মাইলে।" হস্‌না বলিল। "তুমি কোন্ কর্ম্মের জন্য এস্থানে আসিয়াছ?" হাতেম বলিলেন "তোমাদের রাজার নিকট যে প্রসিদ্ধ গোটিকা আছে আমি উহা লইবার জন্যই এস্থানে আগমন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া হস্‌না উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল। "ওহে যুবা! তুমি কি পাগল হইয়াছ? মাহ পরীর হস্ত হইতে গোটিকা লওয়া কি কখন সম্ভবে? ফেরেস্তা (ঈশ্বর-দূত) তথায় যাইতে অক্ষম, তুমি মনুষ্য হইয়া কি প্রকারে তথায় যাইতে অভিলাষ করিতেছ? যাহা হউক আমি তোমাকে চেষ্টা করিতে নিষেধ করিব না। কারণ যদি তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় তাহা হইলে উহা হস্তগত হইলেও হইতে পারে, এবং এ বিষয়ে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সাধ্য মত তোমার সাহায্য

করিব।” হস্নুবার এই সকল কথা শুনিয়া হাতেম কিছু আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর প্রাতঃকালে রক্ষকগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তাহারা হাতেমকে নিকটে না দেখিয়া সকলে ভয়ে বিহ্বল হইল, এবং কি বলিয়া রাজাকে উত্তর দিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে একজন বলিল আমার বোধ হয়, কোন পরী ঐ মনুষ্যের উপর আসক্তা হইয়া রাত্রিতে আমাদের নিদ্রাবস্থায় উহাকে হরণ করিয়াছে। যাহা হউক, আমরা সেই মনুষ্যকে না লইয়া রাজ সন্নিধানে কখনই উপস্থিত হইতে পারিব না। সেই মনুষ্য বিহনে আমাদের সকলেরই প্রাণান্ত হইবে। অতএব আমার মতে, এক্ষণে লুক্কায়িত থাকিয়া গোপনে গোপনে সেই মনুষ্যের অনুসন্ধান করা যাউক। এইরূপ পরামর্শ করিয়া উহারা কোন স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। রাত্রি হইলে ইতস্ততঃ হাতেমের অনুসন্ধান করিত এবং দিবসে পরামর্শ মত লুক্কায়িত থাকিত। এই ভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইল।

একদা পরীরাজ শাহ বলিলেন, সমুদ্রতীর হইতে যে মনুষ্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, সে মনুষ্য অদ্যাবধি আসিয়া উপস্থিত হইল না কেন? অতএব একজন তথায় গিয়া সত্বর সংবাদ আনায়ন কর। আজ্ঞামাত্র কোন পরী তৎক্ষণাৎ শূন্যে উড্ডীয়মান হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল এবং সমুদ্র প্রান্তরক্ষক থানাদারকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিল। থানাদার বলিল “সেকি কথা! আমি আজ দশ বার দিন হইল, রাজাজ্ঞা অনুসারে সেই মনুষ্যকে রক্ষকগণের সহিত প্রেরণ করিয়াছি।” দূত এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পরী রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে পরীরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে সসৈন্যে ইহার অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র সেই সৈন্যাধ্যক্ষ সজ্জিত হইয়া পলাতক রক্ষকগণের অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইল।

একদিন উহাদের একজন রক্ষক ছদ্মবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে পতিত ও ধৃত হইয়া রাজ সমক্ষে নীত হইল।

রাজা রোষ কষায়িত লোচনে রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "সত্য বল, সেই মনুষ্য কোথায় ?" ধৃত রক্ষক কম্পিত কলেবরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল "মহারাজ ! যদি এ দীনের জীবন রক্ষা করেন তাহা হইলে দাস সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ করিতে পারে।" রাজা তাহাই হইবে বলিলে, সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "মহারাজ ! আমরা সেই মনুষ্যকে নির্ব্বিঘ্নে হুজুরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু দুরাদৃষ্ট বশতঃ রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় আমরা রাজ-ভবনে প্রবেশ করিতে অবসর না পাইয়া সম্মুখস্থিত উদ্যানে সেই মনুষ্যকে বেষ্টন করিয়া নিদ্রিত ছিলাম। কিন্তু কেমন করিয়া মনুষ্য স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিতে পারি না। অনুমানে বোধ হয়, কোন পরী তাহাকে হরণ করিয়া থাকিবে; নতুবা সে মনুষ্য আপনা হইতেই মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া এ রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পলায়নের কোন সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য হৃত হইলে আমরা সকলে হুজুরের ভয়ে দিবভাগে লুক্কায়িত থাকি এবং রাত্রিতে উহার অনুসন্ধান করি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহার কোন নিদর্শন পাই নাই।" রাজা সমস্ত শ্রবণ করিয়া ধৃত রক্ষককে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়া পঞ্চশত চর নগর মধ্যে মনুষ্যানুসন্ধান করিতে নিযুক্ত করিলেন।

ঘটনা ক্রমে একদিন কোন এক চর ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে হস্না পরীর প্রমোদোদ্যানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে গুপ্তভাবে দেখিল, হস্না এক সুন্দর মনুষ্যের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ হস্নার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্কশ স্বরে বলিল "রে পাপিষ্ঠে ! রাজাজ্ঞা ক্রমে এই মনুষ্যকে সমুদ্রতীর হইতে আনা হইয়াছে। তুই রাজাকে বঞ্চনা করিয়া এই মনুষ্যের প্রতি আসক্তা হইয়া, ইহাকে হরণ করিয়াছিস। এখনও আপন ইষ্টাকাঙ্ক্ষিণী হইস ত ইহাকে আমার হস্তে দান কর, নতুবা অবিলম্বে তীক্ষ্ণ-শাস্তির প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিবি।" হস্না চরের এইরূপ কটুবাক্য শ্রবণে স্বীয় আসন হইতে উত্থিতা হইয়া আরক্ত লোচনে বলিল "রে পাপিষ্ঠ ! তুই অপরিচিত হইয়া বিনানুমতিতে আমার প্রমোদোদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া আবার আমাকেই ভর্ৎসনা করিতে লজ্জা বোধ করিতেছিস না ?" এই বলিয়া নিজ দাসগণকে

আহ্বান করিতে লাগিল এবং বলিল "কে কোথায় আছ এই পাপিষ্ঠ চোরের সমুচিত দণ্ড বিধান কর।" এই কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে হস্নার ভৃত্যয়া আসিয়া চরের প্রতি ধাবিত হইল, চর ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল এবং ক্রন্দন করিতে করিতে রাজ ভবনে উপস্থিত হইল। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে হস্নার কুব্যবহারের কথা বলিতে লাগিল। চর বলিল "মহারাজ! যে মনুষ্যের অনুসন্ধানার্থে আমরা নিযুক্ত হইয়াছি, কল্য রাত্রিতে গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে মনসার কন্যা হস্নার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখি, হসনা তাহাকে হরণ করিয়া পরম সুখে তাহার সহিত বিহার করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি সেই দুষ্টার নিকট হইতে ঐ মনুষ্যকে প্রার্থনা করায় নির্লজ্জা আপনাকে নানাপ্রকার কটূক্তি করিল অবশেষে আমাকে প্রহার করিতে উদ্যতা হইলে আমি কৌশল ক্রমে তথা হইতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি।" ইহা শ্রবণে পরীরাজ শাহ ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ ত্রিংশত অশ্বারোহীকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা অবিলম্বে মনসা পরী, তদীয় কন্যা ও সেই মনুষ্যকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনায়ন কর।

অশ্বারোহীগণ দ্রুত গমনে মনসা পরীর গৃহ আক্রমণ করিল। মনসা এ বিষয়ের কিছুই জ্ঞাত ছিল না সুতরাং অকস্মাৎ এরূপ আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বলিল "এতাদৃশ আক্রমণের কারণ কি?" তাহারা বলিল, "তুমি কি জাননা তোমার স্বেচ্ছাচারীণী স্বৈরিণী কন্যা, আজ দশবার দিন হইল একজন রাজ সৈন্য রক্ষিত মনুষ্যকে হরণ করিয়া স্বীয় প্রমোদোদ্যানে উন্মত্তা হইয়া সুখে তাহার সহিত বিহার করিতেছে?" তখন মনসা অন্তঃপুর মধ্যে হস্নার অনুসন্ধান লইয়া জানিল হসনা দশ বার দিন হইল মাতার অনুমতি লইয়া প্রমোদ কাননে গমন করিয়াছে। অনন্তর মনসা তথায় গমন করিয়া দেখিল সত্য সত্যই দুষ্টা মধুপানে উন্মত্তা হইয়া এক সুন্দর মনুষ্য যুবার সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। মনসা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কন্যার গণ্ড দেশে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "রে হতভাগিনী! পাপীয়সী, কিকরিয়াছিস? পিতা মাতার নাম লোপ করিতে বসিয়াছিস? তোর পাপে আমরা সবংশে নিধন হইলাম। হায়! হায়! এখন কি করি।

ঐ দেখ রাজানুচরেরা আমাদিগকে ধৃত করিতে আসিতেছে। আর কি রক্ষা আছে ?" পিতৃ মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া হুস্নার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইল। সে ভয়ে একেবারে বিহ্বলা হইল, মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং চক্ষু হইতে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। এমত সময় রাজ সৈন্যগণ আসিয়া বেগে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনসা, হুস্না ও হাতেমকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া পরীরাজের নিকট লইয়া গেল। হুস্নার সহচরী ও ভৃত্যগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রথমেই প্রস্থান করিয়াছিল। নতুবা তাহাদেরও ঐ দশা হইত।

অনন্তর মনসা রাজ সন্নিধানে নীত হইলে, রাজাজ্ঞায় তাহার সমস্ত বন্ধন উন্মোচন করা হইল। তখন মনসা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজ আমি আমার পাপীয়সী কন্যাকৃত অপরাধের কিছুমাত্র অবগত নহি। আমি আপনার চির সেবক ও দাস, সর্ব্ব বিষয়েই রাজাজ্ঞার অধীন।" অনন্তর পরীরাজ মনসার অবিচলিত রাজভক্তি দর্শনে ও সাধু উক্তিতে তাহাকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে হাতেম রাজ সন্নিধানে নীত হইলেন। পরীরাজ শাহ তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ সমীপে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। পরীরাজ বলিলেন "যুবক! তুমি মনুষ্য হইয়া এস্থানে কি প্রকারে আগমন করিলে? তোমার এমন কি কর্ম্ম আছে যে, এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও এ পরীলোকে আগমন করিয়াছ?" হাতেম উত্তর করিলেন, "পরীরাজ! আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে এস্থানে আগমন করিয়াছি। রাক্ষস রাজ ফরোকাশ আমার এক জন পরম বন্ধু, আমি তাঁহার মুখে আপনার যশের কথা শ্রবণ করিয়া, নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও এস্থানে আগমন করিয়াছি।" পরীরাজ বলিলেন, "তুমি এস্থানে একা আসিলে কি কেহ এস্থানে পঁহুছাইয়া দিল?" হাতেম উত্তর করিলেন, "রাক্ষসরাজ ফরোকাশের অনুচরেরা আমাকে তাহাদের সীমার বহির্ভূত করিয়া দিলে, আমি একাই আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি।" অনন্তর পরীরাজ বলিলেন, "ওহে যুবা! ভাল এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি—তোমাদিগের মনুষ্য মধ্যে সুচিকিৎসক আছে কি না?" হাতেম বলিলেন, "মহারাজ! আপনার চিকিৎসকের কি

প্রয়োজন ? আপনার রাজ্যে কি উত্তম চিকিৎসক নাই ?" রাজ বলিলেন, "চিকিৎসক অনেক আছে, কিন্তু তাহাদের ঔষধের কৃতকার্য্যতা দেখিতেছি না। আমার এক মাত্র প্রাণাধিক পুত্র বহুকাল হইতে নেত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে কোন ঔষধেই তাহার রোগোপশম না হইয়া প্রত্যুতঃ বৃদ্ধিই হইতেছে, এক্ষণে কি করি কিছুই স্থীর করিতে পারিতেছি না। আমার রাজ্যে কখনও কোন মনুষ্য আসিতে পারে না, কারণ আসিলে তাহার জীবন রক্ষা হয় না। এক্ষণে তোমার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে স্বতই আমার মনে উদিত হইল যে, যদি মনুষ্য দ্বারা আমার পুত্রটির নেত্ররোগ কোন প্রকারে আরোগ্য হয়। সেই জন্যেই তোমাকে এখানে আনাইয়াছি।" ইহা শুনিয়া হাতেম বলিলেন, "যদি আমি আপনার পুত্রের নেত্র আরোগ্য করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন ?" পরীরাজ বলিলেন, "তুমি আমার পুত্রের চক্ষু আরোগ্য করিয়া যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিবে তাহাই দিব।" হাতেম বলিলেন "উত্তম, যদি ইহা প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে আমি অদ্য হইতে ঔষধ পরীক্ষা করি।" পরি রাজ হাতেমের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তাহাই হইবে, পরীক্ষা কর।" হাতেম শিরস্ত্রাণ হইতে ভল্লুক কন্যা দত্ত গোটিকা জলে ঘর্ষণ করিয়া উহা চক্ষুতে প্রদান করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উহার যন্ত্রণা দূর হইল, কিন্তু তখনও দর্শন ক্ষম হইল না। তখন পরীরাজ বলিলেন "ওহে যুবা! তোমার ঔষধের গুণে যন্ত্রণা লাঘব হইয়াছে বটে কিন্তু কুমারের এখনও দর্শন শক্তি জন্মে নাই, অতএব উপায় কি ?" হাতেম বলিলেন, "উপায় আছে, জুলমৎ নামক স্থানে সুরপঙ্ক নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষের দুই এক বিন্দু নির্য্যাস দিলেই অচিরাৎ আপনার পুত্র-দর্শন শক্তি লাভ করিবেন।" অনন্তর পরীরাজ স্বীয় ভৃত্যবর্গকে ঐ নির্য্যাস আনিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা জুলমাতের নাম শুনিয়াই নতশির হইয়া হস্ত দ্বারা কর্ণাচ্ছাদন করিল। বলিল "ধর্ম্মাবতার! জুলমাতের পথ অতি ভয়ঙ্কর। তথায় কেহ গমনে সমর্থ নহে। ঐ স্থান ভূত, প্রেত, রাক্ষস প্রভৃতি হিংস্র নিশাচরগণ দ্বারা রক্ষিত। শুনিয়াছি, যে কেহ তথায় গমন করে, তাহাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না; অতএব ইহাতে হুজুরের কি আজ্ঞা হয়।"

হস্না পরী সেই বন্ধন দশাতেই রাজাজ্ঞার অপেক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিল। সে মনে মনে চিন্তা করিল যে, যে অপরাধ করিয়াছি তাহাতে রাজদণ্ড হইতে কখনই অব্যাহতি পাইব না, প্রাণ দণ্ড হইবে, তাহার সংশয় নাই। অতএব আমিই জুলমাৎ হইতে ঔষধ আনিতে যাইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "মহারাজ! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দাসীকৃত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেন ও আপনার কর্ম্ম সমাধা হইলে এই মনুষ্যরত্নকে আমায় প্রদান করেন তবে আমি জুলমাৎ হইতে ঐ নির্য্যাস আনিতে পারি।" পরীরাজ হস্নার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন, "তাহাই হইবে।" তখন হাতেম হস্নাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! আমি যাবজ্জীবন তোমার সহবাসে কাল হরণ করিতে পারিব না, আমার কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমি তিন মাত্র এস্থানে অপেক্ষা করিব না।" হস্না বলিল, "ওহে যুবা! তুমি যে কয় দিন ইচ্ছা আমার নিকট অবস্থান করিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। পরে তোমার যথা ইচ্ছা গমন করিও কেহ প্রতিবন্ধক হইবে না।"

তদনন্তর হসনা আরও দুই জন পরীকে সঙ্গে লইয়া ঔষধ আনিতে জুলমাৎ যাত্রা করিল। এক মাস পরে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ঔষধ সংগ্রহ করিয়া যেমন প্রত্যাগমন করিবে, সেই সময় পাদপ রক্ষক খলকাস নামক রাক্ষস স্বদলে হস্না ও তৎসহচরীদ্বয়কে আক্রমণ করিল। কিন্তু উহারা চতুরতা প্রকাশ করিয়া এমনিভাবে শূন্যে উড্ডীয়মানা হইল যে, খলকাস স্তম্ভিতের ন্যায় দলবল সহ তথায় অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, হসনার কিছুই করিতে পারিল না।

হসনা, কৃতকার্য্য হইয়া দুই মাস পরে স্বীয় রাজ্যে উপস্থিত হইয়া অনন্দ মনে রাজ ভবনে গমন করিল। অনন্তর রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল "মহারাজ! আপনার প্রসাদে এদাসী নিরাপদে ঔষধ আনয়ন করিয়াছে" এই বলিয়া নির্য্যাসপূর্ণ পাত্রটী রাজার হস্তে প্রদান করিয়া পথের যাবতীয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। পরীরাজ আনন্দিত হইয়া হস্নার সমাদর করিতে ত্রুটি করিলেন না। অনন্তর হাতেম কিঞ্চিৎ নির্য্যাস লইয়া তাহাতে গোটিকা ঘর্ষণ করিয়া রাজপুত্রের

চক্ষুতে প্রদান করতঃ বস্ত্র দ্বারা চক্ষুদ্বয় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং সপ্তাহ কাল সেই ভাবে রাখিয়া অষ্টম দিনে আবরণ মোচন করিলে রাজপুত্র স্বাভাবিক লোচন প্রাপ্ত হইয়া, পিতামাতাকে দর্শনপূর্ব্বক পরমাহ্লাদিত হইয়া হাতেমের পদতলে পতিত হইল। হাতেম রাজপুত্রকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে পরীরাজ মাহ, অসংখ্য ধন রত্ন আনাইয়া হাতেমকে পুরস্কার প্রদান করিয়া বলিলেন, "ওহে মনুষ্য! তুমি আমার মৃত শরীরে জীবন দান করিলে, অতএব আমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ কর।" হাতেম বলিলেন, "রাজন। ঈশ্বর আপনার সন্তানকে আরোগ্য করিয়াছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। সে যাহা হউক, মহারাজ। আপনি যে আমারে আশাতীত ধন দান করিলেন, এ সকল আমি একাই বা কি প্রকারে লইয়া যাইব? যদি আপনার কিঙ্করেরা ফরোকাশ রাজের অধিকার পর্য্যন্ত এই সমস্ত উপস্থিত করিয়া দিতে পারে, তবেইত তিনি আমার রাজ্যে পঁহুছাইয়া দিতে পারেন।" পরীরাজ আপন ভৃত্যগণকে বলিলেন, "যখন এই মনুষ্য স্বদেশে গমন করিবেন, তখন তোমরা এই সমস্ত উপঢৌকন রত্নাদি লইয়া ইহাঁর অনুগমন করিও।"

হাতেম বলিলেন, "রাজন! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারে বহুবহু পারিতোষিক প্রদান করিলেন। কিন্তু এক্ষণে স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন করুন।" পরীরাজ বলিলেন, "তোমার প্রার্থিত বিষয় ব্যক্ত কর, অবশ্য পূর্ণ করিব।" হাতেম বলিলেন, "মহারাজ! আপনার হস্তস্থিত সাহমোহরা গোটিকা আমাকে প্রদান করুন, এই আমার শেষ প্রার্থনা।" বাক্য শ্রবণ করিয়া পরীরাজের মুখশ্রী একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি অবনত বদনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার যে কিছু রাজ্য, ধন, সম্পত্তি সমস্তই এই গোটিকা প্রসাদে। অতএব এমত অমূল্য রত্ন কি প্রকারে ত্যাগ করি। যাহা হউক, যখন প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইয়াছি তখন আর ভাবিয়া কি করিব। বলিলেন, "ওহে মানুষ্য! আমার বোধ হয় সুরতনগরবাসী হারীস বণিকের কন্যা ইহা প্রার্থনা করে। কারণ, বহুদিবস হইতে ঐ দুষ্টা এই গোটিকার কথা শুনিয়া ইহা পাইবার আশায় বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, এখন তোমারই উদ্যমে পাপীয়সী

স্বফল মনোরথ হইল। যাহা হউক, আমি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ সুতরাং তোমাকে দান করিতেছি, কিন্তু ইহা জানিও ,আমি হারীস কন্যার নিকট ইহা অধিক দিন রক্ষা করিব না।” এই বলিয়া নিজহস্ত হইতে গোটিকা উন্মোচন করিয়া হাতেমকে দান করিলেন। হাতেম বলিলেন, “রাজন! আপনি যাহা বলিলেন সকলই সত্য ; আমার কোন বন্ধু হারীস কন্যার প্রতি আশক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বণিক কন্যার তিন প্রশ্ন পূরণে অক্ষম হইয়া বনে বনে রোদন করিয়া ফিরিতেছিলেন। আমি বন্ধুকে আশ্বস্ত করিয়া প্রথম দুই প্রশ্ন পূরণ করিয়াছি, এক্ষণে এইটি অর্থাৎ গোটিকা লইয়া যাওয়াই তৃতীয় অথবা শেষ প্রশ্ন। ইহা পূরণ হইলেই আমার বন্ধুর সহিত হারীস কন্যার বিবাহ হইবে, তাহার পর আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন, কিছু ক্ষতি নাই।” পরে হাতেম সেই গোটিকা লইয়া যেমন নিজ হস্তে বন্ধন করিলেন, অমনি পৃথিবীস্থ তাবৎ গুপ্তধনরাশি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। হাতেম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সাহমোহরার এই গুণ থাকাতেই হরীস কন্যা ইহার প্রার্থী হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতঃপর হাতেম পরীরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া হসনার উদ্যানে গমন করিলেন। সেই সময় পরীরাজ স্বীয় অনুচরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, দেখ এই মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হইলে অর্থাৎ সেই হারিস কন্যা পাপীয়সীর বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে, সেই রাত্রিতেই তোমরা কালবিলম্ব না করিয়া 'সাহমোহরা' হরণ করিয়া আনিবে। অনন্তর মনিস। শুভদিনে স্বীয় কন্যার সহিত হাতেমের শুভবিবাহ দিলেন। হাতেম কিছুদিন হসনার সহিত সুখে বিহার করিলেন এবং তাহাতেই হসনার গর্ভ সঞ্চার হইল। এইরূপে কিছুদিন সুখে অতি বাহিত করিয়া, একদিন হাতেম হস্‌নার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। হসনা তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া আনন্দে অনুমোদন করিল, অতঃপর তিনি পরীরাজের নিকট গমন করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পরীরাজ কথিত মত পারিতোষিক রত্ন সমেত দুইজন অনুচর হাতেমের সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন, তাহারা আজ্ঞামত হাতেমকে লইয়া রাক্ষসরাজ করোকাশের সীমার উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এ দিকে করোকাশের অনুচর দ্বয় এতাবৎ হাতেমের অপেক্ষায় সেই

স্থানেই অবস্থান করিতে ছিল। তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল। হাতেমও তাহাদিগকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তাহারা উত্তরে এক কাষ্ঠাসন নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি রত্নাদি রক্ষা ও হাতেমকে বসাইয়া শূণ্যে উড্ডীন হইল এবং ক্ষণ মধ্যে রাক্ষসরাজ সন্নিধানে উপনীত করিল। ফয়োকাশ হাতেমকে দর্শন মাত্র পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করতঃ পুলকে পূর্ণ হইয়া বলিল, "ওহে হাতেম! তুমিই ধন্য!!! কারণ এ পর্য্যন্ত কোন জীব পরীলোক হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই। তুমি মনুষ্য হইয়া কি অসমসাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিলে।" হাতেম তথায় এক দিন সুখে অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হইবা মাত্র সুরত নগরোদ্দেশে গহ্বর মুখে উপস্থিত হইলে অনুগামী রাক্ষস চরেরা সমস্ত ধন রত্ন সমেত তাঁহাকে গহ্বর বাহিরে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। হাতেম তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কার প্রদানান্তর আনন্দে বিদায় করিলেন।

হাতেম হৃষ্টমনে হারীস-বণিকের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বাররক্ষকেরা হারিস কন্যাকে হাতেমের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। বণিক কন্যা পুলকিতা হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলে, তিনি অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া হস্ত হইতে 'সাহমোহরা' উন্মোচন করিয়া বণিক কন্যাকে দান করিলেন। কন্যা গোটিকা পরীক্ষা করিবার জন্য যেমন নীজ হস্তে বন্ধন করিল অমনি পৃথিবীর তাবৎ গুপ্ত ধনরাশি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এইরূপে হারীস কন্যা চির বাঞ্ছিত, ধন প্রসূন সেই অমূল্য গোটিকা প্রাপ্তে আনন্দিতা হইয়া বলিল, "ওহে যুবা! এক্ষণে এ দাসী তোমারই হইল, যাহা অনুমতি হয় কর।" হাতেম বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার সহিত সুখে কালযাপন করিবার ইচ্ছা আমার নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এ পর্য্যন্ত অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছে, আমার ইচ্ছা, তুমি তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর।" হারীস কন্যা কিছুক্ষণ অবনত বদনে চিন্তা করিয়া বলিল, "ওহে যুবা! আমি এক্ষণে তোমারই জয়লব্ধা, তোমার যাহাকে ইচ্ছা আমাকে তাহারেই দান করিতে পার।"

ইহা শ্রবণে, হাতেম পান্থশালা হইতে সেই প্রেমাকুলিত বণিক পুত্রকে

আহ্বান করিলেন। অনন্তর হারীস বণিককে ডাকাইয়া বলিলেন, "ওহে বণিক! আমিত সমস্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলাম; এক্ষণে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, অর্থাৎ এই বিদেশী বণিক পুত্রকে আপন কন্যা সম্প্রদান কর।" বণিক বলিল "ইহাতে আমার আপত্তি কিছুই নাই।" অনন্তর হারীস শুভ-দিনে স্বীয় কন্যার সহিত বণিক পুত্রের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিল। এদিকে নব পরিণীত যুবক যুবতী বিবাহের রাত্রে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় পরিরাজের অনুচরেরা অলক্ষিত ভাবে আসিয়া 'সাহমোহরা' হরণ করিয়া প্রস্থান করিল। বণিক কন্যা প্রাতে উঠিয়া স্বীয় হস্তে গোটিকা নাই দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ হাতেমকে ডাকাইয়া পাঠাইল। অনন্তর হাতেম এইরূপে গোটিকা হৃত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা হইলে বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি আর বৃথা রোদন করিও না, উহা মনুষ্য হস্তে থাকিবার উপযুক্ত নহে, যাহার দ্রব্য সেই হরণ করিয়াছে। আমি তোমার স্বামীকে যে সমস্ত ধন রত্ন প্রদান করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। তদ্দ্বারা তোমরা বহুকাল সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে, অতএব সেই গোটিকার জন্য বৃথা দুঃখ করিও না।"

অনন্তর হারীস কন্যাকে সন্ত্বনা করিয় হাতেম, হোসেনবানুর প্রশ্ন পূরণার্থ পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া ক্রমাগত পশ্চিমোত্তরদিকে গমন করিতে করিতে এক নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পরপারে এক সুদৃশ্য হর্ম্ম্য বিদ্য-মান রহিয়াছে। তিনি ব্যগ্রভাবে নদী পার হইবার জন্য, চারিদিকে নৌকা-নুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন জনমানবের সমাগম না দেখিয়া অগত্যা বস্ত্রাদি কটিদেশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া জলে অবতীর্ণ হইলেন। হাতেম বিলক্ষণ সন্তরণ পটু ছিলেন, সুতরাং অল্পক্ষণ মধ্যেই পর পারে হইলেন। পরে সেই হর্ম্ম্যের দ্বারে গিয়া উপস্থিত। মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখিলেন উঁহার উপরিভাগে বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে 'ভাল কর্ম্ম কর এবং জলে ফেল।' ঐ লেখা দেখিয়াই হাতেম স্তম্ভিত হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, যাহার জন্য কত কষ্ট পাইয়া কত স্থানে ভ্রমণ করি-য়াছি সেই আমার দ্বিতীয় প্রশ্নই এই। যাহা হউক, ঈশ্বর যখন সদয় হইয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, তখন ইহার বিশেষ তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক

হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা মাত্র বাটির ভৃত্যেরা আসিয়া তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক উপরে লইয়া গেল। হাতেম উপরে গিয়া দেখিলেন, শতবর্ষ বয়স্ক, শুভ্রকেশ যুক্ত পরম রূপবান এক বৃদ্ধ এক উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। হাতেম গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র বৃদ্ধ উত্থিত হইয়া তাঁহার কর গ্রহণ পূর্ব্বক সাদরে তাঁহাকে স্বীয় সিংহাসনোপরি বসাইলেন। এবং ভৃত্যগণকে আদেশ করিবা মাত্র তাঁহার জন্য নানাবিধ সুস্বাদু ফলমূল খাদ্যদ্রব্যাদি আনয়ন করিলে হাতেম পরিতৃপ্ত হইয়া ঐ সমস্ত ভোজন করিয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনার গৃহদ্বারে 'ভাল কর্ম্ম কর এবং জলে ফেল' এরূপ কথা লিখিয়া রাখিবার কারণ কি? আমি ইহা অবগত হইবার জন্যই বহু কষ্টে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব যদি কোন আপত্তি না থাকে ব্যক্ত করিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করুন।" বৃদ্ধ বলিলেন "না, ইহাতে আপত্তি কিছুই নাই, আমি সমস্তই বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি একজন তস্কর ছিলাম। নিশীথ সময়ে পথের পথিকদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতাম এবং দিবসে সামান্য দাসত্ব দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিতাম তাহাতে দুই খানি রুটি প্রস্তুত পূর্ব্বক ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিতাম এবং মনে মনে বলিতাম যে, আমি এই পুণ্য কর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিতেছি। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে আমি একদা পিড়ীত হইলাম, ক্রমে আহার ও পথ্যাভাবে শরীর জীর্ণ ও বল হীন হওয়ায়, মৃতপ্রায় হইয়া শয্যা-সার করিলাম। এক দিন রাত্রি কালে পীড়ার যাতনায় অতি মাত্র কাতর হইয়া মনে করিলাম, অদ্যই আমার প্রাণ-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর শূন্য করিয়া পলায়ন করিবে, এমত সময় কে যেন আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল 'ঐ দেখ সম্মুখে অনন্ত নরক কুণ্ড, উহাই তোমার চির বাসস্থানরূপে কল্পিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াই ঐ দুষ্ট আমাকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিতেছে। ইত্যবসরে আর দুই জন উপস্থিত হইয়া আমার দুই বাহু ধারণ করিল এবং এই প্রথমাগত সেই দুরাত্মাকে নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল, ইহাঁকে কেন লইয়া যাও? আমরা ইহাঁকে কখনই নরকে যাইতে দিব না, কি অবিচার! এক জন পুণ্যাত্মার নিরয়গম

কখনই যুক্তিযুক্ত নহে ; ইনি স্বর্গগামী হইবেন।' এই কথা বলিয়া ঐ দুই জন আমাকে ধারণ করিয়া যম সদনে লইয়া গেল। যম রাজ আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, ইহাকে কি নিমিত্ত অসময়ে এস্থানে আনয়ন করিলে? আরও দুই শত বৎসর ইহার পরমায়ু আছে। অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া, এই নামে পৃথিবীতে অন্য এক ব্যক্তি আছে তাহাকেই আনয়ন কর। যম রাজের আজ্ঞামত সেই দুই জন দূত পুনরায় আমাকে আমার আলয়ে রাখিয়া বলিল, 'বৃদ্ধ! তুমি যে দুই খানি ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত রুটি প্রতিদিন নদী জলে নিক্ষেপ কর, আমরা দুই জন সেই দুই খানি রুটি, তোমার কোনও ভয় নাই, নিশ্চিন্ত থাক, আমরা তোমার সহায়।' আমার জ্ঞানোদয় হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি, কোথাও কেহ নাই, আমি একা সেই রুগ্ন শয্যায় শায়িত আছি। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বলাধিক্য অনুভব করিলাম এবং প্রাতে উঠিয়া গত রাত্রির বিষয় সমস্ত স্মরণ হওয়ায় ঈশ্বরে মনঃ প্রাণ সমাধান করিয়া কহিলাম, হে ঈশ্বর! হে সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ! আমার পাপের ইয়ত্তা নাই, তুমি সর্ব্বশক্তিমান, তোমার নখ দর্পণে চরাচর জগৎ সমস্তই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, আমি যে সমস্ত পাপ করিয়াছি তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। কিন্তু দয়াময়! তুমি চির ক্ষমাশীল, কৃপা গুণে আমারে সেই সমস্ত কৃত পাপ হইতে মুক্ত কর। অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হইব না। প্রভো! অদ্য হইতে তোমারই কৃপায় নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। অনন্তর আমি নিরোগ হইয়া পূর্ব্বমত নদীজলে রুটি ক্ষেপণ করিবা মাত্র তীরে একটি থলিয়া দেখিতে পাইলাম। উন্মোচন করিয়া দেখি, উহা স্বর্ণ মুদ্রা পূর্ণ ঐ মুদ্রা গণনায় শতের অধিক হইল না। বাটিতে আসিয়া চিন্তা করিলাম, এই সমস্ত মুদ্রা নিজে ব্যয় করিলে পরস্বাপহরণ জন্য অবশ্য ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হইব অতএব সেই দিনই নগরে ঘোষণা করিয়া দিলাম যে, নদী তীরে যদি কাহারও শত স্বর্ণ মুদ্রা পতিত হইয়া থাকে, তিনি সত্বর আমার নিকট আসিয়া গ্রহণ করুন, ঐ সমস্ত আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু কেহই আমার নিকট আসিয়া উক্ত মুদ্রার দাওয়া করিল না। পর দিন পূর্ব্বমত জলে রুটি নিক্ষেপ করিতে গিয়া পুনরায় এক শত স্বর্ণ মুদ্রা পাইলাম, এবং তাহাও গ্রহণ

করিয়া বাটি আসিলাম। রজনীতে শয্যা শায়িত হইয়া আকস্মিক অর্থ প্রাপ্তির বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছি, এমন সময় অজ্ঞাতসারে নিদ্রা আসিয়া আক্রমণ করিল। ঘোর নিদ্রায় স্বপ্নে দেখিলাম, এক মহাপুরুষ শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন 'পুন্যাত্মা স্থবির। তুমি প্রত্যহ যে দুই খানি রোটিকা জলে নিক্ষেপ কর তজ্জন্য ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হইয়া প্রত্যহ শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে উহা গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা সুখ সঞ্চয় কর।' পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সেই দিন এই বাটি নির্ম্মাণ করাইয়া দ্বারদেশে ইহাতে 'ভাল কর্ম্ম কর এবং জলে ফেল' লিখিয়া রাখিয়াছি। আমি এতাবৎ প্রত্যহ এক শত স্বর্ণ মুদ্রা পাইতেছি এবং প্রত্যহ সাধ্যমত সাধু কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। হে প্রিয়দর্শন। আমার মত পাপীর প্রতি দয়ময় ঈশ্বর যখন প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন তিনি যে কৃপাময় তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার নিকট সতত প্রার্থনা, যেন তিনি এই প্রকারে আমার মত অপরাধিকে সৎপথে আনয়ন করেন।" হাতেম বৃদ্ধের নিকট এই অধ্যাত্মিক শ্রবণে, ঈশ্বরের অপার মহিমার ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলেন। অনন্তর তথায় দিবস ত্রয় অবস্থান করিয়া শাহাবাদ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একদিন কোন বনের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ দুই সর্প, উভয়ে বিবাদ করিতে করিতে বলবান কৃষ্ণ সর্প অপরটিকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। তর্দ্দশনে হাতেম, সেই দিকে ধাবমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওরে নৃশংস কৃষ্ণ সর্প। তুই অকারণে কেন দুর্ব্বল স্বজাতীয়ের প্রাণ সংহার করিতে মানস করিয়াছিস? ক্ষান্ত হ ক্ষান্ত হ।" কৃষ্ণ সর্প মনুষ্য কণ্ঠ শ্রবণে ভীত হইয়া পীত সর্পকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। দৌর্ব্বল্য বশতঃ পীত সর্প সেই স্থানেই এক বৃক্ষ মূলে পতিত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হাতেম তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে সর্প। কি দেখিতেছ? চিন্তা কি? যতক্ষণ না তুমি প্রচুর বল প্রাপ্ত হইবে, ততক্ষণ আমি তোমার রক্ষক রূপে এই স্থানে

অবস্থান করিব।” ক্ষণপরে সর্প অঙ্গ সঞ্চালন করতঃ অকস্মাৎ নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়াই দৈত্য মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং তথা হইতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ হাতেমকে নমস্কার করিল। তদ্দর্শনে হাতেম চমৎকৃত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য কিছু পূর্ব্বে এই দৈত্য সর্পাকারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বৃক্ষতলে পতিত ছিল, ইহারই মধ্যে দৈত্যরূপ ধারণ করিল, ইহার কারণ কি? তখন সেই দৈত্য বৃক্ষ হইতে বলিল, “মহাশয়! কি চিন্তা করিতেছেন? আমি ও আমার সেই শত্রু আমরা উভয়ে জিন জাতি। আমি দৈত্যরাজ পুত্র, আর সেই নৃশংস আমার পিতার ক্রীতদাস। বহুদিন হইতে সেই পাষণ্ড আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, অদ্য এই স্থানে আমাকে একাকী পাইয়া স্বীয় মনোভিলাষ সিদ্ধ করিতেছিল এমন সময় ঈশ্বর আমার রক্ষার্থে আপনাকে এস্থানে আনয়ন করিলেন। নতুবা অদ্য কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাইতাম না।” হাতেম বলিলেন, “ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। এক্ষণে সত্বর নিজ আলয়ে প্রস্থান কর। আমি গন্তব্য স্থানে গমন করি। কারণ আমার আর এখানে বাক্যালাপ করিবার অবসর নাই।” দৈত্যরাজ পুত্র বলিল, “মহাশয়। এ অধীনের আলয় অতি নিকটে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া কিছু ক্ষণের জন্যও তথায় পদার্পণ করিলে চরিতার্থ হইব।” হাতেম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার কাতরবচনে অগত্যা তাহার অনুগমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন দৈত্য বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া হাতেমকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় ভবনে উপনীত হইল এবং হাতেমের নানাপ্রকার সেবা সুশ্রূষার আয়োজন করিতে লাগিল ও নানাবিধ ধন রত্ন আনয়ন করিয়া হাতেমকে উপঢৌকন প্রদান করিল। তিনি সে সমস্ত লইতে অস্বীকার করিলেন। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইলে দৈত্য হাতেমকে লইয়া নানাস্থানে নর্ত্তকীদিগের নৃত্য প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদে নিশা অতিবাহিত করিল। প্রাতে দৈত্য-রাজপুত্র সেই কৃষ্ণ সর্প বেশধারী ক্রীত দাসকে আনয়ন করিয়া সংহার করিল এবং হাতেমও পুনরায় শাহাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দুই বৎসর ছয়মাস চতুর্দ্দশ দিন, নানা কষ্টে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পঞ্চদশ দিনে, হাতেম শাহাবাদে উপস্থিত হইয়াই প্রথমতঃ হোসেনবানুর

অতিথিশালায় সেই হতভাগ্য প্রেমপিড়ীত বন্ধু মুনিরসামীকে দর্শন দিলেন।
মুনিরসামি বহুদিন পরে উপকারী বন্ধুর দর্শন পাইয়া স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিল। হাতেম সে রাত্রি, সেই পান্থশালায় বন্ধুর সহিত একত্রে যাপন করিলেন, এবং ভ্রমণের তাবৎ বৃত্তান্ত গল্পচ্ছলে তাহাকে সমস্ত বলিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর হোসেনবানুর আলয়ে উপস্থিত হইলে প্রতিহারি তৎক্ষণাৎ হোসেনবানুকে সংবাদ দিল। হোসেনবানু হাতেমের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র, তাঁহাকে আনিতে আদেশ করিলেন। হাতেম পূর্ব্বমত যবনিকাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া আদ্যন্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অবশেষে সেই বৃদ্ধের দ্বারদেশে "ভাল কর্ম্ম কর ও জলে নিক্ষেপ কর" লিখনের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। হোসেনবানু, হাতেমের এতাদৃশ সাহস দর্শনে ও অসম্ভাবনীয় লোমহর্ষণ বিপদজাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যাগমন শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন, "ওহে হাতেম। তুমি অসমসাহসিকের পরিচয় দান করিলে। এরূপ কর্ম্ম অন্য কাহারও দ্বারা কখনই সম্পাদিত হইবার নহে। এক্ষণে দুই এক দিন বিশ্রাম কর; তৃতীয় প্রশ্ন পরে বলিব।"

তৃতীয় প্রশ্ন।

কাহারও মন্দ করিও না, যদি কর, তবে নিজে উহা প্রাপ্ত হইবে।

হাতেম, বন্ধু মুনিরসামির সহিত দিবসত্রয় আমোদে প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া, চতুর্থ দিবসে হোসেনবানুর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "সুন্দরি, তোমার ৩য় প্রশ্ন প্রকাশ কর, আমি কালবিলম্ব না করিয়া বহির্গত হইব।" হোসেনবানু বলিলেন, "কোন স্থানে বন মধ্যে এক ব্যক্তি বলিতেছে, 'কাহারও মন্দ করিও না, যদি কর, তবে নিজেই উহা প্রাপ্ত হইবে' সে কোন্

ব্যক্তি এবং কেনই বা ঐ কথা বলিতেছে। ইহার তত্ত্ব লইয়া আমাকে বলিতে হইবে ; ইহাই আমার তৃতীয় প্রশ্ন।" ইহা শুনিয়া তিনি হোসেনবাবুর প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ মুনিরশামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে নানা মতে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন "ভাই! আর চিন্তা করিও না, তোমার দুঃখের দিন ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। ঈশ্বর যদি আমার জীবিত রাখেন, তবে অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত প্রশ্ন পূরণ করিয়া তোমার প্রণয়িনীর সহিত মিলন করিয়া দিব। এক্ষণে সেই ঈশ্বরে মন সমাধান করিয়া তাঁহারই চিন্তা কর, অবশ্য দুঃখ দূর হইবে।" এই মাত্র বলিয়া হাতেম তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। একমাস পরে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি সেই পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। দুই তিনদিন পরে যখন উহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন সহসা মনুষ্য ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, মস্তক উত্তোলন করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, এক অত্যুচ্চ বৃক্ষতলে একখণ্ড সঙ্গ মর মর (শ্বেত প্রস্তর) উপরে একটি সুন্দর যুবা দুই হস্তে বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দন করিয়া এই কথাটি বলিতেছে :—

'অবিলম্বে প্রাণ প্রিয়ে দেখা দাও মোরে।
যাতনা সহেনা প্রাণে না দেখি তোমারে॥'

এইরূপ বিলাপ বাক্য শুনিয়া হাতেম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, ইহার অবশ্য কোন গুড় কারণ আছে, অতএব জানিতে হইবে। এই বলিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে যুবা! তুমি কি নিমিত্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছ?" যুবা যে ভাবে দণ্ডায়মান ছিল সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া ক্ষণে ক্ষণে আপনার সেই সমস্ত বিলাপোক্তি করিতে লাগিল, হাতেমের কথায় কর্ণপাত করিল না। হাতেম পুনবার তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবারও সে পূর্ব্বমত নিরুত্তর রহিল। তৃতীয় বার কিছু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। অনন্তর হাতেম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি বোধ হয়

বধির হইবে। তাঁহার মুখ হইতে বধির বাক্যটি নির্গত হইবা মাত্র, যুবা নেত্র উন্মীলন করিয়া কহিল "মহাশয়। আপনি কে? কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন?" হাতেম বলিলেন "আমি এক জন ঈশ্বরের দাস, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতে করিতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, তুমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিলাপ করিতেছ?" যুবা বলিল "মহাশয়। আপনার ন্যায় কত শত ভদ্র পথিক এস্থানে আসিয়া আমাকে এই রূপ প্রশ্ন করিয়াছেন কিন্তু আমার বিলাপের কারণ অবগত হইয়া সকলেই আপনাপন গন্তব্য পথে গমন করিয়াছেন, কেহই আমার দুঃখ মোচনে প্রয়াসী হয়েন নাই। অতএব আপনি আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি করিবেন? স্বীয় গন্তব্য পথে গমন করুন, আমাকে আর বৃথা কষ্ট দিবেন না।" হাতেম বলিলেন "যখন তুমি সকলকেই স্বীয় দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়াছ তখন আমাকে একবার ঐ কথা বলিতে বাধা কি আছে?" সেই যুবা বলিল "মহাশয়! যদি আপনার একান্তই শুনিতে বাসনা হইয়া থাকে তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আপনাকে সমস্ত বলিব।" ইহা শুনিয়া হাতেম সেই তরুমূলে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণ পরে যুবা বলিল "মহাশয়। আমি তাতার দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত বণিক পুত্র, বাণিজ্য করণার্থে দ্রব্য সামগ্রী ও দাসগণ সমভিব্যাহারে রোম রাজ্যে গমন করিতেছিলাম। এক দিন প্রভাতে এই শৈল শিখরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান করিয়া এই তরু মূলে আগমন করিবা মাত্র এক সুন্দরী পরী আমার নয়ন পথে পতিতা হইল। আমি ঐ সুন্দরীকে দেখিবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া এই স্থানে পতিত হইলাম, কতক্ষণ সেই ভাবে ছিলাম ঈশ্বর জানেন। ফলতঃ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া দেখি সেই সুন্দরী স্বীয় ক্রোড়ে আমার মস্তক স্থাপন করিয়া আস্তে আস্তে আমার মুখে সুশীতল বারি সেঁক ও স্বীয় অঞ্চল দ্বারা ব্যাজন করিতেছে। তখন আমার মন ঐ পরীর উপর একান্ত আসক্ত হইল, পরে ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া বলিলাম 'সুন্দরি তুমি কে? এই দুর্গম স্থানে স্ত্রীলোক হইয়া তুমি কি প্রকারে আগমন করিলে?' কামিনী বলিল 'আমি পরী, সম্মুখে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে যে দুর্গ দেখা যাইতেছে উহাই আমার আবাস স্থান। আমি তোমার মত একটী মনুষ্য যুব অন্বেষণ

করিতেছিলাম। জগদীশ্বর অদ্য আমাকে সেই রত্ন মিলাইলেন।' পরীর এবম্প্রকার মিষ্ট বাক্যে আমি একেবারে আত্মহারা হইলাম এবং গৃহ, দাস, দাসী ও বাণিজ্য দ্রব্য সমস্ত বিস্মৃত হইলাম; পরীও উন্মত্তা হইয়া আমায় আত্ম দান করিল।' আমরা উভয়ে এই স্থানে কিছু দিন আমোদে বিহার করিতে লাগিলাম। মাস ত্রয় এই ভাবে অতিবাহিত হইলে এক দিবস আমি বলিলাম 'প্রিয়ে! এই শৈল পৃষ্ঠে নির্ব্বান্ধব স্থানে আর কত কাল এই ভাবে অবস্থান করিবে? যদি তোমার আলয়ে আমাকে লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হও, চল অন্য কোন লোকালয়ে উভয়ে বাস করিয়া মনের আনন্দে বিহার করি।' সেই পরী কহিল, 'যদি তোমার এরূপ বাসনা হইয়া থাকে উত্তম, প্রত্যূতঃ এস্থান হইতে আমার আলয় অতি নিকট, আমার ইচ্ছা আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করি, কিন্তু সাবধান, যাবৎ আমি প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ তুমি আমার প্রতীক্ষায় এই স্থানেই অবস্থান করিও, কদাচ অন্যত্রে গমন করিও না।' পরীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলাম 'প্রিয়ে। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু সত্য বল কবে প্রত্যাগমন করিবে।' পরী উত্তর করিল 'সপ্তাহান্তে নিশ্চয়ই প্রত্যাগমন করিব কিন্তু তোমাকে পুনরায় সাবধান করিতেছি, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করিও নতুবা পরে পরিতাপ প্রাপ্ত হইবে।' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কিন্তু সপ্তাহ দূরে থাক, আজ সপ্ত বৎসর অতিবাহিত হইল, তবুও সেই কঠিনা প্রত্যাগমন করিল না, সুতরাং আমিও সেই বিশ্বাসঘাতিনীর আগমন প্রত্যাশায় অস্থি চর্ম্ম সার করিয়াছি। এক্ষণে আমার গলিত বৃক্ষ পত্র আহার ও নির্ঝর-বারি পানীয় হইয়াছে। আমি চলৎ শক্তি বিহীন হইয়াছি, সুতরাং সেই পাপীয়সীর অনুসন্ধান করাও আমার দ্বারা হইতেছে না। অগত্যা আমি এই স্থানেই অনশনে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। বিশেষতঃ সেই দুষ্টা গমন কালে আমাকে বারম্বার বলিয়াছিল যে, যদি আমি তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়া স্থানান্তরে গমন করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাকে পরিতপ্ত হইতে হইবে। আমি সেই ভয়ে আরও ভীত হইয়াছি। না জানি দুষ্টা আমার প্রতি আরও কি অত্যাচার করে; এক্ষণে মৃত্যুও আমাকে একবারে ভুলিয়াছে।" এই বলিয়া

উচ্চৈঃস্বরে পূর্ব্বমত রোদন করিতে লাগিল। হাতেম বলিলেন "হে যুবা! বৃথা বালকের ন্যায় রোদন করিয়া কি হইবে? যদি এইভাবে ঈশ্বরোপাসনায় রত থাকিতে তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার সদ্গতি হইত। সে যাহা হউক, যদি সেই পরীর নাম ধাম অবগত থাক, তাহা হইলে প্রকাশ কর, আমি সাধ্যমত তোমার উপকার করিতে ত্রুটি করিব না।" সেই যুবা বলিল "তাহার নাম আন্‌গন্ পরী এবং তাহার বাসস্থান আলকা পর্ব্বত, এই কথা মাত্র শুনিয়াছি; কিন্তু সে একণে কোথায় আছে তাহা বলিতে পারি না।" হাতেম বলিলেন "সেই পরী যখন তোমার নিকট হইতে বিদায় লয় তখন কোন্ দিকে গমন করিল বলিতে পার?" যুবা বলিল "তাহার আশ্চর্য্য গতির কথা কি বলিব, সে প্রথমতঃ দক্ষিণ মুখে বিংশতি, পরে পশ্চিম মুখে বিংশতি, তৎপরে উত্তরে বিংশতি পদ গমন করিয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।" হাতেম মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পাছে সেই দুষ্টার কেহ অনুসরণ করে সেই ভয়ে সে এইরূপ গতি অবলম্বন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। যাহা হউক সেই পরী যেখানেই থাকুক, আমি তাহার তত্ত্ব লইব। বলিলেন, "ওহে যুবা! আমি যদি সেই সুন্দরীর অনুসন্ধান করি, তুমি আমার অনুগমন করিতে পারিবে?" যুবা উত্তর করিল "না, কারণ যদি সেই পরী আসিয়া এই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া আমাকে দেখিতে না পায় তাহা হইলে আরও অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। যদি কখন তাহার সাক্ষাৎ পাই, এই স্থানেই পাইব, নতুবা এই ভাবেই মৃত্যুই আমার প্রার্থনীয়।" হাতেম বলিলেন, "ওহে যুবা! তুমি ব্যাকুল হইয়া বালকের ন্যায় বৃথা রোদন করিও না, নিশ্চিন্ত থাক, আমি আলকাপর্ব্বতে গমন করিয়া তোমার প্রণয়িনীকে এই স্থানে আনয়ন করিব।" যুবা বলিল "মহাশয়! স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পর কার্য্যে নিযুক্ত হয় এমত লোক কুত্রাপি দেখি নাই। অতএব মিছা কেন বাক্যব্যয় করিতেছেন? শীঘ্র গন্তব্য পথে গমন করুন।" হাতেম বলিলেন "হে প্রিয়! আমি শীর্ষ কল্পে নিজ মুণ্ড ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছি, যদি ইহাতে কাহারও কিছু মাত্র উপকার দর্শে, সে এই দণ্ডেই ইহা গ্রহণ করিতে পারে।"

কিবা প্রয়োজন বল এছার জীবনে।
না তৎপর হয় যদি দুঃখ মোচনে॥

আর অধিক কি বলিব? আমি কখন মিথ্যাবাক্য বলি না।” তিনি এই-রূপ বলিয়াই তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া যে দিকে সেই পরী গমন করিয়াছিল, তাহার অন্বেষণে সেই দিকেই গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে স্বতন্ত্র এক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পাদপ-নিকর ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে সমীরণ মন্দ মন্দভাবে সুগন্ধ বহন করিতেছে। হাতেম সেই রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিবামাত্র শ্রান্তি বশতঃ নিদ্রার আবির্ভাব হইল এবং সেই স্থানে শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রাভিভূত হইলেন। সন্ধ্যাকালে চারিটি সুন্দরী পরী ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হাতেমকে নিদ্রাবস্থায় দেখিতে পাইল। তাহারা তাঁহার শিয়রে বসিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, এ দেখিতেছি একটি সুন্দর মনুষ্য, এ কোথা হইতে কি জন্য এখানে আসিল, এই বলিয়া এক জন সহসা হাতেমের নিদ্রাভঙ্গ করিল ও বলিল, “ওহে সুন্দর মনুষ্য! তুমি কে? কি প্রকারে এই স্থানে আসিলে” হাতেম সহসা সেই পরীদিগকে আপন পার্শ্বে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “এস্থানে আমাকে ঈশ্বর আনিয়াছেন; আমার আকাপর্ব্বতে আনুগান্ পরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ আছে। কারণ সেই পরী কোন প্রেমপিড়ীত যুবার নিকটে সপ্তাহের বিদায় লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সপ্ত-বর্ষ গত হইল এ পর্য্যন্ত সে আর ফিরে নাই, অথচ সেই মনুষ্য তাহার আগমন প্রতীক্ষায় ভ্রমভাবে সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইতেছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা আনুগান্ পরীকে বলিব, প্রতিজ্ঞা করিয়া যে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সে নিরয়গামী হয়। অতএব তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।” ইহা শ্রবণে পরীগণ হাস্য করিয়া বলিল, “হায় কি পরিতাপ! আলকা পর্ব্বতের অধীশ্বর কন্যা আনুগান্ মনুষ্যের সহিত প্রণয় স্থাপন করিবেন ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? এ মনুষ্য নিশ্চয়ই বাতুল হইবে। নতুবা এরূপ অসংলগ্ন কথা কেন বলিবে? ওহে মনুষ্য! তুমি কি বায়ুগ্রস্ত হইয়াছ যে আলকা পর্ব্বতে পরী-রাজ কন্যা

আনুগানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে? যদিও কোন ক্রমে তথায় উপস্থিত হইতে পার কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে কখনই পারিবে না, নিশ্চয়ই জীবনান্ত হইবে।" হাতেম বলিলেন, "ভাল, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, তথাপি গমনে বিমুখ হইব না।" অনন্তর পরী চতুষ্টয় বলিল "যদি আমাদের কথা একান্তই না শুন তবে অদ্য এই স্থানে বিশ্রাম কর, কল্য আমরা তোমাকে আলকা পর্ব্বতের পথ দেখাইয়া দিব।" তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া অগত্যা সেই স্থানে যামিনী যাপন করিলেন। প্রত্যুষে সেই পরী চতুষ্টয় আসিয়া হাতেমকে সঙ্গে লইয়া আলকা পর্ব্বতোদ্দেশে গমন করিতে লাগিল এবং সপ্ত দিন অবিশ্রান্ত গমনের পর এক সুরম্য উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া পরীগণ বলিল, "ওহে মনুষ্য এক্ষণে আমাদের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছি সুতরাং এই স্থানে আমরা বিরত হইলাম। তুমি একাকী গমন কর কোন ভয় নাই। আমরা নিশ্চয় বলিতেছি এই পথে গমন করিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

হাতেম তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া এক মাসকাল ক্রমাগত গমনের পর দেখিলেন ঐ পথ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিকে গিয়াছে, সুতরাং কোন্‌টি অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল; ইত্যবসরে সমীপস্থ কোন পল্লী হইতে ক্রন্দন ধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না; তখন আপনাকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ওহে হাতেম। তুমি এই ক্রন্দন উপেক্ষা করিলে ঈশ্বর সমীপে কি বলিয়া উত্তর দিবে, অতএব আত্ম সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া পল্লী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিপন্নের অনুসন্ধান করিয়া তাহার দুঃখ দূর করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া তিনি সেই ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া ক্রত চলিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর প্রভাত হইবা মাত্র তিনি দূর হইতে দেখিলেন নিকটস্থ গ্রামের প্রান্তরে এক সুন্দর যুবা দণ্ডায়মান হইয়া অবিশ্রান্ত ধারে ক্রন্দন করিতেছে। তিনি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই হে! ক্রন্দন করিতেছ কেন? কে তোমায় কষ্ট দিল

এবং এস্থানে আনায়ন করিল, সত্য বল।" যুবা বলিল, "মহাশয়। আমি একজন সৈন্য, বিত্ত উপার্জ্জনার্থে বিদেশে গমন করিতেছিলাম, ভ্রম বশতঃ পথ বিস্মৃত হইয়া এই গ্রামে আসিয়া গ্রামবাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ গ্রামের নাম কি এবং ইহার কর্ত্তা কে। তাহারা বলিল প্রসিদ্ধ মসকর জাদু এই গ্রামের অধিপতি এবং তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম মসখুর হইয়াছে। আমি জাদুকরের গ্রামে আসিয়াছি, ইহা ভাবিয়াই আমার অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া গেল। সভয়ে ত দ্রুত বেগে ঘোটক চালনা করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া নিকটস্থ এক বনে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিয়া ক্লান্তি বশতঃ অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া মৃদু মৃদু গমন করিতেছি। ইত্যবসরে কতকগুলি সুন্দরী নব যৌবন সম্পন্না পরীকে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া মনে করিলাম সম্ভ্রান্ত বংশীয় রমণীগণ কানন বিহারে এস্থানে আসিয়া থাকিবেন, অতএব তাঁহাদের সম্মুখীন হওয়া উচিত নহে। এই ভাবিয়া বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হইবার চেষ্টা করিতেছি ইত্যবসরে উহাদের একজন দ্রুত গমনে আমার আগমনের বিষয় তাহাদের কর্ত্রীকে জানাইল। কর্ত্রী ঐই সংবাদে আমাকে আহ্বান করাইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম সেই মসকর জাদুর কন্যা, কানন বিহারে আসিয়া সখীগণ সহিত সেই স্থানে অবস্থান করিতেছে। আমি ত 'মসকর জাদুর কন্যা' এই কথা শুনিয়াই পুনরায় ভয়ে বিহ্বল হইলাম। এবং মনে করিলাম যে ভয়ে জনপদ ত্যাগ করিয়া বিজন বনে আগমন করিলাম, পুনঃ সেই ভয়ের হস্তেই পতিত হইলাম। যাহা হউক এস্থানে অধিকক্ষণ থাকা হইবে না। এই ভাবিয়া সেই কন্যাকে বলিলাম, আমাকে বিদায় দাও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিব, কিন্তু সে তাহাতে স্বীকৃতা না হইয়া আমাকে নানামতে প্রলোভিত করিতে লাগিল। অপিও ঊর্ণনাভ জাল-পতিত পতঙ্গের ন্যায় মসকর কন্যার জালে পতিত হইয়া ক্রমশঃ জড়ীভূত হইতে লাগিলাম এবং উহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইলাম ও নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন করিতে লাগিলাম, ইত্যবসরে

মসরুর আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে প্রথমে আমার ঘোটক-টিকে দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া 'এ ঘোটক কাহার?' জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু সহচরীরা ভয়ে কোন উত্তর না দেওয়ায় মসরুর ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে স্বীয় কন্যা যে গৃহে আমার সহিত আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করিতেছিল তথায় উপস্থিত হইল এবং আমার সহিত স্বীয় কন্যাকে আমোদ প্রমোদ করিতে দেখিয়া ক্রোধে স্বীয় অধর দংশন করিতে করিতে কন্যার কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। কন্যা ভয়ে ব্যাকুলিতা হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিল, 'পিতঃ! আমি নিরপরাধিনী আপনাকে ঈশ্বরের শপথ, দোষ সপ্রমাণ করিয়া পরে আমার দণ্ড বিধান করুন।' এমত সময়ে এক ধাত্রী আসিয়া করযোড়ে বলিল, 'ধর্ম্মাবতার! ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার কন্যা বিবাহ যোগ্য হইয়াছেন এবং এ নগরে আপনার জামাতা হইবার উপযুক্ত কাহাকেও দেখি না। বিশেষতঃ অনুমানে বোধ হয়, এই বিদেশী অতি বিজ্ঞ এবং সদ্বংশজাত অতএব ইহাঁরই সহিত রাজ কন্যার বিবাহ দিতে হানি কি? আর দেখুন যদ্যপি এই যুগল প্রেমিককে নিরপরাধে হত্যা করেন, তাহা হইলে জগতে আপনার অপকীর্ত্তি চিরকাল ঘোষিত হইবে এবং ঈশ্বর সমীপে কি বলিয়াই বা উত্তর দিবেন?' এই-সমস্ত কথা শুনিয়া মসরুর রাজার চৈতন্যোদয় হইল। তখন সে স্বীয় কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করিল। এবং কন্যাও কোন উত্তর না দিয়া অধোবদনে দণ্ডায়মানা রহিল, অনন্তর মসরুর কন্যাকে নিরুত্তর দেখিয়া মৌনে সম্মতি লক্ষণ বোধে আর কিছু না বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'ওহে যুবক! কন্যার জন্ম দিন হইতে আমি মনে মনে এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে কেহ আমার তিনটী প্রশ্ন পূরণ করিবে প্রতিজ্ঞানুসারে তাহাকে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব নতুবা নহে। সেই তিন প্রশ্ন এই—

১মঃ যুগ্ম (স্ত্রী পুরুষ) পরিরূ আনিতে হইবে।

২য়ঃ একটি লোহিত সর্পের মণি আনিতে হইবে।

৩য়ঃ উত্তপ্ত তৈল পূর্ণ কটাহে ঝম্প দান করিয়া তাহা হইতে নির্গত হইতে হইবে।

যদি তুমি এই প্রশ্নত্রয় পূর্ণ করিতে সমর্থ হও তাহা হইলেই আমার

কন্যার পাণি গ্রহণে সমর্থ হইবে, নতুবা দণ্ড বিধান স্বরূপ দেহ হইতে তোমার মস্তক অপসারিত করিব।' আমি ত প্রথম হইতেই বাদকর বাদুর কথা শুনিয়া ভীত ছিলাম, কিন্তু এখন তাহার এই সমস্ত প্রশ্ন এবং অপসারকত্বের কথা শুনিয়াই ভয়ে বিহ্বল হইয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এবং কর যোড়ে বলিলাম, 'মহাশয়! নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া মারিবেন না, এই দণ্ডেই আমার প্রাণ দণ্ড করুন, প্রশ্নত্রয় আমা দ্বারা কখনই পূর্ণ হইবে না।' বাদকর বলিল, 'বাপু হে। আমরা বাদুকর, সমস্ত বুঝিতে পারি এবং ইহা যে তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে তাহাও বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া অপর এক ব্যক্তি এই প্রশ্নত্রয় পূর্ণ করিবে; অতএব ভীত হইও না, কার্য্যক্ষেত্রে সাহসে ভর করিয়া কটিবন্ধন কর।"

"আমি তথা হইতে বিদায় হইয়া এই প্রান্তরে আসিয়াছি এবং ক্রমশঃ এই স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কখনও ইহা আমার দ্বারা সাধিত হইবে না মনে করিয়া স্বীয় দেশাভিমুখে প্রস্থান করিবার সংকল্প করিয়া যেমন কিছু দূর গমন করি, অমনি কি জানি কিরূপ যাদু মন্ত্রের প্রভাবে আবার এই স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হই। আমি আজ পূর্ণ দুই বৎসর এই স্থানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এই ভাবে অবস্থান করিতেছি।" এই সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া হাতেম তাহাকে আশ্বাস বাক্যে বলিলেন, "ভাই হে! তোমাকে আর অধিক দিন কষ্ট পাইতে হইবে না, বোধ হয়, তোমার মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বর আমাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। আমি এই প্রশ্ন ত্রয় পূরণ করিয়া তোমার প্রণয়িনীর সহিত মিলন করিয়া দিব, এই কথা স্মরণ রাখিও। আমি বিপন্নের দুঃখ মোচন করিব বলিয়াই ঈশ্বর আমাকে সৃজন করিয়াছেন অতএব ভীত হইও না স্থির হও।"

এই প্রকারে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ও তাহার নিকট বিদায় লইয়া হাতেম ক্রমাগত দক্ষিণ পথ অবলম্বনে চলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার স্মরণ হইল, প্রথম প্রশ্ন পূরণ কালে হিতৈষী শৃগাল মাজেন্দ্রান প্রান্তর হইতে পরীক্ষ মস্তিক আনয়ন করিয়া তাঁহার ক্ষত আরোগ্য করিয়াছিল। এই কথা স্মরণ হইবামাত্র তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে অভিবাদন করিয়া ক্রমাগত

সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে এক দুর্গের পরিখার চতুঃপার্শ্বে সহস্র সহস্র মনুষ্য একত্রিত হইয়া কাষ্ঠ-ভার আহরণ পূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবার উপক্রম করিতেছে। হাতেম নিকটে উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এক ব্যক্তি বলিল, "আমাদের প্রবল শত্রু কোন হিংস্র জন্তু আসিয়া প্রত্যেক রাত্রিতে তিন চারি জন মনুষ্য ভক্ষণ করিয়া যায়। যদ্যপি এখন হইতে এ অত্যাচারের কোন প্রতিকার না করা যায় তাহা হইলে অল্পদিন মধ্যেই এই নগর একবারে ধ্বংস হইবে সুতরাং আমরা অনন্যোপায় হইয়া এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া হাতেম মনে মনে চিন্তা করিলেন, বিপন্নের দুঃখ দূর করিবার জন্যই আমার জন্ম, অতএব ইহাদের এরূপ বিপদে উপেক্ষা করা আমার উচিত নহে, যেমন করিয়া হউক উপস্থিত বিপদ হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করিব। এই স্থির করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং ঐ দুর্গের নিকটে কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত রহিলেন। অনুমান এক প্রহর রাত্রি সময়ে ঐ বৃহদাকার অষ্টপদ, পঞ্চ শীর্ষ, পঞ্চ লাঙ্গুল বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর জন্তু আসিয়া উপস্থিত। তাহার পঞ্চমুণ্ড মধ্যে মধ্য শীর্ষটি করিমুণ্ডের ন্যায়, অপর গুলি ব্যাঘ্র মস্তক সদৃশ এবং ঐ করি মুণ্ডে নয়টি চক্ষু এত তীব্র ও উজ্জ্বল যে, সহজে দৃষ্টিপাত করা যায় না। উহার নাম সমন্দ। কারণ তিনি পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দর্শন মাত্র প্রায় সমস্ত জীব জন্তু গণকেই চিনিতে পারিতেন এবং তাহাদের প্রকৃতি, ব্যবহার, স্বভাব, বধোপায় সমস্তই অবগত ছিলেন। ঐ ভীষণ দর্শন জন্তু আসিয়াই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির পার্শ্বে গর্জ্জন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহার গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকে ভূকম্প সদৃশ অনুভূত হইতে লাগিল এবং মনুষ্য জীব জন্তু যে যথায় ছিল সকলেই অচেতন প্রায় হইয়া ধরাশায়ী হইল। ইত্যবসরে 'সমন্দ' নিজ শুণ্ড-স্থিত বারিবর্ষণ দ্বারা সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সমূলে একেবারে নির্ব্বাণ করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। সেই সময় হাতেম সেই নিভৃত স্থান হইতে লক্ষ্য করিয়া তাহার করি মুণ্ডস্থিত নয়টি বিশাল নয়নের মধ্যে মধ্য নয়নটি তীর দ্বারা সতেজে বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ মাত্র সমন্দ ব্যথিত ও ভূতল শায়ী হইয়া বিকট চিৎকার করিতে লাগিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া এরূপ

বেগে পলায়ন করিতে লাগিল যে পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর পাইল না। হাতেম সে রাত্রি সেই স্থানেই যাপন করিলেন। প্রত্যূষে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "হে প্রিয় দর্শন পথিক, তুমি সেই কালান্তক যমোপম হিংস্রক হস্ত হইতে কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাইলে?" হাতেম অতি নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "ভাই সকল! যাহাকে ঈশ্বর রক্ষা করেন, কাহার সাধ্য তাহাকে হনন করে? ঐ জন্তুর নাম সন্নন, ঈশ্বরেচ্ছায় আমি সেই পাপকে বিদূরিত করিয়াছি। আর তোমাদের কোন ভয় নাই।" তাহারা বলিল "আমরা তোমার কথায় কি প্রকারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি?" হাতেম বলিলেন "তোমরা অদ্যকার রাত্রি পরীক্ষা করিয়া দেখ, যদি সেই জন্তু পুনরায় আইসে তবে আমাকে মিথ্যাবাদী বোধে দণ্ড দিও।" অনন্তর হাতেমের কথামত নগরবাসী সকলে সেই দুর্গ প্রাচিরে সন্ননের অপেক্ষায় রাত্রি যাপন করিতে লাগিল এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যখন তাহার আর নিদর্শন পাইল না তখন সকলে আসিয়া হাতেমের পদতলে পতিত হইল এবং স্বর্ণ রজত মণি মুক্তা নানাবিধ মূল্যবান উপঢৌকন দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে প্রয়াসী হইল। হাতেম বলিলেন, "ভাই সকল, আমি দুঃখী বিদেশী, বিশেষতঃ একাকী এতাধিক ধন রত্ন লইয়া কি করিব? তোমরা ঈশ্বরোদ্দেশে দীন দরিদ্রগণকে এই সমস্ত বিভাগ করিয়া দিয়া পুণ্য সঞ্চয় কর" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এক দিন গমন করিতে করিতে দেখিলেন, পথপার্শ্বে অহি নকুলে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। তাহাতে উভয়ের মধ্যে একের বিনাশ প্রাপ্ত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। ইহা দর্শনে হাতেম দূর হইতে চিৎকার করিয়া বলিলেন "ঈশ্বর সৃষ্ট জীব হয়! তোমরা একি করিতেছ? তোমাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইবার কারণ কি?" এই কথা শুনিয়া সাত্র উভয়ে বিরত হইল। সর্প বলিল "এই হীন বুদ্ধি নকুল আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছে, সেই জন্য আমি ইহাকে বিনাশ করিয়া পিতৃ ঋণ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হইব।" নকুল বলিল, "ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে সর্প জাতি আমাদিগের খাদ্য সুতরাং আমি ইহার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছি এবং অদ্য এই পাপমতি বিষধরকে ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইব।" হাতেম বলিলেন, "ওহে

নকুল। তোমার যদি ক্ষুধা হইয়া থাকে বল আমি তোমাকে নিজ দেহের মাংস কর্ত্তন করিয়া দিতেছি; এ সর্পকে ছাড়িয়া দাও; এবং ওহে সর্প! তোমাকেও বলি, যদি জাত ক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসা করিতে ইচ্ছা কর, তবে এই নকুলকে ছাড়িয়া আমাকেই দংশন কর, আমি অনেক দিন হইতে ঈশ্বরোদ্দেশে স্বীয় মস্তক স্থাপন করিয়াছি।" নকুল বলিল "ওহে মনুষ্য! তুমি যে নিজ শরীর হইতে মাংস দিবে বলিয়াছ তাহা দাও, আমি ভক্ষণ করিয়া স্বস্থানে গমন করি।" হাতেম বলিলেন, "তুমি কোন্ স্থানের মাংস ইচ্ছা কর বল, আমি তাহাই দিব।" নকুল বলিল "গণ্ডস্থলের মাংস অতি কোমল অতএব তাহাই দাও।" হাতেম খড়্গাস্ত্র বহির্গত করিয়া যেমন মাংস ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি নকুল বলিল "ওহে পরোপকারি বিজ্ঞ মনুষ্য! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, তুমি প্রতিজ্ঞা পূরণে কতদূর সমর্থ জানিবার জন্যই আমি ঐরূপ বাঞ্ছা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, ধন্য তুমি এবং ধন্য তোমার পিতা মাতা, যাহারা এমত সন্তানকে জন্মদান ও গর্ভে ধারণ করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়াই তাহারা উভয়েই মনুষ্যাকার প্রাপ্ত হইল। হাতেম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "ওহে প্রিয় দ্বয়! তোমরা ইহারই মধ্যে মনুষ্যাকার প্রাপ্ত হইলে, ইহার কারণ কি?" তখন নকুল বলিল "তবে আমাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। আমরা উভয়েই জীন জাতীয়, আমি ইহার ভগ্নীর প্রতি আসক্ত হইয়া বিবাহ করিতে চাহিলে, ইহার পিতা আমার কথা রক্ষা করে নাই, সুতরাং আমি ইহার পিতাকে বধ করিয়াছি। এক্ষণে এই জীন অতি পিতৃবধজনিত ক্রোধে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, অদ্য ইহাকেও বধ করিব।" সর্পবেশধারী জীন বলিল "আমিও ইহার সুন্দরী ভগ্নীর প্রতি আসক্ত হইয়া বিবাহ করিতে চাহায় ইহার পিতাও উপেক্ষা করিয়াছে। যদি ইহারা সম্মত হয় আমিও সম্মত হইব সন্দেহ নাই।" তখন নকুল বেশধারী জীন বলিল "আমার পিতা জীবিত সত্বে আমিও ইহাতে মতামত প্রকাশ করিতে পারি না।" অনন্তর হাতেম বলিলেন, "তবে তুমি তোমার পিতার নিকট আমাকে লইয়া চল, আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া সম্মত করিব।" এইরূপে তিনি ঐ দুই জন জীনের সহিত গমন করিতে লাগিলেন, কিছু দূর গমন করিয়া নকুল বেশধারী জীন বলিল "আমি এই পথে দূরে থাকিতেছি,

তুমি স্বচ্ছন্দে নগর মধ্যে প্রবেশ কর তাহা হইলে নাগরীয় জীনেরা তোমাকে মনুষ্য দেখিয়া অবশ্য আমার পিতার নিকট উপনীত করিবে, কারণ, তিনিই এস্থানের রাজা সেই সময়ে তুমি স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিবে।”

হাতেম নগর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র নাগরীয় জীনেরা তাঁহাকে মনুষ্য দেখিয়া ধৃত করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা হাতেমকে দেখিয়া বলিলেন, “ওহে মনুষ্য! তুমি আমাদিগের অধিকারে কি জন্য আসিয়াছ?” হাতেম উত্তর করিলেন “আমি আপনার উপকার করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি।” রাজা বলিলেন ‘তুমি মনুষ্য হইয়া জীন জাতির কি উপকার করিবে?” হাতেম বলিলেন, অনুমানে বোধ হইল, আপনি স্বীয় পুত্রের জীবনাশা করেন না, সুতরাং অসাবধান হইয়া কালযাপন করিতেছেন।” রাজা চমুক বলিলেন “ওহে মনুষ্য! সেকি কথা? আমার একটি বই পুত্র নাই সেই পুত্রের জীবনে অনাদর করিব ইহা কি সম্ভব?’ হাতেম বলিলেন “যদি নিজ তনয়ের জীবনাশা করেন, তাহা হইলে আমার পরামর্শ মত কার্য্য করুন নতুবা অল্প দিন মধ্যেই আপনার পুত্রের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অদ্য আমি স্বচক্ষে দেখিলাম আপনার পুত্র নকুল বেশ ধারণ করিয়া অপর এক সর্পবেশধারী জীনের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু সর্পবেশধারী যবনীকার প্রযুক্ত আপনার পুত্রকে এরূপভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, আমি উপস্থিত না হইলে নিশ্চয়ই আপনার পুত্রের জীবনান্ত হইত। আমি উভয়কে কান্ত করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উভয়ে উভয়ের ভগ্নীর প্রতি আসক্ত, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অমত হওয়ায় আপনার পুত্র সর্পবেশধারী জীনের পিতাকে হত্যা করিয়াছে। সুতরাং সেও প্রতিশোধ লইবার জন্য আপনার পুত্রকে আক্রমণ করিয়াছিল। এমত অবস্থায় যাহাতে উভয়ের বিবাহ হইয়া সন্ধি বন্ধন হয় তাহাই প্রার্থনীয়, নতুবা এই উপলক্ষে আপনার পুত্রেরই প্রাণ হানির সম্ভাবনা।”

বৃদ্ধ হাতেমের কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং শুভাকাঙ্খী বোধে হাতেমকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলেন ও সেই রাত্রেই উভয়ের ভগ্নীর সহিত উভয়ের বিবাহ দিলেন।

পর দিন হাতেম বৃদ্ধ রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি

বলিলেন "ওহে মনুষ্য ! তুমি আমার যে প্রকার উপকার করিয়াছ, তাহা আর কোন কালে ভুলিবার নহে। অতএব উহার বিনিময়ে আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ কর।" হাতেম কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন "রাজন্ ! বিনিময় করা আমার কোন কালে অভ্যাস নাই, ক্ষমা করুন, আমি কিছুই চাহি না।" হয়ুজ পুনরায় বলিলেন "যদি তুমি ধন রত্ন গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমার এই অপূর্ব্ব যষ্টি ও এক গোটিকা বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার অনেক উপকার দর্শিবে। দেখ এই যষ্টি আমার নামানুসারে 'হয়ুজের লাঠি' বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই যষ্টি যাহার হস্তে থাকিবে তাহার কোন প্রকার বিপদ হইতে ভয় নাই। ইহা ভূমিতে প্রোথিত করিয়া নিয়ে শয়ন করিলে তাহার অগ্নি বা জলময়ের ভয় থাকে না। যাদু বিদ্যা দ্বারা ইহার অধিকারিকে কেহ পরাভূত করিতে পারে না; আর নদী, সমুদ্র বা অন্য জলাশয় পার হইতে এই যষ্টি নৌকার কার্য্য করিয়া থাকে। আর গোটিকাটির গুণ এই যে, ইহা মুখ মধ্যে রাখিলে অধিকারী ক্ষুৎপিপাসায় কখনও কাতর হইবে না। পথশ্রান্তি বোধ হইবে না, এবং কোন প্রকার সর্পভয় থাকিবে না।"

অনন্তর হাতেম, যষ্টি ও গোটিকার গুণ শ্রবণ করিয়া আগ্রহ সহকারে উহা গ্রহণ করিলেন এবং হয়ুজের নিকট বিদায় লইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন গমনান্তে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নদী দেখিতে পাইলেন, তাহার উত্তাল তরঙ্গ মালা যেন আকাশকে স্পর্শ করিয়া অতি বেগে ছুটিতেছে। ইহা দেখিয়া হাতেম কিছু ক্ষণ উহার তীরে দাঁড়াইয়া পরপারে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন কিন্তু তরঙ্গের প্রাবল্য হেতু কোন স্থানেও জনপ্রাণী লক্ষ্য হইল না। তখন তাঁহার হয়ুজের যষ্টির কথা স্মরণ হইল, তিনি সেই লাঠি জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা এক খানি সুন্দর ও ক্ষুদ্র নৌকা রূপে পরিণত হইল। তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নদীবক্ষে চলিলেন, মধ্যস্থানে হঠাৎ এক ভীষণাকার কুম্ভীর উত্থিত হইয়া নৌকা খানি আকর্ষণ করিতে করিতে নদী গর্ভে অতল জলে লইয়া গেল। কিছু ক্ষণ পরে যখন হাতেমের পর মুক্তিকা সংলগ্ন হইল তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখেন, সম্মুখে সেই পর্ব্বতাকার কুম্ভীর কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান।

হাতেম কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "মহাশয়! এই স্থানে আমার বাস, ঐ সম্মুখে আমার গৃহ দেখা যাইতেছে, পুরুষানুক্রমে আমি ঐ গৃহেই বাস করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কিছু দিন হইল এক কর্কট বলপূর্ব্বক আমার পিতৃ পৈতামহিক গৃহ অধিকার করিয়া আমাকে নির্ব্বাসিত করিতে বসিয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহ আমাকে দেওয়াইয়া দিবেন। সেই জন্য আপনাকে এস্থানে আমন্ত্রণ করিয়াছি।" হাতেম বলিলেন "কেন, সেই কর্কট কি তোমাপেক্ষা বলবান?" কুম্ভীর বলিল, "মহাশয়! তাহার আর কি বলিব। আপনি যখন সেই দুরাত্মাকে স্বচক্ষে দেখিবেন, তখনই জানিতে পারিবেন, অধিক কি তাহার দুই বাহু (দাঁড়া) এত বলবান ও তীক্ষ্ণ যে জীব জন্তুর কথা দূরে থাকুক, পর্ব্বত শৃঙ্গ পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিতে পারে। এক্ষণে সে বোধ হয় আহারান্বেষণে গমন করিয়াছে।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সেই ভীষণ কৃষ্ণ কর্কট আসিয়া উপস্থিত হইল, কুম্ভীর তাহাকে দেখিয়াই ভীত হইয়া হাতেমের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইল। ইতিমধ্যে কর্কট আপনার দুই বাহু উন্নত করিয়া হাতেম ও কুম্ভীর উভয়কেই স্বীয় আয়ত্তের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রহিল। দুর্ব্বৃত্ত যখন কুম্ভীরের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল, তখন সে এমন বিকৃত স্বরে চিৎকার করিল যে, ঐ শব্দে কুম্ভীর বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পিত হইয়া পতিত হইল। হাতেম অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ এবং উপস্থিত বিপদ হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় হযুক্তের যষ্টির গুণ তাঁহার স্মরণ হইবামাত্র সেই লৌকা পুনরায় যষ্টিরূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার হস্তে দেখা দিল। তিনি সেই যষ্টিগ্রহণ করিয়া নির্ভরচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। কর্কটও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। হাতেম উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওহে কর্কট! তুমি কি জন্য এই কুম্ভীরকে বৃথা কষ্ট দিতেছ? তুমি কি জাননা যে, যে বলীয়ান্ দুর্ব্বলকে বৃথা কষ্ট দান করে, ঈশ্বর তাহার সেই মত শাস্তি বিধান করেন? তোমার কি এই কুম্ভীরের গৃহ ভিন্ন আর বাস করিবার স্থান নাই?" ইহা শুনিয়া কর্কট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ওহে মনুষ্য! আমরা উভয়ে এই স্থানে বাস করি, অতএব আমরাই উভয়ে মীমাংসা করিব। যাহা

ভাল হয় করিব, মনুষ্য হইয়া তোমার এরূপ অনধিকার চর্চ্চায় প্রয়োজন নাই; তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।" হাতেম বলিলেন, "দেখ, যিনি এই চরাচর বিশ্বের সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ক্ষুদ্রতম কীটাণুকীট হইতে বৃহত্তর জীব সমস্তই সমান। ভূচর, খেচর ও জলচর কেহই তাঁহার সৃষ্টি ও দৃষ্টির বহির্ভূত নহে। দেখ ঈশ্বর সর্ব্ব ভূতের স্রষ্টা; তুমি, আমি এবং এই কুম্ভীর কেহই তাঁহার সৃষ্টির বহির্ভূত নহি সুতরাং তিনি সকলের পিতা; সেই জন্যই বলিতেছি—কাহারও সহিত বিরোধ করা উচিত নহে; কোন জীবেরই কাহার উপর হিংসা বা পীড়ন করা বিধেয় নহে।" কর্কট বলিল, "ভাল এখন যেন আমি তোমার অনুরোধ ও উপদেশ মত নিরস্ত রহিলাম, কিন্তু তুমি চলিয়া গেলে এই দুর্ভাগ্য কুম্ভীরকে কে রক্ষা করিবে?" এই কথা শুনিয়া হাতেম আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দুরাচার! তোর অন্তঃকরণে কিছু মাত্র দয়া নাই? তুই ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করিতেছিস্। রে দুরাচার! আমি এ পর্য্যন্ত তোর উপর হস্তোত্তলন করি নাই। যদি নিজ মঙ্গল কামনা করিস্, এখনও ক্ষান্ত হ, এবং এস্থান পরিত্যাগ কর, নতুবা এই দণ্ডেই তোকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিব।" কর্কট হাস্য করিয়া বলিল, "ওহে নির্ব্বোধ মনুষ্য অগ্রে আমার বাহুযুগলের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হও, পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিও, এখন বৃথা বাক্যব্যয় কোন কার্য্যকারক হইতেছে না। আমি আশ্রয় দাতা ও আশ্রিত উভয়কেই একত্রে যমালয়ে প্রেরণ করিব।" এই বলিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় তীক্ষ্ণধার দাড়া দ্বারা হাতেমকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। হাতেম হস্তস্থ দণ্ড যষ্টি দ্বারা তাহাকে এমত আঘাত করিলেন যে, একাঘাতেই তাহার দুই হস্ত শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পতিত হইবামাত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। অনন্তর কর্কট স্বীয় প্রাণ লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কুম্ভীর সময় পাইয়া আক্রতায়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল; ইহা দেখিয়া হাতেম উচ্চৈঃস্বরে কুম্ভীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রে অকর্ম্মণ্য ক্লীব! আর কেন উহার পশ্চাদ্ধাবমান হইতেছিস্? যদি পুনরায় উহাকে কষ্ট দিবি আমি তোরও সমুচিত শাস্তি দিব। এক্ষণে আমার কথা শোন্, আমারে যে স্থান হইতে আনয়ন করিয়াছিস্,

পুনরায় সেই স্থানে লইয়া চল্‌। আজ্ঞামাত্র কুম্ভীর উহার হস্তস্থিত যষ্টি আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং তাঁহাকে যথাস্থানে রাখিয়া নমস্কার করিয়া পুনরায় অতলজলে প্রবেশ করিল। এদিকে হমুজ দত্ত যষ্টি পুনরায় নৌকা রূপে হাতেমকে বহন করিয়া তীরে উপস্থিত হইয়াই যষ্টি পরিবর্ত্তন করিল।

তীরে উত্তীর্ণ হইয়া হাতেম বস্ত্রাদি শুষ্ক করিয়া লইলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া মাজেন্দ্রানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে এক বৃহৎ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া তথাকার অধিবাসীগণকে জিজ্ঞসা করায় শুনিলেন, সেই স্থান মাজেন্দ্রান প্রান্তর। হাতেম অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রান্তি দূর করণার্থে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রান্তি দূর করিয়া আপন ইষ্ট দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। হাতেম একাকী সেই নির্জ্জন প্রান্তর স্থিত বৃক্ষতলে বসিয়া এইত মাজেন্দ্রান, এক্ষণে পরিরু যুগ্ম কোথায় পাই এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দলবদ্ধ পরিরু আসিয়া সেই বৃক্ষোপরি উপবেশন করিল এবং বৃক্ষ নিম্নে হাতেমকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "অদ্য আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ ইয়মন দেশীয় রাজপুত্র পুণ্যবান ও সর্ব্বলোকপূজ্য হাতেম আমাদের অতিথি হইয়াছেন।" উহার মধ্যে এক বৃদ্ধ পরিরু বলিল; "আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের মুখে শুনিয়াছি, পুণ্যাত্মা হাতেম একদিন এইস্থানে আগমন করিয়া আমাদের বাসস্থান পবিত্র করিবেন, সত্য সত্য কি তিনি আসিয়াছেন তবে চল আমরা সকলে গিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করি" এই বলিয়া সকলে বৃক্ষ তলে আসিয়া হাতেমের নিকট উপস্থিত হইল। হাতেম পরিরুর কথা পূর্ব্বে শৃগাল দম্পতির মুখে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু আকৃতি কখনও দেখেন নাই সুতরাং তাহাদের মুখমণ্ডল শরীর ন্যায় এবং অবশিষ্টাঙ্গ ময়ূরবৎ দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই জন্তুরা তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অকপটে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। ইহা শুনিয়া তাহারা তাঁহার অসমসাহস ও পরোপকারিতায় ধন্যবাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাহাদের এক জোড়া শাবক দান করিল। হাতেম আনন্দমনে

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে মনঙ্কর বাহ্রু নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

কয়েক দিন পরে নানাদেশ ও অশেষ কষ্ট অতিক্রম করিয়া হাতেম মনঙ্কর বাহ্রু সীমায় উত্তীর্ণ হইলেন। পরে সেই যুবার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আশ্বাসবাক্যে বলিলেন, "ভাই হে! তোমার প্রথম প্রশ্ন পূর্ণ হইল, এই দেখ, পরিক্ষ যুগল আনয়ন করিয়াছি।" এই বলিয়া পথের কষ্ট, মাজেন্দ্রানের বৃত্তান্ত ও যে প্রকারে পরিক্ষ শাবক গৃহীত হইয়াছে সমস্ত প্রকাশ করিলেন। নৈনিক যুবা প্রীতমনে সেই পরিক্ষ যুগ্ম লইয়া মনঙ্কর বাহ্রু নিকট গমন করিলে মনঙ্কর পুলকিত হইয়া তাহাকে পথের ও দেশের পরিচয় এবং যে প্রকারে পরিক্ষ শাবক সংগ্রহ হইয়াছে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলে যুবা হাতেম মুখে যে যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিল, ঠিক সেইমত ব্যক্ত করিল। তখন মনঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "ওহে যুবা! তুমি যাহা বলিলে সমস্তই ঠিক, এক্ষণে লোহিত সর্পের মণি আনয়ন কর।" যুবা বলিল, "এরূপ সর্প কোথায় আছে, যদি জ্ঞাত থাক, আমাকে বলিলে বড়ই বাধিত হইব।" মনঙ্কর বলিল, "এরূপ সর্প অতি বিরল, তবে শুনা যায়, কোহকাফদেশের লোহিত মরু ভূমিতে ঐ সর্প জন্মিয়া থাকে।" এই মাত্র শুনিয়া নৈনিক তথা হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক হাতেমের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, "মহাশয়! মনঙ্কর বাহ্রু এইবার লোহিত সর্পের মণি চাহিয়াছে।" হাতেম বলিলেন, "সে কি প্রকার সর্প, কোন্ স্থানে পাওয়া যায় তাহার কিছু নিদর্শন জানিয়া আসিয়াছ কি?" যুবা মনঙ্কর মুখে যাহা শুনিয়াছিল তাহাই ব্যক্ত করিল। হাতেম ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মণির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কিছু দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া, এক দিন প্রাতঃকালে হাতেম কোন এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া এক বৃক্ষ নিম্নে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া কর্কট তুল্য ও পক্ষবিশিষ্ট এক ভয়ানক নানাবর্ণের বৃশ্চিক চলিয়া গেল। তিনি তাহাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "জগদীশ্বর জানেন, আমিত এরূপ বৃহৎ ও রঞ্জিত বৃশ্চিক আমার জনমে কখন দেখি নাই"। ইত্যবসরে বৃশ্চিক প্রান্তরস্থিত কোন গর্ত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হাতেম হস্তে যন্ত্র পোটিকা

প্রভাবে সেই বৃশ্চিক দর্শনে ভীত না হইয়া তাহার গতি ও কার্য্য লক্ষ্য করিবার জন্য সেই বৃক্ষ মূলে বসিয়া রহিলেন। এমত সময় কতকগুলি পথিক দশটি সবৎসা ধেনু ও চারিটি ঘোটকের পৃষ্ঠে আপনাদের গৃহস্থালী সামগ্রী বোঝাই করিয়া রাত্রি যাপনেচ্ছায় সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা হাতেমকে সেই নির্জ্জন প্রদেশে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ তস্কর বলিয়া সন্দেহ করিলে হাতেম তাহাদের মনের ভাব অবগত হইয়া আপনা হইতেই আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন, বিনিময়ে পথিকেরাও স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিল, এইরূপে তাহাদের নিকট পরিচিত হইয়া হাতেম স্বচ্ছন্দে তাহাদের সহিত পানাহারে পরিতৃপ্ত হইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে পথিকেরা নিদ্রায় অচেতন, গাভীগণ শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছে এবং ঘোটক চতুষ্টয় দাড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছে, চারিদিকে নিস্তব্ধভাব, কিন্তু হাতেমের চক্ষে নিদ্রা নাই, তিনি সেই বৃশ্চিকের গতি নিরীক্ষণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় বৃশ্চিক গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইল, সে হাতেমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পথিকদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং একে একে তাহাদের সকলকে দংশন করিয়া গাভী, বৎস অবশেষে ঘোটক সকলকে দংশন করিয়া বিনষ্ট করিল। এইরূপে সকলকার বিনাশ সাধন করিয়া পুনরায় স্বীয় গর্ত্তে প্রবেশ করিল। প্রাতে হাতেম এতাধিক জীবের একত্রে বিনাশ দর্শনে ব্যথিত হইয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "হায়! আমারই অনবধানতায় এরূপ শোচনীয় কাণ্ড সাধিত হইয়াছে, আমি বাধা দিলে বোধ করি এত গুলি জীব হত্যা হইত না। যাহা হউক, যখন নিমেষ মধ্যে সেই বৃশ্চিক এত গুলি জীবের বিনাশ সাধন করিয়াছে। তখন আমার বোধ হয়, সে প্রকৃত বৃশ্চিক নহে, বৃশ্চিকরূপী কাল হইবে সন্দেহ নাই। অতএব আমি তাহার কার্য্য কলাপ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিব; এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নিকটস্থ জনপদ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া সেইস্থানে সমবেত হইল ও দেখিল মৃত জীবগণের উদর স্ফীত হইয়াছে এবং উহা হইতে এক প্রকার নীল রস নিঃসৃত হইয়া বহিয়া যাইতেছে; তখন গ্রাম্য লোকেরা হাতেমকে বলিল "ওহে বিদেশি! তুমি কি প্রকারে জীবিত

রহিলে ?" হাতেম বলিলেন, "বন্ধুগণ! আমি যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা আর বলিবার নহে। এক অতি বৃহৎ নানাবর্ণের বৃশ্চিক গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া উহাদের প্রত্যেককে দংশন করিবামাত্র সকলেই বিনষ্ট হইল; বোধ হয়, আমার নিকট এই যষ্টি থাকায় বিশেষতঃ আমার কাল পূর্ণ না হওয়ায় আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় সেই বৃশ্চিক গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া পক্ষীর ন্যায় উর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে সকলকার মধ্য হইতে বৃদ্ধ গ্রাম্য স্বামীকে দংশন করিয়া পলায়ন করিল। বৃদ্ধ যন্ত্রনায় ছট ফট করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, গ্রাম্য লোকেরা সেই শবকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

বৃশ্চিক এবার গর্ত্তে প্রবেশ না করিয়া এক বনে প্রবেশ করিল; হাতেমও তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক নগরের নিকট উপস্থিত হইয়া বৃশ্চিক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ এক ক্ষুদ্র সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই স্থানে গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে মনে করিলেন, এ বৃশ্চিকও নহে, সর্পও নহে: এ নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ কাল, যাহার আয়ু শেষ হইতেছে এবং যাহার যাহাতে মৃত্যু লেখা আছে, এই কাল তখনই সেই সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে যমালয়ে পাঠাইতেছে, সুতরাং বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সর্পের অপেক্ষায় সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন।

অনুমান প্রহরেক রাত্রি সময়ে সর্প বিবর হইতে বহির্গত হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, হাতেমও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, সর্প পয়ঃ প্রণালী অবলম্বন করতঃ রাজভবনে প্রবেশ করিল, এবং ক্ষণ পরে সেই পথ অবলম্বনে বাহিরে আসিয়া প্রান্তরস্থিত স্বীয় গর্ত্তে গিয়া লুক্কায়িত রহিল; হাতেমও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সেই স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। প্রভাত হইবা মাত্র রাজ ভবনে মহা কোলাহল উত্থিত হইল, চারি দিকে লোক-জন দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, পরে শুনা গেল, গত রাত্রিতে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র সর্প দংশনে পরলোক গমন করিয়াছেন। হাতেম তখনই মনে মনে স্থির করিলেন

গুপ্ত রাত্রিতে এই কাল আমার সাক্ষাতেই পয়ঃ প্রণালী অবলম্বনে রাজভবনে প্রবেশ করিয়া এই কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সর্প সেই গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া প্রান্তরের উপর দিয়া চলিল, হাতেম তাহার সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া ক্রমাগত অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন ইহার চরম সীমা আমায় দেখিতেই হইবে।

অনন্তর এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সর্প এক ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রাকৃতি ধারণ করিয়া নিকটস্থ বনে লুক্কায়িত রহিল। ক্ষণ পরে কতকগুলি পথিক তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যেমন নদীতে জল পান করিতে অবতরণ করিবে অমনি ব্যাঘ্ররূপী কাল বন হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের মধ্য হইতে একটী সুন্দর যুবাকে লইয়া বনের দিকে প্রস্থান করিল এবং তথায় তাহার উদর ভেদ ও হৃৎ-গ্রন্থি সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া বন মধ্যে চলিল। হাতেমও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পরে এক সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই কাল, ব্যাঘ্ররূপ পরিহার করিয়া এক নবযৌবনসম্পন্না সুন্দরী ষোড়শী কামিনীর রূপ প্রতিগ্রহ করিল এবং সরোবর তীরে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। হাতেম কিছু দূরে এক বৃক্ষান্তরালে বসিয়া এই সমস্ত কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে দৈনিক বেশধারী দুই সহোদর কর্ম্ম স্থান হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশে গমন করিতে করিতে সেই বাপী সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একটী সুন্দরী ষোড়শীকে তীরে রোদন করিতে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার নিকট গিয়া ক্রন্দনের কারণ, কি জন্য সেস্থানে আগমন, সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলে, কামিনী ক্রন্দন করিতে করিতে আত্ম পরিচয় দান করিতে লাগিল, কামিনী বলিল "মহাশয়! আমি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী এবং সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, অদ্য আমার স্বামী, আমার পিত্রালয় হইতে আমায় তাহার নিজ গৃহে লইয়া যাইতেছিলেন, পরে এই বনের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র এক দল দস্যু আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। দাস দাসী শিবিকা বাহক সকলে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল, অবশেষে তাহারা কতক আমার স্বামীকে প্রহার করিতে করিতে বনের মধ্যে লইয়া গেল, কতক শিবিকা হইতে আমাকে বাহির করিয়া সমস্ত অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়া তাড়া-

ইয়া ছিল এবং কতক পলায়িত দাস দাসীর অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ বন মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। আমি কোন্ পথে যাইব স্থির করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে ছিলাম। এক্ষণে আমার ভাগ্য ক্রমেই আপনারা এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমার ভাগ্যে এখনও কি লেখা আছে জানি না, বিশেষতঃ এই পূর্ণ যৌবনে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা কি প্রকারে সহ্য করিব?" ইহা শ্রবণ মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুলকে পূর্ণ হইয়া বলিল "সুন্দরি! যদি ইচ্ছা হয়,তুমি আমার নিকট অবস্থান করিয়া সুখে কালযাপন করিতে পার, ইহাতে তোমার মত কি?" কামিনী বলিল "উপস্থিত আমার ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিতেছি সুতরাং অমত করিলে চলিবে কেন? কিন্তু আমার তিনটী অনুরোধ আছে তাহা এই—প্রথমতঃ আমি যাহার গৃহিনী হইব, তাহার গৃহে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক থাকিতে পারিবে না; দ্বিতীয়তঃ আমার দ্বারা সাংসারিক কার্য্য বা স্বামী সেবা হইবে না, তৃতীয়তঃ আমি যতদিন জীবিতা থাকিব কোনরূপ মনকষ্ট পাইতে না হয়।" সৈনিক বলিল "আমি এপর্য্যন্ত অবিবাহিত, যদি তোমাকেই বিবাহ করিলাম, তবে অন্য স্ত্রীলোকের সম্ভাবনা কোথায়?"আর যদিও গৃহে বৃদ্ধা মাতা ও এক বিধবা ভগিনী আছেন বটে তা তোমার মত লক্ষ্মীর আবির্ভাবে সে সমস্ত জঞ্জাল অচিরে স্থানান্তরিত হইবে। সাংসারিক কর্ম্ম কাজ তোমাকে কেন করিতে হইবে? দেখ প্রিয়ে! তোমার দাসের অনেক দাসানুদাস আছে, তাহারা থাকিতে (হা অদৃষ্ট!) তোমাকে সংসারের কর্ম্ম করিতে হইবে!!! তুমি কেবল নিজে শয়ন মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া সকলকার কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিবে এবং যে যেরূপ দণ্ডের উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ দণ্ড বিধান করিবে; আর আমার সেবা তোমায় করিতে হইবে কেন? সে পক্ষে এ দাসই সর্ব্বদা তোমার চরণ সন্নিধানে হাজির থাকিবে, এবং আমি জীবিত থাকিতে তোমায় কোনরূপ কষ্ট দিব না।" এই বলিয়া সেই কামিনীর হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল কনিষ্ঠ তৎ পশ্চাতে এবং হাতেক যোগ্যভাবে সকলকার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া যুবতী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মৃদু স্বরে বলিল "নাথ! আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় এত কাতর হইয়াছি যে, আর এক পদও চলিতে সক্ষম

বুঝি, অতএব শীঘ্র আমাকে যৎ কিঞ্চিৎ খাদ্য, অভাব পক্ষে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পানীয় জল আনয়ন করিয়া দাও। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বলিল "ভাই! তুমি এই স্থানে তোমার ভ্রাতৃ জায়াকে সাবধানে রক্ষা কর, আমি অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র বারি আনয়ন করিতেছি" এই বলিয়া এক চর্ম্ম নির্ম্মিত জলাধার (মসক) স্কন্ধে লইয়া যাত্রা করিল। সেই অবকাশে যুবতী কনিষ্টকে বলিল "হে প্রিয়দর্শন! আমি তোমারেই রূপে মোহিত হইয়া তোমার জ্যেষ্ঠকে স্বীকার করিয়াছি; জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠকে বিবাহ করা নিতান্ত নীতি বিরুদ্ধ সুতরাং প্রথমতঃ তোমার জ্যেষ্ঠকে স্বীকার করিয়াছি, মনে মনে আশা, একত্রে বসবাস করিতে করিতে কখন না কখন তোমাকে পাইব, বস্তুতঃ আমি তোমারই রূপে, প্রথম দর্শন হইতে মুগ্ধ হইয়াছি, বিশেষতঃ আমি যেমন অল্প বয়স্কা যুবতী, তুমিও তদনুরূপ যুবক, তোমার ভ্রাতার বয়সাধিক্য বশতঃ আমার মনঃপুত হইতেছে না, অতএব আইস, এই অবসরে আমাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লওয়া যাউক।

কনিষ্ঠ এই কথা শুনিয়া একেবারে অবাক, বলিল—"আপনি একি কুৎসিৎ কথা বলিতেছেন? আপনি এই মাত্র আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পতিত্বে বরণ করিলেন সুতরাং আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভার্য্যা, মাতৃ স্বরূপা হইয়াছেন, আমি আপনার সন্তান তুল্য, অতএব আপনি পুনরায় এরূপ নিদারুণ কথা আর বলিবেন না।" এই কথা শুনিয়া যুবতী ক্রোধান্বিতা হইয়া বলিল, "যদ্যপি তুমি আমার অনুরোধ উপেক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার কখনই ভাল হইবে না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক প্রণয়প্রার্থিনী হইলে পুরুষের প্রত্যাখ্যান করা কখনই উচিত নহে, এখনও বিবেচনা কর, নতুবা তোমার মঙ্গল হইবে না।" কনিষ্ঠ বলিল, "আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন, ফলতঃ আপনার এ অনুরোধ আমি কখনই রক্ষা করিতে পারিব না।" হাতেম গোপন ভাবে তাহাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত শুনিতে ছিলেন, ইত্যবসরে জ্যেষ্ঠ বারিপূর্ণ মসক স্কন্ধে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে সেই রমণী আলুলায়িত কেশে স্বীয় কপোলে করাঘাত করিয়া চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ নিকটে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দুষ্টা "অরে অকর্ম্মণ্য! ধন্য তুমি এবং তোমার এই দুরাচারী কনিষ্ট ভ্রাতাও ধন্য! হায়, আমি পূর্ব্বে এরূপ জানিলে তোমার

মত রূপগর্ব্ব পুরুষকে কখনই পতিত্বে বরণ করিতাম না। হায়, ঈশ্বর আমার লজ্জা ও ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন, নতুবা তোমার কনিষ্ঠ—এই চণ্ডালের হাতে আমার কি দশা হইত সেই ভগবানই জানেন। তুমি জলান্বেষণে গমন করিবামাত্র এই বিশ্বাসঘাতক আমার প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় মনোরথ চরিতার্থ করিবার জন্য আমার হস্তধারণ করিয়া বল প্রয়োগ করিতে লাগিল, আমি ভয়ে যত চিৎকার করিতে লাগিলাম। পাপাত্মা উহাতে বধির হইয়া অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য ততই বল দ্বারা আমায় আকর্ষণ করিতে লাগিল, অবশেষে যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না তখন নানামতে তোমার নিন্দাবাদ করিতে লাগিল, নৃশংস বলিল 'সুন্দরী। আমার জ্যেষ্ঠ তোমার মত অসীম রূপবতী যুবতীর স্বামী হইবার উপযুক্ত নহে, কারণ তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছে, তুমি ষোড়শী আমিও বিংশতি-বর্ষ বয়স্ক যুবক, অতএব আমিই তোমার পতি হইবার উপযুক্ত ; আমি তোমার প্রতি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হইয়াছি অতএব মাদৃশ জনের উপর কৃপা কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া তৃষিত মন প্রাণকে সুশীতল কর, আমি এ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অবসর বুঝিয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বিনাশ করিয়া নিষ্কণ্টকে উভয়ে বিহার করিব'।" এই কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিল "ওরে দুরাচার ! বিশ্বাসঘাতক ! কেহ কি কখন স্বীয় মাতা বা সহোদরার উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে যে, তুই জ্যেষ্ঠ ভার্য্যার প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিলি ?" কনিষ্ঠ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও জ্যেষ্ঠ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না প্রত্যুত কনিষ্ঠকে নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, ইহাতে উভয়ে তুমুল বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, পরিশেষে জ্যেষ্ঠ স্বীয় তরবারি গ্রহণ করিয়া সজোরে কনিষ্ঠের মস্তকে প্রহার করিবামাত্র তরবারি মস্তক দ্বিধা করিয়া বক্ষঃস্থলে আসিয়া নিবৃত্ত হইল। এবং কনিষ্ঠও স্বীয় খঞ্জরাস্ত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠের উদর বিদ্ধ করিবা মাত্র তাহার নাড়ি সমস্ত বাহির হইয়া পড়িল, সুতরাং উভয়েই আহত হইয়া ভূতলশায়ী ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

এই রূপে পঞ্চম অভিনয় শেষ করিয়া রমণীরূপী জ্বাল এক প্রকাণ্ড অহিদাকার ধারণ করিল এবং বেগে এক গ্রাম লক্ষ্য করিয়া চলিল, হাস্তেমও

অবিশ্রান্তভাবে সেই বহ্নির অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মহিষ গ্রামে প্রবেশ করিলে তথাকার কৃষকেরা হৃষ্ট পুষ্ট কৃষিকার্য্যোপযোগী মহিষ দেখিয়া যেমন ধরিতে যাইবে, অমনি কতকগুলিকে পদদ্বারা এবং কতকগুলিকে শৃঙ্গ দ্বারা দূরে নিক্ষেপ ও সংহার করিয়া বেগে বনে প্রবেশ করিয়াই এক অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ মনুষ্যের আকার ধারণ করিল। তখন হাতেম মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই অবসরে ইহার নিকট হইতে সমস্ত তত্ত্ব জানিতে হইতেছে। তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওহে বৃদ্ধ! তোমাকে ঈশ্বরের শপথ, স্থির হও, স্থির হও।" বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া হাতেমের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ওহে হাতেম! তুমি ভাল আছত? কি বলিতেছ, বল।" হাতেম বলিলেন, "তুমি আমার নাম কি প্রকারে জানিলে?" বৃদ্ধ বলিল, "আমি তোমার নাম এমন কি তোমার পিতার নাম, তোমার জন্ম, কার্য্যকলাপ সমস্তই অবগত আছি। আমার নিকট কিছুই গুপ্ত নাই, তোমার আর জিজ্ঞাসা করিবার আছে কি শীঘ্র বল, আমার সময় নাই। আমার এখনও অনেক কার্য্য করিতে হইবে।" হাতেম যে যে আকারে তাহাকে দর্শন ও যে যে কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছিলেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধ হাস্য করিয়া বলিল, "সে সকল জানিয়া তোমার কি হইবে? এক দিন তোমাকেও এইরূপে গ্রহণ করিব।" হাতেম বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত না তুমি এই সকল গুপ্ত রহস্য আমার নিকট প্রকাশ কর, তাবৎ আমি তোমাকে কখনই ছাড়িব না।" তখন বৃদ্ধ বলিল, "ওহে হাতেম! আমিই 'যম' যে যে রূপে আমার নিয়তি সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমি জীব সকলকে নিয়ত গ্রহণ করি।" ইহা শুনিয়া হাতেম বলিলেন, "তবে বল আমার কিরূপে এবং কখন্ মৃত্যু হইবে?" বৃদ্ধ বলিল, "তোমার কাল পূর্ণ হইতে এখনও অনেক বাকি আছে।" পূর্ণ অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে কোন এক উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া তোমার নাসিকা হইতে এত রক্তস্রাব হইবে যে, তাহাতেই তোমার মৃত্যু হইবে। এখনও তোমার সেই সময় পূর্ণ হইতে অনেক অবশিষ্ট আছে। অতএব ইহার মধ্যে তুমি পার, পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লও। তোমার নিমিত্ত স্বর্গে স্বতন্ত্র স্থান নিরূপিত হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া হাতেম মস্তকোত্তোলন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে

ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া নিয়ে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আর সে বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর হাতেম কোহকাফ্ প্রান্তরের পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। এক একবার বমের কার্য্যকলাপ স্মরণ করিয়া তাঁহার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইতে লাগিল। পরক্ষণেই স্বীয় কার্য্যের দায়ীত্ব অনুভব করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এক কৃষ্ণবর্ণ মরুভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্র রাত্রি উপস্থিত দলে দলে কৃষ্ণ সর্প মনুষ্যের আঘ্রাণ পাইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। হাতেম সেই স্থানে হযুজ যষ্টি বিদ্ধ করিয়া নিয়ে বসিয়া রাত্রিযাপন করিলেন; সর্পগণ আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে গর্জ্জন করিতে লাগিল, অবশেষে রাত্রি প্রভাতা হইবামাত্র সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হাতেম পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন, পরিশেষে আর এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথাকার মৃত্তিকা, জীব জন্তু বৃক্ষাদি সমস্তই শ্বেতবর্ণ, তথাকার শ্বেত সর্পেরা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিলে তিনি হযুজের যষ্টির গুণে সেবারও রক্ষা পাইলেন। এইরূপে ক্রমশঃ নানা বর্ণের ভূমি অতিক্রম করিয়া পরিশেষে বহুকষ্টে লোহিত প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আর চলিতে সক্ষম হইলেন না। ভূমির উত্তাপে তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি কোন্ দিকে গমন করিবেন, তাহার স্থির করিতে পারিলেন না; তখন মনে মনে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হা ঈশ্বর! এই নির্জ্জন প্রান্তরে পিপাসায় আমার প্রাণ যায়; আমি তোমার পথে পরোপকার সাধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি, পাছে আমা বিহনে সেই বিরহসন্তপ্ত যুবকগণ প্রাণ হারায় এই ভয়। জগদীশ! তুমি অসহায়ের সহায়, সেই বিরহকাতর যুবকগণকে রক্ষা করিও।" বলিতে বলিতে অকস্মাৎ হতচেতন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। সেই সময়ে তথায় এক বৃদ্ধ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন, "হাতেম! অধৈর্য্য হইও না; সাহসে ভর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, সেই তনু্ক কন্যাদত্ত গোটিকা মুখ মধ্যে রক্ষা কর, তাহা হইলে সমস্ত কষ্ট দূর হইবে।" হাতেম বৃদ্ধের আজ্ঞামত গোটিকা মুখ মধ্যে রক্ষা

করিবামাত্র তন্মুহূর্তেই ভূমির উষ্ণতা ও পিপাসার শান্তি হইল। তখন হাতেম সেই বৃদ্ধের পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, "এতাদৃশ উষ্ণতা অনুভূত হইবার কারণ কি ?" বৃদ্ধ বলিলেন, "ইহা লোহিত সর্পের বিষের তেজে এরূপ হইয়াছে।" ভূগর্ভে তাহার মুখনিঃসৃত অগ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত হইতেছে, সুতরাং সমস্ত ভূমিও উত্তপ্ত ও লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে।" এই বলিয়াই বৃদ্ধ সেই স্থানে অন্তর্ধান হইল।

হাতেম তথা হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গোটিকার গুণে, তাদৃশ উষ্ণতা আর অনুভূত হইল না। তিনি যখন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন এক প্রকাণ্ড লোহিত সর্প মনুষ্যের আঘ্রাণ পাইয়া স্বীয় বিবর হইতে তালবৃক্ষসম ফণা উন্নত করিয়া মুখব্যাদান করিতে লাগিল। তাহার মুখ ও নাসিকা হইতে সধূম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত করিল। হাতেম সাহসে ভর করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং যখন সেই ভুজঙ্গের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পতিত হইল, তখন সে ফণা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। হাতেম হযুরের যষ্টি সেই স্থানে বিদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে সর্প আর অগ্রসর হইতে পারিল না, প্রত্যুত ভয়ে নিজ দেহ সঙ্কোচ করিয়া বিবর মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। সেই অবসরে হাতেম হযুর যষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকস্থিত মণি লক্ষ্য করিয়া প্রহার করিবামাত্র মণি তাহার মস্তক চ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল। সর্পও স্বীয় প্রাণ লইয়া তৎক্ষণাৎ বিবরে প্রবেশ করিল। হাতেম ব্যাগ্র হইয়া মণিটি লইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নিকটে গিয়া তাহার জ্যোতির্তে এরূপ বিমোহিত হইলেন যে, সহসা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। অগ্নি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল, তিনি উষ্ণীষের একখণ্ড বস্ত্র লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু বস্ত্র দগ্ধ হইল না। তখন উহা গ্রহণ করিয়া উষ্ণীষ মধ্যে যত্নে রক্ষা করিবামাত্র সেই স্থান একেবারে শীতল হইল।

হাতেম মণি গ্রহণ করিয়া তথা হইতে যশস্কর যাদুর দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন; কতিদিন বহু কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া যাদুর দেশে উপস্থিত হইলেন এবং সেই যুবার হস্তে মণি প্রদান করিয়া তাহার নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন।

যুবা তাঁহার পদে পতিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইতেছিল, তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, "ভাই! এইত তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন পূর্ণ হইল।" অবশিষ্ট যে প্রশ্নটি আছে (অর্থাৎ উত্তপ্ত ঘৃত পূর্ণ কটাহে মজ্জন) তাহার জন্য চিন্তিত বা ভীত হইও না। তখন তিনি অম্বুক কন্যাদত্ত গোটিকা সেই যুবার হস্তে দান করিয়া বলিলেন, "এই গোটিকাটি সাবধানে রক্ষা কর। যখন উত্তপ্ত ঘৃত মধ্যে ঝাঁপ দিবে, তখন সাবধানে এই গোটিকা মুখ মধ্যে রক্ষা করিবে, তাহা হইলে উক্ত ঘৃত তোমার কখনই পীড়াদায়ক হইবে না। এক্ষণে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া গমন কর এবং এই মণি বাদ্রুর হস্তে দান করিয়া তৃতীয় প্রশ্ন পূরণান্তর তোমার প্রণয়িনীর সহিত সুখে মিলিত হও; ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

যুবা মণি লইয়া মসক্কর বাদ্রুর সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক উহা তাহার হস্তে প্রদান করিল এবং বলিল "মহাশয়! এইত আপনার বাঞ্ছিত মণি আমি আনয়ন করিলাম। এক্ষণে আর কি করিতে হইবে বলুন?" বাদ্রু বলিল "অগ্রে আমি ইহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া পরে তোমার কথায় প্রত্যয় করিব এবং তৃতীয় প্রশ্ন ব্যক্ত করিব।" অনন্তর বাদ্রু নানা প্রকারে ঐ মণি পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিল প্রকৃতই প্রার্থিত মণি; তখন নিজ অনুচর বর্গকে বলিল, "দেখ, এই মণিটি প্রত্যেক শত বৎসর ইহার অনুরূপ এক একটী মণি প্রসব করিবে, আরও ইহার সহস্র সহস্র গুণ আছে, তাহা বর্ণনাতীত।" পরে যুবাকে বলিল, "ওহে বিদেশি! তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন পূর্ণ হইল। এক্ষণে অবশিষ্টটি পূর্ণ কর, তাহা হইলেই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে।" যুবা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে মসক্কর দাসদিগকে, এক লৌহ কটাহে ঘৃতপূর্ণ করিয়া সপ্তাহকাল তাহাকে ক্রমাগত অগ্নি উত্তপ্ত করিতে আজ্ঞা করিল। ভৃত্যেরা আদেশ মত তাহাই করিল এবং যখন ঘৃত এত উষ্ণ হইল যে, প্রস্তর খণ্ড পর্য্যন্ত পতিত হইলে ভস্মীভূত হইয়া যায়; তখন প্রভুকে সংবাদ দিল, মসক্কর যুবাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং বলিল, "ওহে যুবা! আর বিলম্ব করিও না, কটাহ মধ্যে ঝম্প প্রদান কর।" যুবক হাতেমের আশীর্ব্বাদ বাক্য স্মরণ করিয়া তিনবার ঐ কটাহকে প্রদক্ষিণ ও ঈশ্বরের নাম লইয়া এবং মুখমধ্যে গোটিকা স্থাপন করিয়া অবলীলাক্রমে উহাতে

ঝাঁপ দিল, সে কটাহে পতিত হইয়া মস্তকে শীতল বারির ন্যায় অনুভব করিয়া তাহাকে আনন্দে সন্তরণ করিতে লাগিলেন এবং বালককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয় এখন কি আজ্ঞা হয়, আরও কিছুক্ষণ ইহাতে সন্তরণ করিব, কি নির্গত হইব।" তখন মনস্কর লজ্জায় আর উত্তর করিতে পারিল না, নতশির হইয়া রহিল, ক্ষণপরে স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুবাকে নিকটে আহ্বান করিল এবং তাহাকে আলিঙ্গন ও কন্যা সম্প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিল।

হাতেম যুবকের নিকট হইতে স্বীয় ঘোটকা লইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে যুবক তাঁহার পদতলে পতিত হইল, হাতেম তাহাকে আলিঙ্গন ও মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিয়া আলকা পর্ব্বতের পথ অবলম্বনে চলিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন গমন করিয়া আলকা পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই পর্ব্বতের শিখর দেশ যেন আকাশকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, পক্ষিগণের এমন সাধ্য নাই যে, উহার শিখরে আরোহণ করে, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনুষ্যের আত্মা শিহরিয়া উঠে। হাতেম পর্ব্বত নিম্নে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সময় এই স্থানবাসী কাহাকেও দেখিতে পাইলে পর্ব্বতারোহণের পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইব, এমন সময় কতকগুলি পরী পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক পর্ব্বত হইতে নিম্নে অবতরণ করিল দেখিয়া তিনি দ্রুতবেগে তাহাদের নিকট গমন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইতে না হইতে তাহারা অদৃশ্য হইল। তিনি কিছু দূর গিয়া সম্মুখে এক গহ্বর দেখিয়া ভাবিলেন, বোধ হয় সেই পরীরা এই গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন প্রশস্ত পথ দেখিলেন না, এক খণ্ড মসৃণ প্রস্তর উহার মুখে স্থাপিত আছে, তাহারই পার্শ্ব দিয়া এক জন মনুষ্য অতি কষ্টে গমন করিতে পারে, এইরূপ এক সঙ্কীর্ণ পথ আছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, কপালে যাহাই থাকুক, আমি এই পথেই প্রবেশ করিব, এই বলিয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ঐ প্রস্তরের মসৃণতা বশতঃ একবারে পিছলাইয়া পড়িলেন, এবং সমস্ত দিন গড়াইতে গড়াইতে গহ্বর মধ্যে চলিলেন, পরে যখন পদে মৃত্তিকা স্পর্শ হইল, তখন চক্ষুরুন্মিলন করিয়া সম্মুখে এক

মনোরম প্রকাণ্ড প্রান্তর দেখিতে পাইলেন ও আনন্দ মনে কিছুদূর গমন করিলেন, পরে মনে মনে ভাবিলেন, সেই পরীরা কোন্ দিকে গমন করিল, তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য, এই ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছেন। এমন সময় সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইবা মাত্র স্থির করিলেন, এস্থানে অবশ্য লোক জনের বসবাস থাকিতে পারে, সেই সময় কতকগুলি পরী সেই ভবন হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া ও সম্মুখে হাতেমকে নিশঙ্কভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া সকলে তাঁহার নিকটে আসিল এবং বলিল "ওহে মনুষ্য! তুমি এস্থানে কি প্রকারে আসিলে?" তুমি স্বয়ং আসিয়াছ, কি অন্য কেহ তোমাকে এখানে আনিয়াছে?" তিনি বলিলেন, 'ঈশ্বর স্বয়ং পথ প্রদর্শক হইয়া আমায় এখানে আনিয়াছেন।" পরীরা বলিল,"যথার্থ বল, গর্ত্তের পথ তুমি কি প্রকারে দেখিতে পাইলে?" তখন তিনি বলিলেন, "আমি পর্ব্বতের নিকট বসিয়াছিলাম, সেই সময় কতকগুলি তোমাদের মত পরী আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে এক গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম, তখন মনে করিলাম, পরীরা অবশ্যই এই গর্ত্তেই প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং তখনই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র গড়াইতে গড়াইতে এস্থলে আসিয়াছি।—তোমাদিগকে ঈশ্বরের শপথ, সত্য বল এস্থানের নাম কি এবং ইহার অধিকারী বা কে?" পরীরা বলিল, "এ স্থানের নাম আলকা গহ্বর এবং মলকা আলগন পরীই এই পর্ব্বতের ও গহ্বরের একমাত্র অধিশ্বরী। আমরা তাঁহার দাস, বসন্তাগমে তিনি এই স্থানে আগমন করেন এবং গ্রীষ্মশেষে এ স্থান হইতে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার আগমনের দিন নিকট হইয়াছে সুতরাং আমরা এ স্থানের তত্ত্বাবধান করিতেছি। অতএব তুমি মনুষ্য হইয়া এ স্থানে আগমন করায় আমরা অতীব আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইয়াছি; আমাদের এরূপ আজ্ঞা আছে যে, স্বজাতি ভিন্ন অপর কেহ এখানে আসিলেই তাহাকে তখনই বিনাশ করিব। কিন্তু তোমাকে সুন্দর যুবা দেখিয়া দয়া হইতেছে।" হাতেম বলিলেন, "পরীগণ! আমি যখন এখানে আসিয়া পড়িয়াছি তখন আর কোথায় যাই বল? অতএব অনুগ্রহ করিয়া অন্ততঃ তোমাদের কর্ত্রীর আগমন পর্য্যন্ত আমাকে এই স্থানে অবস্থান করিতে দাও; আমি

দেখিতেছি আমার অদৃষ্ট ভাল, কারণ আমি যাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এ স্থানে আসিলাম, তোমরা বলিতেছ তিনি অল্পদিন মধ্যেই এখানে আসিবেন ; তাহা হইলে তিনি আসিলেই তাঁহার সম্মুখে আমার যাহা ব্যবস্থা হয় করিও।" পরীরা বলিল, "ওহে নির্ব্বোধ! তোমার এমন কি কর্ম্ম আছে যে, মনুষ্য হইয়া পরীরাজ কন্যা আলগনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা কর?" হাতেম উত্তর করিলেন, "তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ আবশ্যক আছে।" তাহারা বলিল, "তুমি বোধ হয়, বায়ু গ্রস্ত হইয়াছ, নতুবা যাহার প্রাণের ভয় আছে, সেকি এখানে পদার্পণ করিতে পারে?" ইহা বলিয়াই উহাদের একজন খড়্গোত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল, তিনি মৌনী ও নত শির হইয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন, তখন তাহারা সকলে হাস্য করিয়া বলিল, এ অতি আশ্চর্য্য মনুষ্য দেখিতেছি, কারণ এ কিছু মাত্র প্রাণের ভয় করে না ; তখন অন্য এক পরী বলিল "ওহে মনুষ্য! আমরা দয়াপরবশ হইয়া তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি, এখনও এস্থান পরিত্যাগ কর, এখনও তোমার অনিষ্ট হয় নাই, নতুবা অশেষ কষ্ট পাইয়া বিনষ্ট হইবে।" হাতেম উত্তর করিলেন "পরীগণ! আমি যদি এ ছার প্রাণের মারাই করিব, তবে এস্থানে আসিব কেন? আমি জগতে মনুষ্যের হিতসাধন জন্যই করে স্বীয় মস্তক লইয়া ভ্রমণ করিতেছি, দেখ এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ যদি ঈশ্বরের পথে পরের জন্য পতিত হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের বিষয় আর কি আছে?" এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাহারা কথঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া বলিল, "ওহে হিতকারী যুবা! যদি আমাদের কর্ত্রীকে দেখিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আইস, তোমাকে কোন নিভৃত স্থানে রাখিয়া দি।" অনন্তর তাহারা তাঁহাকে কোন এক গুপ্ত স্থানে রক্ষা করিয়া নানা প্রকার সুস্বাদু ফল মূল আহার করিতে দিল এবং বলিল "ওহে মনুষ্য! সত্য বল, আমাদের কর্ত্রীর নিকট তোমার কি আবশ্যক আছে?" তখন তিনি সেই প্রেমার্ত্ত যুবার সহিত আলগুন পরীর মিলন ও তাহার নিকট হইতে এক সপ্তাহের বিদায় হইয়া প্রস্থান ইত্যাদি আদ্যন্ত সমস্তই প্রকাশ করিলেন এবং আরও বলিলেন, "আমি আলগুন পরীকে সেই যুবার বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি, কারণ আমার বোধ হয়, তিনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া

থাকিবেন।" তাহারা বলিল, "ওহে মনুষ্য! আমাদের এরূপ সাধ্য নাই যে, তোমার এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাদের কর্ত্রীর নিকট প্রকাশ করি; কিন্তু তোমাকে বন্ধন করিয়া অনায়াসে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারিব এবং সেই অবসরে তুমিও স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিবে।" হাতেম বলিলেন "অতি উত্তম, যে উপায়েই হউক, আমায় তাঁহার নিকট লইয়া চল, পরে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

নিরূপিত দিনে আলগন পরী সঙ্গিনীগণে পরিবৃতা হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভৃত্যগণ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নত শিরে অভিবাদন করিল। অনন্তর আলগন পরী-স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্টা হইলে সঙ্গিনীগণ তাহার চতুঃপার্শ্বে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিল ইত্যবসরে ভৃত্য পরীরা আসিয়া হাতেমকে বলিল, "ওহে মনুষ্য! যদি আমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীকে দেখিতে ইচ্ছা কর, আইস এই অবসরে দূর হইতে তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।" অনন্তর তাহারা হাতেমকে এক বৃক্ষান্তরাল হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখ, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান ও নানালঙ্কার বিভূষিতা হইয়া সর্ব্ব মধ্য স্থলে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, যাঁহার জ্যোতিতে সমস্ত আলোকিত হইয়া রহিয়াছে; উনিই আলগনপরী।" হাতেম দূর হইতে আলগনের রূপ দেখিয়া অতীব চমৎকৃত হইয়া মনে মনে সেই আলগনের সৃজনকর্ত্তা খুদাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন যে, এরূপ অসীম রূপবতী পরী হইয়া সামান্য মনুষ্যকে প্রণয়পাশে বন্ধন করিয়া আসিয়াছে। তদনন্তর সেই রক্ষকগণকে বলিলেন, "একণে তোমরা আমাকে তোমাদের কর্ত্রীর নিকট লইয়া চল।" ইহা শুনিয়া তাহারা তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া যে স্থানে আলগন পরী সঙ্গিনীগণে পরিবৃতা হইয়া হাস্য কৌতুক করিতেছিল, সেই স্থানে লইয়া উপস্থিত করিল ও বলিল, "অদ্য এই মনুষ্য কি প্রকারে ও কোন পথ দিয়া বলিতে পারি না, এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ইহাকে বন্ধন করিয়া আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। একণে যাহা আজ্ঞা হয়।" আলগন হাতেমের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়াই বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত বন্ধন মোচন করিতে আদেশ করিল এবং হাতেমের হস্তধারণ করিয়া স্বীয় আসনের নিকট লইয়া বলিল, "ওহে যুবা! তুমি কোথা,

হইতে ও কি অভিলাষে এখানে আসিয়াছ ? তোমার নাম কি ? হাতেম স্বীয় নাম, পিতার নাম ও রাজ্যের পরিচয় দিবামাত্র পরী স্বীয় আসন হইতে উত্থিতা হইয়া বলিল, আমি তোমার নাম পৃথিবীতে বহুল প্রচার হইতে শুনিয়াছি এবং তোমার পরোপকারিতারও বিশেষ সুখ্যাতির কথাও শুনিয়াছি। এক্ষণে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এস্থলে আগমনের কারণ কি ? আমি তোমার দাসী, সদৃশ যাহা আজ্ঞা করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই করিব।" হাতেম আলগন মুখ হইতে আশাতিরিক্ত সৌজন্য বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার অনুরূপ বাক্যই বলিয়াছ, কিন্তু সেই প্রেম-পীড়িত যুবাকে এত অধিক কষ্ট কেন দিতেছ ; তুমি তাহার নিকট হইতে সপ্ত দিনের অবসর লইয়া আসিয়া সপ্তবর্ষ অতিবাহিত হইল, তথাপি দর্শন দিলে না, ইহার কারণ কি ? হায় ! সেই যুবা সেই পর্ব্বতোপরি বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া দিবা রাত্রি 'হা প্রিয়ে, হা প্রিয়ে' বলিয়া সমভাবে তোমার নাম লইয়া ক্রন্দন করিয়া তনুক্ষয় করিতেছে, ইহাতেই বোধ হয়, তোমরা নিয়ত পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া হৃদয়ও পাষাণ সম করিয়াছ, আহা ! আমার বোধ হয় সেই প্রেম-পীড়িত যুবা আর বেশী দিন বাঁচিবে না। অতএব যদি এতই অনুগ্রহ করিলে, একবার চল, সেই প্রেমিককে মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন দিয়া ফিরিয়া আসিবে।" আলগন বলিল, "ওহে হাতেম ! আমি তোমাকে দর্শন করিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছি, সে আমার উপযুক্ত নহে। তাহার প্রেম নিতান্ত অপক্ক, কারণ সে বালকের ন্যায় সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া 'হা প্রিয়ে ! হা প্রিয়ে' করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিতেছে। কিন্তু কিছু কষ্ট করিলেই তোমার মত এই স্থানে আসিতে পারিত।" হাতেম বলিলেন, "যদি সে তোমার প্রতি আসক্ত না হইবে, তবে কি নিমিত্ত এই সপ্ত বর্ষ তোমাকে ধ্যান করিয়া সমভাবে দাড়াইয়া জীবন শেষ করিবে ? সে ত মনে করিলে অনায়াসে স্বীয় আলয়ে গমন করিতে পারিত ? বিশেষতঃ তুমিই তাহাকে তোমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান করিতে বলিয়া আসিয়াছ, অতএব তাহার দোষ কি ?" আলগন বলিল, "তুমি যাহাই কেন বল না, আমি তাহাকে কখনই স্বীকার করিব না।" হাতেম বলিলেন, "সুন্দরি ! সেই যুবাকে প্রথমতঃ আশ্বস্ত করিয়া এখন এরূপ কথা কেন প্রয়োগ করিতেছ ? ইহাতে

অবশ্যই তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে, আর আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে পর্য্যন্ত না তুমি তাহার নিকট গমন কর, সে পর্য্যন্ত, আমার জীবনান্ত হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি কখনই এ স্থান পরিত্যাগ করিব না।” ইহা শুনিয়া আলগন বলিল, “তোমার অনুরোধে অন্ততঃ আমি তাহাকে স্বীয় নিকটে রাখিতে পারি। কিন্তু সেই মূঢ়কে কখনই পতিত্বে বরণ করিব না।” হাতেম বলিলেন “তুমি আমার অনুরোধ কোন ক্রমেই রক্ষা করিতেছ না। অতএব আমি অনশনে তোমার দ্বারে প্রাণ ত্যাগ করিব, আমার হত্যাপরাধ অবশ্য তোমাতে বর্ত্তিবে।” এই বলিয়া সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখস্থ এক বৃক্ষ তলে সপ্তাহকাল অনশনে যাপন করিলেন। অষ্টমদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে যে “ওহে হাতেম! সাবধান! এই আলগন পরী কত শত প্রেমিককে এইরূপে হত্যা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব আমার কথা শুন, পরীর অনুমতি লইয়া সেই যুবাকে এস্থানে আনয়ন কর। অনন্তর তোমার নিকট ভল্লুক কন্যা দত্ত যে গোটিকা আছে, তাহা কিঞ্চিৎ জলে ঘর্ষণ করিয়া সেই জল সেই যুবা দ্বারা কৃত্রী করাইয়া কৌশলে উহা আলগন পরীকে পান করাইতে পারিলেই তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। নতুবা সপ্ত পুরুষ এই ভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেও আলগন পরীকে বশীভূত করিতে পারিবে না।” রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় আলগন পরী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল ও বলিল, “হাতেম! তুমি কি নির্ম্মিত্ত অনশনে স্বীয় আত্মাকে এরূপ কষ্ট দিতেছ? আমি তোমার রূপে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, সেই জন্য তোমার কষ্ট দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, নতুবা তুমি নিশ্চয় জানিও, আলগন পরীর এরূপ রীতি নহে। যাহা হউক, তোমার ইচ্ছা কি প্রকাশ কর, সেই যুবাকে বিবাহ ভিন্ন আমাকে যাহা করিতে বলিবে তাহাই করিব।” হাতেম বলিলেন, “তুমি তাহাকে বিবাহ না কর তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাকে একবার দর্শন দাও, আমার এই ইচ্ছা।” অনন্তর পরী তাহাতেই স্বীকৃতা হইলে হাতেম সেই যুবাকে আনয়ন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন, তখন পরী বলিল, “তুমি পথশ্রান্ত, বিশেষতঃ উপবাসে দুর্ব্বল হইয়াছ, তোমার যাওয়া তত্রায় রাইতে

হইবে না" এই বলিয়া চারিজন ভৃত্যকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেই যুবার নিকট পাঠাইয়া দিল। তাহারা নিমেষ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অস্থি চর্ম্মসার মনুষ্য মুদ্রিত লোচনে বৃক্ষতলে এক শিলাখণ্ডে দণ্ডায়মান আছে, মধ্যে মধ্যে "হা প্রিয়ে! আশা দিয়া কোথায় গেলে" এই কয়টি কথা বলিতেছে। পরীরা তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "ওহে যুবা! আর ক্রন্দন করিও না, হাতেম নামক কোন ব্যক্তি তোমার কথা আমাদের রাজকন্যার নিকট বলায়, তিনি আমাদিগকে তোমারে তথায় লইয়া যাইবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন, আমরা তাঁহার দাস, অতএব কালবিলম্ব না করিয়া এই চতুর্দ্দোলে আরোহণ কর, আমরা সত্বর তোমারে তথায় লইয়া যাইতেছি।" ইহা শ্রবণ মাত্র যুবা চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখেন সত্যসত্যই চারিটি পরী এক খানি চতুর্দ্দোল লইয়া সম্মুখে উপস্থিত, তখন মনে মনে হাতেমের সাহস ও কার্য্যের প্রশংসা করিয়া সেই চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিলে সেই পরীরা পুনরায় নিমেষ মধ্যে তাহাকে আলগন পরীর সমীপে উপনীত করিল। যুবা আলগনকে দেখিবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে আলগন স্বহস্তে তাহার মুখে গোলাব সেচন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া যুবা অনিমেষ নয়নে পরীর দিকে তাকাইয়া রহিল, তদ্দর্শনে আলগন বলিল, "অহে যুবা! মনের সাধ মিটাইয়া আমাকে দর্শন কর। কিন্তু অন্য কোন প্রত্যাশা করিও না।"

অনন্তর সন্ধ্যার সময় পরীরা আজ্ঞামত নৃত্য গীত আরম্ভ হইল, সঙ্গীনিগণ সহ আলগন, হাতেম ও যুবা সকলেই সেই সভায় আসীন—পরীরা সকলেই নৃত্যগীতে অন্যমনস্ক—ইত্যবসরে হাতেম যুবা হস্তে ভল্লুক কন্যা দত্ত গোটিকা দান করিয়া চুপে চুপে বলিলেন, "ভাই! তুমি পিপাসার ভান করিয়া যে স্থানে পানীয় জল থাকে, সেই স্থানে গিয়া এই গোটিকা কিঞ্চিৎ জলে ঘর্ষণ করিবে, পরে সেই জল কুল্লি করতঃ পানীয় জলাধারে সাবধানে নিক্ষেপ করিয়া সত্বর এখানে চলিয়া আসিবে; দেখিও, ভৃত্যেরা কেহ যেন জানিতে না পারে।" যুবা হাতেমের আদেশ মত কার্য্য করিয়া পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল। এদিকে কিঙ্করেরা সেই উচ্ছিষ্ট কলস হইতে জল লইয়া সরবত প্রস্তুত করিল এবং পাত্রে বিন্যস্ত

করিয়া সভাস্থলে আলগনের সম্মুখে রক্ষা করিল, আলগন উহা কিঞ্চিৎ পান করিবামাত্র অধৈর্য্য হইয়া অনবরত যুবার দিকে তাকাইতে লাগিল, অবসর বুঝিয়া হাতেম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার একি ভাব দেখিতেছি?" আলগন লজ্জিতা ও অধোমুখী হইয়া বলিল, "হাতেম! আমার অজ্ঞাতসারে কে এরূপ করিল বলিতে পারি না, বোধ হয় এ সমস্ত তোমারই গুণপনা, যাহা হউক কত শত প্রেমার্ত্ত যুবাকে প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অবশেষে তোমার নিকট পরাস্ত হইলাম, এক্ষণে আমি যুবার প্রতি এত আসক্তা হইয়াছি যে, আর কাল বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, সুতরাং এই যুবাকেই পতিত্বে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার পিতা মাতার অনুমতি বিনা বিবাহ কি প্রকারে হইতে পারে?" হাতেম বলিলেন, "ক্ষতি কি? তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ কর।" অনন্তর আলগন পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঐ যুবাকে বিবাহ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

একদা হাতেম পরীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে পরী জিজ্ঞাসা করিল, "এক্ষণে তোমাকে কোথায় গমন করিতে হইবে?" হাতেম বলিলেন, "কোন কার্য্যোপলক্ষে আহমব পর্ব্বতে যাইব।" পরী বলিল, "যদিও সেস্থান এখান হইতে অনেক দিনের পথ এবং পথে নানা প্রকার বিঘ্ন আছে, তথাপি তুমি চিন্তিত হইও না, আমি এক দিনে তোমায় তথায় উপস্থিত করিয়া দিব।" এই বলিয়া চারিজন ভৃত্যকে এক রৌপ্য নির্ম্মিত চতুর্দ্দোল সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন, হাতেম যুবার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে সে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া চতুর্দ্দোলে আরূঢ় হইলে বাহক পরীরা চতুর্দ্দোল সহ শূন্যে উড্ডীয়মান হইল এবং সমস্ত রাত্রি গমনের পর প্রত্যূষে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল; হাতেম সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর একাকী চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়া "কাহারও মন্দ করিও না, যদি কর তবে উহা নিজে প্রাপ্ত হইবে।" এই কথা গুলি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি পুনকে পূর্ণ হইয়া ভাবিলেন,

যাহার জন্য এত কষ্ট পাইলাম ঈশ্বর কৃপায় আমি সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়াছি, অনন্তর শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন এবং নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, এক অত্যুচ্চ বৃক্ষ-শাখায় রজ্জু বদ্ধ এক বৃহৎ লৌহ পিঞ্জর লম্বিত রহিয়াছে, উহার মধ্যে শুভ্র কেশ এক স্থবির আবদ্ধ হইয়া ক্ষণে ক্ষণে ঐরূপ চীৎকার করিতেছে। ইহা দর্শন করিয়া হাতেম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে স্থবির! এই নির্জ্জন প্রদেশে তোমাকে এরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া কে স্থাপন করিল? এবং তোমার মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে এরূপ শব্দ কেন নিঃসৃত হইতেছে? যদি কোন বাধা না থাকে আমাকে সমস্ত বলিবে কি?" বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ওরে সুন্দর দর্শন যুবা! আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। যদি স্থির চিত্তে আমার জীবনী শ্রবণ করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে বলিতেছি শ্রবণ কর।" হাতেম বলিলেন, "আমি তোমার বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্যই নানা প্রকার কষ্ট ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, অতএব আমি তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।" ইহা শুনিয়া পিঞ্জরস্থ বৃদ্ধ আপন জীবনী বলিতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ বলিল, "আমার নাম আহমদ সওদাগর, আমার পিতা একজন বিখ্যাত ধনী সওদাগর ছিলেন, আমার জন্মদিনে আমার পিতা এই নগর ক্রয় করিয়া আমার নামানুসারে এই নগরের নামও আহমর রাখিয়া ছিলেন। ক্রমে আমার বয়োবৃদ্ধি সহকারে যখন বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলাম, পিতা আমারই হস্তে সমস্ত কার্য্যভার দিয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিতেন। একদা তিনি ঐরূপ বাণিজ্য করিতে গিয়া দস্যু কর্ত্তৃক হত হইলেন, আমি তাঁহার মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত হইয়া গৃহে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। এই সময় কতকগুলি শঠ প্রবঞ্চক দুর্বৃত্ত আমার বন্ধু ও পারিষদ হইল। আমি তাঁহাদের কুপরামর্শে ক্রমে ক্রমে এরূপ অপব্যয়শীল হইলাম যে, অল্প দিন মধ্যেই পিতৃ সঞ্চিত ধনরত্ন নষ্ট করিয়া অবশেষে পথের ভিখারী হইলাম, শেষে উদরান্নের জন্য চৌর্য্য বৃত্তি আরম্ভ করিলাম। এই রূপে কিছু কাল গত হইলে একদিন রাজপথে ভ্রমণ করিতেছি- ইত্যবসরে এক পথিক আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "বাপু হে! তোমার

ললাট অতি সুলক্ষণাক্রান্ত বোধ হইতেছে, তথাপি তোমার এরূপ মলিন বেশে পথে পথে ভিখারীর মত ভ্রমণ করিবার কারণ কি ? আমার বোধ হয়, তুমি কোন সম্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।" আমি বলিলাম, "আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য কিন্তু কালবশে পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সঞ্চিত ধন সম্পত্তি অপচয় করিয়া আমি এখন পথের ভিখারি হইয়াছি।" সেই লোক বলিলেন, "আচ্ছা ! আমায় তোমার গৃহে লইয়া চল, আমার বিদ্যা ও গুণপনা তোমারে দিয়াই প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখিব। আমি মৃত্তিকার আস্বাদ লইয়া প্রোথিত ধনের তত্ত্ব বলিতে পারি।"

আমি ত আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমার গৃহ দেখাইয়া দিলাম। সেই লোক বাটিতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "যদি আমা দ্বারা গুপ্ত ধন আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে আমাকে তাহার এক চতুর্থাংশ প্রদান করিবে" যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। আমি তাহাই স্বীকার করিলাম। অনন্তর সে ব্যক্তি স্থানে স্থানে মৃত্তিকা উত্থিত করিয়া পরীক্ষা করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল, পরিশেষে নৈঋত কোণে উপস্থিত হইয়া সেই রূপ পরীক্ষা করণান্তর মৃত্তিকা খনন করাইবা মাত্র অপর্য্যাপ্ত ধন বহির্গত হইল। অনন্তর আমি ধন লোভে অন্ধ হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিলাম না, সামান্য দুই চারি মুদ্রা লইয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ তাঁহাকে দান করিলাম। ইহাতে তিনি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞামত অর্থ প্রার্থনা করিলে আমি বিকৃত মস্তক ও উষ্ণ শোণিতের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়া বাটির বাহির করিয়া দিলাম। সেব্যক্তি অভিসম্পাত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

সংসারে একবার কষ্ট ভোগ করিয়া যে পুনর্ব্বার সুখোপার্জ্জন করে সে অবশ্য সাবধানেই চলিয়া থাকে, সুতরাং পুনরায় প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া এবার আমি অপব্যয়ী হইলাম না, দুষ্ট পারিষদবর্গকে নিকটে আসিতে দিতাম না, এবং কর্ম্মচারী না রাখিয়া স্বয়ং ভবজনের পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে হঠাৎ একদিন সেই ভূতত্ত্ববিদ আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই

সাদরে নিকটে বসাইলাম, তিনিও সুহৃদের ন্যায় আমার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন, আমিও পূর্ব্বের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া বিশ্বস্ত ভাবে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলাম। একদা কথায় কথায় তিনি বলিলেন, "বাপু হে। তোমার গৃহে এখনও প্রভূত ধন প্রোথিত রহিয়াছে। আমি আর এক নূতন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, তাহার প্রভাবে ঐ সমস্ত ধন সমস্তই আমার নয়নগোচর হইতেছে।" আমি বলিলাম, "সে কি বিদ্যা, আমাকে শিখাইবার বাধা না থাকে ত শিখান, যাহা প্রর্থনা করিবেন তাহাই দিব।" তিনি উত্তর করিলেন, "এ বিদ্যা অতি সহজ এবং যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায়।" এই বলিয়া বস্ত্র হইতে এক অঞ্জনাধার বাহির করিয়া সীশা শলাকা যোগে ঐ অঞ্জন নিজ চক্ষুদ্বয়ে লাগাইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য! তোমার এখনও অপর্য্যাপ্ত গুপ্ত ধন রহিয়াছে। দেখ, যে স্থানে যত স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি আছে সমস্তই আমি দেখিতে পাইতেছি।" আমি ব্যগ্র হইয়া বলিলাম, "মহাশয়! আমার চক্ষুতে ঐ অঞ্জন প্রদান করুন, যে সমস্ত ধন আবিষ্কৃত হইবে তাহার অর্দ্ধেক আপনাকে দিব।" তিনি বলিলেন, "অতি উত্তম, কিন্তু তোমার চক্ষে দেওয়া এস্থানে হইবে না। চল, কোন নিভৃত প্রদেশে অঞ্জন লাগাইয়া দিতেছি। আমিও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। অবশেষে তিনি আমারে লইয়া এক বনে উপস্থিত হইলেন, তখনও যদি তাঁহার প্রতিশোধ লইবার কথা আমার স্মরণ হইত, তাহা হইলে সাবধান হইতে পারিতাম, কিন্তু হায়। কেমন ধনতৃষ্ণা। আমার পূর্ব্ব কথা কিছুই স্মরণ হইল না, অনন্তর বনে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এই পিঞ্জরটি দেখিয়া বলিলাম, ইহা কি জন্য এবং এস্থানে কে আনিল? তিনি ইহার কিছু জ্ঞাত নহেন, উত্তর করিলেন। অনন্তর এই বৃক্ষতলে আমরা উভয়ে উপবেশন করিলাম, তিনি সেই অঞ্জনাধার ও দুইটী শলকা বাহির করিয়া তাহাতে অঞ্জন লিপ্ত করিয়া আমার দুই চক্ষে এমত জোরে বসাইয়া দিলেন যে, তাহাতেই আমার দর্শনশক্তি একেবারে লুপ্ত হইল। আমি অন্ধ হইলাম এবং চীৎকার করিয়া বলিলাম, "মহাশয়! একি করিলেন? আমি যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, প্রত্যুত বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতেছে।" তখন তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন, "যে ব্যক্তি

অঙ্গীকার করিয়া উহা পালন না করে, তাহার এই দণ্ড। যদি পুনরায় চক্ষু-লাভ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে এই পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ কর এবং উহার মধ্য হইতে ক্রমাগত বলিতে থাক যে "কাহারও মন্দ করিও না, যদি কর তবে উহা নিজে প্রাপ্ত হইবে।" আমি তখন কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "সত্য বলুন, আমি পুনরায় কিরূপে আরোগ্য হইব?" তিনি বলিলেন, "কিছুদিন পরে এক ধার্ম্মিক যুবা এস্থানে আসিবেন, তুমি তাঁহাকে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি কোন স্থান হইতে 'মুররেজ' তৃণ আনয়ন করিয়া তোমার চক্ষুতে উহার রস প্রদান করিলেই চক্ষু আরোগ্য হইবে," এই বলিয়া আমার হস্তধারণ করিয়া তিনি এই পিঞ্জর মধ্যে বদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। অদ্য বিংশতি বৎসর অতীত হইল আমি সেই ধার্ম্মিক যুবার আগমন প্রত্যাশায় এই পিঞ্জর মধ্যে অবস্থান করিতেছি। জীবন ধারণোপযোগী কিছু কিছু ফল ও জল পিঞ্জর মধ্যেই প্রত্যহ প্রাপ্ত হই, কিন্তু কে রাখিয়া যায় বলিতে পারি না, কখন কখন বিরক্ত হইয়া পিঞ্জর বাহিরে যাইবার চেষ্টা করি কিন্তু উহাতে আমার অস্থি চর্ম্মে এত আঘাত লাগে যে, যাতনায় পুনরায় ইহার মধ্যে প্রবেশ করত দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে ঐ কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি। এই বিংশতি বৎসর মধ্যে অন্যূন সহস্র লোক এস্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমার অবস্থার কথা শুনিয়া একে একে প্রস্থান করিয়াছেন, কেহই আমার দুঃখ মোচনে সচেষ্ট হন নাই, না জানি কবেই বা সেই ধার্ম্মিক যুবা আগমন করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন।" হাতেম বৃদ্ধকে আশ্বাস দান করিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।"

এদিকে আলগন ভৃত্যেরা হাতেমকে আহমর প্রান্তরে রাখিয়া তাহাদের রাজ্ঞীর নিকট প্রত্যাগমন করিলে আলগন তাহাদিগকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া বলিল, "আমার আজ্ঞামত তোমরা সেই মনুষ্যকে তাঁহার কার্য্য সমাধা হইলে, তাঁহার আলয়ে রাখিয়া তবে এস্থানে আসিবে, নতুবা তোমাদের মঙ্গল হইবে না।" তাহারা পরীর কথামত ক্ষণকাল মধ্যে পুনরায় হাতেমের নিকট উপস্থিত হইয়া আলগনের আজ্ঞা তাঁহাকে জ্ঞাপন

ভুরিয়া বলিল, "আপনি এক্ষণে কোথায় যাইতে ইচ্ছা করেন।" হাতেম বলিলেন, "যেস্থানে মুররেজ তৃণ জন্মায় আমাকে এক্ষণে সেই স্থানে গমন করিতে হইবে।" পরীরা বলিল, "আমরা নিমেষ মধ্যে আপনাকে সে স্থানে উপস্থিত করিয়া দিতে পারি। কিন্তু তৃণ যে ভূমিতে জন্মে, সেই ভূমিতে আমরা পদার্পণ করিতে অক্ষম, কারণ ঐ তৃণ ও পুষ্প হইতে এক প্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হয় ও উহার এত সুগন্ধ যে, দলে দলে বিষময় সর্প ও বৃশ্চিক আসিয়া উহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সেস্থানে কি প্রকারে যাইতে পারি?" হাতেম বলিলেন, "তাহার জন্য তোমাদের চিন্তা নাই, তোমরা আমাকে দূর হইতে ভূমি দেখাইয়া দিলে আমি স্বয়ং উহা আনায়ন করিব।" তখন পরীরা তাঁহাকে চতুর্দোলে বসাইয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও নিম্নে অবতীর্ণ হইয়া বলিল, "মহাশয়! ঐ দেখুন, সম্মুখে সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত দীপের ন্যায় মুররেজ পুষ্প লক্ষিত হইতেছে এবং উহার সুগন্ধে দলে দলে বিষধরগণ আসিয়া তৃণ সন্নিধানে ভ্রমণ করিতেছে।" হাতেম সেই পরী চতুষ্টয়কে সেই স্থানে অবস্থান করিতে বলিয়া হযুক্ত যষ্টি গ্রহণা-নন্তর ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক তৃণ গ্রহণে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। সেই যষ্টি প্রভাবে হাতেম যে দিক দিয়া গমন করিতে লাগি-লেন, বিষধরগণ সেই দিকের স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে লাগিল। তিনি স্বচ্ছন্দে তৃণ উৎপাটন করিয়া পরীগণের নিকট প্রত্যাগত হইলে তাহারা তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে আসিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল ও বলিল, "ভাই! এ মনুষ্য নহে কোন দেবতা হইবেন, নতুবা আমরা বিমান-বাসী হইয়া যে কার্য্য করিতে অগ্রসর হই না, এই মনুষ্য অবলীলাক্রমে সেই কার্য্য সমাধা করিতেছে।" উহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে মনুষ্য! তুমি ঐ স্থান হইতে জীবিত কি প্রকারে আসিলে?" হাতেম উত্তর করি-লেন, "ভাই হে! ঈশ্বরের পথে পরোপকার সাধনে যে ব্যক্তি কটি বন্ধন করে, তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বরই রক্ষা করিয়া থাকেন, নহিলে জগতে ধর্ম্মের নাম বিলুপ্ত হইত।"

অনন্তর তাহারা পূর্ব্বমত তাঁহাকে বহন করিয়া সেই পিঞ্জরাবদ্ধ অন্ধ স্থবিরের নিকট লইয়া গেলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওহে বৃদ্ধ! আমি ঈশ্বরেচ্ছায় তৃণ আহরণ করিয়া আনিয়াছি, তুমি আশ্বস্ত হও।" বৃদ্ধ আনন্দে পিঞ্জর হইতে হস্তোত্তোলন করিয়া হাতেমকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিল। হাতেম ধীরে ধীরে তাহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া হস্ত দ্বারা ঐ তৃণ মর্দ্দন করিলেন, পরে প্রত্যেক চক্ষুতে তিন তিন বিন্দু রস প্রদান করিবামাত্র উহা হইতে ক্রমাগত জল নির্গত হইতে লাগিল, ক্ষণ পরে জল শুষ্ক হইয়া চক্ষুদ্বয় নীলবর্ণ ধারণ করিয়াই প্রকৃতিস্থ হইল। বৃদ্ধ চক্ষু লাভ করিয়া হাতেমের পদতলে পতিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। হাতেম তাহার হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে ঈশ্বরের শপথ, আমার পদ স্পর্শ করিও না, দেখ বয়ঃ জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের পদধারণ করিলে কনিষ্ঠের অকল্যাণ বই কল্যাণ হয় না।" বৃদ্ধ বলিল, "ওহে যুবা। তুমি আমার যে উপকার করিলে আমার গৃহে বহু ধন বস্ত্র আছে, চল তথা হইতে তোমার ইচ্ছা মত ধন লইয়া আমাকে চরিতার্থ কর।" হাতেম বলিলেন, "ঈশ্বর কৃপায় আমার ধন রত্নের কিছুই অপ্রতুল নাই। ঈশ্বরের পথে আমি পূর্ণ শত বর্ষ অনবরত সেই ধন দরিদ্রদিগকে দান করিলেও তাহা নিঃশেষ হইবে না, তবে তোমার ধনে আমার প্রয়োজন কি?" অনন্তর তিনি সেই বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিলেন, পরীরা শূন্যমার্গে বহন করিয়া তাহাকে দশম দিবসে সাহাবাদ নগরে উপনীত করিয়া দিল ও বলিল, "মহাশয়! আমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীর বিশ্বাস জন্য আপনার স্বাক্ষরিত একখানি লিপী আমাদিগকে দিন্ এবং আপনি যে নিরাপদে স্বদেশে পৌছিলেন, ঐ লিপীতে এই সংবাদও লিখিয়া দিন্।" হাতেম সন্তুষ্টচিত্তে উহাদিগকে ঐ রূপ স্বীয় নামাঙ্কিত একখানি পত্র দান করিয়া বিদায় করিলেন। পরীরা শূন্যে উত্থিত হইয়া মলক্ পর্ব্বতোদ্দেশে প্রস্থান করিল।

হাতেম সাহাবাদ নগরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ পাহ্‌বানার প্রিয় বন্ধু মুনিরশামির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মুনিরশামি অনেক দিন পরে

প্রিয় সুহৃদকে পাইয়া পুলকে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর উভয়ে উভয়ের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসান্তর একত্রে হোসনবানুর মন্দিরে গমন করিলেন, হোসনবানু হাতেমের আগমন সংবাদ প্রাপ্তে স্বীয় কক্ষে যবনিকান্তরালে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ হাতেমের কুশল পরে প্রশ্ন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে হাতেম আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যক্ত করিলেন ও বলিলেন, "সেই শব্দ কাহারও মন্দ করিও না, যদি কর তবে উহা নিজে প্রাপ্ত হইবে আর শ্রুত হইবে না।" হোসনবানু সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাদের উভয়কে সেদিন নিজ ভবনে আহার করিতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা পান্থশালায় না গিয়া, সেই স্থানেই আহারাদি করিলেন। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর হাতেম হোসনবানুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! একণে তোমার চতুর্থ প্রশ্ন প্রকাশ কর।" হোসনবানু যবনিকান্তরাল হইতে বলিলেন, "কোন ব্যক্তি বলিতেছে, সত্যবাদী সদাই সুখী, সে ব্যক্তি কে, কোন স্থানে বাস করে এবং কিরূপ সুখ অনুভব করিতেছে, তাহারই সংবাদ আনায়ন করিতে হইবে?" হাতেম বলিলেন, "কোন্ দিকে গেলে ঐ ব্যক্তির অনুসন্ধান পাইব বলিতে পার?" হোসনবানু বলিলেন, "ধাত্রীর নিকট শুনিয়াছি, সেব্যক্তি করম দেশে বাস করে, কিন্তু করম কোন্ দিকে বলিতে পারি না।" হাতেম এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভাল, জগদীশ্বর আমার সহায়, যখন সকল কষ্ট দূর করিতেছেন তখন ইহাও দূর করিবেন" এই মাত্র বলিয়া মুনিরশামির সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ-প্রশ্ন।

"সত্যবাদী সদাই সুখী"

হাতেম মুনিরশামির সহিত পান্থশালায় সে রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর প্রভাতে, গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর মুনিরশামির

নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস পরে এক পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার নিম্নে এক প্রকাণ্ড শোণিত নদী সশব্দে খরবেগে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে ছুটিয়াছে, উহা দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, আমি ত জনমে এরূপ রক্ত পূর্ণ নদী কখনও দেখি নাই। এত অধিক রক্ত কোন্ স্থান হইতে আসিতেছে এবং যাইতেছে বা কোথায়? যাহা হউক, আমায় ইহার তত্ত্ব লইতে হইতেছে। এই বলিয়া নদীতীর দিয়া ক্রমাগত স্রোতের বিপরীত দিকে চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল, তিনি মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখেন, বৃক্ষটি মুণ্ডে পূর্ণ। সেই ছিন্ন মুণ্ড হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত এক হ্রদে পতিত হইতেছে, ঐ হ্রদ হইতেই সেই রক্ত নদী প্রবাহিতা হইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া হাতেম অবাক্ হইয়া বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছেন যে, এতাধিক নর মস্তক কোথায় হইতে আসিল এবং কেই বা ঐ মস্তক বৃক্ষ শাখায় লম্বমান করিল। ইত্যবসরে বৃক্ষস্থিত মুণ্ড সকল উচ্চ হাস্যে হাসিয়া উঠিল। তিনি ইহা দেখিয়া বিস্ময়পূর্ণ হইয়া ভাবিলেন, একি? ছিন্ন মুণ্ড হাসিতেছে!! ব্যাপার কি!!! তিনি মুণ্ড গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া, সে গুলি যে সমস্তই স্ত্রীলোকের মুণ্ড, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং সর্ব্বোপরি একটি সুলক্ষণাক্রান্তা মুণ্ডের প্রতি হাতেমের দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র সেইটিও উচ্চহাস্যে হাসিয়া উঠিল। হাতেম সেই মুণ্ডের দিকে তাকাইয়া তাহার অপরূপ রূপ দর্শনে বিচলিত হইলেন। ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে ঐ সমস্ত আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, এমন সময় সেই শিখরস্থিত সুন্দর দৃশ্য মুণ্ডটি সহসা স্খলিত হইয়া হ্রদে পতিতা হইল। এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপরাপর মুণ্ডগুলি একে একে সেই হ্রদে পতিতা হইল। হাতেম এই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতেছেন যে, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার তো কখনই দেখি নাই। বোধ করি, কোন যাদুকরের যাদু বিদ্যা প্রভাবে এইরূপ হইতেছে, যাহা হউক ইহার বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া আমি এ স্থান হইতে কখনই গমন করিব না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন।

এ দিকে সেই মুণ্ড গুলি হ্রদ-জলে পতিতা হইয়াই একে একে পরী মূর্ত্তি ধারণ করিল, দেখিতে দেখিতে হ্রদোপরি চারি কোণে চারিটি জলস্তম্ভ ক্রমশঃ তদুপরি এক উত্তম আলয় ও তন্মধ্যে বিচিত্র আস্তরণ ও উহার মধ্যস্থলে এক সুন্দর রত্নসিংহাসন দেখা গেল। অনন্তর পরীরা একে একে আসিয়া সেই গালিচার উপর উপবেশন করিল; সর্ব্ব শেষ সেই প্রধানা পরী যাহার মুণ্ড সর্ব্বোচ্চ শাখায় লম্বিত ছিল, হাব ভাব সহকারে আসিয়া সেই মধ্যস্থিত রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্টা হইলে অবশিষ্ট পরীরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। পরে অর্দ্ধ রাত্রি সময় নৃত্যগীতাদি ভঙ্গ হইলে ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। পরে আসনাদি সমস্ত পাতিত হইলে প্রত্যেক আসনের সমীপে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য পূর্ণ এক এক পাত্র রক্ষিত হইল। তখন সিংহাসন স্থিতা প্রধানা পরী একজন সহচরীকে বলিল, "আজ আমাদের একজন অতিথী উপবাসে অবস্থান করিতেছে। তাহা কি তোমাদের মনে নাই? যাও শীঘ্র গিয়া অতিথীকে এক পাত্র খাদ্য দিয়া আইস।" তখন একজন পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ নানাবিধ খাদ্য পূর্ণ এক পাত্র হস্তে লইয়া হাতেমের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, "আমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণী তোমার নিমিত্ত এই সকল খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়াছেন।" হাতেম বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার নাম কি এবং তোমার কর্ত্রীরই বা নাম কি? দিবা ভাগে সমস্ত মস্তক বৃক্ষশাখায় লম্বিত এবং রাত্রিকালে হ্রদ মধ্যে এইরূপ কাণ্ড, ইহারই বা অর্থ কি? এই সমস্ত কারণ আমাকে বল।" পরী বলিল, "এ সমস্ত তোমার শ্রবণের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ক্ষুধিত হইয়া থাক আহার কর।" হাতেম বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত না তুমি সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিবে, তাবৎ আমি কিছুই আহার করিব না।" ইহা শুনিয়া পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ হ্রদ মধ্যে ঝম্পদান করিল এবং আহার কর্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া হাতেমের তাবৎ কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "সেই মনুষ্য আমাদের এই সমস্ত রহস্য শ্রবণ না করিয়া কিছুই আহার করিবে না, এইরূপ বলিল।" ইহা শুনিয়া তাহাদের অভিনেত্রী মলকা ...বলিল, "ভাল, তুমি পুনরায় সেই অতিথির নিকট এই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাও, এবং বল অগ্রে তুমি আহার কর, পরে সমস্ত বলিব। অবশেষে আহারসমাপ্তি... বলিও, অদ্য নহে কল্য এই বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান

করিয়া আসিবে।” অনন্তর শিক্ষা মত সেই পরিচারিকা পুনরায় হাতেমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “ওহে বিদেশী মনুষ্য! আমাদের কর্ত্রী মলকা পরীর আজ্ঞা অগ্রে তুমি ভোজন কর, পরে সমস্ত প্রকাশ করিব।” হাতেম তাহার কথামত তৎক্ষণাৎ ভোজন করিলেন। কিন্তু যেমন তাঁহার ভোজন সমাপ্ত হইল অমনি সেই পরিচারিকা পরী এক লম্ফে হ্রদ মধ্যে ঝম্পদান করিয়া প্রবিষ্ট হইল, তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া হস্তধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না।

অনন্তর রজনীতে পূর্ব্ব রীত্যানুসারে পরীদিগের নৃত্য গীত চলিতে লাগিল এবং প্রভাত হইবামাত্র এক একটি করিয়া মুণ্ড উত্থিত হইয়া বৃক্ষশাখায় স্ব স্ব স্থানে লম্বিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। এই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক এই রহস্য আমাকে জানিতেই হইবে। এবং যখন ইহারা রাত্রিকালে জীবিতা হইবে, সেই সময় যেমন করিয়াই হউক, ইহাদের কর্ত্রী মলকা পরীর নিকট আমাকে উপস্থিত হইতে হইবে, আহা! যাহার কেবল মুণ্ডটি এত সুন্দর তাহার সমস্ত অবয়ব না জানি আরও কত সুন্দর হইবে। তিনি মলকার রূপের পক্ষপাতী হইয়া মন মধ্যে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কখন মনে করিতে লাগিলেন, এ সমস্ত যাদুকরের মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে যাহাই হউক, তিনি ঐ সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়া মলকা পরীকে বিবাহ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেন এবং পুনরায় রাত্রি সমাগমের অপেক্ষায় সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন।

সমস্ত দিবস ঐ মুণ্ড সকল বৃক্ষশাখায় লম্বিত থাকিয়া সন্ধ্যার সময় একে একে সমস্ত গুলি হ্রদে পতিতা হইয়া স্ব স্ব অবয়ব পরিগ্রহ করিল এবং পূর্ব্ব মত ভোজন ও নৃত্য গীতামোদের আয়োজন হইতে লাগিল। আহারের সময় উপস্থিত হইলে মলকা সেই সহচরী পরীকে হাতেমের জন্য এক থাঞ্চা খাদ্য সজ্জিত করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিল, পরীও তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল, কিন্তু হাতেম সে দিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, উহাদের পরিচয় না পাইলে কখনই আহার করিবেন না। সুতরাং ঐ পরী তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি কোন মতেই সেদিন আহার করিলেন না, বলিলেন,

"তোমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীকে যাইয়া বল, অদ্য তোমাদের পরিচয় না পাইলে আমি কখনই আহার করিব না।" পরী অগত্যা পুনরায় মলকার নিকট উপস্থিত হইয়া হাতেমের কথা জ্ঞাপন করিলেন, মলকা বলিল "সে ব্যক্তিকে বল, আহার করিয়া যেন সে আমার সহিত এই স্থানে আসিয়া সাক্ষাৎ করে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং তাহাকে সমস্ত বলিব।" পরিচারিকাপরী, হাতেমের নিকট গিয়া উহাই বলিলে হাতেম আর ভোজন করিতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। লোভে ও আশ্বাসে যেমন তেমন করিয়া আহার সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর সেই পরিচারিকা পরী "আমার সঙ্গে আইস" বলিয়া হ্রদে পতিতা হইল, হাতেমও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার সহিত ঝম্প প্রদান করিলেন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পদে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইলে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখেন, না সেই হ্রদ, না সেই বৃক্ষ, সেই মায়াবী মুণ্ড সকলই বা কোথায়। আপনি একাকী এক সুদীর্ঘ নিবিড় বনে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব অন্যরূপ হইল। বিশেষতঃ সেই সুন্দরী মলকার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক আসক্তি জন্মিয়া ছিল, সুতরাং মলকাকে চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেই বনে ইতস্ততঃ উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে, ঈশ্বরোদ্দেশে পয়গম্বর খাজীখেজর বৃদ্ধবেশে এক হরিদ্বর্ণ বস্ত্র পরিধান, যষ্টি হস্তে হাতেমের সাহায্যার্থ আসিয়া সেইস্থানে দেখা দিলেন। হাতেম সেই বৃদ্ধের অপরূপকান্তি দর্শনে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন "প্রভু, আপনি কে?" বৃদ্ধ প্রথমতঃ হাতেমের মস্তকস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বাপু ক্ষান্ত হও, তোমার এইরূপ বিকৃতাবস্থার কথা জানিতে পারিয়া আমি তোমাকে প্রকৃতস্থ করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি, কারণ এই পৃথিবীতে এখনও তোমার সৎকর্ম্ম করিবার অনেক অবশিষ্ট আছে। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর।" হাতেম বলিলেন "গুরো! আমার অকস্মাৎ একি অবস্থা হইল? আমি পরম সুখে কোন স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম, সম্প্রতি মুহূর্ত্ত মধ্যে এই বিজন বনমধ্যে কি প্রকারে আসিলাম? এ স্থানের নাম কি?" বৃদ্ধ বলিলেন, "এ স্থানের নাম খবরপোস।" হাতেম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি এ স্থানে কি প্রকারে আসিলাম?" বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি যে পরীর প্রতি আসক্ত

হইয়াছ, সেই পরীর সঙ্গিনীসমূহ, সেই বৃক্ষ, হ্রদ ও রক্ত নদী সমস্তই যাদুকরের মায়া মন্ত্র প্রভাবে নির্ম্মিত এবং সেই মায়া মন্ত্রবলেই তুমি এই নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছ, সেই শোণিত নদী হইতে এস্থান শত যোজনের ব্যবধান।" দুরন্তের কথা শুনিয়াই হাতেম মস্তকে করাঘাত করিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলেন, বলিলেন, "হায়! তবে কি আমি সেই চারুবদনার মুখ আর দেখিতে পাইব না? আমি যদি সেই সুন্দরী পরীকে লাভ করিতে না পারি, তবে আমার জন্মই বৃথা। গুরো! আজ্ঞা করুন, আমি আপনার পদ প্রান্তে মন রাখিয়া এখনই প্রাণ ত্যাগ করিব।" তখন বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি কি ইচ্ছা কর, প্রকাশ কর" তিনি বলিলেন, 'যদি দাসের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আমি পূর্ব্বে যেস্থানে থাকিয়া সেই মলকা পরীর চন্দ্রবদন দর্শন করিতে ছিলাম, সেই স্থানে উপস্থিত করিয়া দিউন।" "আচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া বৃদ্ধ স্বীয় যষ্টির অগ্রভাগ হাতেমকে ধারণ করিতে বলিলেন। হাতেম তাহাই করিলেন, পরে বলিলেন, "চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সহিত আইস।" হাতেম সেইভাবে পদত্রয় গমন করিয়া বুঝিলেন, যষ্টি তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়াছে, তখন তাকাইয়া দেখেন, সেই বৃদ্ধ নাই কিন্তু সেই শোণিত নদী, সেই হ্রদ, এবং মুণ্ড সকল সেইভাবে বৃক্ষ-শাখায় লম্বমান রহিয়াছে, মুণ্ড সকল হাতেমকে পুনরায় দেখিয়াই হাস্য করিতে লাগিল; এবার তিনি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দ্রুত পদে সেই বৃক্ষের দিকে ধাবিত হইলেন এবং উহাতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত যেমন বৃক্ষকে দুই হস্তে ধারণ করিলেন, অমনি বৃক্ষ এমন বেগে দুলিতে লাগিল যেন উহার মূলোৎপাটিত হইয়া তাঁহারই উপর পতিত হয়। হাতেম কোন বিঘ্ন না মানিয়া দুই হস্তে দৃঢ়রূপে বৃক্ষকে ধারণ করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন, ইতি মধ্যে ছেদিত-বৃক্ষ-পতনের শব্দের মত কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন; ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তিনি যে শাখার উপর নিজে দণ্ডায়মান, সেই শাখাই বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং তাহার জানুদেশ পর্য্যন্ত বৃক্ষ কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি অপর একটী শাখা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যতই চেষ্টা করেন, ততই তিনি ঐ কাঠের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন এবং সেই ভগ্ন শাখাটি আসিয়া ক্রমশঃ

স্বস্থানে যোজিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, এবং অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন ও কোঠর হইতে বহির্গত হইবার জন্য যত বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ততই উহার মধ্যে ক্রমশঃ পবিষ্ট হইতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার সমস্ত দেহ ক্রমশঃ বৃক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। শুদ্ধ মস্তকটি বাহিরে থাকিল আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। মনে মনে স্বীয় ভাগ্য ও কর্মকে নানা প্রকার ধিক্কার করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "হা ঈশ্বর! একবার ঐ হ্রদে ঝাপ দিয়া কুহকিনী-দিগের কুহকে শত যোজনান্তে নির্জ্জন বনে গিয়া পতিত হইয়াছিলাম, তোমারই প্রসাদে সেবার রক্ষা পাইয়াছি, আবার একি বিপদ উপস্থিত হইল? হা নাথ! হা বিপদভঞ্জন! এবারও আমাকে সেইরূপ এ বিপদে রক্ষা কর।" এই কথা কয়টি তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইবা মাত্র পয়গম্বর "খাজা খেজার" পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "ওহে দীনমতি যুবা! ইচ্ছা পূর্ব্বক বারম্বার বিপদে পতিত হইতেছ? জীবনের মমতা কি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ?" হাতেম পূর্ব্ব পরিচিত উপকারী সেই স্থবিরকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন কিন্তু বর্ঠনালী হইতে সমস্ত শরীর বৃক্ষের মধ্যে সুতরাং কোন কথা কহিবার সামর্থ নাই, কেবল চক্ষু হইতে অবিরল ধারে বারি পতিত হইতে লাগিল।

তখন বৃদ্ধ নিজ যষ্টি দ্বারা বৃক্ষে আঘাত করিবা মাত্র উহা নবনীতের ন্যায় কোমল ভাব ধারণ করিল এবং হাতেম তৎক্ষণাৎ উহা হইতে বহির্গত হইয়া দৌর্ব্বল্যবশতঃ বৃক্ষতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বৃদ্ধ তাঁহার শিরস্পর্শ করিবামাত্র তখনই চৈতন্য লাভ করিলেন, বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি যে এত কষ্ট সহ্য করিতেছ ইহার কারণ কি? তোমার কি ইচ্ছা আমাকে অকপটে বল।" তিনি উত্তর করিলেন, "যেমন করিয়া হউক, এই সমস্ত কাটা মুণ্ডের বিবরণ জানিতে আমার ইচ্ছা।" বৃদ্ধ বলিলেন, "ঐ যে উচ্চ শাখায় একটি পরম সুন্দর মুণ্ড দেখিতেছ, ঐটি শাম আহমর বাদুর কন্যার মুণ্ড, একদিন শাম আহমর কন্যা স্বীয় পিতার নিকট, 'পিতঃ আমি এক্ষণে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, আমার বিবাহ দিন' এই কথা বলায়, শাম আহমর ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে স্বীয় ভবন হইতে বাহু দ্বারা এই স্থানে

নিক্ষেপ করিল। এই বৃক্ষ, হ্রদ, রক্ত নদী সমস্তই ঐন্দ্রজালিক, অপরাপর যে সমস্ত মুণ্ড দেখিতেছ, উহারা সকলে যাদু কন্যার সহচরী। কন্যার নাম মলকা জর্‌রিঁপোশ, শাম আহমরের ঐন্দ্রজালিক ভবন এস্থান হইতে শত যোজন অন্তর হইবে। কিন্তু মলকা জর্‌রিঁপোশ এক রাত্রিতেই যাদু প্রভাবে তথায় যাতায়াত করিতে সক্ষম। আমি অবগত আছি, যত দিন ইহার পিতা জীবিত আছে ততদিন ইহার বিবাহ হইবে না।" ইহা শুনিয়া হাতেম দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "গুরো! তবে কি আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে? জানিলাম, এই স্থানে যাদু-মায়ায় বদ্ধ হইয়াই আমার জীবন শেষ হইবে।" খাজা খেজর বলিলেন, "তুমি এই কন্যার উপর আসক্ত হইয়া আপনাকে বিশেষ কষ্টে পতিত করিবে দেখিতেছি, আমার মতে এরূপ কামনা মন হইতে দূর কর, এখনও তোমার স্কন্ধে অনেক গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে।" হাতেম বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত মলকা আমার হস্তগত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমি এই স্থানেই অনশনে তনুত্যাগ করিব।" যখন খাজা খেজর দেখিলেন, হাতেম মলকা জর্‌রিঁপোশের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছেন এবং ভবিষ্য কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া ঐ পরীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়াই স্থির করিলেন, কারণ হাতেম যদি সত্য সত্যই উন্মত্ত হন, আবার অসময়ে জীবন ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেক কর্ম্ম অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে। মনোমধ্যে এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তিনি এসমে আজম (মহামন্ত্র) পাঠ করিয়া সেই বৃক্ষ স্বীয় যষ্টি দ্বারা স্পর্শ করিবা মাত্র উহা যাদু গুণ বর্জ্জিত হইল, তখন তিনি হাতেমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপু হে, এইবার বৃক্ষে আরোহণ কর" এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান হইলেন। হাতেম শশব্যস্তে বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবার আর কোন বিপদে পতিত হইলেন না, অনন্তর যেস্থানে মলকার মুণ্ড লম্বিত ছিল, তাহার নিকট গিয়া যেমন উহা স্পর্শ করিবেন, অমনি তাঁহার মুণ্ড মলকার মুণ্ডের পার্শ্বে লম্বিত হইয়া দেহটি তৎক্ষণাৎ সেই হ্রদে পতিত হইবা মাত্র অন্তরীক্ষ হইতে নানা প্রকার কলরব উত্থিত হইল।

অনন্তর সূর্য্যাস্ত সময়ে সমস্ত মুণ্ড হাতেমের মুণ্ডের সহিত হ্রদ জলে স্খলিত হইয়া পড়িল এবং স্ব স্ব দেহ অবলম্বন করিল। হাতেমের মুণ্ডও

সেই মত হইল। পূর্ব্ব মত সভা সজ্জিত হইলে মলকা স্বীয় আসন গ্রহণ করিল, অপরাপর সহচরীরা স্ব স্ব আসনে উপবিষ্টা হইল এবং হাতেম মলকার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন, যাদু বিদ্যা প্রভাবে তাঁহার স্বাভাবিক চৈতন্য বিলুপ্ত, সুতরাং কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন; কিছুক্ষণ পরে মলকা বলিল, "ওহে যুবা! সত্য বল, তুমি কোন্ স্থানে তোমার নিবাস এবং এখানে আগমনের কারণ কি?" হাতেম ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তর করিলেন, "আমি তোমার দাসানুদাস"। যখন পরী বুঝিল, এব্যক্তি তাহারই প্রেমে একান্ত আসক্ত হইয়াছে, তখন আর অন্য কথা না বলিয়া পুনরায় নৃত্য গীতে মনোনিবেশ করিল। অনন্তর নৃত্য শেষ হইলে ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। একখানি উৎকৃষ্ট আসনের সম্মুখে নানাবিধ সুস্বাদু ফলমূল খাদ্যাদি রক্ষিত হইলে পরী হাতেমের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "ওহে বিদেশী যুবা! আইস, শ্রান্ত আছ, প্রথমে তুমি আহার কর।" হাতেম এখন আর সে হাতেম নহেন, যাদু প্রভায় ক্রীড়নক পুত্তলিকাবৎ মলকা যাহা বলিতেছে, মস্তক নত করিয়া তাহাই করিতেছেন, এমন কি তিনি কে, কোন্ কার্য্যের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, এখন আর সে সমস্ত কিছুই তাঁহার মনে নাই, তিনি যাদু মন্ত্র প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পতঙ্গবৎ মলকা প্রেমবহ্নিতে ঝাপ দিয়াছেন। মলকার আজ্ঞায় আহার করেন, মলকার আজ্ঞায় নৃত্য করেন। রাত্রি প্রভাতে সেই সমস্ত মুণ্ডের সহিত হাতেমের মুণ্ড বৃক্ষ শাখায় সংলগ্ন হইত এবং সন্ধ্যার সময় অপরাপর মুণ্ডের মত তাঁহারও মস্তক হ্রদে পতিত হইয়া পরীদিগের কার্য্যকলাপের অনুসরণ করিত।

এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে একদিন অকস্মাৎ খাজা খেজেরের মনে হাতেমের কথা উদিত হইল। তিনি দেখিলেন, হাতেম যদি সেই মায়াবী পরীগণের সহিত আমোদ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া কালক্ষেপ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার আর ইহ জনমে সেই মায়া ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপায় নাই এবং পৃথিবীর যে সমস্ত কষ্ট ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে তাহাও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া যাইবে। অতএব আর

কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে সেস্থান হইতে শীঘ্র উদ্ধার করিতে হইবে৷ মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া তিনি সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় যষ্টি দ্বারা হাতেমের মস্তক স্পর্শ করিবা মাত্র উহা তৎক্ষণাৎ নিম্নে পতিত হইল, অনন্তর তিনি সেই হ্রদ মধ্যে যষ্টি সঞ্চালন করিয়া হাতেমের দেহটি আকর্ষণ করিয়া আনিলেন এবং ঐ দেহেতে মুণ্ড যোজনা করিয়া পুনরায় এস্‌ম আজম (মহামন্ত্র) পাঠ করিবামাত্র দেহে জীবন সঞ্চার হইল। হাতেম চক্ষুরুন্মীলন করিবা মাত্র সম্মুখে বৃদ্ধ খাজা খেজরকে দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধ বলিলেন, "বাপু! আমাকে চিনিতে পার? হাতেম কিছু লজ্জিত হইয়া বৃদ্ধের পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন, "গুরো! আমার উপর আপনার মায়া মমতা হইতেছে না কেন? আমি কত কাল আর এই ভাবে অবস্থান করিব?" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?" হাতেম বলিলেন, "ইহার পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম ঠিক স্মরণ হইতেছে না, ফলতঃ আমার মন আর প্রকৃতিস্থ নহে। আমি স্থির করিয়াছি, মলকাকে হস্তগত করিতে না পারিলে এ অসার জীবন পরিত্যাগ করিব।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বাপু, তুমি কি এখনও মলকার সহিত মিলনের প্রত্যাশা কর?" হাতেম বলিলেন, "যত দিন এদেহে প্রাণ থাকিবে, আমি কখনই মলকাকে পাশরিতে পারিব না। প্রত্যুত: মলকাকে হস্তগত করিতে না পারিলে আমি আপনার সম্মুখেই জীবন পরিত্যাগ করিব।" তখন খাজা খেজর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে নির্ব্বোধ! আমি তোকে বারম্বার বলিতেছি যে, যত দিন ইহার পিতা শাম আহমর বাদ্‌ জীবিত আছে, ততদিন এ কন্যা কাহারও হস্তগত হইবার নহে। অতএব এরূপ কামনাকে মন মধ্যে স্থান দিও না, যে কর্ম্ম সাধনের জন্য বহির্গত হইয়াছ তাহা শেষ কর" এই কথা শুনিয়া হাতেম হ্রদ হইতে উঠিলেন, বলিলেন, 'যাউন মহাশয়! আপনার আর আমাকে উদ্ধার করিতে হইবে না, যদি আমার কোন উপকারই করিতে পারিবেন না, তবে আমাকে পূর্ব্বের মত ইহাদের সহিত মিলিত করিয়া দিউন, নতুবা আমি এই দণ্ডেই আপনার সাক্ষাতে আত্মহত্যা করিব" বলিয়াই স্বীয় কটি দেশ হইতে খঞ্জর বহির্গত করিলেন। খাজা খেজর তখনই তাঁহার হস্ত

ধারণ করিলেন বলিলেন, "বাপু! নিরস্ত হও, উত্তলার কার্য্য নহে। আইস, আমি তোমাকে এক মন্ত্র দান করি, সেই মন্ত্রবলে তুমি অনায়াসে শাম আহমর যাদুকে জয় করিয়া বিনষ্ট করিতে পারিবে। কিন্তু সাবধান! কোন প্রকার অশৌচাবস্থায় এ মন্ত্র উঁচ্চারণ করিও না, সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে, ইন্দ্রিয় সংযম করিবে, প্রত্যহ স্নান করিবে এবং রোজা রাখিবে, আরও এক কথা বলিয়া দিতেছি, কোন প্রকার বিপদুপস্থিত না হইলে এ মন্ত্র কদাচ উচ্চারণ করিও না।" খাজা খেজার মন্ত্রটি শিখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এক্ষণে গমন কর, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" হাতেম বলিলেন, "পিতঃ আমিত আহমর পর্ব্বতের কথা কখন শ্রবণ করি নাই, অতএব কোন্ দিকে কেমন করিয়া সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইব?" তখন বৃদ্ধ বলিলেন, "নয়ন মুদিত করিয়া আমার এই যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর।" তিনি তাহাই করিলেন, ক্ষণপরে যষ্টি হইতে সহসা তাঁহার হস্ত স্খলিত হইলে দেখিলেন, বৃদ্ধ নাই একাকী এক পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান, সেই পর্ব্বতে নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ যত উপরে উঠিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার পদযুগল ভার বোধ হইতে লাগিল ও প্রস্তর সকল তীক্ষ্ণ ধার কণ্টক স্বরূপ অনুভূত হইতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে তাঁহার পদদ্বয় প্রস্তরে এমনি সংলগ্ন হইতে লাগিল আর কোন মতেই উপরে উঠিতে সক্ষম হইলেন না, তখন অগত্যা বৃদ্ধ-দত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিবা মাত্র, তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা তদ্দণ্ডেই দূরীভূত হইল এবং স্বচ্ছন্দে ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন, কিছু দূরে উঠিয়া এক সমতল প্রান্তর তাঁহার নয়ন গোচর হইল, তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; নিকটে গিয়া দেখিলেন, প্রান্তর মধ্যে এক অতি মনোরম উপবন, নানা প্রকার ফল পুষ্পে সুশোভিত, উহার মধ্যে এক নির্ম্মল জলের প্রস্রবণ রহিয়াছে, উহাতে নানা বর্ণের অসংখ্য মৎস্য স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছে, প্রস্রবণের চতুঃপার্শ্বে দর্শকগণের বসিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি শ্রান্তি দূর করিবার জন্য সেই স্থানে বেদীর উপর উপবেশন করিলেন, ক্ষণ পরে বিশ্রামের পর সেই

নির্ঝর জলে অবগাহন করিয়া বস্ত্রাদি ধৌত করিতেছেন, এমন সময় এক বৃহদাকার ব্যাঘ্র তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, হাতেম প্রথমতঃ স্বীয় খঞ্জরাস্ত্র বহির্গত করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন সেই প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে সামান্য অস্ত্রে বাধা দেওয়া অসম্ভব, তখন অগত্যা মহামন্ত্রের আশ্রয় লইলেন. মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র ব্যাঘ্র পরাঙ্মুখ হইয়া বেগে প্রস্থান করিল এবং সেই বনে যত পশু অবস্থান করিত, সকলেই উত্তরাভিমুখে জনপদের দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে আহমর যাদুর নিকট সংবাদ গেল, উপবনস্থ সমস্ত পশু নগরের দিকে পলাইয়া আসিতেছে। আহমর শশব্যস্তে নিজ পুঁথি লইয়া গণনা করিয়া দেখিল, "ইমন দেশাধিপতি তাইর পুত্র হাতেম, তাহার সমস্ত যাদু নষ্ট করিবার জন্য তাহার অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই হাতেম এখন উপবনস্থিত প্রস্রবণের নিকট বসিয়া আছে, সে কোন নৈসর্গিক মন্ত্রবলে বলীয়ান হইয়া তাহার বিদ্যা ধ্বংশ করিতে আসিয়াছে।" আরও দেখিল, "হাতেমের মন্ত্রের নিকট তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।" আহমর অনেক চিন্তার পর স্থির করিল, হাতেমের মন হইতে মহামন্ত্র অপসৃত করিতে পারিলেই তাহার মঙ্গল, নতুবা আর অন্য উপায় নাই, অনন্তর স্বীয় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ফুৎকার প্রদান করিবামাত্র কতকগুলি পরী আসিয়া উপস্থিত হইল, ঐ পরীগণের মধ্যে মলকা জর্‌রিঁপোশ রূপধারিনী এক পরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কন্যে! তুমি অচিরে গিয়া সেই উপবনস্থিত মনুষ্যকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর, আমি দেখিলাম, এ কার্য্য তোমা ভিন্ন আর কাহারো দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই।" মলকা রূপিনী তৎক্ষণাৎ বাম হস্তে সুরা পূর্ণ একটি পাত্র ও দক্ষিণ হস্তে পিয়ালা লইয়া সঙ্গিনীগণে পরিবৃতা হইয়া নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিতে করিতে হাতেমের নিকট উপস্থিত হইল। হাতেম দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াই মলকা ও তাহার সঙ্গিনীগণ ভ্রমে প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, পরে ভাবিলেন, বোধ হয় আমার প্রাণ প্রতিমা পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, যাহা হউক, আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বুলিতে হইবে, নতুবা যাহার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়া এস্থানে আসিয়াছি, সেই প্রাণেশ্বরীকে এত শীঘ্র নিকটে পাইব কেন? মনে মনে কত আনন্দ অনুভব

করিতেছেন, এমন সময় কৃত্রিম মলকা আসিয়া হস্ত ধারণ করিল, তিনিও তাহাকে ধরিয়া নিজ ক্রোড়ে বসাইলেন, পরী বলিল "নাথ। আমার জন্য না জানি কত কষ্টই পাইয়াছ, আইস, অদ্য তোমার তাবৎ শ্রান্তি অপনোদন করি।" এই বলিয়া পাত্রে সুরা ঢালিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ পান করিয়া অবশিষ্ট হাতেমকে দিল, তিনি কৃত্রিম মলকার প্রেমে মুগ্ধ ও চিত্তাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া সেই কুহক মদিরা পান করিবামাত্র একেবারে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিলেন, সেই সময়ে যমদূত সম এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তী আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আহমর সমীপে লইয়া গেল। আহমর হাতেমকে দেখিয়াই অধোবদন হইল, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আহা! এরূপ সুন্দর যুবা ত আমি কখন চক্ষে দেখি নাই, যদি প্রতিজ্ঞা না করিতাম, তাহা হইলে এই যুবাই আমার জামাতা হইবার উপযুক্ত পাত্র, ইহারই করে মলকাকে অর্পণ করিতাম, যাহা হউক, এখন আর উপায় নাই। ফলতঃ এ যুবাকে বিনাশ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না; কিন্তু যখন যুবা শত্রু বেশে আমার অধিকারে আসিয়াছে, তখন ইহাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্যদিগকে আদেশ করিল, "এই যুবাকে গহ্বর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দাও, সাবধান! যেন কোন মতে পলায়ন করিতে না পারে।" উহাদের তিনটি গহ্বর ছিল, একটী অগ্নিপূর্ণ, একটী বারি-পূর্ণ এবং তৃতীয়টী শূন্য কূপ। প্রহরীরা ভ্রমক্রমে হাতেমকে লইয়া সেই প্রথমোক্ত কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া এক প্রকাণ্ড উত্তপ্ত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা ঐ গহ্বর মুখ আবৃত করিয়া, তাহাদের প্রভুকে সংবাদ দিল, "ধর্ম্মাবতার! সেই যুবা এতক্ষণ ভস্ম হইয়া গিয়াছে।" শাম আহমর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "সে কি? তোমরা তাঁহাকে কোন্ কূপে নিক্ষেপ করিয়াছ?" ভৃত্য উত্তর করিল, "আজ্ঞা আপনার আদেশমত উহাকে অগ্নি কূপে নিক্ষেপ করিয়াছি।" শাম আহমর তৎক্ষণাৎ আপন পুথি লইয়া গণনা করিয়া দেখিল, যুবার নিকট দুইটী দ্রব্য আছে, এক গোটিকা ও এক যষ্টি, এই দুই বস্তু যতক্ষণ ঐ যুবার অধিকারে থাকিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মৃত্যু নাই। অতঃপর যাদুকরের মনে সেই গোটিকা ও যষ্টি হাতেমের নিকট হইতে হরণ করিবার একান্ত অভিলাষ হইল, কিন্তু গণিয়া জানিল, দাতা ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহীতাকে উহা

দান না করিলে কাহারও উহা লইবার অধিকার নাই, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ভৃত্যকে বলিল, সে যুবা জীবিত আছে, সে সহজে মরিবে না,' অতএব তোমরা তাহাকে পুনরায় সেই উপবন মধ্যস্থ প্রস্রবণের নিকট লইয়া যাও। ভৃত্যেরা প্রস্তরোত্তোলন করিয়া দেখিল, সত্য সত্যই যুবা জীবিত আছেন, গোটীকা গুণে আগ্ন কূপ শাতল হইয়া গিয়াছে, অনন্তর তাহারা তাঁহাকে পুনরায় সেই প্রস্রবণ সন্নিধানে রাখিয়া আসিল।

হাতেম তথায় প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সমাপন করিয়া ঈশ্বরোপসনায় রত হইলেন। এদিকে শাম আহমর পুনরায় মন্ত্রোচ্চারণ করিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত মায়া পরীগণ আবির্ভূতা হইল। শাম আহমর মলকা জরবিঁগোশারুতি পরীকে বলিল, 'কন্যে! সেই যুবা এখনও বিনষ্ট হয় নাই, আমি গণিয়া দেখিলাম, দুইটী দ্রব্য তাহার নিকট আছে, একটি গোটীকা ও এক গাছি যষ্টি —যতক্ষণে ঐ দুই দ্রব্য তাহার অধিকারে থাকিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মৃত্যু নাই, অতএব কৌশলে তোমাকে ঐ দুই দ্রব্য হরণ করিতে হইবে। সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সঙ্গিনীগণসহ তৎক্ষণাৎ হাতেমের নিকট উপস্থিত হইল এবং কিছু দূর হইলে হাতেমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রাণকান্ত! আমি এবার আর তোমার নিকটে বসিব না, কারণ একবার তোমার সহিত আলাপ করিয়া তোমাকে অশেষ কষ্ট দান করিয়াছি, পিতাই আমার পরম শত্রু হইয়াছিল, পাছে তোমার নিকট আমাকে দেখিয়া পুনরায় তোমার দুর্গতি করেন, এই ভয়ে আমি দূর হইতেই তোমাকে দর্শন করিয়া স্বীয় নয়ন মন চরিতার্থ করি।" হাতেম, মলকা প্রেমে এমনি বিমোহিত যে, উন্মত্তের ন্যায় দ্রুত বেগে গিয়া সেই কৃত্রিম মলকার হস্ত ধারণ করিলেন, বলিলেন, "প্রিয়ে! আমার জীবন তো তোমারই জন্য উৎসর্গ করিয়াছি। কোন চিন্তা করিও না, আমিও তোমার পিতার শত্রুরূপে আবির্ভাব হইয়াছি, তাহাকে সত্বর বিনাশ করিয়া তোমার সহিত সুখে কাল যাপন করিব" এই বলিয়া তাহাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইলেন সেই পরী বলিল "নাথ! তুমি কি আমায় সত্য সত্যই ভাল বাস?" তিনি উত্তর করিলেন, "তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকে পাইলে স্বর্গ-সুখও তুচ্ছ বোধ করি।" পরী বলিল, "আচ্ছা তুমি যে আমায় ভাল বাস, তাহার

নিদর্শন স্বরূপ ভল্লুক কন্যা দত্ত গোটিকা ও হযুজ ষষ্টি এই দুইটি দ্রব্য প্রদান কর। তুমি যে আমার জন্য এত কষ্ট পাইতেছ এ দুই দ্রব্য পাইলে সমস্ত জঞ্জাল মিটিয়া যায়, আমি পিতার অগোচরে তোমারে লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করি।" হাতেম বলিলেন, "এ দুই দ্রব্য আমার নিকট আছে, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?" পরী বলিল, "আমার পিতা গণনা করিয়া আমারে বলিয়াছেন যে, ঐ দ্রব্য যাহার অধিকারে থাকে, তাহার জলে অনলে ও গরলে মৃত্যু ভয় নাই। অতএব ঐ দুই দ্রব্য আমি প্রার্থনা করিতেছি।" তিনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলেন, সামান্য গোটিকা ও যষ্টি আমার প্রিয়া হইতে কোন প্রকারে প্রিয়তম নহে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ দ্রব্য দুইটি দিতে যেমন হস্ত-প্রসারণ করিলেন, অমনি তাঁহার দক্ষিণ হইতে এক বৃদ্ধ উত্থিত হইয়া 'হাঁ হাঁ ও'র নির্ব্বোধ! কি করিতেছ? ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, যাদুকরের মায়ায় ভুলিও না, গোটিকা এবং যষ্টি অপহৃত হইলে এই দণ্ডেই তোমার মৃত্যু হইবে।" তিনি আকস্মাৎ বৃদ্ধ মুখে এই কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওহে বৃদ্ধ। তুমি কে, এমত শুভকর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মাইতেছ?" এই দুই দ্রব্য আমার প্রাণপ্রিয়াকে দিব না তো দিব কাহাকে? ইহা আমার কোন্ কর্ম্মে লাগিবে? কথিত আছে, যে পুষ্প দেব অর্চনায় না লাগে উহা পুষ্পই নহে, লোকে বহুমূল্য ধন-রত্ন এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়া প্রণয়িনীর মন রক্ষা করে, তা আমি এই সামান্য গোটিকা ও যষ্টির মায়া ছাড়িতে পারিব না? ওহে স্থবির! তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর, শুভকর্ম্মের কণ্টক হইও না, বিশেষতঃ তোমার মত বৃদ্ধেরা প্রেমের মর্ম্ম কি জানিবে?" বৃদ্ধ বলিলেন, "ওহে হাতেম! স্থির চিত্তে আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, আমি যে সে বৃদ্ধ নহি, আমি তোমার সেই মন্ত্রদাতা খাজাখেজর। তোমারে এইরূপ আত্মহারা দেখিয়া, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কামনায় আমারে পুনরায় এখানে পাঠাইয়াছেন।" বৃদ্ধের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, ঊর্দ্ধ দৃষ্টে দেখিলেন, বাস্তবিক মন্ত্রদাতা গুরো দণ্ডায়মান, তখন সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বৃদ্ধের চরণযুগল ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "গুরো! যে মনকা জরি পোশের প্রণয় প্রত্যাশায় এখানে আসিয়াছি আপনার আশীর্ব্বাদে

তাহাকে সহজেই পাইতেছি। ঐ দেখুন—আমার প্রাণেশ্বরি অনিমেষ নয়নে আমাকে দর্শন করিতেছে। আহা প্রিয়ার কি রূপ, আমি কত কত দেশ ভ্রমণ করিলাম ও কত শত সুন্দরী দেখিলাম। কিন্তু এমন রূপমাধুরী তো কখন কোথাও দেখি নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন, "ওরে মূঢ়! তুমি মনে করিতেছ, এই প্রকৃত মণকা জরিপোশ কিন্তু তাহা নহে, এ সমস্তই ঐন্দ্রজালিক, উহারাই তোমারে কুহক মদিরা পান করাইয়া শাম আহমদের হস্তে সমর্পণ করিয়া অশেষ কষ্ট দিয়াছে। কেবল গোটিকার গুণেই সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছ। যদি প্রত্যক্ষ আমার কথার প্রমাণ চাও, এই সময় এক মহামন্ত্র পাঠ কর। যদি প্রকৃত সেই বৃক্ষশাখা লম্বিত পরীগণ হয়, তাহা হইলে উহারা অচলভাবে ঐ স্থানেই দণ্ডায়মান থাকিবে। আর যদি কৃত্রিম হয় ঐ স্থানেই ভস্ম হইয়া যাইবে। হাতেম বৃদ্ধের আজ্ঞামত নির্মল জলে হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র কৃত্রিম পরীগণ প্রথমতঃ বিবর্ণ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। পরে তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকোপরি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া মধুথবর্ত্তিকার ন্যায় ক্রমশঃ পদ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেল, ইত্যবসরে বৃদ্ধও অন্তর্দ্ধান হইলেন।

কৃত্রিম পরীগণ ভস্মীভূতা হইল দেখিয়া হাতেম মস্তকে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 'হায়! আমি বৃদ্ধের কথা শুনিয়া কি কুকর্ম্ম করিলাম।" আমি প্রিয়ার মূর্ত্তি কৃত্রিম হইলেও দেখিয়া তৃষিত মন প্রাণ কথঞ্চিৎ শীতল করিতে ছিলাম। আহা! সেই কমনীয় মূর্ত্তি কি আর দেখিতে পাইব!!! সেই নির্ব্বোধ পাপমতি বৃদ্ধই দেখিতেছি আমাদের প্রেম পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। এবার তাহাকে দেখিলেই আমার এই খঞ্জারাস্ত্রে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিব।" অনন্তর উন্মত্তের ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

শাম আহমদ চর মুখে তাঁহার মায়া-পুত্তলি সমস্ত হাতেমের মন্ত্রে ভস্মীভূত হইয়াছে শুনিয়া চিন্তিত হইল। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্বীয় গুরু সরবান নামক রাক্ষকে স্মরণ করিবামাত্র এক অতি ভীষণ মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "বাপু আহমদ! আমাকে এরূপ অসময়ে স্মরণ করিলে কেন? কোন রূপ বিপদুপস্থিত হয় নাই?

তো?" শাম্ আহমদ বলিল, "শুনো! কোন বিপদে পতিত না হইলে আপনাকে বৃথা স্মরণ করিয়া কষ্ট দিব কেন?" অদ্য কয়েক দিবস হইল হাতেম নামক কোন ব্যক্তি আমার অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হ ছে। সে আমাকে নানা মতে কষ্ট দিতেছে, না জ কি মন্ত্র জানে আমাদের যাদুমন্ত্রে তাহার কিছুই হইতেছে না। প্রত্যুত তাহারই মন্ত্রে আমাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। গতকল্য আমার কতকগুলি মায়া প ক দগ্ধ করিয়াছে, আবার শুনিতেছি সে ব্যক্তির অনলে, জলে ও গরলে মৃত্যু নাই; সেদিন তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহা হইতে সে জীবন্ত বাহির হইয়াছে। অতএব ইহার প্রতিবিধান করা তো আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং আপনাকে স্মরণ করিয়াছি।" সরবান গণনা করিয়া বলিল, "ওহে শাম আহমদ! আমি দেখিতেছি, এ ব্যক্তি সামান্য লোক নহেন, এব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করিবার জন্যই পয়গম্বরদিগের অংশ হইতে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাঞ্ছা কামনা ভোগলালসা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপকারের জন্য নানা কষ্টে ধরাতল ভ্রমণ করিতেছেন। কত শত কামিনী এই হাতেমকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু হাতেম কাহারো উপর আসক্ত হন না। এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার কন্যা জররিঁপোশের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন, আমার মতে এই তোমার হু শক্তির গুণ বলিতে হইবে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া এ হেন ব্য সহিত কন্যার বিবাহ দাও, সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাউক আরও দেখি ছি, তুমি আমি কি আমা দের গুরুর গুরুও হাতেমের কিছুই করিতে পারিবে না। হাতেমের সহায় হইয়া খাজাখেজর নামক পয়গ তাঁহার ও নিয়োগ করিয়াছেন।" শাম আহমদ বলিল, "প্রভু! আমি জীবিত থ কতে কন্যার বিবাহ কখনই দিব না, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা, তাহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে।" তখন সরবান ক্রোধে উচ্চৈস্বরে বলিল, "পু! তোমার মনে যদি আমাকে অবজ্ঞা করিবারই সঙ্কল্প ছিল, তাহা কে করিয়া বৃথা কষ্ট দিবার আবশ্যক কি ছিল? আমি , তুমি যাহ ইচ্ছা হয় কর।" শাম আহমদ তৎক্ষণাৎ গুরুর পদদ্বয় ধারণ করিয়া রাজ

"গুরো! অপরাধ ক্ষমা করুন। এক্ষণে দাসের জন্য কৃপা করিয়া এক কর্ম্ম করুন, যাহাতে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও হাতেম স্বীয় মহামন্ত্র বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার উপায় করুন।" সরবান বলিল, "তাহাও সহজে হইবার নহে, তবে এক উপায় আছে। যখন তিনি ঘোর নিদ্রাভিভূত হইবেন, তখন স্বপ্নযোগে কল্পিত মলকা জর্বিপোশ দ্বারা তাঁহার রেতঃ স্খলন করাইতে পারিলে, তিনি অশুচি হইবেন, এবং অশুচি হইলেই মন্ত্র ভুলিয়া যাইবেন। তখন অবশ্য তুমি জয়ী হইবে। কিন্তু তোমার সাধ্য নাই যে তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। কারণ তাঁহার আয়ুঃ এখনও শেষ হয় নাই। আর ঈশ্বর স্বয়ং যাহাকে রক্ষা করেন, তোমার আমার সাধ্য কি তাঁহাকে বিনাশ করি? যাহা হউক, অদ্য রাত্রিতে আমি হাতেমকে অশুচি করিব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি চলিলাম" এই বলিয়া সরবান্ প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাত্রিকালে হাতেম নির্ঝরিণীর নিকট শিলা খণ্ডে অগাধ নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময় সরবান দেও মায়া প্রভাবে স্বপ্নে তাঁহার সেই প্রাণ প্রিয়া মলকাকে দেখিয়া তাঁহার রেতঃপাত হইল এবং অশৌচাবস্থায় থাকা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া যেমন জলে অবগাহন করিতে যাইবেন, সেই সময় যমদূত সম এক ভয়ঙ্কর দৈত্য তাঁহাকে ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শাম আহমরের নিকট লইয়া গেল। শাম আহমর ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, "এ ব্যক্তি আমার পরম শত্রু। অতএব তোমরা ইহাকে লৌহ শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া সাবধানে রক্ষা করিও, দেখিও যেন এ ব্যক্তি কোন ক্রমে পলাইতে না পারে পলাইলে একের পরিবর্ত্তে তোমাদের সকলকার প্রাণ বিনষ্ট হইবে" প্রহরীরা যে আজ্ঞে বলিয়া হাতেমের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ এক ক্ষুদ্র গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া এবং উপরে আপনারা সতর্কভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

সপ্তাহ কাল তিনি অনশনে সেই অন্ধকূপ মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কাল যাপন করিলেন। যখন অতি কষ্ট অনুভব করিতেন, তখন ঈশ্বরোদ্দেশে ক্রন্দন করিয়া বলিতেন "হে বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন জগদীশ! তোমা ভিন্ন এ বিপদ্ জাল হইতে মুক্ত করিতে আমার আর কেহ নাই।" অষ্টম দিবসে শাম আহমর স্বয়ং সেই কূপের নিকট আসিয়া বলিল "ওহে হাতেম! তুমি,

এখন কেমন আছ ?” তিনি উত্তর করিলেন, “ঈশ্বর প্রসাদে আমার অন্য কোন কষ্ট নাই, কেবল ক্ষুধা তৃষ্ণায় কিছু কাতর হইয়াছি।” যাদুকর বলিল, “যদি তুমি তোমার সেই গোটিকা ও যষ্টি আমাকে অর্পণ কর, আমি এখনি তোমাকে কারা মুক্ত করিয়া দিব।” হাতেম উত্তরে বলিলেন “ওহে শাম আহমর। তুমিও যদি তোমার কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ কর। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ঐ দুইটি দ্রব্য দিব, নতুবা নহে।” এই কথা শ্রবণ মাত্র শাম আহমর ক্রোধে জলন্ত পাবকের ন্যায় চক্ষু আরক্ত বর্ণ করিয়া বলিল, “প্রহরীগণ! তোমরা এই দণ্ডেই ইহার মস্তকে বারি-বর্ষণের ন্যায় প্রস্তর বর্ষণ করিয়া পাপাত্মাকে বিনাশ কর। কি স্পর্দ্ধা! আমার সম্মুখে বারম্বার ঐ কথাই বলিতেছে। তোমরা অবিলম্বে দুরাত্মাকে প্রস্তরাঘাতে খণ্ড খণ্ড কর” বলিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। আজ্ঞা পাইয়া প্রহরীগণ অনবরত সেই কূপ মধ্যে প্রস্তর খণ্ড সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কূপ প্রস্তরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সকলে শাম আহমরের নিকট গমন করিয়া বলিল, “হুজুর! সেই মনুষ্য বিনষ্ট হইয়াছে।” শাম আহমর গর্জনা করিয়া বলিল, “না, তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। হাতেম জীবিত আছে, তোমরা যে সকল প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহার এক খণ্ডও উহার গাত্র স্পর্শ করে নাই। যদি আমার কথায় তোমাদের প্রত্যয় না হয়, এই দণ্ডেই গহ্বর পরিষ্কার করিয়া দেখ, হাতেম সেই ভাবেই ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন আছে।” অনন্তর প্রহরীরা প্রস্তরখণ্ড সকল স্থানান্তরিত করিয়া দেখিল, বাস্তবিকই হাতেম জীবিত আছেন এবং সেই দিন হইতে তাহারা প্রত্যহ একবার ঐ গহ্বর প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা পূর্ণ আর পরে উহা স্থানান্তরিত করিয়া দেখিল, হাতেম পূর্ব্বমতই আছেন। এই রূপ ক্রমাগত ৫।৬ দিন হইলে, হাতেম ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া এক দিন সেই প্রহরী-দিগকে বলিলেন, “ওহে! তোমরা আমার গোটিকার গুণ দেখিলে তো? আমার যতদিন আয়ু শেষ না হইবে, বিশেষতঃ এই গোটিকা যতদিন আমার অধিকারে থাকিবে, ততদিন তোমরা যাহাই কেন কর না, আমার কিছুতেই মৃত্যু হইবে না। এক্ষণে আমার অন্য কোন কষ্ট নাই, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণাতে বড়ই কাতর হইয়াছি। অতএব তোমাদের যে কোন ব্যক্তি আমাকে এক-

বার সেই উপবনে জলাশয় সমীপে লইয়া যাইবে, তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ আমি আমার এই অমূল্য ধন গোটিকা প্রদান করিব।” তাহাদের মধ্যে সকলেই এক বাক্যে বলিল, “তোমার গোটিকায় আমাদের প্রয়োজন নাই।” কিন্তু একজন লোভী ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে এ কার্য্য করিবে, হাতেমও তাহাকেই গোটিকা দিবেন ইঙ্গিতে উত্তর দিলেন।

প্রহরীরা পর্য্যায়ক্রমে রাত্রিতে তাঁহাকে পাহরায় রক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর এবং অপরাপর রক্ষকগণ যখন ঘোর নিদ্রাভিভূত, সেই সময় সেই লোভী রক্ষক হাতেমের নিকট উপস্থিত হইল এবং উপরি ভাগ হইতে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড স্বীয় হস্ত দ্বারা অপসারিত করিয়া চুপে চুপে বলিল, “ওহে হাতেম! তুমি ভাল আছ ত? আইস, অঙ্গীকার মত আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া তোমার অভিলষিত স্থানে রাখিয়া আসিব।” হাতেম উত্তর করিলেন, “ভাই! আমার এখন এমন সামর্থ নাই যে, এই প্রস্তর স্তূপ হইতে স্বয়ং বহির্গত হই, বিশেষতঃ অনেক দিন হইতে অনাহারে শরীর বড় দুর্ব্বল।” রক্ষক বলিল, “আচ্ছা তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি সমস্তই করিতেছি” বলিয়া স্বীয় মন্ত্র প্রয়োগ করিবামাত্র প্রস্তরস্তূপ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। হাতেম উহা হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন, “ভাই হে! আমি একেবারে চলৎ শক্তি হীন হইয়াছি। অতএব এই গর্ত্ত হইতে বহির্গত হওয়া বা পদব্রজে তথায় যাওয় আমার দ্বারা কিছুই হইবে না।” তখন রক্ষক হাতেমকে স্বীয় স্কন্ধে লইয়া গহ্বর হইতে বহির্গত হইল এবং সকলকার অজ্ঞাতসারে হাতেমকে বহন করিয়া উপবনে নির্ঝরিণীর সন্নিধানে উপস্থিত হইল। হাতেম তাহার স্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিয়াই নির্ঝরিণীর নির্ম্মল নীরে অবগাহন করণান্তর বস্ত্র ধৌত ও স্নানাদি সমাপন করিয়া দুই তিন অঞ্জলি জলপান করিলেন এবং কিছু সুস্থ হইয়া পূর্ব্বের মত শীলাখণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইলেন। প্রহরী অগ্রসর হইয়া বলিল, “রাত্রি থাকিতে থাকিতে আমাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় কর।” হাতেম বলিলেন, “ওহে প্রিয়! তুমি কিরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা কর?” রক্ষক বলিল, “তুমি আমাকে এ গোটিকার কথা বলিয়াছ, আমি উহাই প্রার্থনা করি, অন্য কোন দ্রব্যে আমার আবশ্যক নাই।” হাতেম বলিলেন, তুমি আমার যেরূপ উপকার

করিয়াছ, অবশ্য তাহ আমি কখনই ভুলিব না। কিন্তু তাহার বিনিময়ে তোমাকে আমার গোটিকা কখনই দিব না। আমার ইচ্ছা শাম আহমরকে বিনাশ করিয়া প্রত্যুপকার স্বরূপ তোমাকে এই জনপদের অধীশ্বর করিব।” প্রহরী কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিল, “ওহে হাতেম! যদি আমারে পুরস্কৃত করা কর্ত্তব্য বোধ কর, তাহা হইলে সেই গোটিকাই আমাকে দান কর। আমি অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করি না।” হাতেম মিষ্ট কথায় তাহাকে বলিলেন, “ভাই হে। এ গোটিকাটি আমার কোন বন্ধুর বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ।” অতএব আমি ইহা তোমাকে কি প্রকারে দিব? অবশ্য তুমি আমার একজন পরম উপকারী এবং আমিও তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ উহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি গোটিকাটি লইয়া কি করিবে?” প্রহরী উত্তর করিল, “ঐ গোটিকা আমার হস্তগত হইলে আমি সহজেই শাম আহমর যাদুকে জয় করিতে সমর্থ হইব এবং এই স্থানের অধীশ্বর হইব।” হাতেম বলিলেন, “নির্ব্বোধ শুদ্ধ এই গোটিকায় উহাকে কি প্রকারে জয় করিবে? আর সে জন্য তোমাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না, আমি অচিরে সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিয়া প্রত্যুপকার স্বরূপ তোমাকে এই প্রদেশের অধিকারী করিব।” প্রহরী দেখিল, ক্রমে ক্রমে কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রভাতা হয়-এবং রাত্রি যোগেই গিয়া সহচরগণের সহিত মিলিত না হইলে, প্রথমতঃ হাতেমের প্রস্থান, ২য়তঃ তাঁহার অনুপস্থিতি দেখিয়া শাম আহমর নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ-দণ্ড করিবে এই সমস্ত মনে মনে আলোচনা করিয়া কর্কশস্বরে বলিল, “ওহে হাতেম। তুমি মিষ্ট কথায় যখন কর্ণপাত করিলে না, তখন আমি বলপূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে গোটিকা গ্রহণ করিব। এখনও ভাল চাও তো স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা কর, নতুবা এই ঝর্ণার জলে ডুবাইয়া তোমাকে বিনাশ করিব।” ইহা শুনিয়া হাতেম ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, “ওহে দুষ্ট! আমার সম্মুখ হইতে দূরে যাও, তুমি অবশ্য আমার উপকারী তাহার সন্দেহ নাই, এবং সেই অনুরোধেই আমি তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, অতএব এক্ষণে এস্থান পরিত্যাগ কর, আমি তোমার উপকার কখনই বিস্মৃত হইব না।” রক্ষক অনন্যোপায় হইয়া ক্রোধে স্বীয় অস্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। উহা দেখিয়া হাতেমও আপন মহামন্ত্র

প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, রক্ষক বারম্বার স্বীয় মন্ত্রোচ্চারণ করিলেও হাতেমের মন্ত্রগুণে উহা কোন কার্য্যকারক হইল না। ইহা দেখিয়া সে ভয়ে কম্পমান হইয়া দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আপন বন্ধু-বর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া প্রহরীরা দেখিল, গহ্বরদ্বার মুক্ত এবং উহার মধ্যস্থিত প্রস্তরখণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর বিশেষ অনুসন্ধানে জানিল, হাতেম তথায় নাই। তখন তাহাদের সকলে মস্তকে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, বলিল, "হায়! আজ আমাদের সকলেরই প্রাণ যাইবে।" ইত্যবসরে উহাদের একজন শাম আহমরকে সংবাদ দিল, "ধর্ম্মাবতার! হাতেম গত রাত্রিতে কোথায় পলায়ন করিয়াছে।" এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ মাত্র শাম আহমর ক্রোধে অধীর হইয়া গণনা করিয়া দেখিল, সরতক নামক জনৈক রক্ষক গোটিকার লোভে হাতেমকে মুক্ত করিয়াছে, তখন আজ্ঞা করিল, তোমরা প্রথমে সেই বিশ্বাসঘাতক সরতককে এস্থানে আনয়ন কর, অগ্রে সেই দুরাত্মার প্রাণদণ্ড করিয়া পরে যাহা হয় করা যাইবে। এই আজ্ঞা পাইয়া প্রহরী সরতককে আনয়ন করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

এদিকে সরতক স্বীয় মনে মনে প্রমাদ গণিয়া স্থির করিল, আমার এই কার্য্য শাম আহমরের নিকট কখনই অপ্রকাশিত থাকিবে না, সে অবশ্য গণিয়া আমাকেই দোষী করিয়া প্রাণদণ্ড করিবে, অতএব পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া পুনরায় দ্রুতবেগে হাতেমের নিকট গমন করিয়া বলিল, "ওহে হাতেম! তোমারই জন্য আমি উভয় শকটে পড়িয়াছি, এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর, নতুবা শাম আহমর যাদু আমাকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিবে; আমি তোমার উপকার বই অপকার করি নাই, অতএব আমাকে রক্ষা করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।" হাতেম তাহার পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন, বলিলেন "তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমার আশ্রয়ে তোমার কোন ভয় নাই।"

যখন শাম আহমর গণিয়া দেখিল, সরতক হাতেমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তখন ক্রোধে এক মন্ত্রপাঠ করিয়া ফুৎকার প্রয়োগ করিবামাত্র

এক প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ সরতকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সরতক সেই অগ্নি শিখা দর্শনে ভীত হইয়া বলিল "ওহে বন্ধু! আর কি দেখিতেছ? আমাকে বাঁচাও; নতুবা এই অগ্নি শিখায় দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হই।" হাতেম মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফুৎকার দিবামাত্র সেই অগ্নি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইয়া গেল; তিনি রক্ষককে বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান কর। কাহার সাধ্য তোমাকে স্পর্শ করে, আমি রক্ষা করিলে শাম আহমরের যাদু মন্ত্রে তোমার এক গাছি কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না।" রক্ষক কর-যোড়ে বলিল, "আমি এক্ষণে তোমারই হইলাম, যাহা ইচ্ছা হয় কর।" অনন্তর হাতেম মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ শাম আহমরের উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সরতকও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। যখন আহমর গণিয়া জানিল, হাতেম ক্রমশঃ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন তখন স্বীয় দল বলে বেষ্টিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে নগর হইতে বহির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ আকাশ মণ্ডল ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যেন পৃথিবী নিবিড় তিমিরাবৃত হইল, চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ক্ষণে ক্ষণে অশনিপতনের ন্যায় ভয়ানক মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল, হাতেম কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া স্বীয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু সরতক ভয়ে বাত-প্রক্ষিপ্ত কদলী পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল, বলিল "ওহে হাতেম! আমার হস্তধারণ কর, আমার আর চলিবার সামর্থ নাই। এই যে সমস্ত উৎপাত দেখিতেছ সকলই শাম আহমরের মায়ার দ্বারা সৃজিত হইয়াছে। ক্রমশঃ হাতেমের মন্ত্রে যাদু মায়া সমস্ত অপসৃত হইল এবং পূর্ব্বের মত নীলাকাশ প্রতিভাত হইল, কিন্তু ক্ষণপরেই আবার দিকদাহের ন্যায় সহসা চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে উহা হাতেমের মন্ত্রগুণে প্রশমিত হইল, তখন শাম আহমর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল; "জানিলাম, হাতেম এক জন যাদু প্রধান।" এক্ষণে সে মায়াবলে এক প্রকাণ্ড পাষাণ সৃজন করিয়া মন্ত্রবলে উহাকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিল, সরতক বলিল, "ওহে হাতেম! দেখিতেছ কি? শাম আহমরের মন্ত্রবলে শূন্যে

পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে, সাবধান। প্রস্তর আমাদেরই মস্তক লক্ষ্য করিয়া বেগে আসিতেছে।” হাতেম তৎক্ষণাৎ মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া ফুৎকার দিবা মাত্র পাষাণ ক্ষয় ও সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পুনরায় বিপক্ষদিগের মধ্যস্থলে গিয়া পতিত হইবা মাত্র, অধিকাংশ যাদু তাহার আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর শাম আহমর যাদু বলে কতকগুলি প্রকাণ্ড সর্প সৃজন করিল, কিন্তু ভুজঙ্গগণ হাতেমের মন্ত্রবলে অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক স্রষ্টারই বলসমূহ গ্রাস করিতে লাগিল— ইহা দেখিয়া শাম আহমর অন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র অহিগণ ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে উদ্গার করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। ক্রমশঃ অনুচরেরা সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। শাম আহমর নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষান্ত হইতে বলিলেও তাহারা উহা শ্রবণ করিল না, তখন দুষ্ট মন্ত্রবলে উহাদের সকলকে এক এক বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া, ফেলিল, সুতরাং উহারা যে যে স্থানে ছিল, এক একটী পাদপ হইয়া সেই সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল।

আহমর অগ্রসর হইয়া হাতেমের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং উভয়েই নিজ নিজ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যখন শাম আহমর দেখিল, তাহার সমস্ত মন্ত্র ব্যর্থ হইতেছে, তখন প্রাণভয়ে মন্ত্রবলে সহসা শূন্যে উত্থিত ও অদৃশ্য হইয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেল। হাতেম রক্ষক সরতককে বলিলেন, “দুষ্ট এক্ষণে কোথায় গেল বলিতে পার? আমি যেখানে পাইব, সেই খানেই তাহাকে বিনাশ করিব, কারণ দেখিতেছি, দুরাত্মা যাদুবিদ্যা দ্বারা নানা প্রকার অনিষ্ট সাধন করিতেছে।” সরতক বলিল, “আমার বোধ হয়, দুষ্ট তাহার শিক্ষা গুরুর গুরু কমনাক্ যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, গুরু সরবানের নিকট আর গমন করিবে না, কারণ তোমার ভয়ে ভীত হইয়া দুরাত্মা প্রথমে তাহারই স্মরণ লইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে, সরবান তোমার পক্ষপাতী, এবং ঈশ্বর ভীরু যাদু, কিন্তু এই দুরাত্মা শাম আহমর ও কমনাক কখনই ঈশ্বর মানে না। ওহে হাতেম! কমনাকের কথা কি বলিব, সে ঐন্দ্রজালিক যাদুকর যে, মায়া বলে বিমানে আর একটী পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতেও পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণ নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহার

কুহই পৃথিবীতে চত্বারিংশৎ সহস্র ব্যক্তি বাস করে, সকলেই সুশিক্ষিত যাদুকর ও কমনাকের আজ্ঞাবহ এবং উহাকে ঈশ্বর বোধে পূজা করে।" ইহা শুনিয়া হাতেম হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, "ছি ছি, ওকথা আর মুখে আনিও না, পাপ হইবে, ঈশ্বর এক বই কখনই দ্বিতীয় নহেন, আর এই পৃথিবীতে কীর্ত্তি রক্ষা এবং ভক্ত বৃন্দের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন সত্য, মূলে তিনি এক, মনুষ্য তাঁহার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাক্, তাঁহার সৃজিত বালুকণার এক রেণু হইতে পারে না, যে পাপিষ্ট সে এরূপ কথা বলে আর ওকথা মুখে আনিও না।

যে জন সৃজিল শূন্যে রবি চন্দ্র তারা।
যে জন সৃজিল নানা শস্য পূর্ণ ধরা॥
যাঁহার ইচ্ছায় বায়ু বহে নিরন্তর।
যাঁহার ইচ্ছায় চলে বিশ্ব চরাচর॥
স্থির চিত্তে কায় মনে ভাব সেই একে।
প্রমাদে পড়িয়া কভু ভুলনাকো তাঁকে॥

সরতর্ক বলিল, "ওহে হাতেম! তুমি যাহা বলিলে সমস্তই সত্য, তোমার মন্ত্রগুণে উহাদের মন্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া আমার উহাদের উপর বস্তুতঃ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।" হাতেম বলিলেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা, একবার সেই কমনাকের আলয়ে গমন করি, অতএব তুমি আমার পথ প্রদর্শক হইয়া চল।" সরতর্ক বলিল, "ক্রমাগত উত্তর মুখে গমন করিলে কিছু দিন পরে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত দেখা যাইবে, সেই পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিলে কমনাকের আলয় দৃষ্ট হইবে, কিন্তু আমার মতে তোমার সেখানে যাওয়া কখনই বিধেয় নহে, কারণ তুমি একা, যৎকালে তাহাদের সংখ্যা অগণিত।" হাতেম বলিলেন, "সে জন্য কোন চিন্তা নাই, ঈশ্বর আমার সহায়।" সরতর্ক বলিল, "তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু যখন বিপদে রক্ষা করিয়াছ, তখন আমি তোমার সঙ্গ কিছুতেই ত্যাগ করিব না। আমার এক অনুরোধ রক্ষা কর, সম্মুখে এই যে সমস্ত বৃক্ষ শ্রেণী দেখিতেছ, এ সমস্ত প্রকৃত বৃক্ষ নহে, শাম আহমরের অনুচর, দুরাত্মা তোমার সহিত যখন মন্ত্র যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে, তখন মন্ত্রবলে ইহাদিগকে বৃক্ষে পরিণত করিয়া গিয়াছে,

অতএব তুমি ইহাদিগকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ করিয়া স্বীয় অনুচররূপে সঙ্গে লইয়া চল। ইহারাও পূর্ব্ব শরীর লাভ করিয়া অবশ্য তোমারই শরণাগত হইবে সন্দেহ নাই।" অনন্তর হাতেম কিঞ্চিৎ বারি মন্ত্রপূত করিয়া বলিলেন, "তুমি এই জল লইয়া এ সমস্ত বৃক্ষে ছিটাইয়া দিয়া ঈশ্বরের মাহাত্মা দেখ।" রক্ষক তাহাই করিলে, সেই সমস্ত বৃক্ষ ক্রমান্বয়ে মনুষ্য কলেবর ধারণ করিতে লাগিল। তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া সরস্তকের নিকট আসিয়া শাম আহমরের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সরস্তক বলিল, "সেই হীনমতি হাতেমের মন্ত্রযুদ্ধে পরাভূত হইয়া এবং তোমাদিগকে বৃক্ষে পরিণত করিয়া বোধ হয়, কমনাক নরিধানে প্রস্থান করিয়াছে, অনন্তর হাতেমকে দেখাইয়া বলিল, "এই যুবাটীর নাম হাতেম, ইঁহারই অনুগ্রহে তোমরা তরু দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্য দেহ লাভ করিলে। যাহা হউক, তোমরা বৃক্ষে পরিণত হইয়া কি ভাবে কাল যাপন করিতেছিলে বল দেখি?" তাহারা বলিল, "ভাই সে কথা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। আমরা এক স্থানে দিবা রাত্রি অবস্থান করিয়া শরীরের বেদনায় অস্থির হইতেছি।" অনন্তর সকলেই অগ্রসর ও হাতেমের নিকট উপস্থিত হইয়া কর যোড়ে বলিতে লাগিল, "ওহে হাতেম। আমরা দুষ্ট শাম আহমরের পক্ষ হইয়া তোমার প্রতি যে সকল বিপক্ষতাচরণ করিয়াছি, তাহার জন্য আমাদিগকে ক্ষমা কর। আমরা অদ্য হইতে তোমারই কিঙ্কর হইলাম। তুমি আমাদিগকে যে প্রকার কৃপা করিলে তাহা আর কি বলিব, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি আমাদিগকে বল—তুমি যাহা বলিবে, আমরা দাসের ন্যায় তাহাই করিব।" হাতেম বলিলেন, "বন্ধুগণ! সেই দুর্বৃত্তকে পরাজিত করিয়া তাহার কন্যাকে হস্তগত করিব আমার এই ইচ্ছা, অতএব শাম আহমর এক্ষণে কোথায় আছে তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে, যদি সেই পাপাত্মা সহজে আমার বশীভূত না হয়, তাহা হইলে অগত্যা তাহাকে বিনাশ করিব।" এই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি শাম আহমরের কন্যাকে কোথায় কিরূপে দেখিয়াছ যে, তাহার জন্য এত উদ্বেগ হইয়াছে?" হাতেম, মলকা জরি পোশকে যে ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, আদ্যন্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন ও বলিলেন, "বন্ধুগণ! আমি সেই সুন্দরীকে পাইবার নিমিত্ত

শুদ্ধ এতাদৃশ কষ্ট সহ্য করিয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, পরমেশ্বর আমার উপর একান্ত কৃপালু, সেই জন্য আমি হীনবল হইয়াও সেই দুরাত্মাকে সবলে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। সে যেখানে কেন পলায়ন করুক না, আমি তাহাকে তাহার আশ্রয়দাতার সহিত সংহার করিয়া পৃথিবী হইতে তাহাদের নাম লোপ করিব।” তাহারা বলিল, “ওহে হাতেম। শাম আহ-মরের আশ্রয়দাতা কমনাক অত্যন্ত কুহকী, তাহাকে জয় করা অতি দুরূহ।” হাতেম বলিলেন, “বন্ধুগণ! ভীত হইও না, যদি কৌতুক দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, তাহারা যেমনই কেন গুণী হউক না, আমার নিকট সকলকেই পরাস্ত হইতেই হইবে। আর যদি ভীত হও, তোমরা সকলে এই স্থানে অবস্থান কর, আমি একাই তথায় গমন করিব।” তাহারা বলিল, “তুমিই আমাদের জীবন দাতা, অতএব তোমার যে দশা আমাদেরও সেই দশা হইবে। আমরা তোমার অনুগমনে ক্ষান্ত হইব না। বিশেষতঃ আমাদের এরূপ প্রতীত হইতেছে যে, যদি আমরা তোমার পশ্চাতে অবস্থান করি, তাহা হইলে দুরাত্মার মন্ত্রে আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না।”

অনন্তর হাতেম উহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সম্মুখে এক উত্তম সরোবর দৃষ্টে সেই দিন সেস্থানে বিশ্রাম করিবার সংকল্প করিলেন। অনুচরবর্গ স্বচ্ছ সলিল দর্শনে মনের আনন্দে সকলে স্বচ্ছন্দে জল পান করিল, তাহারা জানিত না যে, শাম আহমর পলায়ন কালে সেই সরোবরের জল যাদু মন্ত্রে বিষাক্ত করিয়া গিয়াছে, সুতরাং পান মাত্র সকলের উদর স্ফীত হইয়া নাভিদেশ হইতে হরিদ্বর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হইতে লাগিল। হাতেম এই আকস্মিক ব্যাপার দর্শনে অতীব আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “হায়, আমি কি করিলাম? কেনই বা ইহাদিগকে সঙ্গে আনিলাম?” এই সমস্ত জীব নাশের জন্য আমাকেই ভোগ করিতে হইবে, এই বলিয়া মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিলেন। এমত সময় তাঁহার অকস্মাৎ মহামন্ত্রের কথা মনে উদিত হইল। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাহাদের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন, সকলেই স্ফীত ও এক একটি কুম্ভ মত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। তখন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সকলকার গাত্রে

ফুৎকার দান করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাদের শরীর স্পন্দিত হইয়া পূর্ব্বাকৃতি ধারণ করিল। তাহারা সানন্দে হাতেমের পদতলে পতিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। হাতেম স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, দুরাত্মা শাম আহমর মন্ত্র দ্বারা সলিল বিষাক্ত করিয়াছে। অনন্তর নিজ মন্ত্র দ্বারা সরোবর সলিল পুনঃ সংস্কার করিয়া অনুচরবর্গসহ ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে শাম আহমর প্রাণভয়ে শূন্যপদে, বিক্ত মস্তকে কমনাকের দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারবানেরা কমনাকে সংবাদ দিল। কমনাক শাম আহমরকে আপন নিকটে আনাইয়া স্বাগত প্রশ্ন করিল, আহমর রোদন করিতে করিতে বলিল, "গুরো! আমার অধিকারে হাতেম নামে কোন যুবক আসিয়া আমাকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার ইচ্ছা আমার কন্যা জরবিপোশের পাণি গ্রহণ করে। কিন্তু সে বিষয়ে আমার ইচ্ছা, আপনার অনুমতি ত কিছুই নাই। এই কথা শ্রবণ মাত্র কমনাক ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "তুমি রোদন করিও না, ক্ষান্ত হও। এখনি আমি সেই দুরাত্মাকে সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।" কমনাক মন্ত্রপূতঃ করিয়া নিজ দুর্গের চতুর্দ্দিকে অগ্নির সৃষ্টি করিল, চতুর্দ্দিকের পর্ব্বত-শ্রেণী যেন অগ্নি শিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। বাহিরের জীব জন্তু এমন কি সামান্য পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। সহচরেরা বলিল, "ওহে হাতেম! ঐ যে সম্মুখে পর্ব্বত শিখায় চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া অগ্নি জ্বলিতেছে দেখিতেছ ঐ সমস্তই কমনাকের মন্ত্র প্রাদুর্ভূত। হাতেম বলিলেন, 'তোমাদের কোন চিন্তা নাই, দেখ তোমাদের সাক্ষ্যাতেই আমি একে একে উহাদের সমস্ত মায়া জাল খণ্ডন করিব।" এই বলিয়া মহামন্ত্র উচ্চারণ করতঃ ফুৎকার প্রদান করিবামাত্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নি একেবারে প্রশমিত হইল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল দেখিয়া কমনাক দ্বিতীয় মন্ত্রবলে এক প্রবল স্রোতস্বিনী নদী সৃষ্টি করিল; তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা যেন আকাশকে স্পর্শ করিয়া উপত্যকার মধ্য দিয়া শত্রুপক্ষের দিকে ধাবিত হইলে, হাতেমের অনুযাত্রিরা সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে হাতেম! এইবার রক্ষা কর, নতুবা এই মায়া নদীর খর স্রোতে আমাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর দেখিতে

পারিবে না। হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন, "বন্ধুগণ' ভীত হইও না, তোমরা কেবল একমনে ঈশ্বরে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাক। ইহার প্রতিবিধান আমি করিতেছি!" অনন্তর হাতেম স্বীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিবা মাত্র, মায়া নদী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল এবং পূর্ব্ববৎ ভূমি ও প্রস্তরাদি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় মন্ত্র বিফল হইল দেখিয়া কমনাক অন্য মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল, সেই মন্ত্রবলে অকস্মাৎ আকাশ মণ্ডল ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অতি বেগে ঘূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; প্রথমতঃ বেগে বারিবর্ষণ পরে চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বর্ষণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই সমস্ত প্রস্তরে চতুর্দ্দিক আবৃত হইয়া গেল এবং কমনাকের দুর্গ অদৃশ্য হইল। হাতেমও ক্রমাগত আপন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রবলে ক্রমে ক্রমে প্রস্তর সকল স্থানান্তরিত হইয়া পুনরায় কমনাকের দুর্গ প্রকাশিত হইল। যখন কমনাক দেখিল, হাতেমের মন্ত্রবলে তাহার সকল মন্ত্রই নিষ্ফল হইতেছে। তখন শাম আহমরও অপরাপর অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া প্রাণভয়ে আপন বিমান দুর্গে উত্থিত হইল। এ দুর্গ মায়াবলে ছয় সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে একস্তম্ভোপরি অবস্থিত, উহা এমনি কৌশলে নির্ম্মিত যে, শত্রুরা কোন প্রকারেই উহা আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু কৌশলে শূন্য হইতে ভূমে পাতিত করিতে পারিলেই জয় করা যায়।

কমনাক স্বদলে শূন্যে প্রস্থান করিল দেখিয়া হাতেম আপন অনুচরবর্গ সহ সেই গিরি দুর্গে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, দুর্গটি অতি সুন্দর ও প্রশস্ত, অট্টালিকা সকল সুসজ্জিত ও পরিষ্কৃত, পথের দুই পার্শ্বে পণ্যবীথিকা শ্রেণী শোভা পাইতেছে, ঐ বিপণিসমূহ নানা প্রকার দ্রব্যে পরিপূর্ণ, মণি মুক্তা হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন সকলও স্থানে স্থানে শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কোন স্থানে নানাবিধ ফল, মূল ও মিষ্টান্ন স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। হাতেমের অনুচরবর্গ লোলুপ হইয়া ঐ সমস্ত খাদ্য বস্তু ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইল, ইহা দেখিয়া হাতেম উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বন্ধুগণ! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ইহা যাদুকরের দেশ, অতএব অসংস্কৃত ভোজ্য ভোজন করিয়া পুনরায় বিপদে পতিত হইবে, এই বলিয়া মন্ত্রপূতঃ করিয়া খাদ্য সামগ্রী সংস্কৃত করিতে লাগিলেন, তাঁহারাও মনের সাধে উদর পূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হাতেম সরতককে বলিলেন, "ওহে রক্ষক। এক্ষণে সেই দুরাত্মারা কোথায় পলায়ন করিল। আমাকে দেখাইয়া দাও।" সরতক বলিল, "তাহারা এক্ষণে বিমান দুর্গে অবস্থান করিতেছে, মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেবতারাও এখন তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে।" হাতেম বলিলেন, "তুমি আমাকে সেই দুর্গ দেখাইয়া দিয়া, আমার মহামন্ত্রের গুণ অবলোকন কর" সরতক বলিল, "সে দুর্গ অলক্ষিতভাবে শূন্যে অবস্থিত, ঐ দিকে উহার স্তম্ভের কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।" হাতেম অগ্রসর হইয়া মন্ত্র যোগে যেমন ঐ স্তম্ভের উপর ফুৎকার প্রদান করিলেন, অমনি এক ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইয়া দুর্গ শূন্য হইতে চ্যুত হইয়া পর্বতোপরি পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কমনাকের অনুচরেরা সেই সঙ্গে কোথায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইল তাহার আর নিদর্শন পাওয়া গেল না। কিন্তু কমনাক ও সাম আহমর উহা হইতে পূর্বেই লম্ফ প্রদান করিয়া দৈবে পতিত হইয়া হাতেমের ভয়ে পলাইতে লাগিল। হাতেমও মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন; অবশেষে তাহারা ভীত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ক্রমাগত দৌড়িয়া পর্বত হইতে একত্রে নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অনন্তর হাতেম সরতককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে রক্ষক! এক্ষণে শত্রুরা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে।" অতএব আমি প্রতিশ্রুত মত অদ্য হইতে তোমাকে এই সমগ্র যাদুকর রাজ্যের রাজা করিলাম। তুমি মনের সুখে এই সমস্ত উপভোগ কর। কিন্তু মনে রাখিও, যদি কখনও এরূপ যাদু বৃত্তি অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমাকেও শাম আহমরের অনুগামী হইতে হইবে। ঈশ্বরকে এক জানিয়া সদা তাঁহার অভিমত কার্য্য করিবে, কদাপি কাহারও মনে কষ্ট দিবেন। আমি এক্ষণে আমার অভিলষিত স্থানে চলিলাম। তোমরা সকলে ঐক্য হইয়া আনন্দে ও সদ্ভাবে অবস্থান কর।" উহাদের মধ্যে অনেকেই হাতেমের অনুগমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু তিনি কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না, একাই দলকা জরখিশোশ উদ্দেশে সেই রক্ত নদীর দিকে ধাবিত হইলেন।

কিছু দিন পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বৃক্ষটি সওয়ারার্

উঠিয়াছে বটে। কিন্তু পূর্ব্বমত তাহাতে আর মৃগু সকল লম্বিত নাই, এবং সেই হ্রদ, রক্তনদী আর কিছুই নাই উহার পরিবর্ত্তে এক সুন্দর রাজপ্রাসাদ উঠিয়াছে। হাতেম এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে বিশেষতঃ তাঁহার প্রণয়িনীর ২থ পাত্র না দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইলেন মনে করিলেন, বুঝি বা পাত্তর মায়া যাদুর সহিত অন্তর্দ্ধান হইয়াছে আমার পণ্ডশ্রমই সার হইল, এই লিয়া কপালে করাঘাত করিয়া হা প্রিয়ে! কোথায় গেলে বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ বিলাপোক্তি শুনিয়া সেই ভবন হইতে এক সুন্দরী পরিচারিকা বাহিরে আসিয়া বলিল "তুমি কে? কোথা হইতে আগমন করিতেছ এবং তোমার এরূপ বিলাপেরই বা কারণ কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার নাম হাতেম আমি আহমর যাদুর কন্যা যে, এই স্থানে যাদুবলে বৃক্ষে লম্বমান ছিল, সেই মলকা জররিপোশের অনুসন্ধান করিতেছি।" সেই পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া মলকা জররিপোশকে বলিল, 'ঠাকুরাণী, হাতেম নামে কোন ব্যক্তি দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, তাহার ইচ্ছা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করে।" হাতেমের নাম শ্রবণ মাত্র মলকাও নতমুখী হইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "তাহাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা কর, সে এত দিন কোথায় ছিল, আমার বোধ হয়, যে ব্যক্তি আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কিছু দিন আমাদিগের সহিত এই স্থানে অবস্থান করিতেছিল, এ সেই ব্যক্তি, বোধ করি এক্ষণে আহমর গড় হইতে আগমন করিতেছে। যাহা হউক, তাহাকে সত্বর এস্থানে আনয়ন কর, পিতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি।" পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া হাতেমকে বলিল, "ওহে বিদেশী! আইস, আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" হাতেম দাসীর সহিত ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সখীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া মলকা এক রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্টা। তিনি তাহাকে দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন—মলকাও হাতেমকে দেখিয়া বিহ্বলা হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ হাতেমকে ধারণ করিল এবং মুখে সুগন্ধি গোলাব সেচন করিতে লাগিল। ক্ষণ পরে তাঁহার চেতনা হইলে মলকা বলিল, 'ওহে যুবা! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?' তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন 'সুন্দরি! আমি তো মারই

জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে তোমার পিতা দুরাচার আত্মার বাচ্চুকে সমূলে বিনাশ করিয়াছি; সেই পাপাত্মা আপন কৃর্ম্ম দোষে এবং তোমার কোপে এক্ষণে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" অকস্মাৎ পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া মল্‌কা জররিঁপোশ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল; নিকটস্থ পরিচারিকাগণ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, দুরাচার পাপমতি পিতার জন্য রোদন করিবেন না, সে স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল পাইয়াছে, এবং আমরাও এক্ষণে কারামুক্ত হইলাম। ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনার পিতা আমাদের কি দশা করিয়াছিল? হা! বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা স্বমুখে বিবাহের কথা প্রকাশ করিলে কি তাহার এই শাস্তি? না জানি সেই পাপমতি জীবিত থাকিলে আরও কতকাল আমাদিগকে এইরূপ শোচনীয়ভাবে কালযাপন করিতে হইত। এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া, এই যুবাকে প্রেম নয়নে নিরীক্ষণ করুন, কারণ, ইনিই আমাদের দুঃখ মোচয়িতা। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আপনি যেমন সুন্দরী, এই যুবাও আপনা হইতে কোন অংশে ম্লান নহেন, অনুমানে বোধ হয়, ইনিও রাজপুত্র, আপনি ইঁহাকে বিবাহ করুন।" দাসীদিগের প্রবোধ বচনে মল্‌কা পিতৃশোক পরিত্যাগ করিল। তাহার মন পূর্ব্বাবধি হাতেমের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল সুতরাং সহচরীরা সহজেই বুঝিতে পারিল, উভয়ে উভয়ের প্রেম-পাশে আবদ্ধ হইয়াছে।

সহচরীরা মল্‌কার মনের ভাব অবগত হইয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল, সপ্তাহকাল নানাপ্রকার নৃত্য গীতাদি আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হইলে অষ্টম দিবসে হাতেম স্বীয় কুলক্রমাগত আচারে মল্‌কা জররিঁ-পোশের পানিগ্রহণ করিলেন। বিবাহান্তে সহচরিগণ যথারীতি বরকন্যাকে স্বতন্ত্র গৃহে রক্ষা করিয়া আপনারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলে তখন অকস্মাৎ তাঁহার মনোমধ্যে বন্ধু মুনির শামীর কথা উদিত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ নব পরিণীতা প্রণয়িণীকে ত্যাগ করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। মল্‌কা ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া মনে করিল এ কি! ইনি আমাকে এমন কি দোষ দেখিলেন যে, এই সুখের সময় আমাকে ত্যাগ করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইলেন, কার এ কথা আমি কি প্রকারেই বা জিজ্ঞাসা করি। এইরূপ নানা প্রকার

চিন্তা করিয়া নম্রমুখী হইলে হাতেম বলিলেন, "প্রিয়ে। তুমি দুঃখিতা হইও না, অকস্মাৎ আমার এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া তোমার মনে স্বতঃই অসদ্ভাব হইতে পারে, চন্দ্রেও কলঙ্ক, সুগন্ধি কুসুমেও কীট দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রিয়ে! আমি তোমার নিষ্কলঙ্ক মুখ চন্দ্রে কোন দোষ দেখিয়া অকস্মাৎ তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম তাহা মনে করিও না। আমার এরূপ ভাব পরিবর্ত্তনের একটী বিশেষ কারণ আছে, আমি তোমার ঐ মুখ চন্দ্র দেখিয়া যখন প্রথম বিমুগ্ধ হই, তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রথমতঃ তোমাকে বিবাহ করিয়া, যত দিন না স্বীয় কার্য্যোদ্ধার হয় তাবৎ তোমার সহবাস সুখে বঞ্চিত থাকিব, এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা আমার মনে উদিত হওয়ায় অগত্যা আমায় এইরূপ হইতে হইল।" এই বলিয়া প্রথম মুনির শামীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে এপর্য্যন্ত সমস্ত কথা নবপ্রণয়িনীর নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দাও, বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে খোয়রম নগরে গমন করিতে হইবে।" মল্‌কা বলিল, "তবে আমি এক্ষণে কোথায় যাইব? আমাকেও তোমার সঙ্গে লইয়া চল, দেখ আমার পিতা জীবিত থাকিলে, আমি তাঁহারই আশ্রয় পাইতে পারিতাম, এক্ষণে আমি কোথায় যাই?" হাতেম বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি পথের ভিখারি নহি, আমিও রাজপুত্র, আমার পিতা ইয়মন দেশের রাজা, আমি তোমাকে আমার পিতার নিকট প্রেরণ করিতেছি, তথায় তোমার কোন কষ্ট হইবে না।" এই বলিয়া স্বীয় নামাঙ্কিত এক পত্র মল্‌কা জররিঁপোষের হস্তে প্রদান করিয়া প্রভাত হইবা মাত্র সেস্থান হইতে বিদায় হইলেন। মল্‌কাও আপন পরিচারিকাগণ সঙ্গে লইয়া ইয়মন দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। কিছু দিন পরে, হাতেম এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথাকার কোন এক প্রাচীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! যে ব্যক্তি 'সত্যবাদীর সদাই সুখ' এই কথা বলিতেছে সে কে এবং তাহার নিবাসই বা কোথায়?" বৃদ্ধ বলিল "এই এস্থানে এমন লোকত কেহই নাই, তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি এস্থান হইতে নয় দশক্রোশ পশ্চিমে খোয়রম নামে এক নগর আছে; তথায় এক বৃদ্ধ, দেখিতে বিংশতিবর্ষীয় যুবকের ন্যায়; ঐ কয়টি কথা আপন বাটির দ্বারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" এই মাত্র নিদর্শন প্রাপ্তে তিনি তথা হইতে যাত্রা করিয়া

অস্তাগত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। এবং দিবা তৃতীয় প্রহরের সময় ঐ নগরে উপস্থিত হইয়া, স্বয়ং অনুসন্ধান করত সেই বণিকের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বারের উপর স্পষ্টরূপে স্বর্ণাক্ষরে ঐ সাতটি কথা লেখা আছে, অনন্তর পাঠ করিয়া জানিলেন, এতদিনের পর তিনি অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র, ভিতর হইতে দ্বারী আসিয়া বলিল, "তুমি কে? কোথা হইতে কি জন্য এখানে আসিয়াছ?", তিনি উত্তর করিলেন, "আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে শাহাবাদ নগর হইতে আসিতেছি।" দ্বারী সেই কথা তাহার প্রভুকে জানাইল, প্রভু তৎক্ষণাৎ বিদেশিকে তথায় উপস্থিত করিতে আজ্ঞা দিলেন, তিনি দ্বারীর সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, এক সুন্দর যুবা এক [illegible] উচ্চ আসনে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। হাতেম তথায় উপস্থিত হইয়াই ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, যুবাও প্রতিনমস্কার করিয়া, উঠিয়া, তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বে ঐ আসনেই বসিতে বলিলে, হাতেম তাহাই করিলেন। অনন্তর গৃহ স্বামী, দাসগণকে উত্তমোত্তম খাদ্য সামগ্রী আনিতে আজ্ঞা করিলে, তাহারা নানাবিধ ফল মূল সুস্বাদু আনয়ন করিয়া হাতেমের সম্মুখে রক্ষা করিল। গৃহ স্বামী তাঁহাকে ভোজন করিতে আদেশ করিলে তিনি পথশ্রান্ত এবং ক্ষুধিত ছিলেন, ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভোজনান্তে গৃহস্বামী বলিল, "বাপু! তোমার নাম কি? কোথায় বাস? এবং কি জন্যই বা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া শাহাবাদ নগর হইতে এখানে আসিয়াছ? আমি শুনিয়াছি শাহাবাদ নগর, কোন এক বণিক কন্যার [illegible] খ্যাত, এবং এস্থান হইতে বহু দূরে অবস্থিত।" হাতেম বলিলেন, "মহাশয়! আমি ইয়মন দেশাধিপতি তয় নরপতির পুত্র, আমার নাম হাতেম, আমার এক বন্ধুর কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে এস্থানে আসিয়াছি।" তাহার মুখে হাতেমের নাম শুনিবামাত্রই গৃহ স্বামী পুলকে পূর্ণ হইয়া হাতেমকে মুক্ত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাপু হে! আমি তোমার নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছি, তোমা ভিন্ন এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকার জগতে আর কে সাধিতে পারে? যাহা হউক, আমার নিকট কি প্রয়োজন প্রকাশ কর।" হাতেম বলিলেন, "শাহাবাদ নগরের বণিক কন্যা হোসনবানু অতি রূপবতী, আমার এক বন্ধু তাঁহাকে

উপরে আসিয়া হইয়া বিবাহের প্রার্থনা করায় সেই কন্যা স্বীয় প্রতিজ্ঞামত বন্ধুকে সাতটি প্রশ্ন পূর্ণ করিতে বলেন, তাহার মধ্যে আপনার বাসবেশে লিখিত 'অজ্ঞানবান' 'সদাই সুখ' এইটি চতুর্থ প্রশ্ন, আমার বন্ধু অসমর্থ হইয়া নিরুৎসাহ হইলে আমিই ক্রমান্বয়ে তিন প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া চতুর্থটি পূর্ণ করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি।" গৃহ স্বামী হাতেমের মস্তকে হস্ত দান করিয়া বলিলেন, "বাপু হে! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ধন্য পরোপকার গুণ তোমার! যাহা হউক অদ্য বিশ্রাম কর, কল্য সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব।" হাতেম সে রাত্রি সুখে সেস্থানে অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন, পরে আহারাদি করিয়া উভয়ে একত্রে সেই আসরে উপবিষ্ট হইয়া অন্যান্য কথোপকথন হইতেছে এমন সময় হাতেম বলিলেন, "মহাশয়, কল্য যাহা বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই আরম্ভ করুন।" গৃহ স্বামী বলিলেন, "তবে শ্রবণ কর—

আমার নাম সোবান, অষ্ট শত বর্ষ হইল এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং আমি এই নগর প্রতিষ্ঠার দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমার বয়ঃক্রম এক্ষণে পূর্ণ সহস্র বৎসর হইল। আমি যৌবনে যে অবস্থায় ছিলাম এখনও ঠিক সেই ভাবে আছি, শরীর বা ইন্দ্রিয়ের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। যৌবন কাল হইতেই আমি অক্ষ ক্রীড়ায় রত ছিলাম এবং সকলেই আমাকে ঐ খেলায় বিশেষ নিপুণ বলিয়া জানিত; ক্রমে খেলায় আমার এমনি মতি হইল যে, সাংসারিক কর্ম্ম কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া দিবা রাত্রি ঐ খেলাই খেলিতাম, অবশেষে আমার পূর্ব্ব সঞ্চিত যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই উহাতে ক্ষয় হইল। এক দিন রাত্রি কালে অর্থাভাবে চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করাই ঠিক এই মনে করিয়া রাজপথে বাহির হইলাম, তখন মনে হইল সামান্য গৃহস্থের আর কি চুরি করিব; দেখি যদি রাজভবনে প্রবেশ করিতে কৃতকার্য্য হইলে একটি দ্রব্যেই প্রচুর অর্থ পাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ স্থির করিয়া পুনরায় বাটী আসিয়া এক কমন্দ (রজ্জু সোপান) প্রস্তুত করিলাম, এবং উহা কৌশলে রাজার ত্রিতলস্থ শয়ন কক্ষের বাতায়নে সংলগ্ন করিয়া ধীরে ধীরে উহার উপর উঠিয়া দেখিলাম রাজা সমস্ত বাতি বাতায়ন প্রভৃতি উদ্ঘাটিত করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।

তাঁহার মনে মনে ধারণা ছিল ত্রিতলস্থ শয়ন কক্ষে এত প্রহরীর মধ্যে বিশেষতঃ রাজ বাটীতে চুরি হওয়া কঠিন, আমি সাহসে ভর করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম, এক উজ্জ্বল মণি, তাঁহার কণ্ঠদেশে বিরাজ করিতেছে, আমি আস্তে আস্তে গিয়া সেই মণি হরণ করতঃ ত্বরিত পদে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত পথে গমন করিলাম। পরে নগরের বহির্ভাগে এক বৃক্ষতলে গিয়া দেখিলাম, জন কয়েক তস্কর তাহাদিগের অপহৃত দ্রব্যাদি, আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিতেছে। তাহারা আমাকে দেখিবাই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া এক জন বলিল, "তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?" আমি কখন ভ্রমেও মিথ্যা কথা বলি নাই সুতরাং তাহাদিগের নিকট অকপটে সমস্ত কথাই বলিলাম। অনন্তর তাহারা ঐ অপহৃত মণি দেখিতে চাহিলে, বস্ত্র মধ্য হইতে বাহির করিয়া উহাও দেখাইলাম; তখন ছলে বলে আমার নিকট হইতে মণিটি হরণ করিবে এইরূপ চেষ্টা করিতেছে, ইত্যবসরে অকস্মাৎ এক দীর্ঘকায় যমদূত সম পুরুষ যষ্টি হস্তে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গভীর শব্দে এক হুঙ্কার ত্যাগ করিল যে, সেই শব্দে সমস্ত প্রান্তর কম্পিত হইয়া উঠিল, এবং সেই সকল তস্করেরা প্রাণ ভয়ে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া যে যে দিকে সুবিধা বোধ করিল, পলায়ন করিল কিন্তু আমি যে স্থানে দাড়াইয়াছিলাম অচল ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনন্তর সেই লোক আমার নিকটে আসিয়া বলিল "তুমি কে?" আত্ম পরিচয় দান করিয়া অবশেষে রাজ ভবনে চুরির কথা তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইলাম না। ইহা শুনিয়া সেই লোক বলিল, "তুমি ত বড় সত্যবাদী? যাহা হউক আমি তোমার সত্য কথায় প্রীত হইয়া, আজ্ঞা করিতেছি, এই সমস্ত তস্কর পরিত্যক্ত ধন তুমিই লইয়া যাও। আর তোমাকে একটি উপদেশ দিতেছি যদি তুমি জন্ক্রীড়া এবং তস্করতা ত্যাগ কর এবং সম্পদ বিপদে সর্বত্রই সত্য কথা বল তাহা হইলে তোমার আয়ু সহস্র বৎসর হইবে।" আমি তাহাই করিব বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, সে ব্যক্তি সেই মুহূর্তে সেই স্থানে অন্তর্ধান হইল।

অনন্তর আমি তস্কর পরিত্যক্ত সমস্ত ধন উত্তরীয় বস্ত্রে বন্ধন করিয়া বাটী

লইয়া আসিলাম। পর দিন প্রাতে এই ভবন নির্ম্মাণোপযোগী আবশ্যকীয় ইষ্টক কাষ্ঠাদি ক্রয় করিলাম এবং যাহাতে আলয়টি অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয় সেই জন্য দ্বিগুণ লোক নিযুক্ত করিয়া দিলাম। কিন্তু জ্ঞাতি শত্রুরা অকস্মাৎ আমার এইরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্থানীয় শান্তি রক্ষককে সংবাদ দিল 'যোবান গত কল্য পথের ভিখারি ছিল অদ্য এত ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইল যে, এরূপ প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছে"। এই কথা শুনিয়া শান্তি রক্ষক আমাকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি অকপটে সমস্ত কথাই বলিলাম, তখন শান্তি রক্ষক আমাকে রাজার নিকট প্রেরণ করিল। আমি সেখানে গিয়াও কোন কথা গোপন করিলাম না, অকপটে সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। আমার এইরূপ সত্য কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহা সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শান্তি রক্ষককে আমায় মুক্ত করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তির সত্য কথায় আমি প্রীত হইয়াছি, এ ব্যাক্ত আমার কণ্ঠ হইতে যে মণি হরণ করিয়াছে, তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে ইহাকে দান করিলাম এবং আমার রাজ কোষ হইতে পারিতোষিক স্বরূপ আরও কিছু ধন ইহাকে দেওয়া হউক।' আমি পরমানন্দে সেই সমস্ত ধন লইয়া বাটি আসিলাম এবং এই আলয় নির্ম্মাণ করাইয় দ্বারে 'সত্যবাদীর সদাই সুখ' এই কয়টি কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখাইয়া রাখিয়াছি। কি সম্পদে কি বিপদে সকলকার সত্য কথা কহা উচিত ভ্রমেও যেন কেহ অনুমাত্র মিথ্যা না বলে। এই জন্য সিরাজ দেশীয় কবি সাদী বলিয়াছেন—

সত্য কও ঈশ্বরের সন্তোষ কারণ।
মিথ্যা বাক্যে পদে পদে বিপদ ঘটন॥

আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইলে ভৃত্যেরা নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া উক্ত স্নেহ সম্বন্ধ রক্ষা করিল। নানা প্রকার গল্প করিতে করিতে আহার সমাপ্ত করিলেন। এই রূপএই চারি দিন অতিবাহিত হইলে এক দিন হাতেম যোবানকে বিনয় সহকারে বলিলেন, "মহাশয়, এই আমার চতুর্থ প্রশ্ন পূর্ণ হইল, এখনও তিনটি প্রশ্ন আছে, অতএব আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিদায় দিন।" যোবান হাতেমকে আলিঙ্গন করিয়া সাময়িক সৌজন্য সহকারে বিদায় করিলেন।

তথা হইতে বিদায় হইয়া হাতেম শাহবাদ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সপ্তাহ অবিশ্রান্ত চলিয়া অষ্টম দিবসে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্বীয় রাজ্য ইয়মন দেশের অন্তর্গত কোন এক নগরের প্রান্তস্থিত এক সরোবর তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রান্তি দূর করিবার জন্য তটস্থিত এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তথায় নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ মালিকা জরীর পোশের রূপ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। মনে করিলেন ইয়মন রাজ্যের নিকট আসিয়াছি অতএব অন্ততঃ এক দিনের জন্যও প্রিয়াকে দেখিয়া যাইব। ইত্যবসরে দেখিলেন, সরোবর তীরে এক চক্রবাক দম্পতি অধরে অধর মিলাইয়া আলাপ করিতেছে। হাতেম তাঁহাদের প্রেমালাপ দর্শন জন্য উদ্গ্রীব হইয়া সেই তরুমূলে উপবিষ্ট হইলেন, চকোরী বলিলেন, "প্রাণকান্ত! আমারে এ সময় একাকিনী রাখিয়া কোথায় গমন করিবে? নাথ! তোমার পায়ে ধরি, বিনয় করি, এ সুখের সময় আমাকে ত্যাগ করিও না।" চকোর বলিল, "রে বুদ্ধিহীনে! আমি কোন সংকর্ম সাধনে স্থানান্তরে গমনের সঙ্কল্প করিয়াছি অতএব এ সময় আমার গমনের ব্যাঘাত করিও না। পরকালে তুমি আমার কি কর্ম্মে আসিবে যে আমি সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দে বিহার করিব। সেই স্ত্রীজাতি অতি বিশ্বাসঘাতিনী—তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। যখন স্বীয় পতির সহিত রমণ করে, তখন পতি-গত-প্রাণা যেন পতি ভিন্ন জগতে তাহার আর কিছুই নাই; কিন্তু সেই পতি কিছু দিনের জন্য চক্ষের অন্তরাল হইলে, কলঙ্কিনীরা পরপুরুষে রমণ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিতা হয় না; ইহার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে শ্রবণ কর—

চকোর বলিল, "কোন সময় এক নরপতি মৃগান্বেষণ করিতে করিতে স্বীয় অনুচরবর্গকে ত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে বহুদূরে এক নিবীড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তিনি পিপাসায় অতি মাত্র কাতর হইয়া জলান্বেষণে বন মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন; ইত্যবসরে কিছু দূরে হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণের কলরব শ্রবণ করিয়া সেই দিকেই অশ্ব-চালনা করিলেন। অনন্তর অল্প দূর গমন করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে এক স্বচ্ছ সলিল-পূর্ণ সরসী, উহাতে নানা প্রকার জলবিহারী বিহঙ্গগণ আনন্দে ক্রীড়া

করিতেছে; সরোবর মধ্যস্থলে প্রস্ফুটিত, অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত শতদল, তাহার সৌরভে ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাগণ দলে দলে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বেড়াইতেছে। স্বচ্ছ সলিল দর্শনে তৃষ্ণার্ত্ত নৃপতি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন এবং হ্রদাভ্যন্তরে যেমন অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জলপান করিবেন দৈবাৎ কোন কঠিন দ্রব্য হস্তে স্পর্শ হওয়ায়, হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখিলেন, একটি লৌহ কীলকে এক লৌহ শৃঙ্খল আবদ্ধ রহিয়াছে, নৃপতি উহা আকর্ষণ করিতে করিতে এক লৌহ সিন্দুক তীরে উত্থিত হইল, দেখিলেন সিন্দুকে তালা লাগান কিন্তু কাটিটি উহাতেই সংযুক্ত রহিয়াছে; তিনি অতি বিস্ময়ে উহা উন্মোচন করিয়া দেখিলেন এক চন্দ্র বিনিন্দিতা নবযৌবনা কামিনী উহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে। রাজা কিছু লজ্জিত ও ভীত হইয়া পুনরায় উহা বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে, কামিনী মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "ওহে মনুষ্য! ভীত হইও না, আমি মানবী" এই বলিয়া এক কুঁজা ও এক পেয়ালা হস্তে লইয়া আস্তে আস্তে সিন্দুক হইতে বাহিরে আসিল; অনন্তর রাজার দিকে দৃষ্টি করিয়া মৃদু হাসি হাসিল, এবং নির্লজ্জ ভাবে রাজাকে স্বীয় মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিল। রাজা দেখিলেন, কামিনী যুবতী ও পরম রূপবতী বিশেষতঃ উপযাচিকা, অতএব উপেক্ষা করা কোন মতেই উচিত নহে; অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। তখন সেই কামিনী সিন্দুক হইতে কিছু খাদ্য বাহির করিয়া সমাদরে রাজার হস্তে দিল; আহারাদি সমাপন হইলে রাজা কিছুক্ষণ সেই কামিনীর সহিত আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়া বিদায় কালে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি। স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ আমার এই অঙ্গুরীয় তোমার নিকটে রাখিয়া দাও, পুনর্মিলনে আমাকে সহজে চিনিতে পারিবে।" যুবতী হাস্য করিয়া স্বীয় অঞ্চল হইতে রজ্জু বদ্ধ এক সংস্র অঙ্গুরীয়ের হার বাহির করিল এবং বলিল, "ওহে যুবক! তোমার নিকট আমি কিছুই গোপন করিব না অতএব শুন"—

কামিনী বলিল, "আমার পতি সতিত্ব রক্ষার্থে আমাকে এই সিন্দুকে বদ্ধ করিয়া অদ্য দুই বৎসর নয় মাস একাদশ দিন হইল বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন।০ এই দেখ অদ্য তোমার আংটিটি লইয়া আমার সংস্রের উপর একটী হইল; ইহাতেই বুঝ, আমার এইভাবে অবস্থান কালে

প্রত্যহ এক এক জন করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছে এবং সকলেই গমন কালে এক একটী অঙ্গুরীয় দান করিয়াছে অতএব কার কোন অঙ্গুরীয় কি প্রকারে স্মরণ হইবে ?” ইহা দেখিয়া রাজা অবাক হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায় কি বিড়ম্বনা। তখন সিন্দুকটী বন্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ জলে নিমগ্ন করিয়া দিয়া ঐ কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গমন করিলেন এবং পর দিন আপন বিষয় বিভব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বেশে বনে গমন করিলেন।

উপাখ্যান শেষ করিয়া চক্রবাক চক্রবাকিকে বলিল, “রে বুদ্ধিহীনে ! তুমিও সেই স্ত্রী জাতি। আমি স্থানান্তরে গেলে কত শত নায়ক আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইয়া সুখে বিহার করিবে।” অনন্তর বিহঙ্গ হাতেমের দিকে তাকাইয়া স্ত্রীকে বলিল “ঐ দেখ এক মনুষ্য নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পুণ্য কার্য্য করতঃ নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু উপস্থিত স্ত্রৈণ হইয়া সেই যত্ন লব্ধ পুণ্যের ক্ষয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।” এই কথা শ্রবণ মাত্র হাতেমের দিব্যজ্ঞান হইল, তিনি চক্রবাক মুখে ঐ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং ঈশ্বরাদেশ বলিয়া উহাই শিরোধার্য্য করত পথশ্রান্ত অক্লিষ্ট করিয়া জল পান করিলেন ইয়মন দেশ যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া শাহাবাদে যাওয়া স্থির করিলেন এবং ক্রমাগত কিছু দিন চলিয়া শাহাবাদে পৌঁছিলেন।

হোসনবানুর কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে পূর্ব্বাপর চিনিত সুতরাং তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাহাদের কর্ত্রীর নিকট সংবাদ দিল। হাতেম প্রথমতঃ পান্থ-শালায় মুনিরশামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হোসনবানুর ভবনে যাত্রা করিলেন এবং পূর্ব্বাপর ঘটনা সমস্ত বিবৃত করিয়া পুনরায় পান্থশালায় আসিয়া মুনির শামির নিকট সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চম প্রশ্ন।

—"শব্দকারী গিরি"—

হাতেম অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, হোসনবানুর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র দ্বারবান তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত হোসনবানুকে জ্ঞাপন করিল। হোসনবানু তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া উৎকৃষ্ট আসনে বসাইলেন, এবং বলিলেন, "হে পরোপকারী বীর! আমি শুনিয়াছি, কোন পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে মধ্যে মধ্যে এক শব্দ বহির্গত হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত লোকে তাহাকে 'শব্দকারী গিরি' বলিয়া থাকে। এক্ষণে তোমাকে তাহারই তত্ত্ব জানিয়া আসিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ পর্ব্বত কোন্ দেশে এবং কে উহার মধ্য হইতে শব্দ করিয়া থাকে ইত্যাদি।" ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক তিনি হোসনবানুর নিকট বিদায় লইয়া, প্রিয় বন্ধু মুনিরশামির নিকট পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন এবং পঞ্চম প্রশ্নের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, পুনরায় প্রস্থান করি। যদি ঈশ্বর জীবিত রাখেন, আবার তোমার সহিত এই স্থানে মিলিত হইব। তুমি চিন্তিত হইও না; এক্ষণে আমি চলিলাম।"

হাতেম, তথা হইতে বিদায় হইয়া ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে গ্রাম, নগর, বন, উপবন, নদ, নদী অতিক্রম করিয়া কিছু দিন চলিতে লাগিলেন। কখন কখন কোন কোন জনপদে উপস্থিত হইয়া পথে কোন মনুষ্য দেখিলেই মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ভাই হে! 'শব্দকারী গিরি' কোন্ স্থানে বলিতে পার?" কেহ কেহ তাঁহার কথা শুনিয়া উপহাস করিত, কেহ কেহ বা কোন উত্তর না দিয়া, তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া চলিয়া যাইত, কোন কোন প্রাচীন বলিত, "বাপু হে! আমাদের এত বয়ঃক্রম হইল কই একথা ত কখন কাহারো মুখে শ্রবণ করি নাই।" কিন্তু হাতেম নিরুদ্যম হইবার লোক নহেন; তিনি [illegible] ভর করিয়া একান্ত ও উৎসাহপূর্ণ [illegible] গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে আশান্বিত [illegible]

একদা দেখিলেন, কোন এক গ্রামের প্রান্তরস্থিত আম্রকানন সমীপে সমাধি ক্ষেত্রে কতকগুলি লোক একত্রে বসিয়া কিঞ্চিন্তা করিতেছে; কিছু দূর হইতে ইহা দর্শন করিয়া তিনি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই চলিলেন পরে নিকটে গিয়া দেখিলেন, তাহারা একটী শবকে মধ্য স্থলে রাখিয়া মণ্ডলাকারে সকলে বসিয়া আছে। উহারা হাতেমকে দেখিয়াই সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, "কি শুভক্ষণ!!! ওহে বিদেশী! আইস আমরা এক জন বিদেশী-পথিকেরই অপেক্ষা করিতেছিলাম।" হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা শবদেহ প্রোথিত না করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন?" এক জন বলিল, "আমাদের প্রথা এই যে, যাহার কেন মৃত্যু হউক না, সেই মৃতদেহকে নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য সহ সমাধিস্থলে লইয়া গিয়া এক জন বিদেশী পথিকের অপেক্ষা করি এবং যত ক্ষণ না ঐরূপ এক জন লোক পাই তত্তক্ষণ সকলে শব লইয়া উপবাসে সমাধি স্থানেই কালযাপন করি; ইহাতে আমরা শবের ভবিষ্য ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া লই, অর্থাৎ যে শব সমাধি স্থলে আনীত হইবা মাত্র বিদেশী পথিক উপস্থিত হয়, তাহার পুণ্য ও ভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এইরূপে যত দিন গত হইবে, তাহাকে তত পাপী স্থির করিব; আপাততঃ এই মৃত দেহটী লইয়া আমরা সপ্তাহকাল এই স্থানে অনশনে অবস্থান করিতেছি। অদ্য সৌভাগ্য বশতঃ তুমি আসিয়াছ অতএব শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি করিয়া আমরা আহার করিব।" হাতেম বলিলেন, "আপনাদের কি আশ্চর্য্য প্রথা! যদি এক মাস কি ততোধিক দিন কোন বিদেশী না আইসে, তাহা হইলে আপনাদের কি অবস্থা হইবে?" আর এক জন বলিল, "ঈশ্বরেচ্ছায় এরূপ প্রায়ই ঘটে না, আমরা সপ্তাহ মধ্যেই বিদেশী পাইয়া থাকি; তবে যদি কখন এরূপ না ঘটে তাহারও বিধান আছে।" "শবক্ষেত্রে যদি বিদেশী সমাগম না হয় তাহা হইলে শববাহী সকলে এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য জলযোগ করিবে; অনন্তর যখন শব হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বহির্গত হয় তখন অগত্যা তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া গৃহে চলিয়া যাই, কিন্তু সে অবস্থায় আমাদের সকলকে সপরিবারে সাপ্তাহিক উপবাস থাকিতে হয় এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সকলে মিলিয়া কেহ সমাধির নিকট উপাসনা করিয়া দরিদ্রদিগকে খাদ্যাদি বিতরণ করিতে হয়।" এই

সমস্ত কথা শুনিয়া হাতেম কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মনে মনে উহাদের এই রীতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা কবর মধ্যে শবকে রক্ষা করিয়া, তাহার পার্শ্বে নানাপ্রকার খাদ্য ও চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক, একে একে শবের বক্ষ স্পর্শ করিয়া উপরে আবরণ ও কবর দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। তখন তাহারা হাতেমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে পথিক! অগ্রে তোমার আহার না হইলে আমরা আহার করিতে পারিব না।" অগত্যা তিনি প্রথমে আহার করিলেন, তাঁহার আহার সমাপ্ত হইলে সকলে আহার করিল ও ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যাদি স্ব স্ব আলয়ে প্রেরণ করিয়া সকলে ধৌত ও স্নাত হইয়া নব বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে লাগিল, উহাদের মধ্যে এক জন হাতেমকে বলিল, "বিদেশী! যদি এদেশে কিছুদিন অবস্থান করিবার বাসনা হয় আমাদের সহিত আইস।" তিনি নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "দুই চারি দিন অবস্থান করিতে হানি কি?" চলুন, বলিয়া তাহাদের অনুগমন করিলেন। এই রূপে দুই দিন সেই দেশে অবস্থান করিয়া হাতেম, তথাকার ভূম্যধিকারির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তিনি হাতেমকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ নিকটে বসাইয়া নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলে হাতেম আপন পরিচয় দান করিলেন।

ভূস্বামী বলিলেন, "ওহে যুবা! আমার একটী অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা আছে, আমার একান্ত ইচ্ছা তোমার সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করি।" হাতেম মস্তক নত করিয়া বিনয় নম্র বচনে বলিলেন, "মহাশয়! আমি বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হইয়া বাহির হইয়াছি, সে কার্য্য যত দিন না সম্পন্ন করিতে পারি তত দিন আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না, ক্ষমা করুন।" তিনি বলিলেন, "বাপু! তোমার এমন কি কার্য্য আছে? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে আমাকে বল; [illegible] [illegible] হইলে তোমাকে বলিয়া দিব।" হাতেম যোগকরে [illegible] তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন; "আপাততঃ [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।" ভূস্বামী বলিলেন, "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible]

ধিক্ সর্ব্বনাশ! তোমরা নরঘাতক?!! মনুষ্য মাংস তোমাদের ভক্ষ্য? যদি কখন আমার মত কোন হতভাগ্য পথিকের প্রাণ সংহার করিয়াছ কারণ দেশীয়ের উপর কখনও এরূপ অত্যাচার কর নাই।” সে ব্যক্তি সসম্ভ্রমে বলিল, “ওহে বিদেশী! সে কি কথা, আমরা ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলি। আমরা বিদেশী পথিককে কখনও হত্যা করি না।” তখন তাদের বলিলেন, “ভাই! স্বীয় জাতি, কুটুম্ব, পরিজন বধ করিতে কোথায় শিখিলে?” সে ব্যক্তি বলিল, “তুমি এদেশের আচার ব্যবহার অবগত নহ, অতএব সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর”—

সেই ব্যক্তি বলিল, “এ দেশে যে কোন ব্যক্তি উৎকট পীড়া গ্রস্ত হইলেই তাহার আত্মীয়েরা মিলিত হইয়া তাহাকে ছেদন করে এবং সকলে উহার মাংস বিভাগ করিয়া লয়, সুতরাং রোগে কাহারও মৃত্যু হয় না। এই হেতু এ দেশে ঔষধ দেওয়ার প্রথা নাই। এই সকল কথা শুনিয়া [illegible] ক্রোধে কম্পমান হইলেন এবং বলিলেন, “ধিক! তোমাদিগকে এবং তোমাদের আচারে। ছি ছি! মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের উপর এইরূপ অত্যাচার! আবার যে সে মনুষ্য নহে আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন বান্ধব। হায়! কি পরিতাপ, আমি ত এইরূপ নৃশংসাচরণের কথা কুত্রাপি শুনি নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে কত শত মনুষ্য উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও আরোগ্য হইতেছে, অতএব তোমরা কি বলিয়া নরহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে? তোমরা মহাপাপী, তোমাদের মুখাবলোকন করিতে নাই।” এই বলিয়া সেই রাত্রিতেই সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

কিছু দূর গমন করিয়া প্রভাত হইবা মাত্র দেখিলেন, সম্মুখে আর এক জনপদ দেখা যাইতেছে, সুতরাং ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। [illegible] দূর হইতে দেখিলেন প্রান্তরে এক ক্ষুদ্র নদীর তীরে [illegible] কতকগুলি লোক মণ্ডলাকারে সেই স্থানে অবস্থান করিতেছে। [illegible] হইয়া [illegible] বলিলেন, [illegible] তোমরাই [illegible] কে? [illegible] তাহারা বলিল, “বিদেশী! তোমার এই [illegible] তুমি [illegible] বাও, [illegible] না।” [illegible]

করিলেন, "ভাই সকল! ঈশ্বর আমার প্রচুর খাবা দান করিয়াছেন, আমি খাবা প্রার্থনা করিতে আসি নাই।" এই কথা শুনিয়া উঁহাদের মধ্যে এক জনের মন কিছু বিগলিত হইল বিশেষতঃ সে হাতেমের রূপ ও বচন পারিপাট্য দর্শনে প্রীত হইয়া বলিল, "ভাই পথিক। এ স্থানের নাম হিন্দুস্থান, আমরা সকলে হিন্দুধর্মাবলম্বী, অদ্য আমাদের কোন লোকের মৃত্যু হওয়ায় আমরা উঁহার সৎকার্য্য করিতে এস্থানে আনিয়াছি। মৃত ব্যক্তির সহধর্ম্মিনী সহমৃতা হইবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন।" হাতেম বলিলেন, "বন্ধুগণ। তোমরা কি নিমিত্ত শবকে প্রোথিত কর না? এবং এই জীবিতা কামিনীকেই বা কি নিমিত্ত-মৃতের সহিত দগ্ধ করিবে?" সেই ব্যক্তি কহিল, "আমার বোধ হয় তুমি ভিন্ন দেশীয় এবং বিভিন্ন ধর্ম্মী, আমাদের দেশের রীতি ও ধর্ম্মই এই যে, পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী সতী পতি বিরহে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জ্বলচ্চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করেন।" হাতেম আর কিছু না বলিয়া দুঃখিত মনে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। অবশেষে অন্য গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল; সম্মুখে এক কৃষককে দেখিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওহে বন্ধু! আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে কিঞ্চিৎ জল পান করাইবে কি?" কৃষক হাতেমের আকৃতি, পরিচ্ছদ ও ভাষায় জানিল তিনি বিদেশীয় মুসলমান; সে হাতেমকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। হাতেম সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন; কৃষক জাতিতে গোপ, সুতরাং তাহার গৃহে দধি দুগ্ধের অপ্রতুল ছিল না, ক্ষণপরে সে এক খানি নূতন মৃৎ পাত্রে দুগ্ধ এবং আর এক খানিতে তক্র (ঘোল) লইয়া বাহিরে আসিল এবং শেষোক্ত পাত্রটি প্রথমে তাঁহাকে পান করিতে দিল; হাতেম তৃষ্ণায় অতি কাতর হইয়াছিলেন সুতরাং তক্র পানে বড়ই তুষ্ট হইলেন, অনন্তর দুগ্ধ, পরে জল পান করিয়া গোপকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

কিছু ক্ষণ পরে তিনি গৃহস্বামী গোপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই হে! আমি তোমার সৌজন্যতা গুণে বড়ই প্রীত হইলাম, কিন্তু হিন্দুদিগের কতকগুলি ধর্ম্ম আচার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি, কারণ আমি এক জন অতিথি তোমার আলয়ে আসিলাম, তুমি আমাকে; বহির্দ্দেশের

প্রাঙ্গণে কম্বল বিছাইয়া বসিতে দিলে এবং ধাতু নির্ম্মিত পাত্রের পরিবর্ত্তে সামান্য মৃৎপাত্রে পান করিতে দিলে, ইহার কারণ কি?" কৃষক বলিল, "আগে আমরা হিন্দু, আর তুমি মুছুলমান সেই জন্য আপনাকে আমাদের ঘরের ভিতর যাইতে নাই, তুমি আমাদের যে জিনিসটি ছোঁবেন সেইটিই ফ্যালা যাবে।" হাতেম বলিলেন, "ভাই। তোমারে যে ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, আমাকেও ত সেই ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, তবে তোমাতে আমাতে প্রভেদ কোথায়?" কৃষক বলিল, "আগে ঐ সব কথা ঠিক, তবে কি আপনারা নাকি মেলেচ্ছ, তাই আমাদের তোমাদিগকে ছুঁতে নাই।" তাই বলিয়া কৃষক পুনরায় বাটীর ভিতর চলিয়া গেল, এবং ক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া বলিল, "মহাশয়! অন্ন প্রস্তুত চাট্টি খেয়ে নেবেন কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "হানি কি? লইয়া আইস।" কৃষক ভিতর হইতে এক খানি কদলি পত্র আনিয়া হাতেমের সম্মুখে বিছাইয়া দিল, এক মৃত্তিকা ভাণ্ডে জল রাখিয়া ভিতর হইতে অন্ন, দাল তরকারি প্রভৃতি যাহা ছিল আনিয়া সেই কদলিপাত্রে দিল। হাতেম এই সমস্ত খাদ্যাদি কখন চক্ষে দেখেন নাই, সুতরাং মনের আনন্দে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে কৃষক কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও গুড় আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলে হাতেম তৃপ্তিপূর্ব্বক উদর পুরিয়া সমস্ত আহার করিলেন এবং রাত্রিকালে কৃষকের বাহিরের ঘরে কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

প্রত্যুষে উঠিয়া কৃষককে বলিলেন, "ভাই হে। আমি তোমার অতিথি সেবায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বিদায় দাও।" এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় গোপ-পত্নী ভিতর হইতে একটি বালক দ্বারা কিঞ্চিৎ ক্ষীর, ছানা ও সদ্য দোহিত ঈষদুষ্ণ কাঁচা দুধ হাতেমের জলযোগের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিল। তিনি মনের আনন্দে সমস্তই আহার করিয়া বলিলেন, "ভাই কৃষক! এই হিন্দুস্থানের তুল্য পবিত্র ও রমণীয় স্থান আর নাই; আমি পৃথিবীর অনেক স্থান পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু তোমাদের মত এমন সরল প্রকৃতি ও অতিথি সেবা পরায়ণ মনুষ্য ত কোথাও দেখি নাই।" কৃষক কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আগে আপনকার আর আমরা কি সেবা কর্,

তবে আরও দুই চারদিন যদি থাকেন ভাল করে সেবা করি।" হাতেম মনে মনে ভাবিলেন অনেক দিন হইতে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতেছি ভাল এই বিস্তৃত স্থান ভারতবর্ষে না হয় কিছুদিন অবস্থান করি, প্রকাশ্যে বলিলেন, "অতি উত্তম, আমি তোমার আলয়ে আরও দুই চারি দিন অবস্থান করিব।"

এইরূপে অবস্থান সময়ে অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার মনে সহ-মরণের কথাটা জাগিয়া উঠিল, কৃষকও সেই সময় তাঁহাকে নিজ দেশের পরিচয় দিতেছিল, হাতেম বলিলেন, "ভাই হে। তোমাদের দেশের আমিতো অনুমাত্র দোষ দেখিতে পাই না, কেবল একটি জঘন্য রীতি দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি, সে দিন দেখিলাম, একস্থানে শবের সহিত জীবিত পত্নীকে দাহ করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া গিয়াছে, জীবন্ত মনুষ্যকে দগ্ধ করে। ভাই। এমন প্রথা ত কোথাও দেখি নাই?' কৃষক উত্তর করিল, "মহাশয়! তুমি যা বল্লেন ঠিক কথা, কিন্তু স্বামিই স্ত্রী লোকের দেবতা, সেই স্বামিই যদি মরে গেল তাহার আর বাঁচান সুখ কি? আপনাদের কোন স্ত্রীলোকের স্বামি মলে সে আবার একটা বিয়ে করে, আমাদের ঘরের বিধবাদের তাত হয় না, তবে তারা আর বেচে কি করবে, তা বলে তাকে কেউ জোর করে পোড়ায় না, সে আপন ইচ্ছেয় স-মরণে যায়। যদি আপনি এখানে আর কিছু দিন থাক, আপনাকে তাও দেখাব।" অগত্যা অনুরুদ্ধ হইয়া হাতেম কিছু দিন সেই কৃষকের আলয়ে বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

সেই সময় স্থানীয় কোন এক সঙ্গতিপন্ন লোকের মৃত্যু হইল, তাঁহার চারিটি পত্নী, ঐ চারি জনেই সহ-মৃতা হইবার জন্য স্ব স্ব ভালে তেল ও সিন্দুর লেপন এবং নববস্ত্র পরিধান করিয়া মুক্ত কেশে শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে গমন করিতে লাগিলেন, আত্মীয় স্বজনেরা নানা প্রকার প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেও সেই শোকবিধুরা স্ত্রী চতুষ্টয় কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। হাতেম কৃষক মুখে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দ্রুত পদে শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চারিটি রমণী স্ব স্ব মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া শ্মশান ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরিগণ! আপনারা অন্তঃপুরচারিণী হইয়া, নির্লজ্জভাবে জনসমাজে কি প্রকারে বাহির হইয়াছেন? ভাল ইঁহারা সকলে যেন আপনাদের আত্মীয় স্বজন

কিন্তু আমিতো বিদেশী ? আমাকে দেখিয়াতো লজ্জা করা উচিত। এ আবার কি শুনিতেছি? আপনারা আত্মঘাতিনী হইতে আসিয়াছেন, ইহারই বা কারণ কি? দেখুন আপনাদের পতি অক্ষয় স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব আপনারা আত্মঘাতিনী হইয়া, তাঁহার প্রেতাত্মাকে আর কলুষিত করিবেন না; গৃহে গমন করিয়া আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সুখে কালযাপন করুন।” স্ত্রী চতুষ্টয় হাস্য করিয়া বলিল, “ওহে নির্ব্বোধ বিদেশী! আমাদিগকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হইতেছে না? আমরা এখনও হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া এত কথা কহিতেছি বলিয়া তুমি মনে করিতেছ আমরা জীবিত, বস্তুতঃ তাহা নহে, আমাদেরও জীবন ঐ পতি সঙ্গেই গমন করিয়াছে, সুতরাং শীর্ণ দেহটি আর বহন করিয়া কি করিব? তোমরা বিধর্ম্মী, তোমাদের বিশ্বাস না হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস চিতায় এদেহ মৃত-পতি-দেহের সহিত ভস্মসাৎ করিতে পারিলে, আমরা পরজন্মে ঐ পতির সহিত অক্ষয় স্বর্গসুখ উপভোগ করিব, আমাদের পতিই ইহজগতের দেবতা, অতএব সেই পতিই যদি ইহ জগত ত্যাগ করিয়া গেলেন, তবে আমরা আর কাহাকে অবলম্বন করিয়া সংসারে থাকিব? এক্ষণে মৃত পতির অনুগমন করাই আমাদের ধর্ম্ম। দেখ, যে সকল জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সেই জাতির মহিলাদের তাদৃশ পতি ভক্তি নাই, কারণ তাহারা জানে পতি বিয়োগান্তে তাহারা অন্য প্রতি পাইবে, সেই কারণেই তাহাদের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় অতি বিরল, তাহারা পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়কে বিলাসের সামগ্রী মনে করে, কিন্তু ধর্ম্মগত প্রাণ হিন্দুদিগের উহা ধর্ম্মপ্রণোদিত বই আর কিছুই নহে। অনন্তর সেই স্ত্রী-চতুষ্টয় প্রত্যেকে সপ্তবার করিয়া সেই চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তদুপরি উঠিয়া কেহ আপন ক্রোড়ে মৃতপতির মস্তক রক্ষা, কেহ পদযুগল ধারণ, কেহ বীজন করিতে লাগিল—ইত্যবসরে আত্মীয় স্বজনেরা অগ্নি সংযোগ করিবামাত্র চিতা ধূ ধূ জলিয়া উঠিল। হাতেম মনে করিয়াছিলেন, অগ্নির উত্তাপে রমণীরা ভয়ে পলায়ন করিবে, কিন্তু ক্ষণমধ্যেই তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল, দেখিতে দেখিতে উহারা সমস্ত চিতায় ভস্মীভূতা হইল। হাতেম হিন্দু মহিলাদিগের অচলা পতিভক্তির বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে বৃষকেশ বাটিতে ফিরিলেন।

অনন্তর কৃষক বলিল, "মহাশয়! এখন আপনি দেখিলেন তো যে সতীরা কেমন করিয়া সহ-মরণে যায়; তারা আপনার ইচ্ছায় এরূপ করে, কেহ জোর করিয়া পোড়ায় না।" হাতেম উত্তর করিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য, কিন্তু আমার মতে আত্মহত্যা করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়; যাহা হউক, আমি তোমার আলয়ে অতিসুখে কালযাপন করিয়াছি, এক্ষণে বিদায় দাও, কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।" কৃষক নানা প্রকার সৌজন্য দেখাইয়া তাঁহাকে বিদায় করিল।

হাতেম নানা দেশ অতিক্রম করিয়া, আর এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোক এক যুবার সহিত বাক্ বিতণ্ডা করিতেছে, তিনি নিকটে গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উহারা বলিল, "অদ্য আমাদের গ্রাম-স্বামীর কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, আমরা তাহাকেই প্রোথিত করিতে আসিয়াছি এবং এই যে যুবক রোদন করিতেছে, এই ব্যক্তিই গ্রাম-স্বামীর জামাতা; দেশাচার মতে আমরা ইহাকেও মৃতপত্নীর সহিত প্রোথিত করিতে চাহিতেছি, কিন্তু এব্যক্তি, তাহাতে স্বীকৃত হইতেছে না, সুতরাং আমরা যুবাকে নানা প্রকারে বুঝাইতেছি।" হাতেম মিষ্ট কথায় সেই সমস্ত লোককে বলিলেন, "ভাই, তোমাদের আবার এ কিরূপ রীতি যে মৃতের সহিত জীবিতকেও প্রোথিত কর?" তাহারা বলিল, "আমাদের দেশের রীতিই এই যে, দম্পতির মধ্যে একের মৃত্যু হইলে জীবিতকেও মৃতের সহিত প্রোথিত করা হয় এবং আবহমান এই রীতিই চলিয়া আসিতেছে।" ইহা শুনিয়া হাতেম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন, "ধন্য তোমাদের দেশাচার! আমি এত দেশ ভ্রমণ করিলাম, কই এমত জঘন্য রীতিতো কোথাও দেখি নাই! কোন দেশের লোকে পীড়িত মনুষ্যকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে, কোন দেশে পতির মৃত্যু হইলে পত্নীরা মৃত পতির জলন্ত চিতায় স্ব ইচ্ছায় দগ্ধ হয়। কিন্তু দেখিতেছি সে সকল অপেক্ষা, তোমাদের দেশের আচার অতি নিকৃষ্ট। কারণ, তোমরা বলপূর্ব্বক মৃতের সহিত জীবিতকে প্রোথিত কর, ইহাতে স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ নাই।" তাহারা উত্তর করিল, "ইহাতে আমাদের দোষ কি? আমাদের দেশে চিরকালই এই রীতি চলিয়া আসিতেছে।" হাতেম বলিলেন, "তোমরা আমাকে তোমাদের গ্রাম-

স্বামীর নিকট লইয়া চল, আমি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।” হাতেম সেই যুবাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহাদের সহিত গ্রাম-স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, “মহাশয়। আপনাদের এ কি রূপ রীতি মৃতের সহিত জীবিতকে প্রোথিত করার রীতি কোথাও নাই; দেখুন, এই যুবা কোন মতেই স্বীকৃত হইতেছে না; কিন্তু আপনার লোকেরা ইহাকে প্রোথিত করিতে চাহিতেছে।” গ্রাম-স্বামী বলিলেন, “ওহে বিদেশী! এ যুবাও তোমার ন্যায় বিদেশী, এদেশে আসিয়া আমাদের রীতি নীতির অনুকরণ করিবে, এই রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, এখন অস্বীকৃত হইলে চলিবে কেন? এবং আমার কথা সত্য কি না তুমি ঐ যুবাকেই জিজ্ঞাসা কর।” হাতেম সেই যুবার নিকট গিয়া বলিলেন, “ওহে যুবা! তুমি পূর্ব্বে যদি এরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে ঐই দণ্ডেই সেই মত কার্য্য কর, তুচ্ছ মায়াময়, পঞ্চভৌতিক দেহের জন্য মিথ্যাবাদী হইও না।” সেই যুবা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, “হা অদৃষ্ট! আপনিও কি আমার বিপক্ষ হইলেন। আপনি স্বদেশের রীতি কেন গোপন করিতেছেন?” হাতেম বলিলেন, “ভাই! আমি কি করিব, তুমি বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কেন হইয়াছিলে?” বলিলেন—

এবে বল ক্রন্দনের কিবা প্রয়োজন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥

তিনি মনে মনে কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, ইহারা এই যুবাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না এবং যুবাও স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবে না, তখন পারস্য ভাষায় যুবাকে বলিলেন, “তুমি নির্ভয়ে ইহাদের সমক্ষে শবের সহিত কবরে প্রবেশ কর, আমি যেমন করিয়া পারি তোমাকে উদ্ধার করিব।” যুবা পারস্য ভাষা বুঝিত, সেও ঐ ভাষাতে উত্তর করিল, “এ দেশের কবর প্রথা অতি জঘন্য, অতএব আমি উহার মধ্যে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না, আপনি উদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিব, আপনাকে আর আমার প্রবোধ দিতে হইবে না।” তখন হাতেম গ্রাম স্বামীকে বলিলেন, “মহাশয়! এই যুবা আপন ভাষায় বলিতেছে যে, যদি ঐ কবর

ইংদের দেশের কবরের মত প্রশস্ত ও বাতায়নযুক্ত হয়, তবেই তো এ তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে ?' এই কথা শুনিয়া গ্রামবাসীরা বলিল, "ইহার মীমাংসা আমাদিগের দ্বারা হইবে না, কাজীর নিকট যাইতে হইবে, কারণ তিনিই আমাদের দেশীয় রীতি নীতির প্রচলন ও প্রবর্ত্তনের এক মাত্র কর্ত্তা।" হাতেম অগত্যা সেই বিদেশীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের সঙ্গে কাজির নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। বিচারক কিছু ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "উহাদের দেশের কবর কিরূপ ?" হাতেম উত্তর করিলেন, "সে এক একটী গৃহ তুল্য, তাহাতে এমন কি দশ হইতে বিংশতি পর্য্যন্ত লোক শয়ন করিতে পারে এবং উহাতে রীতিমত বাতায়ন পথ আছে।" বিচারক বলিলেন, "আচ্ছা তাই হইবে, ফল কথা, বিদেশী যেন স্ব ইচ্ছায় কবর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।" অনন্তর সকলে সেস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আদেশমত বাতায়নবিশিষ্ট এক বৃহৎ কবর নির্ম্মাণ করিল। হাতেম সেই যুবাকে চুপে চুপে বলিলেন, "তোমার সে ভয় নাই, আমি নিশ্চয় তোমাকে অদ্য রাত্রিতেই এইস্থান হইতে উদ্ধার করিব।" তখন যুবা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বন্ধুগণ! আর বিলম্বের প্রয়োজন কি ? আমাকে এখনই মুক্তিকামী কর।" গ্রামবাসিগণ তৎক্ষণাৎ শবকে ঐ কবরে রক্ষা করিয়া যুবাকে উহার পার্শ্বে শয়ন করিতে বলিল, যুবা তাহাই করিল। তাহারা নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য ও খাদ্যাদি উহার মধ্যে রক্ষাপূর্ব্বক সকলে উপরে আসিয়া কবরের মুখ এক প্রস্তর দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান করিল। হাতেমও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন ; পরে রাত্রি উপস্থিত হইবা মাত্র পুনরায় সেই কবর স্থানে আগমন করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোক সেই স্থানে একত্র হইয়া কলরব করিতেছে, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া গ্রামে ফিরিলেন, পরে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সে দেশের রীতি, কবর দিবার পর তিন দিবস দিবা রাত্রি অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে হয়। সুতরাং হাতেম ঐ তিন দিন সেই যুবাকে উদ্ধার করিতে কোন মতেই অবসর পাইলেন না, কিন্তু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এক একবার কবর স্থানে গমন করিয়া দেখিয়া আসিতেন। অনন্তর চতুর্থদিনে যখন দেখিলেন, সেখানে আর লোক জন নাই,

তখন আস্তে আস্তে প্রস্তর খানি উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওহে যুবা! আমি তোমার উদ্ধারার্থে আগমন করিয়াছি, জীবিত থাক তো উত্তর দাও।" কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না, সুতরাং মনে করিলেন আমার বিলম্ব হওয়ায় বোধ করি, যুবার মৃত্যু হইয়াছে, পুনরায় ডাকিলেন, তাহাতেও কোন উত্তর পাইলেন না, তৃতীয়বার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'ওহে যুবা! যদি জীবিত থাক তো উত্তর দাও, নতুবা এই স্থানেই তোমার চিরবাস হইল, আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া চলিলাম।"—যুবা দিবসত্রয় ভূগর্ভে সেই দুর্গন্ধ শবের পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মুমূর্ষু হইয়া দিবা রাত্রি হাতেমের ধ্যান করিতেছিল, তাহার শরীর এমত নিস্তেজ হইয়াছিল যে, হাতেম তৃতীয় বার চীৎকার করিতে সেই শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সে যথাশক্তি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল সেই শব্দে হাতেম স্থির করিলেন যুবা এখনও জীবিত আছে, কিন্তু মৃতপ্রায় হইয়াছে, অনন্তর সত্বর মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করিয়া অবিলম্বে যুবাকে বহির্গত করিলেন ও তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আস্তে আস্তে গ্রামের মধ্যে লইয়া গিয়া প্রথমে কিছু আহার করিতে দিলেন, সে আহারাদি করিয়া কিছু সুস্থ হইলে বলিলেন, "ভাই! তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও, আর এ স্থানে অবস্থান করিও না।" এই বলিয়া তাহার হস্তে পাথেয় স্বরূপ দুইটি মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন এবং স্বয়ং কোন বিপণিতে গিয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বৃদ্ধ বিপণিস্বামীকে বলিলেন, 'আমারে শব্দকারী গিরির তত্ত্ব লইয়া আসিতে হইবে অতএব যদি উহার পথ অবগত থাক বলিয়া দাও।" সে ব্যক্তি বলিল, "শব্দকারিগিরি এস্থান হইতে পঞ্চদশ দিবসের পথ হইবে সম্মুখে যে পথ দেখিতেছ, ইহা অবলম্বন করিয়া গমন কর, কিছু দিন গমন করিয়া দেখিবে এই পথ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে কিন্তু সাবধান, কোন ক্রমে বাম দিকের পথ অবলম্বন করিও না, তাহা হইলে তোমার জীবনসংহার হইবে।

অনন্তর বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি ক্রমাগত দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিলেন, এবং একাদশ দিবসে সেই বিভক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া ভ্রমক্রমে দক্ষিণ পরিত্যাগ করিয়া বামপথাবলম্বন করিলেন। দিবসত্রয়

সেই পথে গমন করিয়া এক স্থানে দেখিলেন, হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বৃহদাকার হিংস্র বন্য জন্তুগণ দলে দলে দ্রুতবেগে কেহ কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রাণ ভয়ে দৌড়িয়া পলাইতেছে। এই বিস্ময়কর ঘটনা দর্শনে তাঁহার মন মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি ভীত হইয়া পথপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইলেন, মনে করিলেন, কোন বলবান্ জন্তু ইহাদের অনুসরণ করিয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয়, ইহারা প্রাণ ভয়ে দৌড়িতেছে। তিনি কৌতূহল দেখিবার জন্য সেই বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলেন। ক্রমে দেখিলেন, বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র সমস্ত প্রাণীই স্ব স্ব প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে নকুল সম এক জন্তু দেখা দিল। ঐ জন্তুর চক্ষু দুইটি দীপালোকের ন্যায় জ্বলিতেছিল এবং পুচ্ছটি মস্তকোপরি ছত্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। এই বিস্ময়কর ঘটনা দর্শনে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, অদ্য কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যই দেখিতেছি, বৃহত্তর মত্ত মাতঙ্গ হইতে মূষিকটী পর্য্যন্ত যাহার ভয়ে পলাইতেছে, সেই ভয়ঙ্কর জন্তু কি এই।।! হা ঈশ্বর! তোমার সৃষ্টিকৌশল সামান্য মানবে কি বুঝিবে! এই এক সামান্য ক্ষুদ্রকায় জন্তুকে তাবৎ জন্তু অপেক্ষা বলীয়ান করিয়াছ, নতুবা উহারা ইহার ভয়ে পলায়ন করিবে কেন? এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তিনি স্বীয় কটিদেশ হইতে খড়্গাস্ত্র বাহির করিয়া দৃঢ় রূপে ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই জন্তু বৃক্ষতলে আসিয়া মনুষ্যের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে বৃক্ষোপরি হাতেমকে দেখিয়া এমন এক লম্ফ দান করিল যে, হাতেম উচ্চে যে শাখায় বসিয়াছিলেন তাহার সন্নিহিত হইল। তিনিও অবসর বুঝিয়া উহার খড়্গাস্ত্র দ্বারা বেগে আঘাত করিবা মাত্র তাহার দুই বাহু ছিন্ন হইয়া গেল। সুতরাং বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিতে না পারিয়া পুনরায় ভূতলে পতিত হইল, ক্ষণপরে পুনরায় লম্ফ ত্যাগ করিয়া হাতেমের সন্নিহিত হইলে, তিনি লঘুহস্ততা সহকারে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐ খণ্ডিত জন্তু ভূতলে পতিত হইবা মাত্র মূত্র ত্যাগ করিয়া স্বীয় পুচ্ছ দ্বারা উহা চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং মূত্র যে যে স্থানে পতিত হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানের তৃণ বৃক্ষ পত্রাদি সমস্ত পরদাহ জন্য জ্বলিতে লাগিল।

হয়ঙ্গম যে বৃক্ষে আরূঢ় ছিলেন, উহাও জ্বলিয়া উঠিল, তিনি অনন্যোপায় হইয়া বৃক্ষ হইতে লম্ফ দান করিয়া সমীপস্থ এক জলাশয়ে পতিত হইলেন, বৃক্ষও দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইয়া গেল। অনন্তর সেই পশুর মৃত্যু হইলে সমস্ত অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইল। হাতেম জলাশয় হইতে উত্থিত হইয়া অস্ত্র দ্বারা উহার জিহ্বা, সম্মুখস্থ দন্ত চতুষ্টয় এবং পুচ্ছটি কর্ত্তন করিয়া নিজ নিকটে রক্ষা করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া, সম্মুখে এক অত্যুচ্চ দুর্গ দেখিতে পাইলেন, নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার শিখর যেন আকাশকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, এবং উহার চতুর্দ্দিকে মনোহর অট্টালিকা সমস্ত বিরাজ করিতেছে, পণ্য-বীথিকা সমুদয় নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু কোন স্থানে কোন জনপ্রাণীর সমাগম নাই। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এ স্থানের মনুষ্যেরা কোথায় গমন করিল? এমন কি একটি সামান্য কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না, ইহার কারণ কি? বোধ হয়, কোনও নৈসর্গিক ঘটনায় এরূপ হইয়া থাকিবে। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া দুর্গদ্বারের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র জন কয়েক দ্বাররক্ষক তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রাজাকে জ্ঞাপন করিল যে, এক বিদেশী যুবা অদ্য এস্থানে আগমন করিয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ বিদেশীকে ডাকিতে আজ্ঞা করিলে, দ্বারবানেরা গবাক্ষ নিকটে তাঁহাকে আহ্বান করিল। রাজা হাতেমকে দেখিয়া বলিলেন, "ওহে যুবা! তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ এবং যাইবে কোথায়?" হাতেম উত্তর করিলেন, "আমি ইয়মন দেশবাসী শাহআবাদ গিরির তত্ত্ব লইবার জন্য গমন করিতেছি।" রাজা বলিলেন, "ওহে বিদেশী! আমার বোধ হয়, তুমি পথ ভুলিয়া এ পথে আগমন করিয়াছ বা তোমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, সেই জন্য প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে আসিয়াছ।" হাতেম বলিলেন, "ঈশ্বরের অভিপ্রায় যদি এমত হয়, তবে তাহাই হইবে তাহাতে ক্ষতি কি? একণে জিজ্ঞাসা করি, আপনারাই বা এরূপ দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার কারণ কি?" রাজা বলিলেন, "বাপু হে! আমি যে জন্য তোমার জীবন সংশয় বলিতেছিলাম। সেই

অনর্থপাতের জনাই আমাকেও এইরূপ অবরুদ্ধাবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইতেছে। কিছুদিন হইল আমার রাজ্য মধ্যে এক ভয়াবহ আপদ উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত রাজ্যের রাজা প্রজা সকলকেই স্ব স্ব প্রাণ লইয়া ব্যস্ত হইতে হইয়াছে, প্রজারা কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে বলিতে পারি না। আমিও অগত্যা এই দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ রহিয়াছি। যে আপদের কথা বলিতে ছিলাম, উহা অপর কিছু নহে, নকুল সম একটি ক্ষুদ্র জন্তু তাহার চক্ষুদ্বয় দীপালোকের ন্যায় সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, পুচ্ছটি চক্রাকারে মস্তকের উপরে স্থাপিত। তাহার এত বিক্রম মনুষ্যের কথা কি সিংহ, ব্যাঘ্র, এমন কি মত্ত মাতঙ্গ হস্তীকেও তাহার নিকট পরাস্ত হইতে হয়, সে একবার লম্ফ দিয়া যাহাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে এমন কি তাহার মূত্র পুরিষেও দিগদহ হইতে থাকে এরূপ ক্ষমতা আমাদের নাই যে, কৌশলেও তাহাকে বিনষ্ট করি। সুতরাং কারাবাসীর ন্যায় সপরিবারে এই দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া ভগবানের নাম লইতেছি।" হাতেম সমস্ত কথা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "রাজন্! আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি অদ্য নগরের প্রান্তরে বৃক্ষতলে সেই ভীষণ জন্তুকে বিনাশ করিয়াছ। যদি কথায় প্রত্যয় না করেন এই দেখুন তাহার পুচ্ছ, দন্ত ও জিহ্বা আনয়ন করিয়াছি।' ইহা দেখিয়া রাজা আহ্লাদে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, 'বাপু। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তুমিই আমার রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠ করিলে, জানি না তোমার ঋণ কি প্রকারে পরিশোধ করিব। অসংখ্য সৈন্য সামন্ত লোক জন সত্ত্বেও আমি সেই ভীষণ জন্তুকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম। ঈশ্বর আমার উদ্ধারের জন্যই তোমাকে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। অনন্তর দাসগণকে হাতেমের জন্য উত্তমোত্তম খাদ্যাদি আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিবা মাত্র দাসেরা নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিল, হাতেম মনের আনন্দে ঐ সমস্ত আহার করিলেন।

রাজা চারিদিকে দাস দ্বারা বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। নগরবাসীগণ। তোমরা যে যেখানে আছ, বাহগত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, সেই ভয়ঙ্কর জন্তু বিনষ্ট হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যে যেখানে লুক্কায়িত ছিল

সকলেই ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া ২।৩ দিনের মধ্যে নগর পূর্ব্ববৎ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। এক দিন তিনি হাতেমকে বলিলেন, "বাপু! তুমি আমার পরম উপকারী, এবং রাজ্যের পরম বন্ধু, অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর।" হাতেম নম্রভাবে উত্তর করিলেন "রাজন্! আপনার যত্ন ও স্নেহে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু আপনার এ অনুরোধ আমি এখন কোন ক্রমেই রক্ষা করিতে পারিব না। প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া শব্দকারিগিরির তত্ত্ব লইতে যাইতেছি। যদি আমার সহিত পথ-প্রদর্শক একজন লোক প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করা হইবে।" এই সকল কথা শুনিয়া রাজা হাতেমের সাহস, বীর্য্য ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং সাময়িক সৌজন্যতা সহকারে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। রাজাজ্ঞাক্রমে একজন ভৃত্য তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া চলিল।

দুই তিন দিন অবিশ্রান্ত গমনের পর পথপ্রদর্শক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয়! সেই গিরি আর এ স্থান হইতে অধিক দূর নহে, সম্মুখে মেঘের-ন্যায় যে পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে, ঐ সেই স্থান, অতএব আমাকে বিদায় দিয়া আপনি অগ্রসর হউন।" তিনি তাহাকে সেই স্থান হইতে বিদায় দিয়া, ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন, অনন্তর এক নগরে উপস্থিত হইলে, তথা কার লোকেরা তাঁহাকে স্থানীয় ভূম্যধিকারীর নিকট লইয়া গেল। ভূম্যধিকারী হাতেমকে দেখিবাই গাত্রোত্থান করিয়া সমাদরে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক নিজ নিকটে বসাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, তিনি স্বীয় পরিচয় দান করিয়া তথায় আগমনের কারণ সমস্ত ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন, "মহাশয়! আমি এই স্থানে আসিতে অশেষ কষ্ট পাইয়াছি, অনুরোধ, যদি আপনি শব্দকারিগিরির কথা কিছু মাত্র অবগত থাকেন, আমাকে বিদিত করিলে পরমোপকৃত হইব।" ভূম্যধিকারী বলিলেন, "মহাশয়! শব্দকারি-গিরির কথা অপরের নিকট প্রকাশ করা অতি দুরূহ। আমরা জন্মাবধি এই স্থানে আছি, কিন্তু উহার ভিতরের সংবাদ আমরা অণুমাত্র জানিতে পারি না। কারণ যে ব্যক্তি তথায় একবার গমন করে আর তাহাকে প্রত্যা-গমন করিতে দেখি না; আমার মতে আপনি কিছু দিন এখানে অবস্থান

করিলে উহার বিষয়ে অবশ্য কিছু না কিছু জানিতে পারিবেন।" হাতেম তাহাই স্বীকার করিলেন। অনন্তর ভূম্যধিকারী তাঁহার নিমিত্ত একটি সুন্দর বাস ভবন নির্দিষ্ট করিয়া ভৃত্যগণকে প্রত্যহ উভয় সন্ধ্যা হাতেমের জন্য নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, একদা তিনি অন্যুন এক শত লোকের মধ্যে বসিয়া বাক্যালাপ করিতে করিতে কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "বন্ধুগণ! শব্দকারিগিরির কথা যে প্রবাদ আছে, উহা কোথায় এবং উহা'র বিবরণ আপনারা কেহ বলিতে পারেন কি?" একব্যক্তি বলিল, "মহাশয়! ঐ যে সম্মুখে মেঘের ন্যায় অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতেছেন, উহাই শব্দকারি-গিরি। উহার কোন নিভৃত স্থানের অভ্যন্তর হইতে কখন কখন মনুষ্য কণ্ঠের ন্যায় শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে" এই কথা বলিতে বলিতে, পর্ব্বত হইতে "ওহে ভাই মুস্তাকা! ওহে ভাই মুস্তাকা!" দুই বার এই কথা কয়টি, সকলকার কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, সভা মধ্যস্থ মুস্তকা নামক একটি সুন্দর যুবা গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতবেগে পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইল, ঐ যুবার আত্মীয় স্বজনেরা সংবাদ শুনিতেই পাইয়া তাহাকে একবার শেষ দেখা দেখিতে আসিল, যুবা কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া ক্রমাগত পর্ব্বতের দিকে দৌড়িতে লাগিল। হাতেম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! ঐ যুবা এইমাত্র এ স্থানে বসিয়া সকলের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল! ইহারই মধ্যে উহার এমন কি বিকার উপস্থিত হইল যে, উন্মত্তের ন্যায় পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছে?" এক ব্যক্তি বলিল, "মহাশয়! শব্দকারিগিরি কর্তৃক অদ্য এ ব্যক্তিই আহুত হইয়াছে, সুতরাং উহাকে যাইতে হইতেছে।"

হাতেম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, অবশ্য ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে, আর এই সমস্ত রহস্য আমি বিশেষ না জানিলেই বা কিরূপে ইহার তত্ত্ব হোসনবানুকে জ্ঞাপন করিব? অতএব অদ্য আমাকেও ঐ যুবার অনুগমন করিতে হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া তিনিও সেই যুবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। অবশেষে উহাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বলিলেন, "ভাই হে! ইহা অতি নীতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম; তুমি অগ্রে কোথা এবং কেনই বা যাইতেছ, আমারে বলিয়া তবে যাইতে পাইবে।" সেই ব্যক্তি কোন

কথার উত্তর না করিয়া তাঁহার হস্ত ছাড়াইয়া পুনরায় ধাবিত হইল। তিনি তাহাকে পুনরায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না, যুবা পর্ব্বতে গিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল, তাহার আর অনুসন্ধান পাইলেন না। সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে প্রাসাদাভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন, সেই পর্ব্বতাহত ব্যক্তির জন্য তাহার আত্মীয়েরা কোন প্রকার শোক প্রকাশ না করিয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে নানা প্রকার মিষ্টান্ন বণ্টন করিতেছে; অনন্তর হাতেম কোন ব্যক্তিকে বলিলেন, "ভাই হে! তোমাদের দেশের এ কিরূপ অন্যায় রীতি; তোমরাই বলিতেছ পর্ব্বতাহত ব্যক্তি আর কখনও ফিরিবে না, অতএব তাহার জন্য কোন প্রকার শোক প্রকাশ না করিয়া আনন্দ মনে মিষ্টান্ন বণ্টন করিতেছ? আমি কিন্তু বস্তুতই ঐ যুবার জন্য বড় দুঃখিত হইয়াছি।" তখন কোন ব্যক্তি বলিল, "ওহে বিদেশী! যদি কিছুদিন এখানে অবস্থান করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতাহত ব্যক্তির জন্য কদাচ শোক প্রকাশ করিবেন না। করিলে এ স্থানের নীতি বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে এবং তাহার জন্য দণ্ডিত হইতে হইবে।" তিনি অগত্যা শোক সম্বরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, পর্ব্বতের সমাচার তো এস্থলে বসিয়া কেহই বলিতে পারিবে না, এক্ষণে উপায় কি—এত পরিশ্রম করিয়া চতুর্থ প্রশ্ন পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়াছি। শেষে এই পঞ্চম প্রশ্ন পূর্ণ করিতে না পারায় না, সমস্তই বিফল হয়, হা! ঈশ্বর তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও এ অবস্থায় সহায় দেখি না।

এইরূপে তিন চারি মাস সেই স্থানে অতিবাহিত হইল এবং ঐ সময়ের মধ্যে অন্যূন বিংশতি জন মনুষ্য গিরি কর্ত্তৃক আহুত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে তথায় গমন করিল। কিন্তু কেহই আর প্রত্যাগমন করিল না। সুতরাং গিরির তত্ত্ব লওয়া বিষয়ে হাতেম ক্রমশঃ হতাশ হইতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে হাতেম নামধারী আর এক যুবা ছিল এবং সমনাম নিবন্ধন হাতেমের সহিত ঐ ব্যক্তির বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। দুই জনে এরূপ প্রিয়তাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, একের অদর্শনে অন্যে প্রলয় মনে করিতেন। একদিন উভয়ে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতেছেন, ইত্যবসরে গিরি হইতে আহ্বান আসিল "ওহে ভাই হাতেম! ওহে ভাই হাতেম!"

স্থানীর হাতেম উথিত হইয়া বেগে দৌড়িতে লাগিল। তখন তয়-পুত্র হাতের ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, গিরির তত্ত্ব জানিবার এই এক সুযোগ হইয়াছে। গিরি হাতেমকে আহ্বান করিতেছে, অতএব আমিও তো হাতেম, এই সুযোগে আমিও পর্ব্বতে প্রবেশ করিব, এইরূপ স্থির করিয়া স্থানীয় হাতেমের করে করযোজনা করিয়া উভয়ে ক্রমাগত দৌড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দৌড়িয়া তয় পুত্র বলিলেন, "ভ্রাতঃ, অকস্মাৎ তোমার একি হইল ? তুমি কোথায় কাহার অনুরোধে যাইতেছ অগ্রে আমাকে বল।" কিন্তু স্থানীয় হাতেম কোন উত্তর না দিয়া ক্রমাগত দৌড়িতে লাগিল। তখন তয়পুত্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "নির্দ্দয়! এই কি বন্ধুতার চিহ্ন ? হায়! যাহার সহিত অভিন্ন হৃদয় হইয়া একত্রে আহার বিহার করতঃ এতদিন অবস্থান করিলাম, তাহার মুখ কি আজ মূক হইল ? বন্ধো! একটি বার বল, কোথায় ও কেন যাইতেছ।" স্থানীয় হাতেম তথাপি কোন উত্তর করিল না, প্রত্যুতঃ তয়পুত্রের করমুক্ত করিবার জন্য প্রমত্ত বল প্রয়োগ করিতে লাগিল যে, অবশেষে হাতেম পতিত হইলেন, ও স্থানীয় হাতেম পুনরায় দৌড়িতে লাগিল, তিনি উথিত হইয়া ক্রতগমনে পুনরায় তাহাকে ধারণ করিলেন এবং কোন মতে মুক্ত হইতে না পারে এই বিবেচনা করিয়া তাহার কটিদেশ এমত দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন যে, সে ব্যক্তি বিশেষ বল প্রকাশ করিয়াও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। অনন্তর উভয়ে স্ব স্ব শক্তি প্রভাবে কখন ভূপতিত কখন উথিত হইয়া ক্রমশঃ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন।

গ্রামবাসী সকলে তয়পুত্র হাতেমের জন্য ব্যাকুল হইয়া কাজি সন্নিধানে আবেদন করিল, "ধর্ম্মাবতার! অদ্য হাতেম নামা এক বিদেশী যুবা স্থানীয় হাতেমের সহিত শব্দকারিগিরিতে গমন করিয়াছে।" আমরা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কোন কথা না মানিয়া গমন করিয়াছে। কাজি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রে মূর্খগণ! অদ্যাপি অনাহুত হইয়া কেহ কথায় গমন করিয়াছে যে, তোমরা তাহাকে যাইতে দিলে ? সেই বিদেশীর হত্যাপরাধ তোমাদের সকলের উপর পতিত হইবে।" তাহারা বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আমরা তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া

ক্রিলাম। কিন্তু সে কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, বলিল, "আমি প্রাণসমবন্ধুকে কখনই একা যাইতে দিব না, উহার উপর যে কিছু বিপদ পতিত হইবে তাহা সমভাবে করিয়া লইব।" বিচারক এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

এ দিকে তয়পুত্র, স্থানীয় হাতেমের কটিদেশ ধারণ করিয়া এক দুর্গ মধ্যে কোন রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, উপত্যকা অতীব মনোরম, যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি চলিল, কেবল শ্যামল তৃণ ক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, তাঁহার মনে হইল যেন কেহ একখানি বিস্তীর্ণ হরিদ্বর্ণ গালিচা সেই স্থানে পাতিয়া রাখিয়াছে। স্থানীয় হাতেম তাঁহাকে সবভাবে আকর্ষণ করিয়া এক চতুষ্কোণ বিশিষ্ট চতুর্থ হস্ত পরিমিত তৃণ শূন্য স্থানে দণ্ডায়মান হইল। সেই সময় তিনি যেমন তাহার কটিদেশ ত্যাগ করিলেন, অমনি সে ব্যক্তি উত্তানভাবে সেই স্থানে পতিত হইয়াই চেতনা শূন্য হইল। তিনি তাহার হস্তধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; অবশেষে যখন দেখিলেন, বন্ধু জীবিত নাই; তখন বৃথা আর শবকে আকর্ষণ করিয়া কোন ফল হইবে না মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ত্যাগ করিবা মাত্র অকস্মাৎ সেই স্থানের ভূমি দ্বিধা হইল ও স্থানীয় হাতেমের প্রাণ শূন্য দেহ তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ভূমি আবার পূর্ব্ববৎ হইল।

সম্মুখে এইরূপ ঘটনা, বিশেষতঃ চক্ষের উপর বন্ধু বিয়োগে তিনি একেবারে বিস্ময় ও বিষাদভরে মোহ প্রাপ্ত হইয়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় মস্তকে হস্তদান করিয়া উপবেশন করিলেন এবং ঈশ্বরোদ্দেশে মস্তক নত করিয়া বার বার নমস্কার করিতে করিতে বলিলেন; "বিভো! তোমার অপার মহিমা, সামান্য মানুষ হইয়া আমি কি বুঝিব? হে বিশ্বপালক! হে সর্ব্ব নিয়ন্তা! চক্ষের উপর আজ কি অলৌকিক দৃশ্যই দেখাইলে। আমি এ অপূর্ব্ব দৃশ্য জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। যাহা হউক, শবকারিণীর তত্ত্ব এই পর্য্যন্তই অবগত হওয়া গেল। এক্ষণে গ্রামাভিমুখে গমন করা যাউক; এরূপ স্থির করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। কিন্তু সমস্ত দিন দুর্গের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি দ্বার দেখিতে পাইলেন না। এই

রূপে সপ্তাহকাল ভ্রমণ করিয়াও যখন দুর্গের দ্বার দেখিতে পাইলেন না, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক স্থানে উপবেশন করিলেন। সেই সময় কে যেন তাঁহার কর্ণ সমীপে বলিল, "ওহে কাত্তেম! তুমি বিনা আহ্বানে এখানে আসিয়া ভাল কর নাই—সেই জন্য তোমাকে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তিনি ইহা ঈশ্বরাদেশ মনে করিয়া বিনয়বচনে তাঁহারে মস্তক নত পূর্ব্বক নমস্কার করণান্তর বলিলেন, "বিপদভঞ্জন! উপস্থিত বিপদে তোমা ভিন্ন উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহ নাই।" অনন্তর চাহিয়া দেখিলেন, সে পর্ব্বত নাই, সেই দুর্গ ও বিস্তৃত শ্যামল তৃণক্ষেত্র বা কোথায়। তিনি এক উত্তাল তরঙ্গমালা ভীষণ নদী তটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন ব্যাকুলান্তঃকরণে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈশ্বরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "বিভো! এই বিশাল স্রোতস্বিনী নদী উত্তীর্ণ করিতে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও কর্ণধার দেখিতে পাই না। সেই সময় হযুজ বর্দ্ধির কথা তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল, তিনি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত মনে নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একখানি নৌকা বেগে আসিয়া তীরে সংলগ্ন হইল কিন্তু উহার মধ্যে জনপ্রাণীর সমাগম ছিল না। অনন্তর সাহসে ভর করিয়া তিনি উহাতে আরোহণ করিবা মাত্র নৌকা আপনা আপনি পুনরায় নদী বক্ষে চালিত হইল? তিনি ইহার কোন নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া, নৌকার মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক পার্শ্বে কয়েকখানি রোটিকা ও কিঞ্চিৎ ভর্জ্জিত মৎস্য রহিয়াছে। অনন্তর হস্তপ্রসারণ করিয়া যেমন উহা গ্রহণ করিতে যাইবেন, সেই সময় অকস্মাৎ তাঁহার মন মধ্যে উদিত হইল, নৌকার নাবিক বোধ হয় স্বীয় আহারীয় রক্ষা করিয়াছে। অতএব বিনানুমতিতে আমার কদাচ ইহা আহার করা উচিত নহে, সুতরাং নিরস্ত হইলেন। ঐ সময় জল মধ্য হইতে এক মৎস্য মস্তকোত্তলন করিয়া বলিল, "ওহে কাত্তেম! চিন্তিত হইও না, ঐ মৎস্য ও রোটিকা তোমারই নিমিত্ত রক্ষিত হইয়াছে, অতএব নিঃশঙ্কে আহার কর।" এই কয়টি কথা বলিয়াই মৎস্য পুনরায় জল মধ্যে নিমগ্ন হইল, তিনি আর দ্বিধা না করিয়া হর্ষান্তঃকরণে উহা আহার করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে

এক প্রবল ঝ্যাত্যা উত্থিত হইয়া নিমেষ মধ্যে নৌকা খানিকে পর পারে উত্তীর্ণ করিয়া দিল।

তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আস্তে আস্তে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া সেই গ্রামে গিয়া পর্ব্বতারূঢ় হাতেমের কথা তাহার আত্মীয় স্বজনকে প্রকাশ করিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতে লাগিলেন। সপ্তাহকাল সেই ভাবে অতিবাহিত হইলে অষ্টম দিবসে, এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সেই পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু পথে এমন কোন বৃক্ষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না যে, যাহার ফল এমন কি পত্র পর্য্যন্ত আহার করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুধা শান্তি করেন। তিন দিবস অবিশ্রান্ত গমন করিয়া সেই পর্ব্বত নিম্নে উপস্থিত হইলেন। তৃষ্ণায় তাঁহার কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক হইয়াছিল। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া সেই ভল্লুক কন্যাদত্ত গোটিকা মুখ মধ্যে রাখিয়া কথঞ্চিৎ পিপাসা শান্তি করিলেন। পর্ব্বতের উপরে কোন না কোন বৃক্ষ বা ফল মূল অবশ্যই আছে এই মনে করিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পদভরে একখণ্ড প্রস্তর স্থানান্তরিত হইলে দেখিলেন, উহার নিম্নে শোণিত রহিয়াছে। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আর একখানি প্রস্তর হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, উহারও নিম্নে শোণিত, এইরূপে যত প্রস্তর উত্তোলন করিতে লাগিলেন সমস্ত প্রস্তর নিম্নে শোণিত দৃষ্ট হইতে লাগিল; এই ঘটনা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ক্রমশঃ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশম দিবসে সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড শ্যামল তৃণপূর্ণ প্রান্তর, তথাকার মৃত্তিকা জীব জন্তু কীট পতঙ্গাদি প্রাণী সমূহ ইন্দ্র গোপ কীট সদৃশ লোহিতবর্ণ। সুতরাং সেই লোহিত মৃত্তিকোপরি শ্যামল তৃণ দল কি অপূর্ব্ব শোভাই প্রকাশ পাইতেছিল। ইহা দর্শনে হাতেমের ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে দূরে গেল। তিনি স্থানের শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দূর গমনান্তর এক রক্তময় নদী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ঐ নদী যেন শোণিত

উদ্গীরণ করিতে করিতে অতি বেগে ধাবিত হইয়াছে এবং উহার মৎস্য, কুম্ভীর, নক্র প্রভৃতি জল জন্তুগণ সমস্তই লোহিতবর্ণ। তিনি নদী কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন না কোন স্থানে পর পারে যাইবার উপায় হইতে পারে, এই স্থির করিয়া ক্রমাগত তটাবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। যখন যত ক্ষুধায় কাতর হইতেন, তখন বৃক্ষ পত্র বা ফল আহার করিতেন এবং তণক কন্যা দত্ত গোটিকা মুখে রাখিয়াই পিপাসার শান্তি করিতেন, এক মাসকাল এইরূপ কষ্টে অতিবাহিত করিয়া হয়ুক্ত দত্ত যষ্টির কথা তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি সেই যষ্টি, নদীতে স্থাপন করিবামাত্র উহা একখানি ক্ষুদ্র তরণীর রূপ পরিগ্রহ করিল। হাতেম স্বচ্ছন্দে উহাতে আরোহণ করিয়া পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। নৌকা তীরে সংলগ্ন হইবামাত্র তিনি উহা হইতে অবরোহণ করিলেন এবং নৌকাও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ যষ্টিতে পরিণত হইল।

হাতেম সেস্থান হইতে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সপ্তাহ গত হইলে সম্মুখে শুক্লবর্ণ কোন পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক নদী স্বচ্ছ সলিল প্রবাহে এমনি ঝলমল করিতেছে যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন কেহ রৌপ্য গালিয়া উহাতে ঢালিয়া দিয়াছে। তিনি অনেক দিন হইতে জলপানে বঞ্চিত ছিলেন সুতরাং স্বচ্ছ সলিল বোধে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া যেমন স্পর্শ করিলেন অমনি দক্ষিণ পাণি রজতময় হইয়া গেল। কিন্তু সলিলের চিহ্নমাত্র অনুভব করিতে পারিলেন না। অনন্তর বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পাণি ক্রমাগত মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই প্রতীকার হইল না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা হস্তভার ক্রমশঃ গুরুতর হইতে লাগিল। তখন মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য ঘটনা!! স্পর্শ করিবা মাত্র দক্ষিণ পাণি রজতময় হইল। কিন্তু যদি এই নদীতে অবগাহন করি, তাহা হইলে সমস্ত শরীর রৌপ্যময় হইয়া যাইবে। কিন্তু না, তাহা হইবে না, তাহা হইলে শরীর ভারে গমনাগমন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। অনন্তর সেই নদী তটে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করতঃ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

• ইতি মধ্যে অকস্মাৎ একখানি ক্ষুদ্র তরণী আসিয়া তীরে সংলগ্ন হইল, তিনিও ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া উহাতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু উহাতে জন মানব কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, নৌকা মধ্যে এক পাত্রে পরিষ্কার এবং ঈষদুষ্ণ কিঞ্চিৎ মোহনভোগ (হালুয়া) ও উহারই নিকট এক শীতল জল-পাত্র রহিয়াছে। তখন সেই অযত্ন লভ্য উপাদেয় খাদ্য তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার ও জলপান করিবা শয়ন করিবা মাত্র নিদ্রাভিভূত হইলেন। নৌকা পর পারে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অনন্তর উহা হইতে অবরোহণ করিবা মাত্র নৌকা পুনরায় ভাসিতে ভাসিতে নদী বক্ষে চলিয়া গেল; তিনি মনে মনে ঐ সমস্ত ঘটনার পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর এক পর্ব্বত দেখিয়া তিনি উহা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ যতই ঐ পর্ব্বতের নিকট বর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই নানা প্রকার অমূল্য প্রস্তর হীরকাদি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাছিয়া বাছিয়া নিজ উত্তরীয় বস্ত্র মধ্যে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সমস্ত প্রস্তরের ভারে এত কাতর হইলেন যে, আর এক পদও অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। কিছু দূর গমনান্তর দেখিলেন, যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন উহা হইতে আরও বৃহৎ উজ্জ্বল ও মূল্যবান প্রস্তর পতিত রহিয়াছে, তখন প্রথম সঞ্চিত প্রস্তর গুলি সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নূতন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই তিন স্থানে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর প্রস্তরের বিনিময় করিয়া সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে পর্ব্বতের নিম্নে এক নির্ঝরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রান্তি দূর করিবার জন্য সেই স্থানে উপবেশন করিয়া সেই ঝরণার জল স্পর্শ করিবা মাত্র দক্ষিণ হস্ত পূর্ব্বাকৃতি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু নখ সমুদায় রক্তভময় রহিয়া গেল। তিনি বিস্ময়ে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, হে বাক্যমনের অতীত ঈশ্বর! সেই এক নদী দেখিয়াছি, যাহা স্পর্শ করিয়া হস্ত রৌপ্য হইয়াছিল। আবার এই নির্ঝরিণীর জল দেখিলাম, যাহা স্পর্শ করিবা মাত্র হস্ত স্বাভাবিক হইল। অচিন্তনীয় শক্তি ও মহিমা তোমার!

আমরা সামান্য নর তোমার সৃষ্টি কৌশল কি বুঝিব। প্রভো! ইহাতে যে কি কৌশল আছে, তুমি নির্ম্মাতা তাহা তুমি ভিন্ন আর কেহ অবগত হইতে পারে না।

অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইলে, হাতেম নিরুপায় হইয়া শয়ন করিলেন। অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে দুই কৃষ্ণকায়, অতি বিকটাকার পুরুষ সেই নির্ঝরিণীর জল হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিল। তাহাদের মস্তক মনুষ্য মস্তকের ন্যায় বটে কিন্তু অতি বৃহদাকার, হস্ত দ্বয় ব্যাঘ্র পদ তুল্য অতি ভীষণ ও তীক্ষ্ণ নখ বিশিষ্ট এবং পদদ্বয় হস্তী পদ সদৃশ। সহসা সেই দুই বিকৃতাকৃতি পুরুষকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তিনি কিছু ভীত হইলেন। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া তৎক্ষণাৎ কটিদেশ হইতে অসি বাহির করিলেন। ইহা দেখিয়া সেই কৃষ্ণকায় পুরুষ দ্বয় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "অহে হাতেম! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও! আমরা তোমাকে কষ্ট দিবার জন্য এস্থানে আসি নাই। প্রত্যুতঃ তোমার উপকার করিবার জন্যই আসিয়াছি। তুমি বিনানুমতিতে বহুসংখ্যক মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ, সেই জন্যই তোমাকে বন্ধুভাবে বলিতেছি যে, যদি জীবিত থাকিয়া স্বদেশে যাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে সংগৃহীত রত্ন সমস্ত এই স্থানেই পরিত্যাগ কর, নতুবা এই দণ্ডেই পরীরা আসিয়া তোমাকে বিনষ্ট করিবে। আমরা দুই জনে তাহাদের দাসরূপে এই স্থানে অবস্থান করি, আর কখন কোন মনুষ্যকে আমরা এস্থানে আগমন করিতে দেখি নাই। কারণ, বোধ হয় তাহারা এস্থান পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে; ইহাতেই প্রতীত হইতেছে তোমার আয়ু এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত আছে। যাহা হউক, আর বিলম্ব করিও না, গৃহীত রত্ন সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাও। তিনি একবার মনে করিলেন, এতদূর বহন করিয়া লইয়া আসিলাম এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইব? আবার পরক্ষণেই চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এখনও স্বদেশ কোথায় তাহার ঠিকানা নাই এই সামান্য দূর বহন করিয়া আনিতেই আমাকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছে, যাহা হউক, ইহাদের কথা মত কার্য্য করাই ভাল বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সংগৃহীত রত্ন সমুদয় তাহাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহারা উহা হইতে তিনটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রস্তর লইয়া হাতেমের হস্তে প্রদান

ফরিয়া বলিল "রিক্তহস্তে স্বদেশে যাইবে অতএব পারিশ্রমিক স্বরূপ ইহা লইয়া যাও।" হাতেম উহাই লইলেন এবং বলিলেন "বন্ধুগণ! আমি কোন পথে স্বদেশ নির্বিঘ্নে যাইতে পারিব অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দাও।" উহাদের এক জন বলিল "এস্থান হইতে পূর্ব্ব মুখে গমন করিলে ক্রম ব্যয় উজ্জ্বল ও লোহিত তৎপরে এক ভয়ানক অগ্নি নদী দেখিতে পাইবে, ঐ নদী জলের পরিবর্ত্তে ক্রমাগত অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতেছে, এবং সেই অগ্নি জলের খর স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত বহিয়া যাইতেছে যদি তোমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিশেষ পুণ্যবল থাকে তবেই উহা হইতে উত্তীর্ণ হইয় প্রাণ লইয়া যাইতে পারিবে, নতুবা তোমার প্রাণের আশা নাই। তোমাকে আরও একটী উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর গমন কালে পথি মধ্যে নানা প্রকার রত্ন ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি দেখিতে পাইবে, কিন্তু লোভ রষ্ট হইয়া কদাচ উহা গ্রহণ করিও না গ্রহণ করিলে তদ্দণ্ডেই তোমাকে শমন সদনে গমন করিতে হইবে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা না করুন তোমার মঙ্গল হউক সাহসে ভর করিয়া গমন কর।" এই বলিয়া সেই দৈত্যদ্বয় সেই নিঝর নীরে মগ্ন হইল।

অনন্তর হাতেম সেই নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল, তিনিও গাত্রোত্থান করিয় পুনরায় চলিতে লাগিলেন কিয়দ্দূর গমন করিয়া দৈত্যদ্বয়ের কথামত সম্মুখে এক লোহিত বারিপূর্ণ নদী দেখিতে পাইলেন। ঐ নদীর বেগ ও বারি অত্যল্প প্রযুক্ত তিনি নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সেই উজ্জ্বল নদী তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল, পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া তিনি দ্রুত পদে নদী লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনন্তর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদীর স্বচ্ছ বারি তরতর বেগে ছুটিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লোহিত নদীর মত ইহাতেও অধিক জল না থাকায়, স্বচ্ছন্দে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ পিপাসা শান্তি জন্য কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া অব লীলাক্রমে নদী পার হইলেন এবং পুনরায় পূর্ব্বমত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গমন কালে পথি পার্শ্বে নানাবর্ণের নানা প্রকার মূল্যবান প্রস্তরাদি তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইতে লাগিল ঐ সমস্ত দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ লোভ আসিয়া তাঁহার মনকে আক্রমণ করিল, কিন্তু সেই দৈত্য দ্বয়ের কথা স্মরণ

হওয়ায় তিনি মনের লোভ মনেই সংবরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমনান্তর সম্মুখে এক সুদৃশ্য ভবন দর্শনে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোন জন প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্বয়ং ঐ ভবনের দ্বারোন্মুক্ত করিয়া নির্ভয়ে সেই পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক উপবন, ফল পুষ্পে পরিশোভিত নানা প্রকার পাদপ রাজিতে পরিশোভিত, উহার মধ্যস্থলে এক নির্ম্মল প্রস্রবণ, প্রস্রবণ জলে নানা বর্ণের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া প্রস্রবণ সন্নিকটে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ভবনের স্বামী কে? জন মানব কাহাকেও দর্শন করিতেছি না যে, জিজ্ঞাসা করি, এমন সময় নানা বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিতা এক পরী-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দেখা দিল।

পরী, হাতেমকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিল, "কি আশ্চর্য্য। তুমি মনুষ্য হইয়া এস্থানে কি প্রকারে আসিলে?" কিন্তু হাতেম তাহার সেই অপরূপ রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া স্বীয় প্রাণ প্রতিম সেই মলকাকে ধ্যান করিতেছিলেন, সুতরাং পরীর কথা তাঁহার কর্ণ গোচর হইল না, পরী পুনরায় বলিল, "ওহে নির্ব্বোধ মনুষ্য। স্বীয় জীবনের মায়া কি একেবারে ত্যাগ করিয়াছ? সত্য বল, তুমি কে, কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ?" হাতেম উত্তর করিলেন, "সুন্দরি! অগ্রে বল, তুমি কে এবং এস্থান কাহার অধিকারভুক্ত, পরে আমার পরিচয় দিব।" তখন সেই চারুবদনা হাসিয়া বলিল, "এস্থান পরী মুশনবের অধিকারে, আমি তাহার সহচরী।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে পরী মুশনব সেই স্থানে আসিয়া উপনীতা হইল। হাতেম সেই পরীর রূপ দেখিয়াই অচেতন হইয়া ভূপতিত হইলেন। মুশনব তাঁহার শিয়রের নিকট আসিয়া বলিল, "ওরে! কে আছ সত্বর আসিয়া এই বিদেশী যুবার মুখে বারিসেক কর।" আজ্ঞা মাত্র এক পরমা সুন্দরী পরী গোলাবপাশ হস্তে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাতেমের মুখে গোলাব সেচন করিতে লাগিল, অনপরে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে মুশনব তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া বলিল, "ওহে বিদেশী যুবক! সত্য বল, তুমি কোন্ স্থান হইতে কি কারণে হেথায় আসিয়াছ?" হাতেম আনুপূর্ব্বিক আত্ম বিবরণ সেই পরীর নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

"সুন্দরি ! আমার পরিচয় দিলাম এক্ষণে তোমাদের পরিচয় দাও।" ক্ষণময় বলিল, "এস্থান শাহবাল নামক পরী রাজের অধিকার, তাঁহার আনা নাম্নী এক কন্যা আছে, সেই কন্যার সপ্ত সহচরী আছে, আমি তাহাদেরই মধ্যে এক জন, পর্য্যায়ক্রমে আমরা সপ্ত পরীতে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।" এই রূপ কথোপকথনের পর পরী হাতেমকে সমাদরে নানা সুখাদ্য দ্রব্যাদি আহার করিতে দিল। চারি দিন হাতেমকে সমাদরে রক্ষা করিয়া পঞ্চম দিবসে বলিল, "ওহে বিদেশী! এস্থানে অধিক দিন থাকিলে তোমার জীবন সংশয় হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমার মতে যত শীঘ্র এস্থান ত্যাগ কর, ততই মঙ্গল।" হাতেম পরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তর পর্ব্বতে পর্ব্বতে চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এক বন সমীপে উপনীত হইলে এক নদী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইল, ঐ নদীর তরঙ্গ ভীষণ বেগে ধাবিত হইয়াছে। হাতেম নদীর তীরে বসিয়া পার হইবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে নদীর গর্ভে এক খানি নৌকা দেখা দিল এবং দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি হাতেমের নিকট তীরে আসিয়া সংলগ্ন হইল। তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক অবাধে উহাতে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, নৌকা খানি কাণ্ডারি বিবর্জ্জিত। হাতেম আরও দুই তিন বার এইরূপ কাণ্ডারি বিহীন নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন সুতরাং নৌকা মনুষ্য শূন্য দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে কোনরূপ আশঙ্কা হইল না। নৌকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক স্থানে ঈবচ্চন্দ্র মোহন ভোগ প্রস্তুত রহিয়াছে। অনন্তর সেই অযত্ন লব্ধ সুস্বাদু আহারীয় আহার করণান্তর জলপান করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু একবার জলপান করিতে গিয়া হস্ত রজতময় হইয়াছিল, পাছে সেই মত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় সেই ভয়ে বস্ত্র মধ্যে হইতে একটী পানীয় পাত্র বাহির করিয়া নদী জল উত্তোলন করিলেন ও স্বচ্ছন্দে পান করিলেন, কিন্তু পাত্রটি ও তাঁহার সম্মুখের চারিটী দন্ত ঐ জলের গুণে সুবর্ণময় হইয়া গেল, অনন্তর অষ্টাহকাল অতীত হইলে নৌকা, তীরে সংলগ্ন হইল। তিনি নৌকা ত্যাগ করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন গমন করিয়া কোন প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ কঙ্কর ও প্রস্তর কণা সমূহ সেই প্রান্তরে

রহিয়াছে এবং তাহার উত্তাপে কার সাধ্য সে স্থানে এক পদ গমন করে। হাতেম নিরাপদ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এত দিন পরে বোধ করি, আমার মানবলীলার যবনিকাপতন হইল। কারণ এই দুস্তর অগ্নি কণাবৎ প্রস্তর খণ্ড পূর্ণ প্রান্তর পার হওয়া কখনই আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। অবশ্যই মরিতে হইবে, তাহা বলিয়া ভীরুর ন্যায় এস্থানে বসিয়া থাকিলেই বা কি হইবে, মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে সাহসে ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। তখন আর ভল্লুক কন্যা দত্ত গোটিকার কথা তাঁহার আদৌ স্মৃতি পথে পতিত হইল না। তিনি কিছুদূর গমন করিয়া উত্তাপ ও তৃষ্ণায় একান্ত কাতর হইয়া পতিত হইলেন, এবং জলন্ত অগ্নি পতিত পতঙ্গের ন্যায় সেই স্থানে লুন্ঠিত হইতে লাগিলেন, এমন সময়ে সেই দুই জন দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া চখে মুখে শীতল বারিসেক করায় তাহার চৈতন্য হইল এবং দেখিলেন সেই পূর্ব্ব পরিচিত নির্জ্জনবাসী দৈত্য দ্বয়, তিনি কাতরস্বরে উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বন্ধুদ্বয়! তোমাদেরই প্রসাদে অদ্য জীবন প্রাপ্ত হইলাম, এক্ষণে কিরূপে কোন স্থানে দিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে যাইতে পারি তোমরা আমাকে তাহাই বলিয়া দাও আর এস্থান এত উষ্ণ কেন? দৈত্যেরা বলিল, আমরা পূর্ব্বে যে অগ্নি নদীর কথা বলিয়াছিলাম ইহার কিছুদূরে সেই নদী আছে, তাহারই উত্তাপে এ স্থান এত উষ্ণ, যাহা হউক আমরা তোমাকে একটি দ্রব্য দিতেছি, এই দ্রব্য নিকটে থাকিলে অগ্নির উষ্ণতা কিছু মাত্র অনুভূত হইবে না। কিন্তু সাবধান, অগ্নি নদী উত্তীর্ণ হইয়াই এই দ্রব্যটি পরিত্যাগ করিবে, নতুবা তোমার জীবন সংশয় হইবে।

হাতেম তাহাদের নিকট হইতে গোটিকা লইয়া ক্রমাগত দিবস ত্রয় গমনের পরে সম্মুখে অগ্নি শিখা দেখিতে পাইলেন। তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অগ্নিশিখা সম তরঙ্গরাজি যেন আকাশকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে, উহার উত্তাপে কাহার সাধ্য সেস্থানে অবস্থান করে, তখন হাতেম অনন্যোপায় হইয়া সেই দৈত্য দত্ত গোটিকা মুখ মধ্যে রক্ষা করিয়া কিরূপে স্বচক্ষে দেখিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন,

এমন সময় অকস্মাৎ একখানি নৌকা আসিয়া তীরে সংলগ্ন হইল। তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া নৌকায় প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, উহার মধ্যে নানাবিধ খাদ্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে। অত্যন্ত ক্ষুধা প্রযুক্ত তিনি আর বিলম্ব না করিয়া মনের সুখে ঐ সমস্ত খাদ্য আহার করিলেন। ঐ নৌকা মধ্যে নাবিক বা অন্য কোন জন মানবের সমাগম ছিল না, সুতরাং একাকাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উহার মধ্যে বসিয়া রহিলেন। নৌকা আপন মনে বেগে নদী বক্ষে ছুটিল। ঠিক নদীর মধ্য স্থলে উপস্থিত হইবা মাত্র সহসা নৌকাখানি কুম্ভকার চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া হাতেম জীবনের আশা একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নৌকা ক্ষণকাল সেইরূপে ঘূর্ণিত হইয়া পুনরায় বেগে তীরাভি-মুখে ছুটিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে তীরে সংলগ্ন হইল।

হাতেম তীরে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র সেই অগ্নি নদী বা নৌকা কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল স্বয়ং এক অভিনব প্রান্তর মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। মুখ হইতে দৈত্য দত্ত গোটিকা বাহির করতঃ সেই স্থানে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। তিনি স্বরাজ্য ইয়মন দেশের সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিছু দূর গমন করিয়াই ইহা অনুভব করিলেন। অনন্তর পুলকে পূর্ণ হইয়া, পথ পর্য্যটন কষ্ট একেবারে ভুলিয়া গেলেন; কিছু দূর গিয়া দেখিলেন, এক কৃষক ক্ষেত্রে কর্ষণ করিতেছে, তাহাকে বলিলেন, "ভাই হে! এ কোন্ স্থান?" কৃষক কোন কথা না বলিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। হাতেম পুনরায় তাহাকে বলিলেন, "ভাই তুমি কি বধির না আকস্মিক কোন ঘটনায় তোমাকে নিরুত্তর করিল?" কৃষক বলিল, "মহাশয়! আমাদের দেশের রাজপুত্র আজ কয়েক বৎসর হইতে পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আপনার অবয়বে তাঁহার আকৃতির অনেকটা সৌসাদৃশ আছে, আমি তাহাই দেখিতেছিলাম।" হাতেম বলিলেন, "তোমাদের রাজ পুত্রের নাম কি এবং এ কোন্ স্থান?" কৃষক বলিল, "এ রাজ্যের নাম ইয়মন, ইহা প্রসিদ্ধ তয় মহীপালের রাজ্য, যে যুব রাজের কথা এই মাত্র বলিলাম তাঁহার নাম হাতেম। তিনি "তাঁহার কোন বন্ধুর উপকারের নিমিত্ত নানা কষ্টে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, মধ্যে

মধ্যে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে তাঁহার কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিতেন, কিন্তু কিছু দিন হইল মল্‌কা জররিঁপোশ নাম্নী এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারই মুখে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার পর যুবরাজ সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনা যায় নাই, তাহাও অনেক দিন হইল। সুতরাং তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা শোকে একান্ত কাতর, সহধর্ম্মিনীরা বিশেষতঃ মল্‌কা জররিঁপোশ, পতিবিরহে দিবা রাত্রি ক্রন্দন করিয়া শীর্ণা হইয়াছেন। তাঁহারা যে বেশী দিন জীবিত থাকিবেন এমত বোধ হয় না। কিন্তু রাজপুত্রের সংবাদ পাইলে পুনরায় কতকটা আশ্বস্ত হইতে পারেন।" এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার মন কিছু বিচলিত হইল; কিন্তু মনের আবেগ মনেই লীন করিলেন। কারণ, সে অবস্থায় আত্মপরিচয় দিলে তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে, ভাবিয়া প্রকাশ্যে কৃষককে বলিলেন, "ওহে ভাই। তুমি যে রাজপুত্রের কথা বলিলে, তাঁহার সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য আছে, আমিও তাঁহার মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি, উভয়ে একত্রে আসিতেছিলাম, সম্প্রতি তিনি শাহাবাদ নগরাভিমুখে গমন করিয়াছেন। বোধ করি, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবেন। অতএব এই সংবাদ তুমি অবশ্য অবশ্য তোমাদের রাজাকে জানাইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি সেস্থানে আর অধিক ক্ষণ থাকা অনুচিত বিবেচনা করতঃ সত্বর শাহাবাদ নগর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কিছু দিন পরে শাহাবাদ নগরে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ পান্থশালায় প্রিয় বন্ধু মুনির শামির সহিত সাক্ষাৎ করত হোসেনবানুর দ্বারে উপস্থিত হইলে, দ্বারবান হাতেমের আগমন বৃত্তান্ত স্বীয় কর্ত্রীকে জ্ঞাপন করিল। হোসেনবানু তাঁহাকে নিজ নিকটে ডাকাইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শব্দকারী গিরির বিষয় আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা প্রকাশ করিলেন। হোসেনবানু বলিলেন, "আমার সত্য বলিয়া প্রত্যয় হইতে পারে এমত নিদর্শন কিছু দেখাও।" হাতেম নিজ বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "সুন্দরি! এই হস্ত কোন মিশ্রের জলে রজত বর্ণ হইয়াছিল, পুনরায় অন্য এক স্থানে ধৌত করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছে কিন্তু নখ সকল এখনও রৌপ্যের মত উজ্জ্বল রহিয়াছে। অনন্তর স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে দৈত্য দত্ত তিনটি মহামূল্য প্রস্তর

বাহির করিয়া হোসেনবামুকে দান করিলেন এবং বলিলেন, ইহা ও অপর এক ক্ষুদ্রতার নিদর্শন আমার সম্মুখস্থ চারিটী দন্ত অপর এক নির্ঝর বারিতে স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।" এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দর্শনে বিশেষতঃ বহুমূল্য প্রস্তর রত্ন প্রাপ্ত হইয়া হোসেনবানু যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরিচারকগণকে আহারীয় সামগ্রী আনিতে আজ্ঞা করিলেন। হাতেম বলিলেন, "সুন্দরি! অনেক দিন হইতে প্রিয় বন্ধু মুনিরশামীকে দর্শন করি নাই, অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা পান্থশালায় গমন করিয়া বন্ধুর সহিত একত্রে আহার করি, ইহাতে তোমার মত কি?" হোসেনবানু তাহাতেই স্বীকৃতা হইলেন এবং সেই সমস্ত আহারীয় দ্রব্য পান্থশালায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

হাতেম তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পান্থশালায় মুনিরশামীকে দর্শন দিলেন। মুনিরশামী প্রাণসম প্রিয় বন্ধুর দর্শন পাইয়া পুলকে পূর্ণ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। হাতেম তাহাকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া অনাময় প্রশ্ন করিলেন, অনন্তর উভয়ে স্নান করিয়া একত্রে আহারে বসিলেন এবং উভয়ে ভ্রমণ বিষয়ে নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন চারি দিন আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়া, হাতেম পুনরায় হোসেনবানুর নিকট উপস্থিত হইলেন। হোসেনবানু পূর্ব্বমত স্বীয় কক্ষে উপবিষ্টা হইলে হাতেম বলিলেন, "মান্যে! এক্ষণে তোমার ষষ্ঠ প্রশ্ন প্রকাশ কর।"

হোসেনবানু বলিলেন, "ওহে হাতেম! আমার নিকট একটী মুক্তা আছে তাহার অনুরূপ আর একটী মুক্তা আমাকে আনিয়া দিতে হইবে, ইহাই আমার ষষ্ঠ প্রশ্ন।" হাতেম ঐ মুক্তা দেখিতে চাহিলে, হোসেনবানু পরিচারিকা দ্বারা উহা আনাইয়া দেখাইলেন, তিনি ঐ মুক্তা দেখিয়াই নিস্তব্ধ হইলেন, উহার আকৃতি ঠিক হংসডিম্ব সদৃশ। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "হোসেনবানু! তুমি আমাকে এই মুক্তাটী আদর্শ স্বরূপ প্রদান কর, একথা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অনুরূপ রৌপ্য নির্ম্মিত একটী মুক্তা আমাকে প্রদান করিলে আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" অনন্তর হোসেনবানু একটী রৌপ্য নির্ম্মিত কৃত্রিম মুক্তাকৃতি আনাইয়া তাঁহাকে দান করিলেন। অনন্তর তিনি হোসেনবানুর নিকট বিদায় লইয়া পান্থশালায় মুনিরশামীর নিকট

উপস্থিত হইলেন এবং সেই মুক্তাকৃতি দেখাইয়া বলিলেন, "ভাই হে! এই বার আমাকে এইরূপ একটী মুক্তা অন্বেষণ করিয়া আনিতে হইবে। ঈশ্বর জানেন, আমি ত এরূপ বৃহৎ মুক্তা আমার জীবনে কখনও দেখি নাই, বা ইহার উৎপত্তি বিবরণ কখন কর্ণে শুনি নাই। যাহা হউক, যাঁহার কৃপায় পঞ্চম প্রশ্ন পর্য্যন্ত পূ র্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার কৃপায় সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রসাদে এবারও কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ কি?" এই বলিয়া মুনিরূ শামির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মুক্তান্বেষণে যাত্রা করিলেন।

—ষষ্ঠ প্রশ্ন—

হংসডিম্ব সদৃশ মুক্তান্বেষণে হাতেমের গমন।

হাতেম শাহাবাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ গমনান্তর, ক্লান্ত হইয়া সম্মুখস্থ এক উপলখণ্ডের উপর উপবেশন করতঃ গণ্ডে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক নত শিরে চিন্তা করিতে লাগিলেন হা ঈশ্বর। এইরূপ মুক্তা কোথায় কিরূপে হস্তগত হইবে। নাথ! তোমার কৃপা হইলে ছার মুক্তার কথা দূরে থাক, জগতে কোন দ্রব্যই অপ্রাপ্য থাকে না। এই রূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল তখন তাঁহার সম্মুখে এক বৃক্ষোপরি নানা বর্ণে রঞ্জিত এক হংস দম্পতি আসিয়া উপবিষ্ট হইল। উহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া নিজ আবাস স্থান "কহরমাস" নদী তীরে যাইতেছিল, কিন্তু সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় সে রাত্রি সেই বৃক্ষোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিল। হংসী বলিল, "যদিও এস্থানে আমাদের প্রচুর আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ দেশের জল বায়ু আমার মতে বড়ই অস্বাস্থ্যকর, অতএব স্থানান্তরে গমন করাই শ্রেয়ঃ।" হংস বলিল, "অদ্যকার নিশি এই স্থানে কোন মতে অতিবাহিত করিয়া প্রাতে গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইব তাহার জন্য চিন্তা কি?" হংসী পুনরায় বলিল, "দেখ এই বৃক্ষের অদূরে এক শিলা

...র উপর কোন মনুষ্য নদ তীরে কি চিন্তা করিতেছে, ঐ মনুষ্যকে এবং কেনই বা চিন্তামগ্ন রহিয়াছে আমার জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। হংস বলিল, "উনি ইয়মনদেশীয় রাজপুত্র, নাম হাতেম, বন্ধুর উপকারার্থে নানা কষ্টে দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই বলিয়া হাতেমের জন্ম হইতে সেই দিন পর্য্যন্ত সমস্ত কথা হংসীর নিকট প্রকাশ করিল আরও বলিল, হংস্য ডিম্ব তুল্য মুক্তা কোথায় পাইবেন সেই চিন্তাতেই উনি নিমগ্ন হইয়াছেন, দেখ, হংসী আমি ঐ মুক্তার বিষয় সমস্ত অবগত আছি, যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমি ঐ সমস্ত গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া ইহাঁর কিঞ্চিৎ উপকার করি। যদিও সে সব কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে, কিন্তু পরোপকারী হাতেমের নিকট প্রকাশ করিতে কোন বাধা নাই।" হংসী বলিল, "ইহাতে আমার মত সাপেক্ষ কি আছে? আমরা পক্ষী জাতি আমাদের দ্বারা মনুষ্যের উপকার হইবে ইহা হইতে সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে, কথা এই, মনুষ্য জাতি অতি নিদয় ও স্বার্থপর আপন কার্য্যোদ্ধার হইলে উপকারির প্রত্যুপকার দূরে থাকুক আমাদের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণকেও নানা প্রকার কষ্ট দিয়া বিনষ্ট করিয়া থাকে।" হংস বলিল, "মনুষ্য মাত্রেই সেরূপ প্রকৃতির লোক নহে বিশেষতঃ হাতেমের তুল্য দয়ালু জগতে অতি বিরল।" হংসী বলিল, "যদি তাহাই হয়, তুমি মুক্তার জন্ম কথা প্রকাশ কর আমার কোন আপত্তি নাই।"

হংস বলিল, "পূর্ব্বকালে এক জাতি কতকগুলি হংস, কহরমান-নদী তীরে ত্রিংশত্ বৎসর অন্তর এক এক বার অণ্ড প্রসব করিত। সেই অণ্ডই মুক্তায় পরিণত হইত, সম্প্রতি দ্বাদশ বর্ষ হইল ঐ জাতীয় হংসের বংশ লোপ হইয়াছে সুতরাং নূতন অণ্ড আর উৎপন্ন হয় না। সেই সমস্ত পুরাতন ডিম্ব ঐ নদী মধ্যে নিমগ্ন আছে, উহার মধ্যে দুইটি, রাজা শমস্ কহরমানীর হস্তগত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে ঐ দুইটির একটি আবার রাজা শমস্ শাহের হস্তগত হয়। শমস্ শাহের উত্তরাধিকারী না থাকায় শাহের মৃত্যুর পূর্ব্বে ... আর ধন সম্পত্তির সহিত নিজ আলয়ে সাতটী কূপ খনন করাইয়া উহাতে প্রোথিত করাইয়া ছিলেন। কালক্রমে সেই নগর, বনে পরিণত ... এক্ষণে ... ঐ সমস্ত ধন সহ মুক্তাটি বণিক কন্যা হোসেন-

আমার হস্তগত হইয়াছে এবং বনে পুনরায় এক নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম শাহাবাদ রাখিয়াছে। সেই কন্যাই ঐ মুক্তার অনুরূপ আর এক মুক্তা চাহিয়াছে।

শমস্ শাহের অধিকৃত অপর মুক্তাটি তাঁহার মৃত্যুর পর দৈত্যরাজ মাহে-আর–সোলেমানি অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে উহা আনায়ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ সেখানে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পরীরাও গমন করিতে সাহস করে না, কিন্তু উহা পাইবার এক উপায় আছে। যে কোন ব্যক্তি ঐমুক্তার জন্ম কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে তিনি স্বীয় কন্যা সহ ঐ মুক্তা তাহাকে দান করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

এইরূপ ঘোষণা শুনিয়া নানা স্থান হইতে রাজা রাজপুত্রেরা আগমন করিতে লাগিল, কিন্তু মুক্তার জন্মকথা বিদিত না থাকায় সকলকেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। মুক্তার জন্ম বৃত্তান্ত অতি গুহ্য, কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে, কিন্তু হাতেম অতি ধার্ম্মিক এবং নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, সুতরাং ইহাঁর নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। সে যাহা হউক, আমি মুক্তার জন্মকথা যেরূপ ব্যক্ত করিলাম, হাতেম যদি আনুপূর্ব্বিক স্মরণ রাখিয়া মাহে-আর-সোলেমানির নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন, কিন্তু সেই কোহেকাফের সীমায় যাওয়াই দুষ্কর, কারণ সেস্থানঅতি দুর্গম; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দৈত্য দানবেরাও তথায় যাইতে সাহসী হয় না। যেরূপে সেই দুর্গম স্থানে যাইতে হইবে, হাতেমের উপকারার্থে আমি তাহাও বলিয়া দিতেছি। হাতেম যদি আমাদের কতকগুলি রক্ত ও শ্বেত বর্ণ পক্ষ সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাহা হইলে সেগুলি সময়ে ইঁহার বড়ই উপকারে আসিবে। কোহেকাফের সীমায় উপস্থিত হইবামাত্র দলে দলে হিংস্র জন্তু, দৈত্যদানব আসিয়া ইঁহার পথ অবরোধ করিবে, এমন কি যে-সময় কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন না করিলে উহারা ইঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে কিন্তু সেই সময়, ইনি যদি আমাদের রক্ত বর্ণ পালক ভস্ম করতঃ প্রয়োগ [illegible] করেন, তাহা হইলে ইঁহারও মুক্তি, দৈত্য দানবদিগের হাত হইতে

সেই ডম্ব পালকের আঘ্রাণে হিংস্র জন্তুগণ দূরে পলায়ন করিবে; অনন্তর সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া যখন বরজখের সীমায় উপস্থিত হইবেন, সেই সময় শ্বেত পক্ষ ভস্ম করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে পূর্ব্বাকৃতি প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সেস্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র তথাকার অধিবাসীরা ইঁহাকে রাজা মাহে আর-সোলেমানীর নিকট লইয়া যাইবে, সেই সময় হাতেম স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। মাহে-আর সোলেমানী অতি ধার্ম্মিক, তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই প্রতিপালন করিবেন, প্রত্যুতঃ হাতেম তাঁহার স্বরূপা কন্যাটিও লাভ করিবেন। এইরূপ কথোপকথনে যামিনী অতি বাহিত হইল, প্রভাত হইবা মাত্র হংস দম্পতি স্থানান্তরে উড়িয়া গেল, সেই সময় তাহাদের পক্ষ হইতে কতকগুলি রক্ত ও শ্বেত বর্ণ পালক স্খলিত হইয়া বৃক্ষ নিম্নে পতিত হইবা মাত্র হাতেম সযত্নে উহা উঠাইয়া লইয়া স্বীয় বস্ত্র মধ্যে রক্ষা করিলেন এবং মুক্তার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

এক রাত্রিতে হাতেম কোন বৃক্ষ তলে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় কিছু দূরে কে যেন করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতেছে, হায়! ঈশ্বরের রাজ্যে এমন কোন দয়ালু জীব নাই যে, আমার দুঃখে দুঃখিত হয়? হাতেম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে দেখিলেন, এক শ্বেতশিয়ালী আপন মস্তকে করাঘাত করিয়া এরূপ রোদন করিতেছে। হাতেম অগ্রগামী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য বল তোমাকে কে এমন মনস্তাপ দিয়াছে? কি জন্য এরূপ রোদন করিতেছ? দুঃখের কারণ জানিতে পারিলে আমি সাধ্য মতে উহা অপনোদন করিতে চেষ্টা করিব। উক্ত শৃগালী বলিল, "ওহে মনুষ্য! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল বিধান করুন, তোমার দুঃখ দূর করা থাকুক, তুমি যে মনুষ্য হইয়া আমারে এরূপ প্রবোধ দিলে ইহাই যথেষ্ট, যাহা হউক, যদি একান্তই আমার দুঃখ কাহিনী শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে শ্রবণ কর।

শৃগালী বলিল, "এই প্রান্তরের অনতিদূরে এক নিবাদ বাস করে; অদ্য তাহার ছিদ্র হইল, সে শাবকগণের সহিত আমার স্বামীকে বন্ধন করিয়া

লইয়া গিয়াছে। আমি ব্যাকুল হইয়া নানা স্থানে অনুনয় অভিযোগ করিয়াছি, কিন্তু কেহই এ হতভাগিনীর সাহায্য করে নাই প্রত্যুত ব্যাধেরই পক্ষ সমর্থন করিল, তুমিও তো সেই মনুষ্য জাতি, স্বজাতির পক্ষ সমর্থন না করিয়া তুমি কি আমার পক্ষাবলম্বন করিবে এমত বোধ হয় না। হাতেম বলিলেন, "সেকি কথা, সকল মনুষ্য কি সমান হয়, বিশেষতঃ আমি সেরূপ প্রকৃতির মনুষ্য নহি, ভাল জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যাধ শিশু সন্তান সহ তোমার স্বামীকে লইয়া গিয়াছে, তুমি কি আমারে তাহার আলয় দেখাইয়া দিতে পার?" শৃগালী বলিল, "সেই নরাধমের আলয় এই প্রান্তরের অপর পার। আমি তোমায় সঙ্গে লইয়া অনায়াসেই পাষণ্ডের আলয় দেখাইয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু পাছে তুমি কৌশলে আমাকেও ধৃত করাইয়া ব্যাধ হস্তে ন্যস্ত কর এবং আমার অবস্থা এক বানরীর মত শোচনীয় হয় সেই ভয়!" হাতেম বলিলেন, "বানরীর কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া ছিল, আমার নিকট কীর্ত্তন কর, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

উল্কামুখী বলিল, "কোন বনে এক বানর দম্পতি বাস করিত। ক্রমে তাহাদের অনেকগুলি শাবক হইয়া ছিল। একদা বানরী আহারান্বেষণে স্থানান্তরে গিয়াছে এবং বানর শাবক গুলির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছে, এমন সময় দৈবাৎ এক ব্যাধ আসিয়া পাশ বিস্তার পূর্ব্বক শিশু সহ বানরকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়া গ্রামস্থ কোন ধনবানকে বিক্রয় করিল। স্বভাবতঃই বানর জাতি অপরাপর পশু অপেক্ষা বুদ্ধিমান, কিন্তু যখন গ্রহ বৈগুণ্য হয় তখন বুদ্ধিমত্তা বা কোন কৌশলই ফলদায়ক হয় না। বানরী স্বামী সহ সন্তানগণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশায় নানা কৌশল জাল বিস্তার করিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে ভূস্বামীর নিকট অভিযোগ করিল। তিনি বানরীর অভিযোগ শ্রবণে বস্তুতঃই দুঃখিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একজন দাসকে ডাকাইয়া বানরীর সহিত ব্যাধের নিকট পাঠাইয়া এই আজ্ঞা দিলেন যে, সত্বরে শাবকগণ সহ বানরকে বন্ধন মুক্ত না করিলে সেই ব্যাধকে সবান্ধব করিয়া গ্রাম হইতে বাহির করা যাইবে। দাস বানরী সহ ব্যাধের আলয়ে উপস্থিত হইয়া অবিকল প্রভুর আজ্ঞা প্রকাশ করিল। নিষাদ শাস্তিভয়ে ভীত হইয়া দ্রুতপদে সে ধনবানকে শাবক সহ

যাহার বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার নিকট গমন করিয়া, মূল্য প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক শাবক সহ বানর চাহিল। ধনবান কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "অহে ব্যাধ! সে গুলিকে লইয়া আমার সন্তানেরা সর্ব্বদা ক্রীড়া করে, অতএব উহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা কখনই হইবে না, তবে এক সুপরামর্শ আছে যখন অভিযোক্ত্রী বানরী স্বয়ং এস্থানে উপস্থিত আছে, তখন কৌশলে উহাকেও ধৃত করিয়া স্বামী ও শাবক সহ একত্রে রক্ষা করিলে সমস্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্যাধ তৎক্ষণাৎ প্রলোভন দ্বারা বানরীকে ধৃত করিয়া পাশবদ্ধ করিল। হীনমতি বানরী তাহাতেই সন্তুষ্টা হইয়া বদ্ধাবস্থায় স্বামী ও শাবকগণ সহ বাস করিতে লাগিল।

"অনন্তর দাস গিয়া ভূস্বামীকে সেই সংবাদ দেওয়ায় ভূস্বামী তৎক্ষণাৎ বানর বানরী সহ শাবকগণকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিতে সেই ধনবানকে এক পত্র লিখিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তে ধনবান তাহাই করিল। ভূস্বামী নিজে শাবকগণকে মনোনীত করিয়া লইয়া বানর বানরীকে সেই ধনবানের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। এইরূপে শাবকগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথমে বানরী পরে বানর প্রাণত্যাগ করিল।" আখ্যায়িকা শেষ করিয়া উষ্ট্রামুখী বলিল, "অহে মনুষ্য! তোমার স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইলে ত? অতএব আমি কি প্রকারে তোমার অনুসরণ করিতে পারি।" হাতেম বলিলেন, "উষ্ট্রামুখি! আমি সেরূপ মনুষ্য নহি, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমাকে সেই নিষাদের আলয়ে লইয়া চল, আমার আচরণ সেখানে গিয়া জানিতে পারিবে। যদি সেই ব্যাধ হাতেমের মস্তক লইয়া তোমার স্বামী ও সন্তানগণকে মুক্ত করে, হাতেম তাহাতেও ভীত হইবে না ইহাই হাতেমের ধর্ম্ম জানিবে।" এই কথা শুনিয়া খেঁকশিয়ালি হাতেমের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল, পরে গ্রামের নিকট উপস্থিত হইয়া খেঁকশিয়ালী দূর হইতে ব্যাধ-আলয় দেখাইয়া দিয়া স্বয়ং সেই স্থানে এক ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে লুকায়িত রহিল।

হাতেম ব্যাধের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আহ্বান করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিল এবং দ্বারে এক বিদেশী ও অপরিচিত ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্ময়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম বলিলেন,

অহে ব্যাধ! আমার কোন উৎকট পীড়া হইয়াছে এবং বৈদ্যেরা খেঁক-শিয়ালির শোণিত ঐ পীড়ার ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তোমরা অনেক পশু পক্ষী সংগ্রহ করিয়া রাখ, সেই জন্য তোমারই নিকট আসিলাম, যদি ঐ জন্তু থাকে উপযুক্ত মূল্য লইয়া আমাকে দান করিলে বড়ই উপকৃত হইব। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্যাধ খেঁকশিয়াল ও তাহার সাতটী শাবককে বন্ধন দশাতেই সেইস্থানে আনায়ন করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বস্ত্র মধ্য হইতে আটটি রৌপ্য মুদ্রা বাহির করিয়া ব্যাধের হস্তে দান করিলে এবং খেঁকশিয়াল গুলিকে লইয়া যে স্থানে খেঁকশিয়ালী লুকাইয়াছিল সেইস্থানে গমন করিয়া সমস্ত বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিবামাত্র শাবকগণ হৃষ্টান্তঃকরণে দ্রুতবেগে গিয়া মাতৃস্তন পান করিতে লাগিল, কিন্তু খেঁকশিয়াল একবারে চলচ্ছক্তি রহিত, হইয়া সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল, বোধ হইল যেন বা তাহার প্রাণবায়ু শীঘ্র বহির্গত হইবে। ইহা দেখিয়া খেঁকশিয়ালী ভূমিতে অবলুণ্ঠন করত ক্রন্দন করিতে লাগিল, হাতেম কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আর কি দেখিতেছ, অদ্য আমার স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন তবে আমারই বা এছার জীবনে কি প্রয়োজন? আমিও তাঁহার অনুগমন করি, হাতেম বলিলেন, "রে বুদ্ধিহীনে! তোমার অল্পবয়স্ক শাবকেরা স্তন্য দুগ্ধ বিনা এত দিন জীবিত ছিল, কিন্তু তোমার যুবা স্বামী কিরূপে এরূপ স্পন্দহীন হইল বুঝিতে পারিতেছি না, অতএব বোধ হইতেছে ইহার পরমায়ু এই পর্য্যন্তই ছিল। তাহার জন্য দুঃখ করিয়া আর কি করিবে? খেঁকশিয়ালি বলিল, এখনও এক উপায় আছে; আমাদের পক্ষে মনুষ্য শোণিতই প্রধান ঔষধ, যদি সেই শোণিত এই দণ্ডে আমার স্বামীর মুখে বিন্দু বিন্দু দেওয়া যায়, তাঁহা হইলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইতে পারেন। হাতেম বলিলেন, মনুষ্যের সহিত আমার এমন কি শত্রুতা আছে যে, পশুর জন্য নরহত্যা করিব? যদি একান্তই নর রক্তের প্রয়োজন হয়, তবে আমারই রক্ত গ্রহণ কর, এই বলিয়া কটিদেশ হইতে খঞ্জরাস্ত্র বাহির করিয়া স্বীয় বাম হস্তের কফণিতে বিদ্ধ করিলেন। যখন সেই ক্ষতস্থান হইতে বেগে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, তখন সেই রক্ত খেঁকশিয়ালের মুখের উপর ধারণ করিলেন। খেঁকশিয়াল উদর পূর্ণ করিয়া রক্তপান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ ও সবলকায় হইল। তদনন্তর হাতেম

খেঁকশিয়ালীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "উত্তমুখি! এক্ষণে তুমি সন্তুষ্টা হইলে ত।" খেঁকশিয়ালী স্বামী ও সন্তানগণ সহ হাতেমের পদতলে পতিতা হইয়া নানা মত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। অনন্তর হাতেম ক্ষতস্থানে বস্ত্র বন্ধন করিয়া সেস্থান হইতে গমন করিলেন।

বন্যফল ও নদীর জলে কোনরূপ ক্ষুধা শান্তি করিয়া বহুদিনপরে কোন এক বৃহৎ অরণ্যে উপস্থিত হইলেন, পিপাসায় কাতর হইয়া জলান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বহুদূরে কোন শুভ্র পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তিনি জলাশয় বোধে উহার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, উহার নিকটে উপস্থিত হইলে দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড ধবল বর্ণ সর্প কুণ্ডলি হইয়া নিদ্রা যাইতেছে, তিনি ভীত মনে যেমন ধীরেধীরে পশ্চাগমন করিবেন অমনি সেই সর্প বলিয়া উঠিল, 'ওহে ইয়মন দেশীয় যুবা! কি জন্য এখানে আসিয়াছিলে এবং পশ্চাৎপদ বা কি জন্য হইতেছ ?" সেই অহি মুখ নিঃসৃত এইরূপ বাণী শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে জড়ের ন্যায় তিনি সেইস্থানে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "অহে সর্প! আমি দূর হইতে তোমার রজত বর্ণ দেহ দেখিয়া জলাশয় ভ্রমে এস্থানে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে ঈশ্বরের সৃষ্টির মহিমা দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রতিগমন করিতেছিলাম।" সর্প বলিল, "অহে প্রিয়! তুমি এস্থানে সমস্তই পাইবে, অতএব আমার অনুগমন কর।" এই বলিয়া সর্প নিজ দেহ বিস্তার করিয়া চলিতে লাগিল, হাতেম প্রথমতঃ মনে করিলেন, যদিও এ অজগর কথা কহিতেছে বটে, কিন্তু ইহার অনুগমন করা আমার উচিত নহে, কারণ সর্পজাতি অতি হিংস্রক ও খল স্বভাব, আবার মনে করিলেন, ইহার হস্ত হইতে সহসা পলাইবারও কোন উপায় নাই, অতএব অনুগমন করাই যাউক, ভাগ্যে যাহা আছে হইবেই এই ভাবিয়া অগত্যা সর্পের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। সর্পও হাতেমের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ওহে রাজপুত্র! কোনরূপ সন্দেহ করিও না, শীঘ্র আইস।" অনন্তর সেই অজগর এক বিচিত্র রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইল এবং সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া এক বিচিত্র উদ্যানে উপনীত হইল, সেস্থানে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত এক বৃহৎ জলাশয় ও তাহার চতুপার্শ্বে নানা বর্ণের বিচিত্র আসন সজ্জিত

ছিল। সর্প হাতেমকে সেই আসনে উপবেশন করিতে বলিয়া স্বয়ং সেই জলাধারে পতিত হইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

হাতেম একাগ্র মনে বসিয়া বাগানের শোভা দর্শন করিতে করিতে সেই সর্পের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি পরী মস্তকে নানা প্রকার মণি মুক্তা পূর্ণ পাত্র লইয়া সেই জলাধার হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আগমন করত মস্তকস্থ পাত্রগুলি সেইস্থানে স্থাপন করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" পরীরা উত্তর করিল, "তুমি যাঁহার সহিত এস্থানে আসিয়াছ আমরা তাঁহার দাস, তিনি উপঢৌকন স্বরূপ তোমাকে এই সমস্ত মণিমুক্তা দান করিয়াছেন গ্রহণ কর।" হাতেম উত্তর করিলেন, আমার ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ আমি একা, এতাধিক বস্তু লইয়া কি প্রকারে পথে পথে ভ্রমণ করিব। অনন্তর সেই মত কতকগুলি পরী বহির্গত হইল। হাতেম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কি আছে, উহারা উত্তর করিল, "ইহাতে খাদ্য দ্রব্য আছে, আমাদের প্রভু তোমার সেবার্থে এই সকল খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়াছেন, ভোজন কর।" হাতেম উত্তর করিলেন, অবশ্য আমি একজন অতিথি ইহা আমারই উপযুক্ত বটে, এ সময় মণি মুক্তাদি আমার নিকট কোন কার্য্যকারক নহে, যাহা হউক এ ভবনের কর্ত্তা কোথায়? ইত্যবসরে এক সুন্দর যুবা চত্বারিংশৎ পরী সমভিব্যাহারে সেই জলাধার হইতে বহির্গত হইল। হাতেম তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্ময়ে গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ পরী যুবা কে? যুবা আসিয়া হাতেমের হস্তধারণ করিয়া আসনে বসাইল ও আপনি পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল, "রাজপুত্র, আমাকে চিনিতে পার?" হাতেম নম্রভাবে বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, আমিত আর কখন আপনাকে দেখি নাই, কি প্রকারে চিনিব?" যুবা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আমিই সর্পরূপে তোমাকে এস্থানে আনায়ন করিয়াছি।" হাতেম বলিলেন, "ওহে প্রিয়! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তুমি প্রকাণ্ড সর্প ছিলে, এক্ষণে পরীরূপ কি প্রকারে প্রাপ্ত হইলে।" যুবা বলিল, "আহারান্তে সমস্ত কথা বলিব।" অনন্তর ভৃত্যেরা নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া সেই স্থানে রক্ষা করিলে উভয়ে আহারে উপবেশন করিলেন। ভোজন কালে হাতেম

মনে মনে ভাবিলেন, শক্কারিগিরিতে পরী ভুবনের সহিত যেরূপ সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিয়াছিলাম, এস্থানের দ্রব্যাদি সেই মত বোধ হইতেছে অতএব ইহারাও বোধ হয়, পরী জাতীয় হইবে, অনন্তর তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে কিঞ্চিৎ আতর লইলেন এবং মৃদু স্বরে বলিলেন, ' ওহে যুবা ! এক্ষণে বল, তুমি সর্পরূপ পরিহার করিয়া পরীরূপ কি প্রকারে পরিগ্রহ করিলে ?"

যুবা বলিল, "আমি পরী জাতি নাম শমস সাহ, সোলেমান পয়গম্বরের রাজ্যকালে আমি এক দিন স্বীয় উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বতঃ পরতঃ এই চিন্তা করিতে লাগিলাম, আহা ! মর্ত্ত্য লোক কি চমৎকার স্থান। মনুষ্যেরা কেমন সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে, এইরূপ ঈর্ষান্বিত হইয়া আমি মর্ত্ত্য জয় করিবার জন্য তখনই সৈন্যাধ্যক্ষকে রণ সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলাম। আজ্ঞা প্রাপ্তে প্রত্যুষে যুদ্ধ যাত্রার নিমিত্ত সৈন্য সমূহ সজ্জিত হইয়া রহিল, কিন্তু ঈশ্বরের কি বিচিত্র মহিমা, রাত্রির মধ্যে সৈন্যবর্গ সহ স্বয়ং সর্পরূপে পরিণত হইলাম। এইরূপে সর্প যোনী প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত দিন বারিহীন মীনের ন্যায় যন্ত্রণায় ভুমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া সন্ধ্যায় সমস্ত এক বৃক্ষে লম্বমান হইয়া অধোমুখে সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, এরূপ কুঅভিসন্ধিকে কখন মনেও স্থান দিব না, তাহাতে ঈশ্বরের কৃপায় নিজে সৈন্যগণ সহ পূর্ব্বকায় প্রাপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু কাহারো পক্ষোদ্ভূত হইল না। আমি পুনরায় রোদন করিতে লাগিলাম, সেই সময় দৈববাণী হইল, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া উহা পালন না করে, উহার এই দশা হইয়া থাকে। আমি পুনরায় চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিয়া বলিলাম, "জগদীশ ! আর আমি কুত্রাপি এরূপ দুরভিসন্ধিকে মনমধ্যে স্থান দিব না, এইবার হইতে সোলেমান পয়-গম্বরের আজ্ঞা বিধিমতে প্রতিপালন করিব ; তাহাতে এই আদেশ হইল, "তুমি কিছুদিন সর্পকায়ে অবস্থান কর, কোন সময় ইয়মন দেশীয় রাজপুত্র হাতেম এখানে আগমন করিবেন, বিধিমতে তাঁহার সেবা করিবে, তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই তুমি পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইবে নতুবা নহে।" সেইদিন হইতে আজ ত্রিংশ-বৎসর আমি সর্পকায়ে সেইবনে অবস্থান করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে কেহই

আমার নিকটে আইসে নাই, অদ্য তোমার দর্শন পাইয়া আমার ঈশ্বরোদ্দেশ স্মরণ হইল, সুতরাং নিমন্ত্রণ করিয়া তোমারে আমার ভবনে আনয়ন করিয়াছি। আমার অবস্থা তোমাকে সমস্তই বলিলাম, এক্ষণে যাহা বিহিত হয় কর। হাতেম বলিলেন, তোমরা যে প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছ সে প্রতিজ্ঞা কি? যুবা দর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, আমাদের পরী জাতিরা পূর্ব্বে সোলেমান পয়গম্বর সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার তিরোভাব হইলেও পরিজাতিরা মনুষ্যগণকে কোন প্রকারে কষ্ট দিবে না বা এরূপ কুঅভিপ্রায়কে কখনও মনোমধ্যেও স্থান দিবে না। ইহার ব্যত্যয় হইলে ঈশ্বরের কোপ তাহাদিগের উপর পতিত হইবে। সেই অবধি পরিজাতিরা সমভাবে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কি জানি কি কারণে সেদিন আমার মনে ঐ দুরভিসন্ধি স্থান পাইয়াছিল বলিতে পারি না, তাহার ফলও হাতে হাতে পাইলাম, যাহা হউক আর কখনও এমত ইচ্ছাকে মনমধ্যে স্থান দিব না, পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া পুনরায় আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

হাতেম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানাদি সমাপন করিয়া ঐ পরিগণের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই উহাদের পক্ষাদি অবয়ব সমস্ত পূর্ব্ববৎ ধারণ করিল। শমস্ সাহ পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে হাতেমকে আলিঙ্গন করিল এবং বলিল, তুমি এস্থানে কিজন্য আগমন করিয়াছ, হাতেম রৌপ্যনির্ম্মিত সেই মুক্তার আদর্শ দেখাইয়া সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন। শমস্ সাহ বলিল, বরজখের চূড়ার রাজা ম্যাহেরায় সোলেমানির নিকট ঐরূপ এক মুক্তা আছে শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা যে কোন ব্যক্তি ঐ মুক্তার জন্ম বৃত্তান্ত বলিতে সক্ষম হইবে তিনি স্বীয় সুন্দরী কন্যাসহ ঐ মুক্তা তাহাকেই প্রদান করিবেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই মুক্তার জন্মকথা বলিতে পারে নাই, সুতরাং ঐ কন্যাও অনূঢ়াবস্থায় অবস্থান করিতেছে, তুমি যদি মুক্তার জন্মকথা অবগত থাক তবে যাও, নতুবা যেই দুর্গমস্থানে যাইবার আবশ্যক নাই, হাতেম বলিলেন, আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি সেস্থানে গমন করিব, ঈশ্বর আমার সহায়।

অনন্তর শমস্ শাহ আপন অনুচরবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন, "অহে প্রিয় সকল। সম্প্রতি এই মনুষ্যের কৃপায় আমরা দুস্তর বিপদ সাগর হইতে নিস্তার পাইয়াছি, এক্ষণে ইহাঁর কোনরূপ উপকার করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, সম্প্রতি ইনি কোন কার্য্যোপলক্ষে বরজখের চড়ায় যাইবেন, অতএব তোমরা কতিপয় পরী মিলিত হইয়া ইহাঁকে তথায় পৌঁছাইয়া দাও। শমস্ সাহের মুখ হইতে এই কথা নিঃসৃত হইবামাত্র পরীগণ নিস্তব্ধ ও নিস্তব্ধ হইল, কিছুক্ষণ পরে এক জন মস্তকোত্তলন করিয়া বলিল, "মহারাজ এই দয়ালু মনুষ্যের সাহায্য করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা বৃথা তথায় গমন করিয়া প্রাণ হারাইব এবং এ মনুষ্যেরও কোন কার্য্য সাধিত হইবে না। কারণ, সে পথ অতি দুর্গম, পথে দলে দলে দৈত্য আসিয়া অবরোধ করিলে আমরা অল্পসংখ্যক পরী তাহাদিগের কি করিব, অগত্যা আমাদিগকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, তাহাতেও যদি মনুষ্যের কোন উপকার হইত দেখিতেছি তাহাও হইবে না, বরং ইঁহাকেও আমাদের সহিত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, সেইজন্য বলিতেছি, আপনি স্বয়ং আমাদিগের সহিত তথায় যাত্রা করুন, আপনি উপস্থিত থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই দৈত্যযুদ্ধে জয়ী হইব।" শমস্ সাহ বলিল, "বীরগণ! যেমত প্রকারেই হউক, আমাদিগকে এ মনুষ্যের উপকার করিতেই হইবে।"

অনন্তর অষ্টপরী সাহসে ভর করিয়া কহিল, মহারাজ আপনার নাম লইয়া আমরা ইঁহাকে তথায় লইয়া যাইব কিন্তু পথিমধ্যে দৈত্যগণের সহিত যদি কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা স্মরণ করিলেই আপনাকে স্বয়ং গিয়া আমাদের সাহায্য করিতে হইবে। শমস্ সাহ তাহাতে স্বীকৃত হইল, পরীরা একখানি (উড়ন খাটান) বিমানগামী খাট আনিয়া তাহাতে হাতেমকে বসাইল এবং চারিজনে চারি কোণ ধারণ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইল, অপর চারিজন তাহাদের পশ্চাদগামী হইল। এই রূপে ক্রমাগত তিনদিন তিনরাত্রি গমনের পরে চতুর্থ দিনে ক্লান্ত হইয়া দৈত্যগণের আবাস স্থানে কোন বৃক্ষমূলে খাট নামাইয়া সকলে পরামর্শ করিল। অদ্য তিন দিন হইল আমাদের স্নানাহার নাই এবং এই স্থান অতি মনোরম এবং এখানে নানাবিধ আহারসামগ্রী ও পরিষ্কারপানীয় জল আছে,

অতএব আইস, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। হাতেম বলিলেন, "তোমরা যাহা উত্তম বিবেচনা কর তাহাই কর, আমার আপত্তি নাই।" অনন্তর উহারা সকলে একে একে চতুর্দ্দিকে চলিয়া গেল, একজন মাত্র হাতেমের নিকট অবস্থান করিতে লাগিল, এমন সময় কতকগুলি দৈত্য মৃগয়া করিয়া সেইস্থানে আসিয়া দেখিল বৃক্ষতলে খট্টার উপর একটী সুন্দর মনুষ্য এবং তাহার পার্শ্বে এক পরী দণ্ডায়মান আছে। দেখিতে দেখিতে পিপীলিকা শ্রেণীবৎ দলে দলে দৈত্য আসিয়া সেই খট্টার চতুঃপার্শ্বে পরস্পর কোলাহল করিতে লাগিল। উহাদের ঐরূপ কোলাহলে পরী হাতেমকে ত্যাগ করিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় এক জন দৈত্য তাহাকে ধারণ করিল, সেই সময় তাহাদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাহাতে দুই জন দৈত্য পরীহস্তে নিহত হইল, ইহা দেখিয়া দলে দলে দৈত্য আসিয়া সেই পরীকে ধারণ করিল। অনন্তর দৈত্যেরা কোলাহল করিতে করিতে হাতেম ও পরীকে লইয়া তাহাদের রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা পরীকে বলিল, তুমি এ মনুষ্য কোথায় হইতে কি কারণে আমার অধিকারে আনিলে? জান না, মনুষ্য ও পরিগণের সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ! পরী বলিল, এই মনুষ্য ইয়মন দেশীয় যুবরাজ, আমাদের রাজা শমস্ সাহের প্রিয় বন্ধু। অতএব ইহাকে কোন মতে কষ্ট দিও না। যদি এই মনুষ্যের জীবন নাশ কর, তাহা হইলে রাজা শমস্ সাহ সমস্ত দৈত্যবংশ নির্ম্মূল করিবেন। দৈত্য বলিল, অনেক দিন হইতে রাজা শমস্ সাহের কোন সংবাদ পাই নাই; মনে করিয়াছিলাম সে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন আবার কোথা হইতে আসিল? এই বলিয়া নিস্তব্ধ ও নতশিরে কিছুক্ষণ চিন্তার পর একজন কিঙ্করকে ডাকিয়া বলিল, এই পরী সহ মনুষ্যকে আপাততঃ কূপমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখ, রাত্রিকালে ভোজনান্তে ইহাদিগকে আহার করা যাইবে। কিঙ্কর আজ্ঞা মত হাতেম ও সেই পরীকে এক জলশূন্য কূপে নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করিল।

এদিকে অপর সপ্তজন পরী সেই বৃক্ষতলায় আসিয়া দেখিল, হাতেম ও তাঁহার রক্ষক পরী নাই। কেবল সেই শূন্য খট্টা পড়িয়া আছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি দৈত্য শির রহিয়াছে। ইহাতেই তাহারা অনুমান করিল,

পরিলাক হাতের দৈত্য কর্ত্তৃক নীত হইয়াছে। অনন্তর উহারা সেই পথ খোঁজ পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিল এখনও শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। ইহা দেখিয়া একজন পরী নিকট হইতে কিঞ্চিৎ জল আনিয়া বিন্দু বিন্দু তাহার মুখে দিবামাত্র সে মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল; তখন পরীরা জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিল।

অনন্তর তাহারা সপ্তজনে সেই আহত দৈত্যকে লইয়া শূন্যে উত্থিত হইল এবং তৃতীয় দিবসে রাজা শমস্ শাহের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করতঃ আহত দৈত্যকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। শমস্ সাহ সেই দৈত্যকে কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—ওরে দৈত্যাধম দৈত্যরাজ মোকবেশ কি আমাকে একবারে বিস্মৃত হইয়াছে? সেই মনুষ্য আমার পরম বন্ধু, তাহাকে কষ্ট দিতে কিছুমাত্র ভয় হইল না? ভাল, আমি নিশ্চয় তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি। এই বলিয়া স্বীয় সৈন্য সামন্তগণকে রণ সাজ করিতে আদেশ করিলেন।

রাজা শমস শাহ চত্বারিংশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিল এবং তিনদিন পরে মোকবেশের অধিকারে উপস্থিত হইয়া নগরের প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া এক জন গুপ্তচর দ্বারা জানিল, দৈত্যরাজ মৃগয়ার্থে নগরের প্রান্তভাগে বনে অবস্থান করিতেছে। শমস্ শাহ কালবিলম্ব না করিয়া সেইস্থানে গমন করতঃ অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক হইতে দৈত্যগণকে আক্রমণ করিল। দৈত্যগণ এইরূপে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ভয়ে যদিচ্ছা পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সময় কেহ বা পরি হস্তে হত হইল। অবশেষে কতিপয় দৈত্যসহ দৈত্যপতি মোকবেশ ধৃত হইয়া শমস্ শাহের নিকট নীত হইল। পরিরাজ বলিল,—অরে মূঢ়! তুমি কি আমাকে একবারে বিস্মৃত হইয়াছ? আমার পরম বন্ধু সেই মনুষ্যকে আবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে একবারও মনে ভাবিলে না যে, এরূপ কার্য্য করিলে আমি তোমাকে কখনই জীবিত রাখিব না? প্রথমতঃ যদি শুভ ইচ্ছা কর, আমার কিঙ্কর সহ সেই মনুষ্যকে আমার নিকট আনায়ন কর, নতুবা এখনি তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিব। দৈত্য বলিল—ওহে পরিরাজ! আমি এখন তোমারি হস্তগত, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, কিন্তু সেই

মনুষ্যকে আর পাইবে না। আমি সেইদিনই পরিসহ উহাকে সংহার করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া পরিরাজ ক্রোধে অধর দংশন করিতে করিতে বলিল—রে পাপ নির্লজ্জ! মনুষ্য হিংসা করিতে সোলেমান পয়গম্বর ত ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিয়াছিলেন। তুমি যে তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে আর কখনও মনুষ্য হিংসা করিবে না? মোকবেশ বলিল—যখনকার প্রতিজ্ঞা তখনই ছিল, সোলেমান পয়গম্বরের অন্তর্দ্ধানে প্রতিজ্ঞাও তিরোভূত হইয়াছে। শমস্‌শাহ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—পরিগণ, তোমরা অবিলম্বে কাষ্ঠাহরণ করিয়া এক বৃহৎ অগ্নি কুণ্ড প্রস্তুত কর; সেই প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে পাপাত্মাকে ত্বরায় ভস্মীভূত করিব। মোকবেশ আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বলিল—তুমি যদি সোলেমান পয়গম্বরের নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, সেই মনুষ্যকে পাইলে আমাকে নিষ্কৃতি দিবে, তাহা হইলে এই দণ্ডেই আমি পরি সহ উহাকে এই স্থানে আনাইয়া দিতে পারি। তখন শমস্‌শাহ সোলেমান পয়গম্বরের নামোচ্চারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "আমি সেই মনুষ্যকে পাইলেই তোমার উপর কদাচ অত্যাচার করিব না।" মোকবেশ পরিসহ হাতেমকে তথায় আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দুইজন দৈত্য প্রেরণ করিলে দৈত্যেরা মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিসহ তাঁহাকে আনয়ন করিল। শমসশাহ হাতেম কে জীবিতাবস্থায় দর্শন করিয়া আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন, কেমন মহাশয়, আমিত সেই সময় বলিয়াছিলাম, বরজখের চড়ার পথে হিংস্র দৈত্যেরা আপনাকে কষ্ট দিবে? এক্ষণে আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাকে জীবিত দেখিলাম। হাতেম বলিলেন, বন্ধো! যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই, অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? নতুবা আমার নিকট প্রতিকারের ব্যবস্থা সত্ত্বেও কেন এরূপ কষ্ট পাইব? আমি তোমার সাহায্যে শূন্যমার্গে আগমন করায় আদৌ সে উপায় অবলম্বন করিতে অবসর পাই নাই, যাহা হউক, সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরকে স্মরণ ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর শমস্‌শাহ মোকবেশের বন্ধন মোচন করিয়া বারম্বার বলিয়া দিলেন—দেখিও, সাবধান অদ্য হইতে আর কখনও [illegible]

অন্যকে কষ্ট দিও না। যোকবেশ মস্তক অবনত করিয়া সেস্থান হইতে সদলে প্রস্থান করিল। শমস্‌শাহ হাতেমকে বলিল—আপনি কি পুনরায় সেই স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন? হাতেম উত্তর করিলেন,—হাঁ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই,—আমি যে কার্য্যের জন্য বাহির হই, উহা সমাধা না করিয়া পশ্চাৎপদ হই না, অতএব আমাকে তথায় যাইতেই হইবে। শমস্‌শাহ যখন কোনমতেই হাতেমের মন ফিরাইতে পারিল না, তখন তাঁহাকে বিদায় দিয়া স্বীয় সৈন্য সামন্ত সহ স্বস্থানে যাত্রা করিল। হাতেমও স্বীয় গন্তব্য পথে ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। গমনকালে কোন হিংস্রজন্তুপূরিত নিবিড় বন বা দৈত্যাদিগের আবাস ভূমি দেখিতে পাইলে সেই স্থানে সঞ্চিত রক্তবর্ণ হংস পক্ষ ভস্ম করতঃ শরীরে লেপন করিতেন এবং নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্বেতপক্ষ ভস্ম লেপন করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেন, এইরূপে পঞ্চদশ দিন অতিবাহিত করিয়া ষোড়শ দিবসে এক পর্ব্বতোপরি উপিত হইলেন।

পর্ব্বতোপরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মনুষ্যের বিলাপোক্তির ন্যায় শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, এক নিভৃত কন্দর মধ্যে কোন যুবা বসিয়া অবিরল-ধারে রোদন করিতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে "হা প্রিয়ে! হা প্রিয়ে!" এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিতেছে। হাতেম, সেই গহ্বর দ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন—অহে প্রিয়! তুমি কে? বাহিরে আসিয়া দুঃখের কারণ ব্যক্ত কর, আমি সাধ্য মতে উহা অপনয়ন করিতে চেষ্টা করিব। সেই যুবা বলিল—অহে বন্ধো! তুমি কে, কি কারণে এবং কোথা হইতে এই দুর্গম স্থানে আসিলে, অগ্রে আমাকে বল, পরে আমার দুঃখকাহিনী বলিব। হাতেম বলিলেন—বরজখের চড়ার মাহেআর সোলেমানির নিকট হংস ডিম্ব সদৃশ এক মুক্তা আছে, আমি ঐ মুক্তার অন্বেষণে এস্থানে আসিয়াছি। যুবা হাস্য করিয়া বলিল—অহে মনুষ্য! আমি তুমান দেশীয় পরিরাজ পুত্র, নাম মেহ্‌রাআয়। আমি প্রায় এক বৎসর কাল এইস্থানে অনশনে থাকিয়া মাহেআর সোলেমানীর সুন্দরী কন্যার জন্য প্রাণান্ত করিতেছি। আমি আমার পারিষদবর্গের মুখে ঐ কন্যার রূপের কথা শুনিয়া স্বয়ং

মরকথের চূড়ায় উপস্থিত হইলাম। রাজা আমাকে সাদরে তাঁহার নিকট বসাইয়া মিষ্ট বাক্যে বলিলেন, বাপু হে! আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে, মনুষ্য, দৈত্য, পরী বা যে কোন জাতিই হউক, আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিলেই তাহাকে হংস ডিম্ব সদৃশ এক মুক্তার সহিত আমার সুন্দরী কন্যা দান করিব, এই বলিয়া মুক্তাটি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—বল দেখি বাপু! এই মুক্তা কোথায় কি প্রকারে জন্মিয়াছে এবং আমার হস্তেই বা কি প্রকারে আসিল? আমি সেই মুক্তার আকার দেখিয়াই অবাক্ হইলাম, কারণ আমি কস্মিন্ কালে সেরূপ বৃহৎ মুক্তা চক্ষে দেখি নাই বা তাহার বিবরণ কখন কর্ণেও শুনি নাই; সুতরাং মূকের ন্যায় বসিয়া থাকিলাম। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া রাজা, ক্রোধে ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ বাটির বাহির করিয়া দিল, সেই দিন হইতে আমি এখানে আসিয়া অনশনে কালাতিপাত করিতেছি। যদি এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াও কখনও সেই সুন্দরীর করপল্লব ধারণ করিতে পারি? সেই জন্যই বলিতেছি, তোমার কি অসীম সাহস!! আমরা পরি জাতি হইয়া যে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলাম, তুমি মনুষ্য হইয়া সেই কার্য্য করিতে কিরূপে অগ্রসর হইতেছ? হাতেম উত্তর করিলেন,—ঈশ্বর আমার সহায়, তুমি গাত্রোত্থান করিয়া আমার অনুগামী হও, আমি যে কোন প্রকারে হউক, ঐ মুক্তা সহ রাজকন্যা জয় করিয়া মুক্তাটি আমি লইব এবং রাজকন্যা তোমাকে দান করিব। এই কথা শ্রবণমাত্র পরি যুবা হাস্য করতঃ বলিল—ওহে মনুষ্য! তুমি কি ক্ষিপ্ত হইয়াছ? বৃথা কেন বাতুলের ন্যায় বাক্যব্যয় করিতেছ? হাতেম বলিলেন—হতাশ হইও না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি—ঐ মুক্তার বৃত্তান্ত আমি অবগত আছি, উহা লৌকিক মুক্তা নহে, হাতেমের মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা শ্রবণ করিয়া মেহরাআয়ারের মনে প্রত্যয় হইল যে, এ মনুষ্য অবশ্য কিছু না কিছু অবগত আছে, সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া হাতেমের অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে সুবর্ণপুচ্ছ মনে মনে, হাতেমের ভাবি প্রমাদ গণিয়া, চারিজন বাহক সহ এক চতুর্দ্দোল, অতি সত্বর শূন্যমার্গে হাতেমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ঐ চৌদোলা বরজখের চূড়ায় পরি অবগুঠন করত দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত গমনের

পরে সেই পর্ব্বতোপরি একজন মনুষ্য সহ এক পরি কথোপকথন করিতেছে দেখিয়া সেইস্থানে অবতীর্ণ হইল, তাহারা হাতেমকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া একে একে সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ কুশল জিজ্ঞাসা করিল, বিনিময়ে হাতেমও তাহাদের কুশল প্রশ্ন করিয়া প্রিয় বন্ধু শমস্-শাহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তিনি বাহক চতুষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমারা আমাদের দুই জনকে একত্রে বহন করিতে পারিবে? তাহারা বলিল,—মহাশয়! আমরা আপনার মত চারিজনকে অবলীলাক্রমে শূন্যে বহন করিতে পারি। হাতেম আনন্দিত হইয়া মেহেরআজার সহ সেই চতুর্দ্দোলে উপবিষ্ট হইলে, পরিরা চতুর্দ্দোলসহ শূন্যে উত্থিত হইয়া নক্ষত্রবেগে গমন করিতে লাগিল।

মহাকাল নামক কোন দৈত্য স্বীয় উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে শূন্যে চতুর্দ্দোল প্রতি অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র সে আপন অনুচরবর্গকে বলিল,—কাহার এমন স্পর্দ্ধা যে, আমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বচ্ছন্দে শূন্যে চলিয়া যায়। অতএব শীঘ্র যাও, চতুর্দ্দোল সহ উহাদিগকে এস্থানে আনয়ন কর। তৎক্ষণাৎ ৫।৬ জন দৈত্য উত্থিত হইয়া খট্টা আক্রমণ করিল এবং খট্টা সহ সকলকে মহাকালের নিকট উপস্থিত করিল। দৈত্য বাহকপরিচতুষ্টয়কে বলিল, সত্য বল তোমরা কোথা হইতে আসিলে, যাইবে কোথায় এবং এই মনুষ্যকে কোথায় পাইলে? বাহকপরিরা বলিল—আমরা শমস শাহ রাজার অধীনস্থ পরি, এই মনুষ্যকে সেই স্থান হইতে বরজখের চূড়ায় লইয়া যাইতেছি। দৈত্য বলিল—আমি শুনিয়াছি—পরি-রাজ শমস শাহ স্বীয় প্রজাবৃন্দ সহ এখানে সর্পাকারে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তোমাদের কথা মিথ্যা বোধ হইতেছে। পরিরা বলিল—তুমি যাহা বলিতেছ উহা মিথ্যা নহে, সোলেমান্ পয়গম্বরের অভিসম্পাতে পরিরাজ শমস শাহ সহ আমরা সকলেই সর্পাকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই মনুষ্যের কৃপাতেই আমরা অল্পদিন হইল পূর্ব্বাকার ধারণ করিয়াছি। দৈত্য বলিল—চতুর্দ্দোলের মধ্যে মনুষ্য সহ অন্য একজন পরি রহিয়াছেন, উনিই বা কে? তখন মেহরআজার স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিল,

ওহে দৈত্য, আমি পরিরাজ মোহরনায়ের পুত্র মেহ্‌রাজার, তুমি কি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ? দৈত্য বলিল—ওহে রাজপুত্র, এখন তোমাকে চিনিতে পারিলাম, যাহা হউক, তোমার সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ কি? তুমি স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছা গমন কর, আমি তোমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইব না, এই কথা বলিয়াই চতুর্দ্দোল হইতে কাতেমকে উঠাইয়া লইয়া বলিল—ওহে অনেক দিনের পর অদ্য ঈশ্বর সদয় হইয়াই আমাকে রসনা পরিতৃপ্তকর সামগ্রী মিলাইয়াছেন, অদ্য মনের সাধে নর মাংস ভক্ষণ করিব, এই বলিয়া লোলরসন বাহির করিয়া খল খল হাসিতে লাগিল।

মেহরাজার দেখিল, দৈত্য মনুষ্য পাইয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে, এখন আর অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে তাদৃশ ফল হইবে না, এখন ছল দ্বারা কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। বলিল—ওহে দৈত্য, তুমি একটী মনুষ্য হত্যা করিয়া রসনাকে কেন বৃথা কলঙ্কিত করিবে? ইহাকে ছাড়িয়া দাও, ইহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে দশটী মনুষ্য আনিয়া দিব। দৈত্য বলিল—আমি তোমার পিতৃ রাজ্যে বাস করি, তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, কিন্তু এই মনুষ্যকে আমার নিকট রাখিয়া তুমি অগ্রে দশটী মনুষ্য আনয়ন কর, তবে এই মনুষ্যকে ফিরাইয়া দিব। মেহরাজার দেখিল, ছল প্রয়োগও কোন কার্য্যকারক হইতেছে না, তখন বিনীতভাবে বলিল,—ওহে দৈত্য এই মনুষ্য আমার অতি প্রিয় সুহৃদ এবং ইহার দ্বারা আমার কোন বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, আমি তোমার কথানুসারে অপর দশটি মনুষ্যের অনুসন্ধানে চলিলাম। দেখিও, আমার অনুপস্থিতে কখন ইহাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না বা প্রাণে বিনাশ করিও না, কিন্তু মনে মনে স্থির করিল, অদ্য রাত্রিকালে যখন দৈত্যেরা নিদ্রিতাবস্থায় থাকিবে সেই সময় কাতেমকে হরণ করিয়া শূন্য মার্গে প্রস্থান করিব, নতুবা এখন দশটী মনুষ্য কোথা হইতে আনিব। এই রূপ সংকল্প করিয়া মেহরাজার বাহকপরিচতুষ্টয়কে লইয়া সেস্থান হইতে গমন করিল এবং রাত্রি সমাগমের অপেক্ষায় গ্রামের প্রান্তভাগে কোন বনে সঙ্গোপনে লুকায়িত হইয়া রহিল।

অনন্তর মহাকাল হাতেমের নিকট রক্ষকস্বরূপ চারি জন দৈত্য রাখিয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিল, ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইলে রক্ষক ভাবিল, এ ত সামান্য মনুষ্য নহেতো নয়, স্বয়ং উড়িয়া যাইতে পারিবে না বিশেষতঃ আমাদের হস্ত হইতে সহজে প্রস্থান করা কাহারো ক্ষমতা নহে। এই রূপ পরামর্শ করিয়া চারি জনে আহারান্বেষণে চারি দিকে প্রস্থান করিল। অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে মেহরাআর শূন্যে উত্থিত হইয়া দেখিল, সেই উদ্যান মধ্যে এক বৃক্ষ তলে হাতেম একা বসিয়া আছেন, রক্ষকগণ কেহই সেখানে নাই, তখন সুবিধা বুঝিয়া চতুর্দ্দোল সহ বাহক চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া হাতেমের নিকট উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে তাঁহাকে চতুর্দ্দোলে বসাইয়া আপনিও তাঁহাতে উপবেশনপূর্ব্বক বাহকগণকে শীঘ্র উত্থিত হইতে আজ্ঞা করিল। বাহকগণ শূন্যে উত্থিত হইল ও এত দ্রুত গতিতে চলিল যে, সূর্য্যোদয় না হইতে হইতে শত ক্রোশের উপর অতিক্রম করিল। দিবসে শঙ্কা শূন্য স্থান দেখিয়া তথায় অবতীর্ণ হওত পান ভোজন ও বিশ্রাম করতঃ পুনরায় শূন্যে উত্থিত হইত। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল, রক্ষক দৈত্যগণের পূর্ব্ব হইতেই ধারণা যে, মনুষ্য তাহাদের হস্ত হইতে কখনই পলাইতে পারিবে না সুতরাং সকলে নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাপন কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু মনুষ্য সেই স্থানে আছে কিনা এ বিষয়ে কেহই তত্ত্ব লইতে অবসর পাইল না।

চতুর্থ দিনে মহাকাল কোন কোন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, পরী মেহরাআর আজ ৩।৪ দিন হইল দশজন মনুষ্য আনিতে গমন করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার দেখা নাই, বোধ করি, আর সে আসিবে না, অতএব সেই মনুষ্যকে আনয়ন কর, অদ্য তাহাকে ভক্ষণ করিব! আজ্ঞামাত্র ভৃত্য উদ্যানে গমন করিয়া দেখিল, সেখানে মনুষ্য নাই কিন্তু রক্ষক দৈত্যগণ স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত আছে, সে তৎক্ষণাৎ মহাকালের নিকট গমন করতঃ ঘটনা সমস্ত ব্যক্ত করিল। মহাকাল ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ উদ্যানে আগমন করিল এবং রক্ষকগণকে তিরস্কার করিয়া বলিল,—ওরে, অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডগণ! নিশ্চয়ই সেই মনুষ্যকে তোরা ভক্ষণ করিয়াছিস্, কুকুর হইয়া তোদের যজ্ঞের হবিঃতে লোভ, অতএব এখনি তোদের

সমুচিত প্রতিফল দিতেছি, এই বলিয়া ক্রোধে নিজ হস্তে রক্ষক দৈত্য চতুষ্টয়ের জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া দিল, তাহারা বহুবিধ অনুনয় বিনয় সহকারে স্ব স্ব নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। মহাকাল উহাদিগকে নানা প্রকার শাস্তি দান করিয়া ক্রোধে উদ্যান হইতে চলিয়া গেল।

এদিকে পরিগণ হাতেমকে লইয়া কহেরমান নদী তীরে উপস্থিত হইল। মাত্র ঘটনা ক্রমে ঐ স্থানে মহাকালের জনৈক অনুচরের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ঐ দৈত্য হাতেমকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া যেমন হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি মেহরাআর স্বীয় তরবারি দ্বারা তাহার ঐ হস্ত ছেদন করিয়া দিল। দৈত্য ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল—ওহে পরী! তুমি অন্যায়রূপে এক মনুষ্যের পক্ষাবলম্বন করিয়া যেমন আমার হস্তচ্ছেদন করিলে, আমি সত্বর তোমারে উহার প্রতিফল দিব, আমি এখনই স্থানীয় দৈত্যগণকে তোমার মনুষ্য লইয়া যাইবার বার্ত্তা প্রচার করিলে তাহারা দলে দলে আসিয়া তোমাদের সকলকেই সংহার করিবে। মেহরাআর বলিল—ওরে দৈত্যাধম! তুই কাহার অধিকারে বাস করিস্? সে উত্তর করিল—আমি একজন মহাকালের অনুচর। অনন্তর মেহরাআর বলিল, যা তোর প্রভুকে গিয়া বল, আমি এই মনুষ্যকে লইয়া প্রস্থান করিতেছি, যাহার যাহা ক্ষমতা হয় করিতে যেন ত্রুটি না করে; তাহাকে আরও বলিস, আমি প্রত্যাগমন কালে তাহার দেশ ভস্মীভূত করিয়া যাইব, অতএব যেন সাবধান থাকে। দৈত্য এসকল কথা শুনিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল, পরীরাও হাতেমকে লইয়া পুনরায় শূন্যে উত্থিত হইল। কণপরে এক বনের নিকট অবতীর্ণ হইয়া বাহকপরী চতুষ্টয় বলিল—মহাশয় আর আমাদের অধিক দূর যাইবার ক্ষমতা নাই, এই স্থান হইতে আমাদিগকে বিদায় দিউন। হাতেম অগত্যা তাহাদিগকে বিদায় দিয়া পদব্রজে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু মেহরাআর বলিল—মহাশয় এ বন অতি দুর্গম মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, আমরা পরী হইয়াও শূন্যমার্গেও বন অতিক্রম করিতে শঙ্কিত হই—আপনি পদব্রজে কি প্রকারে যাইতে সক্ষম হইবেন? আপনি আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন, আমি অবলীলাক্রমে আপনাকে

জইয়া যাইব, কারণ এস্থানের দৈত্যেরা বড়ই দুর্দ্দান্ত। হাতেম বলিলেন, আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি আমি দৈত্যাকৃতি ধারণ করিয়া গমন করি তাহা হইলে কোন আশঙ্কা আছে কি না? পরী বলিল—না, তাহাতে আর কোন ভয়ের কারণ নাই। হাতেম বলিলেন,—তবে তুমি কি প্রকারে গমন করিবে? মেহরাআর বলিল—যদি আপনার কোন কষ্ট না হয়, তাহা হইলে আপনি পদব্রজে গমন করিবেন, আমিও শূন্য মার্গে গমন করিব এবং যে স্থানে রাত্রি উপস্থিত হইবে, উভয়ে একত্রিত হইয়া বিশ্রাম করিব। এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে হাতেম লোহিত হংস পক্ষ বাহির করিয়া ভস্ম করতঃ উহা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবামাত্র দৈত্যাকার প্রাপ্ত হইলেন; বন্য জন্তুগণ তাঁহার সেই আকার দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিত। তিনি দিবাভাগে বিশ্রাম করিতেন না, রাত্রিকালে উভয়ে একত্রিত হইয়া বন মধ্যে কোন বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেন।

একদিন মেহেরাআর বলিল—মহাশয়! আপনি যে পক্ষ ভস্ম শরীরে লেপন করিয়াছেন, এ কোন পাখীর পালখ্? হাতেম বলিলেন—আমি যে পক্ষীর নিকট মুক্তার জন্মকথা শ্রবণ করিয়াছি, এ সেই পক্ষীর পালখ্, তখন মেহেরাআরের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, হাতেম নিশ্চয়ই মুক্তার জন্মকথা জ্ঞাত আছেন, অতএব ইহাঁর দ্বারাই কার্য্য সমাধা হইবার সম্ভাবনা। অনন্তর বিশ্রামান্তে উভয়ে পূর্ব্বমত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত মত রাত্রিকালে উভয়ে মিলিত হইয়া বিশ্রাম করতঃ প্রাতঃকালে স্ব স্ব গন্তব্য পথে গমন করিতেন।

অবশেষে একদিন রাত্রিতে উভয়ে কোন প্রান্তরে মিলিত হইয়া আহারান্তে ঘোর নিদ্রাভিভূত আছেন, এমন সময় তথাকার দৈত্যরাজ মসুকসাজের একজন অনুচর আসিয়া তাঁহাদের উভয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিল এ কি? এক দৈত্যের সহিত এক পরী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, সে তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ অপরাপর দৈত্যগণের নিকট প্রকাশ করিবা মাত্র দলে দলে দৈত্য আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া, পরস্পর বলিতে লাগিল, চল আমরা ইহাদিগকে এই অবস্থায় লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হই; তাহা হইলে রাজা আমাদিগকে পুরস্কার দিবেন। উহার মধ্যে কেহ

বলিল, বন্ধুগণ ! দেখিতেছি ইহারা বিদেশী, বোধ করি, নিজ কর্ম্ম সাধনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছে, রাত্রি সমাগত হওয়ায় নির্জ্জনস্থানে বিশ্রাম করিতেছে ; অতএব ইহাদিগকে বৃথা কষ্ট দান করিয়া আমাদের কি ফল হইবে ? বিশেষতঃ ইহারা আমাদের শত্রু নহে বা কোন অত্যাচার করে নাই। ইত্যবসরে মেহেরাআর জাগরিত হইয়া দৈত্যগণের কথা বার্ত্তা সমস্ত শ্রবণ করিতেছিল। পুনরায় অন্য এক দৈত্য বলিল, ইহাদের নিবাস কোথায় জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল জন্মিতেছে, অতএব জাগরিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক। আর একজন বলিল, তাহাতেই বা কি ফল ? অনন্তর অপর একজন বলিল, তুমি কি দৈত্যরাজ সমুকসাজের আজ্ঞা শ্রবণ কর নাই ? তিনি বহুদিন হইতে বরজখের চড়ার সংবাদ পান নাই, সেই জন্য হুকুম দিয়াছেন, যে কেহ বিদেশী দৈত্য দেখিতে পাইবে তাহাকে প্রথমতঃ বরজখের চড়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবে অতএব তুমি কি রাজাজ্ঞা অমান্য করিতে চাও ? এই সমস্ত কথাবার্ত্তার পর দৈত্যগণ মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে জাগরিত করিল। হাতেম উত্থিত হইয়াই দৈত্য ভাবায় বলিলেন—তোমরা কি কারণে আমাদের অসময় নিদ্রাভঙ্গ করিলে ? আমরা মনে মনেও কখন তোমাদের শত্রুতাচরণ করি নাই বা করিব না, অতএব আমাদিগকে অকারণে এরূপ কষ্ট দিবার কারণ কি ? দৈত্যগণ বলিল,—তোমার নিবাস কোথায় জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া তোমাকে জাগাইয়াছি, অতএব যথার্থ পরিচয় দান করিয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ কর। হাতেম বলিলেন—পরিব্রাজ শমস্ শাহের প্রিয় সুহৃদ এক মনুষ্য বরজখের চড়ায় গমন করিতেছেন, তিনি কতদূর গমন করিলেন বা পথে কোথাও দৈত্যগণ দ্বারা হত হইলেন বলিতে পারি না, আমরা রাজাজ্ঞা মত সেই মনুষ্যের অনুগমন করিতেছি, ইহা শুনিয়া দৈত্যগণ আর কোন কথা না বলিয়া সে স্থান হইতে সকলে প্রস্থান করিল।

বিশ্রামান্তে তাঁহারা উভয়ে পুনরায় স্ব স্ব পথ অবলম্বন করিলেন। তিনদিন পরে এক তরঙ্গমালাসঙ্কুল নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া উভয়ে সেই স্থানে সমবেত হইলেন। মেহেরাআর বলিল, মহাশয় ! এই সেই প্রসিদ্ধ

কল্লোলমান নদী, ঐ দেখুন ইহার এককূল হইতে অপর কূল কদাচ দৃষ্ট হইতেছে, বন্য হস্তী, বৃষ, মহিষ প্রভৃতি পশুগণ এবং ভীষণাকার নক্র মকর প্রভৃতি জলজন্তুগণ তীরে অবলুণ্ঠন করিতেছে। দেখুন, হস্তী হইতেও বৃহদাকার হংস কাবগু। প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ জলে ক্রীড়া করিতেছে। দেখুন, উত্তালতরঙ্গমালা যেন আকাশকে স্পর্শ করিয়া দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। হাতেম ভীত হইয়া বলিলেন, ভাই হে! মাদৃশ দুর্ব্বল ব্যক্তি এই দুস্তর নদী কি প্রকারে পার হইবে? আমি অনেক কষ্টে হোসনবানুর পঞ্চম প্রশ্ন পর্য্যন্ত পূরণ করিয়াছি। বোধ করি, আমাদ্বারা আর হইল না, হা বিধাতঃ আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবে, কিন্তু সেই নিঃসহায় মুনিরশামির কি হইবে? এই বলিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন, মেহেরোআর বলিল, মহাশয় আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য, পক্ষীকুল এই ভীষণ নদী পার হইতে সাহস করে না, অন্যকথা কি আমরা পরী হইয়াও এই দুস্তর নদী পার হইতে সাহস করি না। হাতেম বলিলেন, তবে এক্ষণে কি উপায়ে পার হওয়া যাইবে, তবে কি একান্তই বরজখের চড়ায় যাইতে পারিব না? মেহেরোআর বলিল, আমি সে উপায় অবশ্য করিব, নতুবা এতদূর আপনাকে কষ্ট দিয়া আনিব কেন? এস্থান হইতে কিছু দূরে বরদাস নামক স্থানে পরী-রাজ শমশান বাস করেন, তাঁহার নিকট সম্বরণ পটু অনেকগুলি সিন্ধুঘোটক আছে, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ২।৪ দিন এইস্থানে অপেক্ষা করেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে দুইটি ঘোটক আনায়ন করি। হাতেম সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি দান করিলেন। মেহেরোআর তৎক্ষণাৎ শূন্যে উত্থিত হইল এবং দিন রাত্রি গমনের পর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল, রাজা শমশান্ মেহেরোআরকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, মহাশয় আমার দুইটী সন্তরণ পটু সিন্ধুঘোটকের আবশ্যক, অনুগ্রহ করিয়া কিছুদিনের জন্য দুটি ঘোটক দিলে বড়ই বাধিত হইব। শমশান্ অন্য কথা না বলিয়া মেহেরোআর হস্ত ধারণ করতঃ অশ্ব শালায় লইয়া গেল বলিল, ইহার মধ্য হইতে আপনার যে দুইটী পশু পসন্দ হয় বাছিয়া লউন, মেহেরোআর, তৎক্ষণাৎ বাছিয়া দুইটী বলবান ঘোটক তথা হইতে সংগ্রহ করিল, অনন্তর রাজাকে অভিবাদন করতঃ সত্বর হাতেমের

নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—মহাশয়! শীঘ্র ঘোটকে আরোহণ করুন, এবং অতি সাবধানে ইহার রাশ ধারণ করিবেন, রাশ শিথিল হইলে ইহারা এত দ্রুতগমন করে যে, তাহাতে আরোহীর শ্বাস বদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা এই বলিয়া নিজে এক ঘোটকে আরোহণ করিল। ঘোটক দ্বয় জলে পতিত হইয়া বেগে গমন করিতে লাগিল।

দুই তিন দিন অবিশ্রান্ত গমনের পর যখন দূর হইতে মৃত্তিকা দৃষ্ট হইল, তখন মেহেরাআরের পরামর্শে হাতেম ঘোটকের রাশ শিথিল করিলেন, ঘোটক অতিবেগে গিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াই নিরস্ত হইল। হাতেম ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, অহে মেহেরাআর! এই কি সেই বরজখের চড়া? মেহেরাআর বলিল, এইস্থান হইতে বরজখের সীমা আরম্ভ হইল বটে কিন্তু উহা এখনও অনেক দূরে অবস্থিত, কহেরমান নদীতে এরূপ চড়া অনেক আছে। হাতেম বলিলেন, এস্থান হইতে মাহেআর সোলেমানির আবাস স্থান কত দূর? মেহেরাআর বলিল, অন্ততঃ দুই দিনের পথ হইবে। তখন হাতেম বলিলেন, তবে এস্থানে আমাদের বিশ্রাম করিবার আবশ্যক কি? চল পুনরায় যাত্রা করা যাউক। মেহেরাআর বলিল, মহাশয় যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এক কর্ম্ম করি; হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কর্ম্ম বল, পরি যুবা বলিল, দেখুন এস্থান হইতে আমার নিবাস অতি নিকট, আপনি আজ্ঞা করিলে আমি স্বরাজ্য হইতে কতক গুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনি। হাতেম বলিলেন, আমরা ত মাহেআর সোলেমানির সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, তবে সৈন্যের আবশ্যক কি? পরি যুবা বলিল, আপনি যাহা বলিতেছেন যথার্থ বটে—কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাজা বা কোন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কিছু বাহ্যাড়ম্বর আবশ্যক করে, তাহা হইলে সহজেই প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। হাতেম আর দ্বিরুক্তি না করিয়াই উহাতেই সম্মত হইলেন; মেহেরাআর ২।৩ দিনের অবসর লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

মেহেরাআর আপন রাজ্যে উপস্থিত হইলে তথাকার পরিবৃন্দ অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া পুলকিত হইয়া তাঁহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে পরি যুবা সকলকেই মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট

ধুতঃ পিতামাতার চরণ বন্দনা করিল, পিতামাতা অনেক দিনের পরে নিরুদ্দেশ পুত্রকে পাইয়া মস্তকাঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, পুত্র! অদ্য বৎসরাতীত হইল, তুমি সৈন্য সামন্ত লইয়া বকরথের চড়ায় গমন করিয়াছিলে; কিন্তু জানি না কি কারণে পথিমধ্যে সৈন্যগণকে ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিলে। সৈন্যগণ নানা স্থানে তোমার অনুসন্ধান করিয়া যখন তোমারে দেখিতে পাইল না, তখন কষ্টে ফিরিয়া আসিল। সে যাহা হউক, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তুমি সফল মনোরথ হইয়াছ কি? মেহেরাআর নতশিরে উত্তর করিল, পিতঃ। আপনার নিষেধ বাক্য না শুনিয়া আমি অশেষ কষ্ট উপভোগ করিয়াছি; এক্ষণে বোধ হয়, আমার দুঃখের অবসান হইয়াছে এই বলিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ ও হাতেমের সহিত মিলন প্রভৃতি সমস্ত অকপটে পিতার নিকট প্রকাশ করিল। পিতা শুনিয়া উপহাস করিয়া বলিলেন, পুত্র! তোমার কি এখনও শিশু বুদ্ধি যায় নাই; দৈত্য, পরিগণ যে মুক্তার জন্ম কথা আজ পর্য্যন্ত অবগত নহে মনুষ্যের কি সাধ্য যে উহার ইতিহাস বর্ণন করে? মেহেরাআর বলিল, পিতঃ। তিনি সামান্য মানব নহেন। পৃথিবীতে যত গুলি ভাষা আছে, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই, এমন কি তিনি পশুপক্ষীর কথাও বুঝিতে পারেন; তিনি কোন পক্ষী দম্পতির নিকট ঐ মুক্তার জন্ম কথা শ্রবণ করিয়াছেন। পরিরাজ বলিল, সে মনুষ্য কোথায় আছেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, মেহেরাআর বলিল, আমি তাঁহাকে বকরথের চড়ার নিকট রাখিয়া, কতকগুলি সৈন্য লইতে বাটিতে আগমন করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া পরিরাজ তাহাকে কয়েক সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য লইতে আদেশ করিয়া বলিলেন—বাপু! তুমি জনক জননীর এক মাত্র পুত্র, তোমার অদর্শনে আমরা সর্ব্বদাই দুঃখে কালযাপন করি, অতএব এবার আর বিলম্ব করিও না, কার্য্য সমাধা হইলেই চলিয়া আসিও। মেহেরাআর যে আজ্ঞা বলিয়া পিতার চরণ স্পর্শ করতঃ বিদায় গ্রহণান্তর সৈন্য সহ, যথায় হাতেম অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু সে তথায় হাতেমকে না দেখিয়া, বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া মনে করিল কি আশ্চার্য্য সেই মনুষ্য কি আমাকে প্রতারণা করিলেন? না তাহা কখনই হইতে পারেনা;

যে সে মনুষ্য নহেন যে আমাকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিবেন ; ইত্যবসরে দেখিল, হাতেমের ঘোটক কিছু দূরে তৃণ-ভক্ষণ করিতেছে—নিজ অনুচরবর্গকে তাঁহার অনুসন্ধানে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল, হাতেম এক বৃক্ষ তলে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন।

মেহেরাআর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিল, তিনিও প্রতিনমস্কার করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, মেহেরাআর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, মহাশয় সমস্ত মঙ্গল, এক্ষণে চলুন, পথে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, বিশ্রামান্তে সমস্ত বলিব ; এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সন্নিবেশিত শিবির মধ্যে লইয়া গেল, এবং তাঁহাকে এক রত্ন জড়িত সিংহাসনে বসাইয়া ভৃত্যগণকে আহারীয় দ্রব্যাদি আনিতে আজ্ঞা করিল, ভৃত্যগণ নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী আনায়ন করিলে উহারা সুখে ভোজন করিয়া নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাতে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া শুভ বাদ্যধ্বনি করতঃ সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন। সৈন্যগণ কোলাহল করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিরূপিত দিনে মেহেরাআর হাতেমকে লইয়া সসৈন্যে বজরখের চূড়ায় উপস্থিত হইল। যখন মাহেআর সোলেমানি শুনিলেন, প্রায় দুই তিন সহস্র সজ্জীভূত সৈন্য তাঁহার নগরের অতি নিকটে উপস্থিত, তখন তিনি তাঁহার দ্বিগুণ সৈন্য যোদ্ধ্ বেশে নগরদ্বারে রক্ষা করিতে নিজ সৈনাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। মেহেরাআর সসৈন্যে নগর দ্বারে উপস্থিত হইয়াই নিজ দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইল, আমরা মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে আগমন করি নাই, ইয়মন দেশীয় তয় মহীপালের পুত্র যুবরাজ হাতেম তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছেন। তদ্দণ্ডেই রাজার নিকট সেই ব্যক্তি প্রেরিত হইল, রাজা হাতেম ও পরি যুবাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন মেহেরাআর হাতেমকে লইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করতঃ রাজ ভবনের দিকে অগ্রসর হইল, সৈন্যগণ শিবির সন্নিবেশ করিয়া নগরের বহির্ভাগেই অবস্থান

লাগিল। তাঁহারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া উভয়ে অভিবাদন করিলেন।

সাহেআর সোলেমানি মেহেরাআরকে দেখিয়া বলিলেন—ওহে পরি যুবা! তুমি আর কখনও কি এস্থানে আসিয়াছিলে বা আমি তোমার মত আর কাহাকেও দেখিয়া ভ্রম বশতঃ এই কথা বলিতেছি? মেহেরাআর বলিল, মহারাজ! আপনি যথার্থ বলিয়াছেন, আমিই পূর্ব্বে আপনার কন্যার পানি গ্রহণার্থী হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছিলাম, শেষে হতাশ হইয়া চলিয়া যাই, পুনরায় এই মনুষ্য যুবরাজের আশ্বাস বাক্যে মহারাজের শ্রীচরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। এইবার তাঁহার দৃষ্টি হাতেমের উপর পতিত হইল, এবং ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন;—বাপু তুমি কে, কি কারণে আমার রাজ্যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আগমন করিলে অকপটে প্রকাশ কর। আমি আজ ধন্য হইলাম, কারণ তোমার মত সুন্দর মনুষ্য যুবার বিশেষতঃ রাজপুত্রের এখানে আগমনের প্রত্যাশা কোথায়? হাতেম বলিলেন—মহারাজ! আমিও অদ্য আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলাম। আমি যেজন্য দেশ দেশান্তর, নদ নদী অতিক্রম করিয়া আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছি, তাহা এই—এই বলিয়া রজত-নির্ম্মিত মুক্তাটি নিজ বস্ত্র মধ্য হইতে বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, এইরূপ একটি মুক্তা আপনার নিকট আছে, আমি সেইটি পাইবার প্রত্যাশা করি। রাজা কিছু ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—বাপু হে! এরূপ মুক্তা আমার নিকট আছে সত্য, কিন্তু উহা সহজে পাইবার নহে, যদি ঐ মুক্তার জন্ম কথা বলিতে পার তাহা হইলে ঐ মুক্তা সহ আমার সুন্দরী ষোড়শী কন্যা তোমাকে উপহার দিব। হাতেম কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, আমি আপনার কন্যা প্রার্থী নহি, আমি ঐ মুক্তাটি প্রার্থনা করি, অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করুন। রাজা বলিলেন,—তুমি অগ্রে মুক্তার জন্ম কথা প্রকাশ কর, হাতেম প্রথমতঃ বলিলেন—উহা মৌক্তিক মুক্তা নহে, এই বলিয়া হংস দম্পতি মুখে যেরূপ শুনিয়া ছিলেন, আনুপূর্ব্বিক সেই মত বলিতে লাগিলেন, রাজা নিস্তব্ধ ভাবে একাগ্রচিত্তে সমস্ত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

আখ্যায়িকা শেষ হইলে মাহেআর সোলেমানি নানা মতে হাতেমের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ তৎক্ষণাৎ স্বীয় কক্ষ হইতে মুক্তাটি আনায়ন করিয়া হাতেমের সম্মুখে রক্ষা করিলেন। হাতেম মুক্তাবলোকনে পরমাহ্লাদিত হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি এই মুক্তাটীর জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনার রাজ্যে আসিয়াছি, আমি আপনার কন্যা প্রার্থী নহি, আপনার কন্যা আমার ভগ্নী, অতএব আমি আমার ভগ্নীকে এই পরিরাজপুত্র মেহেরাআরের করে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি, মেহেরাআর অবশ্য আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র, তাহার সন্দেহ নাই, এক্ষণ আপনি স্বীয় রাজরীত্যানুসারে প্রিয় বন্ধু মেহেরাআরকে কন্যা সম্পদান করুন, আমি মুক্তা লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করি।

মাহেআর সোলেমানি হাতেমের প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বীয় রীত্যানুসারে মহাসমারোহে মেহেরাআরকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। উভয়ে এক মাস তথায় সুখে অবস্থান করিয়া রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ কহেরমান নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর হাতেম মেহেরাআরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাই! তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক স্বীয় রাজ্যে গমন কর, আমিও স্বস্থানে গমন করি, শুনিয়া মেহেরাআর করুণ স্বরে বলিল, বন্ধো! এরূপ কথা আর বলিবেন না, আমি কি এমনই অকৃতজ্ঞ যে এই হিংস্র দৈত্যসঙ্কুল ভয়ানক স্থানে আপনাকে একাকী রাখিয়া আপনার অনুগ্রহ লব্ধ স্ত্রী লইয়া সুখে গৃহে গমন করিব? চলুন, অগ্রে আপনাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিব, পরে স্বরাজ্যে গমন করিব, এই বলিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিলেন, রীতিমত লোক জন সমভিব্যাহারে রাজকন্যাকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়া তুমি স্বয়ং সসৈন্যে সজ্জীভূত হইয়া আমাদের অনুগমন কর। কহেরমান পার হইয়া মেহেরাআর প্রথমে রাজা শমশানের ঘোটকদ্বয় পৌঁছাইয়া দিলেন। মেহেরাআর সসৈন্যে হাতেমকে লইয়া যাত্রা করিল। দৈত্যদিগের আবাস স্থানে উপস্থিত হইলে তথায় হাতেমকে লুক্কায়িত ও তাহাদের অধ্যক্ষকে নানা প্রকার মদ্য মাংসে পরিতৃপ্ত করিয়া দৈত্যহস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত করিত; এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া নিরাপদ শমস্‌শাহের অধিকারে উত্তীর্ণ হইল। রাজা শমস্‌শাহ্ বহুদিবস

পরস্পরপ্রিয় বন্ধু হাতেমকে পাইয়া আনন্দে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং মেহেরোআরকে বিশেষ সৌজন্যতার সহিত গ্রহণ করিয়া সমাদরে অতিথি সৎকার করিলেন। এইরূপে কিছুদিন আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া মেহেরোআর স্বরাজ্যে গমন করিল এবং হাতেম শমসশাহের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ সাহাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিছু দিন পরে সাহাবাদনগরে উপস্থিত হইলে ভৃত্যেরা তাঁহার স্বচ্ছন্দে আগমনবার্ত্তা হোসনবানুর গোচর করিল। হোসনবানু তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাকে স্বীয় নিকটে আনাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। হাতেম আদ্যোপান্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে মুক্তাটি তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলে হোসনবানু অতি আহ্লাদিতা হইয়া হাতেমের সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। অনন্তর তিনি হোসনবানুর নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ পান্থশালার প্রিয় সুহৃদ মুনিরশামির নিকট গমন করিলেন। মুনিরশামি প্রিয়বন্ধু হাতেমকে পাইয়া আনন্দে নানা প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর রাত্রিকালে আহারান্তে উভয়ে নানা প্রকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত কথাবার্ত্তা বিশ্রাম প্রভৃতিতে অতিবাহিত করতঃ প্রত্যূষে হাতেম তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় হোসনবানুর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। হোসনবানু তাঁহাকে এক আসনে উপবিষ্ট হইতে আজ্ঞা করিলেন (পূর্ব্ববৎ যবনিকাভ্যন্তর হইতে) হাতেম আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—সুন্দরি! তোমার আর একটী প্রশ্ন অবশিষ্ট আছে; তাহা অবিলম্বে প্রকাশ কর।

সপ্তম প্রশ্ন।

বাদ্‌গীর্দ নামক স্নানাগারের সংবাদ আনিতে হাতেমের গমন।

হোসেনবানু বলিলেন—রাজপুত্র সম্প্রতি তোমাকে বাদ্‌গীর্দ নামক স্নানাগারের সংবাদ আনিতে হইবে, ইহাই আমার শেষ প্রশ্ন। আমি

শুনিয়াছি, সেই স্নানাগার সর্ব্বদা পেষণ যন্ত্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতেছে; ইহার কারণ কি? এবং উহাতে মনুষ্যেরা কি প্রকারেই বা স্নান করিয়া থাকেন, ইহার প্রকৃততত্ত্ব লইয়া আসিতে হইবে। হাতেম বলিলেন—ঐ স্নানাগার কোন্‌দিকে, যদি অবগত থাক বলিয়া দাও। হোসেনবানু উত্তর করিলেন—শুনিয়াছি উহা নৈঋত কোণে অবস্থিত আর বিশেষ সংবাদ আমি কিছুই অবগত নহি।

এই সামান্য পরিচয় গ্রহণান্তর হাতেম হোসনবানুর নিকট বিদায় লইয়া নগর পত্যিাগ করতঃ এক বনে প্রবেশ করিলেন, অনন্তর বন অতিক্রম করিয়া এক ক্ষুদ্র পল্লীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, সেইস্থানে বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ একটী বৃহৎ কূপকে বেষ্টন করিয়া কোলাহল করিতেছে। হাতেম নিকটে গিয়া উহাদের একজন পুরুষকে বলিলেন—ভাই হে! তোমরা মিলিত হইয়া এস্থানে কোলাহল করিতেছ কেন? সে ম্লানমুখে বলিল, আমাদের ভূস্বামী মহাশয়ের এক ক্ষিপ্ত পুত্র সর্ব্বদা এই কূপের উপরিভাগে বসিয়া থাকিতেন, অদ্য দিবসত্রয় হইল, তিনি এই কূপ মধ্যে পতিত হইয়াছেন, আমরা ইহার মধ্যে রজ্জু নিঃক্ষেপ করিয়া বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; তিনি কোন কূপস্থ জন্তুর উদরস্থ হইলেন বা জলমধ্যেই মগ্ন আছেন তাহাও জানিতে পারিতেছি না। আর প্রাণভয়ে অন্য কেহ এই কূপে প্রবেশ করিতে সাহস করে না, সকলের ধারণা ইহার মধ্যে এক ভীষণ সর্প আছে। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় স্বয়ং ভূস্বামী পত্নীসহ রোদন করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের বিলাপোক্তি ও ক্রন্দনে যেন পাষাণ দ্রব হইতে লাগিল। হাতেম সজললোচনে ভূস্বামিকে বলিলেন—মহাশয়! জন্ম গ্রহণ করিলে মৃত্যু নিশ্চয় অগ্র পশ্চাৎ, অবশ্য দুঃখের কারণ বলিতে হইবে, তাহা বলিয়া কি করিবেন, বিধির লিপী কেহ খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে, অতএব বৃথা রোদন করিয়া নিজ শরীর ক্ষয় করায় ফল কি? ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। ভূস্বামী বলিলেন—যুবক! তুমি যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য কিন্তু মনকে কোনমতেই প্রবোধ দিতে পারিতেছি না, বিশেষতঃ সেই হতভাগার মৃত দেহটি পাইলেও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া কথঞ্চিৎ মনকে

প্রবোধ দিতে পারি। আমি অনেককেই আমার দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিয়াছি এবং অর্থ পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া সেই হতভাগার শব উত্তোলন করিতে স্বীকৃত হইল না, পরের জন্য কে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইবে বল? অদ্য আমি স্বয়ং ইহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পুত্রের মৃতদেহ অন্বেষণ করিব স্থির করিয়াছি। হাতেম বলিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি পরোপকারের জন্য স্বীয় মস্তক হস্তে লইয়া ভ্রমণ করিতেছি, পরোপকারই আমার প্রধান ব্রত, আমি কূপমধ্যে পতিত হইয়া আপনার পুত্রের শব অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসিব অতএব যাবৎ আমি প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ আপনি এইস্থানে অবস্থান করুন। ভূস্বামী বলিলেন—বাপু! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অন্য কথা কি বলিতেছ, তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আমরা স্ত্রী পুরুষে এই স্থানে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিব অন্যত্রে কথনই যাইব না। হাতেম পুনরায় বলিলেন—আপনারা অন্ততঃ একমাস কাল এইস্থানে অবস্থান করিয়াও দেখিবেন আমি ফিরিলাম না তখন স্বধামে গমন করিবেন। ভূস্বামী তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হাতেম স্বীয় বস্ত্রাদি দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে অম্লান বদনে সেই কূপ মধ্যে পতিত হইলেন, কিছু ক্ষণ গমনের পর পদে মৃত্তিকা স্পর্শ হইবামাত্র চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, সে কূপের চিহ্ন মাত্র নাই স্বয়ং এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে দণ্ডায়মান আছেন। অনন্তর কিছু দূর গমনান্তর দেখিলেন, সম্মুখে নানা ফল ফুলে পরিশোভিত এক অপূর্ব্ব উদ্যান। মুক্তদ্বার দেখিয়া তিনি অসংকোচে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, কোন স্থানে কতকগুলি পরি উপবিষ্টা, মধ্য স্থলে মণিমুক্তাখচিত এক অপূর্ব্ব সিংহাসনে সুন্দর একটি মনুষ্য যুবা। হাতেম রহস্য দেখিবার জন্য কোন বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন ইত্যবসরে তিনি কোন পরীর নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র সে চীৎকার করিয়া অপর পরিগণকে বলিল, সখীগণ দেখ দেখ, আর একটী সুন্দর মনুষ্য ঐ বৃক্ষ মূলে লুকাইয়া রহিয়াছে, কি আশ্চর্য্য ঐ মনুষ্য এখানে কি প্রকারে আসিল। এই সংবাদ—তৎক্ষণাৎ তথাকার কর্ত্রী পরির নিকট

প্রেরিত হইল, সেই পরি আসিয়া সিংহাসনস্থ যুবাকে বলিল, তোমার স্বজাতি অন্য এক জন মনুষ্য এখানে আসিয়াছে, তুমি সম্মত হইলে এ স্থানে আনায়ন করা যায়। যুবা বলিল—ইহা ত উত্তম কথা, আমিত মনুষ্য লোক ত্যাগ করিয়া পর্য্যন্ত স্বজাতির মুখ দেখি নাই, আমারও একান্ত ইচ্ছা দেখিয়াই বোধ হয় ঈশ্বর কৃপা করিয়া অদ্য এস্থানে একজন মনুষ্য পাঠাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া পরিরা অতি যত্নে হাতেমকে তথায় আনায়ন করিল, যুবা সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া হাতেমের হস্ত ধারণ করতঃ আপন পার্শ্বে অন্য এক সিংহাসনে বসাইয়া নানা প্রকার কথাবার্ত্তা ও ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে, বলিল—আপনি কে, নাম কি, কোথা হইতে আগমন করিলেন এবং যাইবেন কোথায়? হাতেম আনুপূর্ব্বিক স্বীয় পরিচয় দান করিয়া বলিলেন—ভাই হে! পথে যাইতে যাইতে কোনস্থানে এক কূপের নিকট—অনেক লোককে কোলাহল করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা রোদন করিতে করিতে বলিল—আমাদের ভূস্বামীর পুত্র তিন দিন হইল কূপে পতিত হইয়াছেন, আমরা তাহারই মৃত দেহ উদ্ধার করিবার জন্য কোলাহল করিতেছি, এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় মলিন বেশে, শিরে করাঘাত ও রোদন করিতে করিতে এক বৃদ্ধ দম্পতি সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, আহা! তাঁহাদের বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রব হইতে লাগিল। আমি সাধ্য মত তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পুত্র শোক কি সহজে অপসারিত হয়? তাহাতে আবার তাঁহারা বৃদ্ধ। আমি তাঁহাদের এই রূপ অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ কূপ মধ্যে পতিত হইয়া এস্থানে আসিয়াছি, দেখিতেছি তুমিই এস্থানে একমাত্র মনুষ্য রহিয়াছ, তুমিই কি সেই বৃদ্ধ দম্পতির সন্তান? যুবা বলিল—হাঁ মহাশয়, আমিই তাঁহাদের এক মাত্র সন্তান। একদিন সেই কূপের উপর বসিয়া আছি, এমন সময় এই সুন্দরী পরি কূপ মধ্যে আমার দৃষ্টি পথে পতিতা হইলেন, সেই দিন হইতে ইহার রূপ লাবণ্যে মোহিত ও বিমুগ্ধ হইয়া প্রত্যহ সেই কূপের উপর উপবিষ্ট থাকিতাম; সুন্দরী অনুগ্রহ করিয়া আমাকে প্রত্যহ দর্শন দিতেন। অবশেষে আমি দর্শনে পরিতৃপ্ত না হইয়া

একদিন কূপমধ্যে পতিত হইলাম; এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিশেষ যত্নে রক্ষা করিতেছেন। একণে আমি মহাসুখে কালাতিপাত করিতেছি। হাতেম বলিলেন—হা অদৃষ্ট! তোমার এ কি মতি? তোমার বৃদ্ধ জনক জননী তোমা বিরহে ক্রন্দন করিয়া কষ্টালসার করিতেছেন আর তুমি সুখে পরি লইয়া বিহার করিতেছ? যুবা বলিল—পিতামাতার জন্য কখন কখন মন বিচলিত হয় বটে কিন্তু কি করিব এখন ইহাঁদের আজ্ঞাধীন, বিশেষতঃ সাহায্য বিনা সেই কূপের উপরিভাগে যাইতেও সক্ষম নহি, এ অবস্থায় আপনি কি করিতে বলেন? হাতেম বলিলেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যাহা করিতে হইবে আমিই করিব। অনন্তর পরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সুন্দরি! ইহাঁর বৃদ্ধ জনকজননী ইহাঁর বিরহে বড়ই কাতর হইয়াছেন, যদি অনুমতি কর, এই যুবা এক বার তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া দুই তিন দিন মধ্যে পুনরায় এইস্থানে প্রত্যাগমন করেন। পরি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—ইহাকে কে নিষেধ করিয়াছে, একণে যদৃচ্ছা গমন করিতে পারে; আমি ইহাকে এখানে আসিতে বলি নাই, তবে কি জন্য আমার অনুমতি অপেক্ষা করে? হাতেম যুবাকে বলিলেন—ভাই। পরি অনুমতি দিয়াছে অতএব আইস, আমার অনুগমন কর। যুবা বলিল—পরি আপনার সমক্ষে একথা বলিলেন বটে, কিন্তু ইঙ্গিতে আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। পরি যদি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারেন যে, আমাকে ভুলিবেন না এবং অন্ততঃ সপ্তাহে দুই তিন বার করিয়া আমার আলয়ে গমন করিয়া দর্শন দিয়া আইসেন তাহা হইলে আমার যাইবার কোন আপত্তি নাই। ইহা শুনিয়া হাতেম নিস্তব্ধ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমারে ঈশ্বরের শপথ, এ যুবার প্রতি প্রসন্না হও। পরি ক্রোধান্বিতা হইয়া বলিল—আমাকে আর বিরক্ত করিও না, শপথ করা আমাদের জাতীয় রীতি নহে, বিশেষতঃ প্রথম প্রসঙ্গে এত অনুযোগ ভাল নহে। হাতেম বলিলেন—আমি স্থানান্তরে পরিদিগের সহিত আলাপ ও তাহাদের আচার ব্যবহার বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা [illegible] উপর বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকে, অতএব তোমার কথা কি

প্রকারে মান্য করিতে পারি ? বরঞ্চ মনুষ্যেরা অপ্রণয়ী ও শঠ, পরীরা প্রেমের প্রকৃত মর্য্যাদা জানে ইহা জগদ্বিখ্যাত। অতএব তুমি এই প্রেমাবদ্ধ মূঢ়ের প্রতি অনুকম্পা কর। পরি চক্ষু আরক্ত বর্ণ করিয়া বলিল—এ বৃথা মিথ্যা বাদী শঠ, সরলান্তঃকরণে আমার সহিত প্রেম করে নাই, নতুবা অন্যেরা অনুরোধ করাইবে কেন ? যাহা হউক, উহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারে তুমি আর উহার জন্য বৃথা বাক্যব্যয় করিও না। এই কথা শুনিয়া যুবা, আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিল না, বলিল—সেকি প্রিয়ে। যে ব্যক্তি গৃহের মায়া পরিত্যাগ করতঃ বৃদ্ধ জনক জননীকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া এবং স্বীয় জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কূপে পতিত হওতঃ কত কষ্টে তোমার নিকট আসিয়াছে কি আশ্চর্য্য ! তাহাকে তুমি মিথ্যাবাদী শঠ বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না ? হা অদৃষ্ট ! ধর্ম্ম কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে ?

যাহার লাগিয়ে, গেহ তেয়াগিয়ে
প্রাণান্ত করিনু সার।
সেই একিমোরে, দেখি দোষী কর
একি ঘোর অবিচার॥
হায়। কি বারতা বৃদ্ধ পিতামাতা
যথা দুঃখে অনিবার।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আমার লাগিয়ে
কঙ্কাল করিল সার॥
জীবন এছার না রাখিব আর।
আনি দাও হলাহল
অগ্নিকুণ্ডপরে, রাখি দাও মোরে,
জীবনেতে কিবা ফল॥

পরি বলিল—অহে মনুষ্য। আমরা এরূপ কথা অনেক শ্রবণ করিয়াছি, অতএব বৃথা বাক্য ব্যয় করিবার আবশ্যক নাই, একণে আমি যাহা বলিব যদি তাহা সম্পাদন করিতে পার, তবেই জানিব আমার প্রতি তোমার সরল প্রেম, যুবা তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—অবিলম্বে তোমার অভিলাষ ব্যক্ত কর, দেখ আমি সম্পাদন করিতে পারি কি না। তখন পরি স্বীয়

ভৃত্যগণকে এক বৃহৎ লৌহ কটাহে ঘৃত উত্তপ্ত করিতে আদেশ করিল, ভৃত্যেরা আদেশ মত কার্য্য করিয়া সংবাদ দিলে পরি, যুবার হস্ত ধারণ করতঃ সেই কটাহের নিকট লইয়া গিয়া বলিল—অহে যুবা! তুমি যদি এই উত্তপ্ত ঘৃত পূর্ণ কটাহে ঝাপ দিতে পার, তবেই জানিব আমার প্রতি তোমার প্রেম অকপট। যুবা অম্লান বদনে তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলে পরি উহাকে ধারণ করিয়া বলিল—জানিলাম তুমি আমার প্রতি বাস্তবিক আসক্ত, যাহা হউক, ধন্য তোমার প্রেম! ধন্য তোমার সাহস, অদ্য হইতে আমি তোমার দাসী হইলাম এবং তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে তাহাই প্রতিপালন করিব। পরি ভৃত্যগণকে, তৎক্ষণাৎ এক সভা সুসজ্জিত ও নানা প্রকার পান ভোজন নৃত্য গীতের আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিল এবং সমস্ত প্রস্তুত হইলে, হাতেম ও যুবাকে সঙ্গে লইয়া আমোদ আহ্লাদ নৃত্য গীতে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপ আমোদ আহ্লাদে একমাস পূর্ণ হইলে হাতেমের মনে অকস্মাৎ সেই যুবার বৃদ্ধ জনক জননীর কথা উদিত হইলে তিনি পরিকে বলিলেন—সুন্দরি! আমার কোন বিশেষ আবশ্যক আছে, অতএব আমি আর অধিক দিন এখানে অবস্থান করিতে পারিব না; এক্ষণে স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন কর অর্থাৎ আমাদিগকে বিদায় দাও এবং সোলেমান পয়গম্বরকে সাক্ষী করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত মত এই যুবার বশীভূতা হইয়া থাকিবে, এই কথা বল তাহা হইলে আমার প্রত্যয় হয়। পরি বলিল—আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা নিশ্চয় করিব, তোমরা নিশ্চিন্ত মনে গমন কর, এই বলিয়া অনুচর দুইজন পরিকে, উহাদের দুই জনকে কূপের উপরি ভাগে রাখিয়া আসিতে আদেশ করিল।

এখানে বৃদ্ধ জনক জননী দিন গণনা করিয়া গ্রাম্য লোকদিগকে বলিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! সেই যুবা একমাস পরে আসিব বলিয়া কূপে প্রবেশ করিয়া অদ্য মাস পূর্ণ হইল তাহার তো কোন চিহ্ন নাই, বোধ হয় সে মনুষ্য না হইয়া অপর কোন জীব হইবে আমাদিগকে বৃথা কষ্ট দিবার জন্য ছল করিয়া কূপে পতিত হইয়াছে, যাহাই হউক তোমরা আর কেন আমার সহিত বৃথা কষ্ট পাইবে স্ব স্ব ভবনে গমন কর, আমাদের অদৃষ্টে যাহা

আছে তাহা হইবে এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় দুই পরি দুই জন মনুষ্যকে স্কন্ধে করিয়া কূপের উপরি ভাগে রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। গ্রামোলোকেরা ইহা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, বিশেষতঃ যুবার বৃদ্ধ পিতামাতা পুলকে পূর্ণ ও হাতেমের পদতলে পতিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অনন্তর সকলে একত্রে মহা আহ্লাদে গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রাম নৃত্য গীত আমোদে পূর্ণ হইল। হাতেম তথায় পঞ্চদশ দিন অবস্থান করিয়া ষোড়শ দিনে বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপন গন্তব্য পথ অবলম্বন করিলেন।

কিছু দিন পরে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান আছেন, তিনি হাতেমকে দেখিয়াই নমস্কার করিলে হাতেমও প্রতিনমস্কার করিলেন, তখন বৃদ্ধ বলিলেন—ওহে পথিক। আমার আলয়ে অবস্থান করিয়া আহারাদি করিলে বড়ই সুখী হইব, ইহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি? হাতেম হাস্য করিয়া বলিলেন—না মহাশয়। ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন এবং ঘরে এক আসনে বসাইয়া নানা প্রকার খাদ্য আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন। হাতেমের আহার শেষ হইলে, বৃদ্ধ বলিলেন,—ওহে যুবা। তোমার নিবাস কোথায়, নাম কি এবং কোথায় যাইবার ইচ্ছা? হাতেম উত্তর করিলেন,—আমি ইয়মনদেশবাসী, নাম হাতেম, বাদগীর্দ নামক স্নানাগারের সংবাদ আনিতে যাইতেছি। বাদগীর্দ স্নানাগারের নাম শুনিয়াই বৃদ্ধ মস্তশির হইলেন, কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—ওহে প্রিয় দর্শন। তোমাকে সেই স্নানাগারের সংবাদ আনিতে কে বলিল? আমার বোধ হয়, সে ব্যক্তি তোমার পরম শত্রু প্রাণহন্তারক। সেই স্থানের প্রকৃত কেহই অবগত নহে, কারণ যে কেহ উহার তত্ত্ব লইতে গমন করে, তাঁহাকে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না, জীবদ্দশাতেই তাহাকে ঐখানে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়, সুতরাং কেহই ঐস্থানের তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারে না। শুনিয়াছি কত্তান নগরের রাজা হরিস ঐ স্নানাগারের চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যে কেহ স্নানাগার দর্শনেচ্ছুক হইয়া ঐস্থানে গমন করে, তাহাকে রাজাজ্ঞা মত একবার হরিসের সহিত দেখা করিতে হয়।

তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া কাহারও তথায় যাইবার অধিকার নাই। হাতেম বলিলেন, অদৃষ্টে যাহাই থাক, যে কোন গতিকে হউক, আমাকে তথায় যাইতেই হইবে, এই বলিয়া স্বীয় প্রশ্ন পূরণ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সেই বৃদ্ধের নিকট প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, ধন্য তুমি, পরের জন্য নিজ শরীরকে কষ্ট দান করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করে, এমন লোক কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমার পিতামাতাও ধন্য, যে তোমা হেন সুপুত্র লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক, বাপু আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, এ দুরভিসন্ধি মন হইতে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন কর এবং সেই পাপিয়সী রমণীকে বল, "সেই স্নানাগার পরমাশ্চর্য্য, কোন ব্যক্তিই তাহা জ্ঞাত নহে, কারণ তাহার অভ্যন্তরে কেহই প্রবেশ করিতে পারে না, এবং যে প্রবেশ করে, সে আর বাহিরে আসিতে পারে না।" হাতেম বলিলেন, মহাশয়! আপনি আমায় আত্মীয়ভাবে এবং স্নেহভরে যে সকল কথা বলিতেছেন, সকলই শিরোধার্য্য করিলাম, কিন্তু আমি মিথ্যা কথা কখনই বলি নাই, ছয়টি প্রশ্ন কত কষ্টে পূর্ণ করিয়াছি, এখন এই শেষ প্রশ্নটির জন্য আমি মিথ্যা কথা কহিলে আমার সমস্ত শ্রম বিফল হইবে। বিশেষতঃ সেই অভাগা মুনিরশামি বিফল মনোরথ হইয়া নিশ্চয়ই আমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাপেক্ষা আমার স্নানাগারে মৃত্যুই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অতএব ক্ষমা করুন, আমি কখনই বিরত হইব না। দেখুন, যাঁহারা পুণ্যার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গৃহত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ না হইলে কদাচ প্রত্যাগমন করেন না। বৃদ্ধ বলিলেন, ওহে হাতেম! আমি তোমারে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, ক্ষান্ত হও, তথায় গমন করিও না, গমন করিলে তোমার মৃত্যু অখণ্ডনীয়। স্বজাতির কথা উপেক্ষা করিয়া এক মণ্ডুক যেমন তাহার প্রতিফল পাইয়াছিল, দেখিতেছি, আমার কথা না শুনিলে তোমারও সেই দশা হইবে। হাতেম বলিলেন, সেই ভেক স্বজাতির কথা অমান্য করিয়া কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, আমার শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

বৃদ্ধ বলিলেন "কোন হ্রদে অসংখ্য ভেক বাস করিত। একদা উহাদের

মধ্যে কোন ভেক অপর ভেকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—চল ভাই, আমরা এই পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে গমন করি—কারণ এস্থানে সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে আমাদের আহারীয় বস্তুর অপ্রতুল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া অপরাপর মণ্ডুকগণ বলিল, রে নির্ব্বোধ! আমরা পুরুষানুক্রমে এই হ্রদে বাস করিয়া আসিতেছি, কখনও এরূপ সঙ্কল্প আমাদের মনে উদিত হয় নাই। অতএব তুমি এ দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর, নতুবা তোমাকে অশেষ কষ্টে পড়িয়া স্বীয় কুকর্ম্মের জন্য বিলাপ করিতে হইবে, অতএব সাবধান হও, আমাদের কথা রক্ষা কর, পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম, কিন্তু সেই হীনমতি ভেক কাহারও কথা শ্রবণ না করিয়া মহাহ্লাদে, সপরিবারে সেই হ্রদ ত্যাগ করিয়া অন্য জলাশয়োদ্দেশে গমন করিতে লাগিল।

পথিমধ্যে এক ক্ষুদ্র নদী দেখিয়া দুর্ম্মতি মণ্ডুক পুত্র কলত্র সহ উহার দিকে গমন করিতে লাগিল। ঐ নদীতে এক প্রকাণ্ড বৃদ্ধ সর্প বাস করিত, সে তথাকার মণ্ডুককুল নির্ম্মূল করিয়া, আহারাভাবে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ দর্শন করিতেছে, এমন সময় ঐ ভেক সপরিবারে তাহার করাল আঁস্যের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সে যদিচ্ছা উহাদিগকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলে হীনমতি মণ্ডুক কোন প্রকারে তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া প্রাণভয়ে পুনরায় পুরাতন বাসস্থান সেই হ্রদে গমন করতঃ, নিজে প্রাণ রক্ষা করিল। তদ্দর্শনে তাহার বন্ধুবান্ধবগণ, রে নির্ব্বোধ! রে মণ্ডুকাধম! তুই একি করিলি! অকারণে স্বীয় পরিবারবর্গের বিনাশ সাধন করাইলি—এই বলিয়া নানারূপ ভৎর্সনা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই সন্তপ্ত, পুত্র কলত্র শোকে অর্জ্জরিত ভেক, বাঙ নিস্পত্তি না করিয়া নতশিরে সকলকার তিরস্কার সহ্য ও স্বীয় কর্ম্মের ফল অনুভব করিতে লাগিল। অতএব যে ব্যক্তি বিজ্ঞ জনের কথায় অবাধ্য হইয়া কর্ম্ম করে তাহাকে নিশ্চয়ই ঐ মণ্ডুকের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়, এখনও তুমি আমার কথা রাখ ও ক্ষান্ত হয়, সেস্থানে অদ্যাপি কেহ যাইতে পারে নাই, যদি কখনও কেহ গিয়া থাকে, তাহাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় নাই। আমার বোধ হয়, তুমি উম্মত্ত হইয়াছ, গৃহে গিয়া রীতিমত চিকিৎসা করাও। —হাতেম বলিলেন—বিজ্ঞবর! আপনি

অনুগ্রহ আমার মঙ্গলের জন্য সমস্ত বলিতেছেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু সঙ্কল্পিত পুণ্যকর্ম্ম হইতে আমি কদাচ নিবৃত্ত হইতে পারিব না। সুতরাং আপনার কথা কোন প্রকারেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া কত্তাল নগরের পথ আমাকে দেখাইয়া দিন, আমি স্বকার্য্য সাধনে গমন করি। অনন্তর যখন হাতেম কোন মতে নিরস্ত হইলেন না, তখন বৃদ্ধ কিছুদূর তাঁহার অনুগমন করিয়া বলিলেন—ওহে বিদেশী যুবা। এস্থান হইতে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে গমন করিবে। পথি মধ্যে অনেকানেক নগর, গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তৎপরে এক পর্ব্বত দেখিতে পাইবে, ঐ পর্ব্বতোপরি নানা প্রকার শ্বাপদ জন্তু সতত বিহার করিতেছে, যদি তথা হইতে তোমার পিতৃপুণ্যবলে পরিত্রাণ পাও, তাহা হইলে তোমার জনম সার্থক মনে করিও, তাহার পর এক প্রকাণ্ড শ্যামল প্রান্তরে উপস্থিত হইবে, তথায় সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের মহিমা সকল যুগপৎ তোমার মনপ্রাণ হরণ করিবে; অনন্তর ঐ প্রান্তর পার হইয়াই দুইটী পথ প্রাপ্ত হইবে, একটি বামে ও অপরটি দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। শুনিয়াছি, বামদিকের পথ পরিষ্কার ও বিপদশূন্য, কিন্তু দক্ষিণ পথে গমন করিলে যদিও গন্তব্য কত্তাল নগর কিছু নিকট হইবে বটে, তথাপি সে পথে কদাচ গমন করিও না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন—

বিপদ বিহীন যদি বাঁকা পথ হয়।
যাও হে পথিক তুমি হইয়া নির্ভয় ॥
কালপূর্ণ না হইলে কে কোথায় মরে।
তবু কেবা হাত দেয় ভুজঙ্গ বিবরে ॥

দেখিও, সাবধান, যদি আমার কথা না শুন, তবে নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্থ হইবে।

হাতেম সেই বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে একা গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়া এক গ্রাম দেখিতে পাইলেন, তথায় অনেক গুলি লোক একত্রিত হইয়া নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি করতঃ নৃত্য করিতেছেন, হাতেম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ উহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক উত্তম শিবির সংস্থাপিত ও উহার

চতুঃপার্শ্বে নানাপ্রকার আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে, লোকেরা স্থানে স্থানে বসিয়া আমোদ আহ্লাদে কাল ক্ষেপ করিতেছে, কোথাও বা নৃত্যগীতাদি অভিনয় এবং কোথাও বা পাক কার্য্য চলিতেছে। হাতেম তাঁহাদের কোন ব্যক্তিকে বলিলেন, ভাই হে! অদ্য তোমাদের কিসের উৎসব? সে ব্যক্তি বলিল, অহে বিদেশি! প্রতিবৎসর এই সময়ে এই প্রান্তরে একদিনের জন্য আমাদের এই উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের কারণ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর, কিছু দিন পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড ভুজঙ্গ আসিয়া গ্রামবাসীর উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত, আমরা নানা উপায়ে ঐ সর্পকে কোন প্রকারে দমন করিতে সক্ষম হই নাই, পরে উহারই আদেশে এই স্থির হইল, রাজা, প্রজা, দরিদ্র সকলেই স্ব স্ব বিবাহ যোগ্যা, কন্যা সাধ্যমত অলঙ্কারে সজ্জিতা করিয়া এই শিবির মধ্যে রক্ষা করিবে, আর গ্রামবাসী সকলে শিবিরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত, পান ভোজন করিবে; ইতিমধ্যে ঐ সর্প আসিয়া যুবারূপ ধারণ করতঃ সজ্জিত কন্যাগুলিকে দেখিয়া উহার মধ্য হইতে আপন মনমতটি বাছিয়া লইয়া চলিয়া যায়। আমরা সেই দুরন্ত অহী ভয়ে অগত্যা এইরূপ করিয়া থাকি, অদ্য নহবৎ বাদ্য শুনিতেছ, কল্য যদি এই স্থানে থাক, আমাদের বক্ষে করাঘাত শুনিতে পাইবে, কারণ কাহার কন্যাকে লইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই, আমাদিগকে প্রতিবৎসর এইরূপ একদিন আহ্লাদ করিয়া একবৎসর শোক করিতে হইতেছে, কি করিব উপায় নাই। হাতেম আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, এরূপ কার্য্য কখনই সর্প দ্বারা হইতে পারে না, ইহা অবশ্য জীন জাতির অত্যাচার তাহার সংশয় নাই, পরে তাঁহাদিগকে বলিলেন, ওহে বন্ধুগণ! চিন্তা করিও না, আমি অদ্য রাত্রিতে তোমাদিগকে এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিব, তোমরা সাহসী হইয়া আমার কথামত কার্য্য করিও, আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিব, এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কতকগুলি লোক তাহাদের ভূম্যধিকারীর নিকট এই সংবাদ কহিল, তিনি হাতেমকে আপন নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন, বাপু হে! তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, বাস্তবিক তুমি কি অদ্য আমাদিগকে সেই দুর্দ্দান্ত ভুজঙ্গ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? যে সর্প কিরূপ সর্প, তুমি কি তাহা বিশেষ অবগত আছ? তোমাকে দেখিয়াই আমার

রূপে কেমন এক অভাবনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে যেন স্পষ্টই বোধ হই-তেছে আমাদিগকে এই অপার দুঃখার্ণব হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই ঈশ্বর তোমাকে ভেলা রূপে অদ্য এখানে পাঠাইয়াছেন। হাতেম বিনীতভাবে উত্তর করিলেন; বলিলেন, মহাশয়। আমি সমস্ত বুঝিয়াছি, ইহা প্রকৃত সর্প নহে, জীন জাতি, জীন জাতিরা যখন মনুষ্যের উপর দৌরাত্ম্য করে তখন এই মতই করিয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আমি কৌশলে অদ্য আপনার শত্রু বিনাশ করিব। ভূম্যধিকারী বলিলেন, বাপু তুমি যদি সেই পাপ হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পার, আমি অদ্য প্রজাবৃন্দ সহ তোমার নিকট বিক্রীত হইব। হাতেম বলিলেন, মহাশয়! আপনাকে এরূপ কাতরতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি জন্মাবধি স্বীয় প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পরের উপকারের জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, পরোপকারই আমার পরমব্রত, এক্ষণে আমি যে পরা-মর্শ দিব আপনাদিগকে উহা পালন করিতে হইবে, ভূম্যধিকারী বলিলেন, আমাদিগকে তুমি যাহা করিতে বলিবে, আমরা তাহাই করিব, এক্ষণে কি করিতে হইবে বল। হাতেম বলিলেন, যখন সেই সর্প আসিয়া কাহারো কন্যা হরণে উদ্যত হইবে, তখন তিনি যেন সাহসে ভর করিয়া বলেন "হে সর্প! তোমার এ কন্যা গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু আমার এক নিবেদন শুন, অদ্য আমাদের ধর্ম্মযাজক পুত্র এস্থানে আসিয়াছেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহারা সকলে একবাক্যে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সর্পাগমের অপেক্ষায় শিবিরে একত্রে বসিয়া কথোপ-কথন করিতে লাগিল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় সর্পাগমনের সূচনা হইলে লোকেরা হাতেমকে বলিল, ওহে যুবা! দুরন্ত ভুজঙ্গ আসিতেছে, হাতেম শিবির বহির্ভাগে আসিয়া দেখিলেন—সত্য সত্য সর্প যেন মস্তক দ্বারা আকাশকে স্পর্শ করিয়া আসি-তেছে, তাহার দেহের ইয়ত্তা হয় না; এমত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তী যে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দৈত্য দানবগণও তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করে না। আগ-মনের সময় উহার দেহের আন্দোলনে বৃক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি চুর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। হাতেম সেই ভুজঙ্গ দর্শনে বস্তুতঃ মনে মনে কিছু ভীত হইলেন।

ভুজঙ্গ শিবিরের নিকট আসিয়া এমন বেগে স্বীয় পুচ্ছ ঘূর্ণায়মান করিল যে, গ্রামবাসী সকলেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূতলশায়ী হইল, অনন্তর সর্প চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যখন দেখিল, সকলেই ভীত ও ভূতলশায়ী তখন একবার ভূতলে অবলুণ্ঠন করতঃ দিব্য এক যুবার রূপ ধারণ করিল, গ্রামের লোকেরা তাহাকে প্রণাম করিল, অনন্তর ভূম্যধিকারী সভয়ে যুবার হস্ত ধারণ করিয়া শিবির মধ্যে এক রত্ন সিংহাসনে বসাইলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবা গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, এক্ষণে সকলে আপনাপন কন্যা দেখাও, ভূম্যধিকারী যুবার হস্ত ধারণ করিয়া যে শিবির মধ্যে কন্যাগণ অবস্থান করিতেছিল, উহাতে প্রবেশ করিলেন। যুবা একে একে সমস্ত কন্যা গুলি দেখিল, কিন্তু কাহাকেও মনোনীত হইল না, অনন্তর ভূম্যধিকারীর কন্যাকে দর্শন করতঃ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, আমি এই কন্যাটি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, ভূম্যধিকারী বলিলেন, ইহাতো অতি উত্তম কথা, আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি আমার কন্যাটিকে মনোনীত করিয়াছেন, কিন্তু আমার এক নিবেদন আছে, আমাদের প্রধান ধর্ম্মযাজক পুত্র এতদিন স্থানান্তরে ছিলেন, অদ্য হেথায় আসিয়াছেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, আপনার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। যুবক নতশির হইয়া কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলিল, ভাল তাহাকে আনয়ন কর। হাতেম শিবির পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, আহ্বান মাত্র সেই যুবার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জীন যুবা হাতেমকে বলিলেন—ওহে যুবা! আমি বহুদিন হইতে এস্থানে আধিপত্য করিতেছি, কই তোমাকে তো কখন দেখি নাই? সত্য বল, তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিলে, আমার অধিকৃত লোকসমূহকে কুমন্ত্রণা দিয়া কিজন্য এই গ্রামকে বিনাশ করাইতে উদ্যত হইয়াছ? যাহা হউক, এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি ব্যক্ত কর। হাতেম বলিলেন, আমিই এই স্থানের প্রকৃত প্রভু, যতদিন আমি অনুপস্থিত ছিলাম, তুমি আধিপত্য করিয়াছ, এক্ষণে আমি উপস্থিত, অতএব কন্যার বিবাহ কালে পুরুষানুক্রমে যে রীতি চলিয়া আসিতেছে, উহাই হইবে এবং "যে ব্যক্তি সেই রীতির অনুগামী হইবে, তাহাকেই কন্যা দান করা হইবে।" জীন যুবা বলিল, সে রীতি কি? হাতেম স্বীয় জল্লুক কন্যা-দত্ত গোটিকা বাহির করিয়া বলিলেন, এই গোটিকা জলে ঘর্ষণ করিয়া আমরা বরকে ঐ

অল্পপান করিতে দিয়া থাকি। জীন যুবা বলিল, ইহাতে আমি অস্বীকৃত নহি। হাতেম গোটিকাজলে ঘর্ষণ করত, উহা যুবাকে পান করিতে দিলেন। জীন যুবা জানিত না যে, সেই গোটিকা ঘর্ষিত-বারি তাহার পক্ষে অপকারী হইবে, সে অহঙ্কারপূর্ব্বক যেমন উহা পান করিল, অমনি স্বজাতীয় বিদ্যা-বুদ্ধি চ্যুত হইল, তথাপি অহঙ্কার সহকারে বলিল, ওহে যুবা! তোমাদের আর কি কি রীতি আছে প্রয়োগ কর, আমি কিছুতেই অস্বীকৃত নহি। অনন্তর হাতেম এক চর্ম্মাধার (কুপা) আনাইয়া বলিলেন, তুমি ইহাতে প্রবেশ কর এবং আমি ইহার মুখ রোধ করি, ইহা হইতে তুমি নির্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে তোমার অভিলষিত কন্যা লইয়া প্রস্থান কর। এবং যদি বাহির হইতে না পার, তাহা হইলে তোমার জীবন দণ্ড হইবে। জীন যুবা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সদর্পে সেই কুপার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হাতেম কুপার মুখ উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া স্বীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, মন্ত্রগুণে বন্ধন এত দৃঢ় হইল যে, জীন যুবা যথাসাধ্য বল প্রয়োগ করিয়াও উহা হইতে নির্গত হইতে পারিল না, অনন্তর হাতেমের আজ্ঞানুসারে গ্রামবাসীরা সেই কুপাবদ্ধ জীনকে অগ্নিকুণ্ডে রাখিয়া ভস্মসাৎ করিল।

ভূম্যধিকারী হাতেমের এই অসম সাহসিক কর্ম্মের বিস্তর প্রশংসা করিয়া পুরস্কারস্বরূপ বহু ধন রত্ন দান করিতে উদ্যত হইলেন। হাতেম বলিলেন—মহাশয়। ঈশ্বর প্রসাদে আমার যথেষ্ট ধনরত্ন আছে, অতএব আপনি এই সমস্ত, পৃথিবীর নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করুন। তিনি হাতেমের প্রস্তাবানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ধন, দীনদুঃখীদিগকে দান করিলেন। হাতেম দিবসত্রয় সেই স্থানে অবস্থান করতঃ চতুর্থ দিনে ভূম্যধিকারী ও গ্রামবাসী সকলের নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন।

কিছুদিন গত হইলে, বৃদ্ধের নিকট যে শৈলের বার্ত্তা শুনিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তর ক্রমশঃ পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলেন এবং আরোহণকালে পর্ব্বতের বিচিত্র শোভা দর্শনে নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন, এইরূপে বন্যফল ও নির্ঝরিণী জলে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া পর্ব্বতের অপর পারে এক প্রকাণ্ড—

বনে অবতীর্ণ হইলেন। সেই বন পার হইয়াই এক উত্তর পথের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, তথায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, দক্ষিণের পথ অবলম্বন করি, কি বাম দিকের পথে চলিয়া যাই, এমন সময় সেই বৃদ্ধের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি দক্ষিণাবর্ত্ম পরিত্যাগ করতঃ বাম দিকে গমন করিতে লাগিলেন, পরে কিছুদূর গমন করিয়া ভাবিলেন, বৃদ্ধ বলিয়াছেন, বাম দিকের পথ যদিও বিপদশূন্য কিন্তু অতি বক্র ও গন্তব্য স্থানে যাইতে বিলম্ব হইবে আর দক্ষিণ দিকের পথে গমন করিলে, বিপদ সমূহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যদি জীবিত থাকা যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব; আমার যদি আয়ুঃশেষ হইয়া থাকে, যে পথেই যাই, আমার মৃত্যু হইবেই হইবে, তবে কেন বাম দিকের বক্র পথে গমন করিব, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইবে। আমি দক্ষিণের পথে গমন করিব? বিশেষতঃ ঈশ্বরের কৃপায় দক্ষিণ দিকের পথ আমা দ্বারা যদি বিপদ শূন্য হয়, তাহা হইলে পথিকবৃন্দের গতায়াতের সুবিধা হইবে, তাহাতে আমার জীবন সংশয় হইলেও সৌভাগ্য মনে করিব। এইরূপ স্থির করতঃ বামদিকের পথ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দক্ষিণ পথ অবলম্বন করিলেন।

কিছু দূর গমন করিয়া এক প্রকাণ্ড বর্ব্বুল বৃক্ষপূর্ণ বনে প্রবেশ করিলেন। উহার সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে গাত্রবস্ত্র ছিন্ন ও দেহ এবং চর্ম্মপাদুকা ভেদ করিয়া চরণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। অনন্তর বৃদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! আপনা হইতেই এরূপ বিপদে পতিত হইয়াছি এখন আর ভাবিলে কি হইবে, অনন্তর অতি কষ্টে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে সেই বন পার হইয়া বনান্তরে প্রবেশ করিবামাত্র দলে দলে গোধিকা ও অপরাপর হিংস্র এবং বিষধর জন্তুগণ আসিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিল। তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হায়! বিজ্ঞজনের কথা না শুনিলে লোকের এই রূপ শাস্তিই হইয়া থাকে, হা বিধাতঃ! এত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমাকে সামান্য সরীসৃপের মুখে প্রাণ দিতে হইল? এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে অকস্মাৎ

এক বৃদ্ধ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, ওহে হাতেম। তুমি এ কি করিতেছ? বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ না শুনিয়া এই ভয়াবহ দুর্গমপথে আসিয়া স্বীয় জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ? যাহা হউক, ব্যাকুল হইও না, তোমার নিকট ভল্লুক-কন্যা-দত্ত যে গোটিকা আছে, উহা অবিলম্বে ভূমিতে রক্ষা করিয়া ঈশ্বরের মহিমা দর্শন কর। এই কয়েকটি কথা বলিয়াই বৃদ্ধ অন্তর্দ্ধান হইলেন। হাতেম তৎক্ষণাৎ বস্ত্র মধ্য হইতে গোটিকা বাহির করিয়া ভূমিতে রক্ষা করিবামাত্র ভূমি ক্রমান্বয়ে পীত, কৃষ্ণ, হরিৎ অনন্তর লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, এবং সরীসৃপসমূহ পরস্পর পরস্পরকে দংশনকরতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তিনি সরীসৃপগণের ধ্বংশ ও ঈশ্বরের ঈদৃশ মহিমায় বিষয় আলোচনা করিতে করিতে গোটিকা বস্ত্র মধ্যে রক্ষা করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কিছু দিন পরে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইলেন; তথাকার তীক্ষ্ণধার শলাকাসম প্রস্তর ও ধাতু সকল পাদুকা ভেদ করিয়া তাঁহার চরণ বিদ্ধ করিতে লাগিল, তিনি ব্যথিত হইয়া নানা কৌশল উদ্ভাবন করিলেন, কখন চরণতল স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রবন্ধন করিয়া, কখন বা কোন বৃক্ষপত্র পদে বন্ধন করিয়া বিনামা পরিধান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না, যে স্থানে পদ বিক্ষেপ করেন, সেই স্থানেই সূচিকাসম ধাতুখণ্ড সকল বিদ্ধ হইতে লাগিল। পরিশেষে অতি কষ্টে সেই প্রান্তর পার হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করতঃ চরণতলের শলাকা বিদ্ধ ক্ষত স্থান দর্শন করিতে লাগিলেন, কোথাও বা শলাকার অগ্রভাগ ভগ্ন হইয়া বিদ্ধ রহিয়াছে, কোন স্থানে রুধির নির্গত হইতেছে, চরণ যুগল এমত বেদনাযুক্ত হইল যে, উঠিয়া স্থানান্তরে যাইতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, তথাপি কি করেন, ক্ষতস্থানে বস্ত্র বন্ধন করতঃ খঞ্জের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ কষ্টে কিছু দিন গমনের পর পুনরায় এক ভয়ানক দুর্গম বনে উপস্থিত হইলেন।—উহাতে প্রবেশ করিবামাত্র দলে দলে বৃশ্চিক আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিল, শত শত মধু ও বন্য মক্ষিকা একত্রে আসিয়া তাঁহাকে অনুপ দংশন করিতে লাগিল যে, তিনি তাহার জ্বালায় অস্থির ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় সেই

বৃদ্ধ পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন, ভয় নাই, সাহসে ভর করিয়া পুনরায় তোমার গোটিকা বাহির করতঃ এই স্থানে রক্ষা কর এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দেখ, বলিয়া পূর্ব্বমত অন্তর্দ্ধান। হাতেম কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাই করিলেন, ক্ষণকাল মধ্যে বৃশ্চিকগণ যে যেখানে ছিল, সে সেইস্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং পতঙ্গগণও বন পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভাবিলেন, সেই বিজ্ঞ আমারে দক্ষিণপথে আসিতে ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমা-যয়ে এইরূপ কষ্টে পতিত হইলাম—যাহা হউক, এখন আমার সৌভাগ্য বশতঃ যদি এই পথ সুগম হয়, লোকজন স্বচ্ছন্দে গতিবিধি করিতে পারে, তাহাই বা মন্দ কি ? না হয় আমার শরীরে কিছু কষ্ট সহ্য হইল। দ্বিতীয় চিন্তা, যে বৃদ্ধ আবির্ভূত হইয়া আমাকে বিপদ হইতে ক্রমান্বয়ে উদ্ধার করি-তেছেন তিনিই বা কে ? তাঁহার ধীর প্রশান্তমূর্ত্তী দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, মলকা অমরিপোশ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যখন বিপদে পতিত হই, তখন যে মহাপুরুষ আমাকে বিপদপুঞ্জ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইনিও সেই ঈশ্বরা-দিষ্ট বৃদ্ধ খাজা খেজর তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আহা। বলিতে গাত্র রোমাঞ্চ হয়, ঈশ্বরের কি অপার মহিমা ! যে জন একান্ত মনে তাঁহার শরণা-পন্ন হইয়া থাকে, কাহার সাধ্য তাহাকে বিনাশ করে। লোক এই জন্যই বলিয়া থাকে, ঈশ্বর মারিলে রাখে কে, এবং ঈশ্বর রাখিলে মারে কে ? আমার ঠিক তাহাই হইয়াছে ; এজীবনে কত কষ্ট পাইলাম, এমন কি প্রাণ লইয়াও অনেক স্থানে টানাটানি হইয়াছে, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর আমার রক্ষাকর্ত্তা, সুতরাং অবিনাশী হইয়া আমি এ পর্য্যন্ত পৃথিবী-পর্য্যটন করিতেছি।

কিছুদিন পরে এক নগরে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়যুক্ত হইয়া বলিল, অহে বিদেশী যুবা ! তুমি কোন্‌পথে এ নগরে আসিলে ? হাতেম উত্তর করিলেন, আমি দক্ষিণ দিকের পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি। নাগরীয় লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সেকি ! তুমি দক্ষিণ দিকের পথ অতিক্রম করিয়া জীবন্ত কি প্রকারে আসিলে ? ক্রমান্বয়ে বর্ব্বুল, গোধিকা, বৃশ্চিক, কণ্টকময় খাদ্যপূর্ণ বন ও

প্রান্তর অতিক্রম করতঃ তুমি জীবিত কি প্রকারে আসিলে? হাতেম উত্তর করিলেন, বন্ধুগণ! তোমরা যাহা বলিতেছ, সমস্তই সত্য; আমি কেবল ঈশ্বরের কৃপায় সমস্ত দুর্গমস্থান অতিক্রম করিয়া এস্থানে আসিয়াছি, অবশ্য ইহাতে আমার শারীরিক কষ্ট বহুদূর হইতে হয় হইয়াছে, কিন্তু আমার দ্বারা গোধিকা, বৃশ্চিক প্রভৃতি সরীসৃপ ও অপরাপর হিংস্র ও বিষধর কীট পতঙ্গাদি সমস্ত বিনষ্ট হইয়া পথ এক প্রকার সুগম হইয়াছে, কণ্টকাকীর্ণ ও বালুকাপূর্ণ প্রান্তর এখন সেই ভাবেই আছে। অনন্তর নগর মধ্যে এই সমাচার নীত হইলে দলে দলে বণিকগণ দক্ষিণ-পথে গতায়াত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সুসংবাদ স্থানীয় রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি ইহার সত্য নিরূপণার্থে কয়েকজন পদাতিক ঐ বণিকগণের সহিত প্রেরণ করিলেন, এবং হাতেমকে নিজ নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন, অহে বিদেশী! তুমি পথে নানা কষ্ট সহ্য করিয়াছ, অতএব কিছুদিন এইস্থানে অবস্থান করিয়া বিশ্রাম কর, পরে যথেচ্ছা গমন করিও। রাজা প্রকাশ্যে হাতেমকে এইকথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা যে, যদি দক্ষিণ দিকের পথ প্রকৃত সুগম হইয়া থাকে, তবেই উত্তম, নতুবা হাতেমকে শূলদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

কিছু দিন পরে প্রেরিত পদাতিকগণ প্রত্যাগমন করিয়া নিষ্কণ্টক পথের বিষয় রাজাকে সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, দক্ষিণ দিকের পথ বিপদশূন্য হইয়াছে, এখন যাহার ইচ্ছা ঐ পথে অবাধে গমন করিতে পারে। পরে হাতেমকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, অহে ঈশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ! আমি তোমার নিকট বাহিক বন্ধুভাব দেখাইয়া মনে মনে তোমার অনিষ্ট কামনা করিয়া অপরাধ করিয়াছি, অতএব আমাকে ক্ষমা কর। যদি তোমার কথা মত দক্ষিণ পথ সুগম না হইয়া পূর্ব্বমত দুর্গম থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে প্রকাশ্য রাজপথে শূলদণ্ডে দণ্ডিত করিব মনে মনে এরূপ স্থির করিয়াই রক্ষকবর্গের হস্তে তোমারে ন্যস্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন জানিলাম, তোমার কথা সমস্তই সত্য, তখন কৃত অপরাধের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হাতেম বলিলেন, সে জন্য আপনি কিছু মনে

করিবেন না। আপনি রাজনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন ইহাতে আপনার বিন্দুমাত্র পাপ হইবে না, পরন্তু আমি ইহাতে আপনার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম; ইহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইল, আপনি সত্যের আদর ও অসত্যকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন; রাজাদিগের এ রীতি অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। অতএব ইহার জন্য আপনার আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে, আপনি প্রকৃত রাজোচিত কার্য্যই করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আপনি যে আমাকে এই সমস্ত বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন, আমি একা কি প্রকারে লইয়া যাইব? রাজা বলিলেন, সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, যত বাহকের আবশ্যক হইবে আমি প্রদান করিব; তাহারা স্বচ্ছন্দে তোমার বাটীতে পৌঁছাইয়া আসিবে। হাতেম বলিলেন, মহাশয় আমি কোন বিশেষ কর্ম্মের জন্য কোন স্থানে যাইতেছি। রাজা বলিলেন, সে বিশেষ কার্য্য কি এবং কোন স্থানেই বা, যাইতে হইবে? হাতেম উত্তর করিলেন, কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমাকে কতান নগরে যাইতে হইবে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া পথপ্রদর্শকস্বরূপ আমার সহিত দুই একজন লোক দিলে বড়ই উপকৃত হইব। রাজা বলিলেন, তুমি একের পরিবর্ত্তে দশজন লোক লইয়া যাইতে পার, কিন্তু কতান নগরে তোমার কি প্রয়োজন আছে জানিতে ইচ্ছা করি। হাতেম বলিলেন, শুনিয়াছি বাদগীর্দ নামক স্নানাগার সেই স্থানে অবস্থিত, উহা দর্শন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন, অহে বিদেশী যুবা! তুমি এ অভিলাষ পরিত্যাগ কর, কারণ, আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি একবার তথায় গমন করে, সে ইহ জন্মে আর সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারে না, অতএব, জানিয়া শুনিয়া এরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হইবার কারণ কি? হাতেম বলিলেন, অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে কিন্তু ঐ স্থানে আমাকে যাইতেই হইবে। রাজা তাঁহার গমনে বাধা দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না, পরিশেষে অগত্যা পথপ্রদর্শকস্বরূপ দুই জন ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে দিলেন।

হাতেম, ভৃত্যদ্বয় সমভিব্যাহারে অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলেন; একদিন কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া ভৃত্য দুই জন করযোড়ে তাঁহাকে বলিল,

মহাশয়! ইচ্ছা যে আমাদের অধিকার শেষ হইয়া কতান নগরের সীমা আরম্ভ হইল, সুতরাং আমাদের আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই, অতএব আমাদিগকে এই স্থান হইতে বিদায় করুন, তিনি বিরুক্তি না করিয়া সেই স্থান হইতে ভৃত্যদ্বয়কে বিদায় দিয়া একাকী গমন করিতে লাগিলেন; ক্রমশঃ এক জনপদে উপস্থিত হইলে, তথাকার অধিবাসীরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এবং তিনি কোন্ পথ দিয়া সেস্থানে আসিলেন, এই প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন ও পথের সুসংবাদ তাহাদিগকে বলাতে তাহারা বড়ই প্রীত হইল। অবশেষে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সেই স্থানেরই নাম কতান, তিনি গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক এক পান্থশালায় আশ্রয় লইলেন, এবং দুই চারি দিন সেই স্থানে অবস্থান করতঃ এক দিন তথাকার রাজাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে চারিটি বহুমূল্য রত্ন লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, দ্বারবান রাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিকটে ডাকাইলেন। হাতেম রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ করযোড়ে অভিবাদন করতঃ ঐ রত্ন চতুষ্টয় তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলে রাজা প্রতিনমস্কার করিয়া নিজ পার্শ্বে এক উত্তম আসনে বসিতে আজ্ঞা করিয়া, তাঁহার নাম, ধাম, আগমনের কারণ সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম স্বীয় নাম, ধাম সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, মহারাজ আমি পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া, স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করতঃ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। সম্প্রতি এই নগরে উপস্থিত হইয়া, আপনার রাজকার্য্যের সুখ্যাতি শ্রবণে শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছি। রাজা হাতেমের বিনয়নম্রবচনে বিশেষতঃ বহুমূল্য রত্ন চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়া বলিলেন, অহে বিদেশী যুবা! আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তুমি আমার নিকট অবস্থান করিয়া নিজে সুখে অবস্থান কর এবং আমাকেও সুখী কর, আমার এই ইচ্ছা। তোমার মত বয়স্য ও সুজন কুমার সহবাসই আমার পক্ষে উত্তম উপহার, তোমাকে আর অন্য উপহার দিতে হইবে না, এই বলিয়া রত্ন কয়টি লইয়া হাতেমকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

উদ্গারণ করিলেন। হাতেম যোড়হস্তে, বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, সেকি মহারাজ! যাহা একবার দান করিয়াছি, তাহা পুনরায় গ্রহণ কি প্রকারে করিব? রাজা কিছু লজ্জিত হইয়া রত্ন কয়টি নিজ নিকটে রক্ষা করতঃ বলিলেন, অহে বিদেশী যুবা! আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি পারিষদ হইয়া প্রতি দিবস আমার রাজসভাতে অবস্থান কর; হাতেম যোড়হস্তে মস্তক অবনত করিয়া তাহাই হইবে বলিয়া অতি নম্রভাবে উত্তর করিলেন।

সেই দিন হইতে হাতেম পান্থশালা পরিত্যাগ করিয়া রাজভবনের কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার পরিচর্য্যার্থে অনেক দাস দাসী নিযুক্ত হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে রাজার সহিত তাঁহার এরূপ সৌহৃদ্য বৃদ্ধি হইল যে, রাজা ক্ষণমাত্র হাতেম অদর্শনে স্থির থাকিতে পারেন না। একদিন রাজা হাতেমের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার শয়ন মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, হাতেম শশব্যস্তে রাজাকে স্বীয় পর্য্যঙ্কে বসাইয়া করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা তাঁহার সৌজন্যে বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন, ইত্যবসরে হাতেম আরও দুটি বহুমূল্য রত্ন বাহির করিয়া রাজার সম্মুখে পর্য্যায়োপরি রক্ষা করতঃ অভিবাদন করিলেন, ইহা দর্শনে রাজা হাতেমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে উপহার প্রদানে লজ্জিত করিতেছ কেন? আমার মন তোমার প্রতি সদাই প্রসন্ন আছে। বার বার এইরূপ উপহার প্রদানের আবশ্যক কি? কই তুমি এত দিন আমার সদস্যরূপে অতিবাহিত করিতেছ কিন্তু কখনই ত কোনরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিলে না, তোমার অভিষ্টসাধন করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তদণ্ডেই তাহা সম্পাদিত হইবে। হাতেম করযোড়ে বলিলেন, মহারাজ! আপনার কৃপায় আমার কোন বস্তুরই অভাব নাই; আমি উদাসীন, আমার প্রার্থনাই বা কিসের হইবে, আমি আপনার কৃপা ভিখারি তাহাও প্রার্থনার পূর্ব্বে আপনি স্বয়ং বিতরণ করিয়াছেন—তবে আর কি প্রার্থনা করিব? এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা, ঈশ্বর আপনার পরমায়ু বৃদ্ধি করুন, আপনি কুশলে থাকিয়া চিরকাল সুখে রাজত্ব করুন। আমি আপনার অধীনে পরম সুখে কালযাপন করিতেছি—তবে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে; বোধ হয় আমার যে

প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না; রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন সে কি—কথা !! তোমার এমন কি প্রার্থনা আছে যাহা পূর্ণ হইবে না? আমি তোমার উপর এতদূর প্রীত হইয়াছি যে, এক রাজমহিষী ব্যতিরেকে তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ উহা সম্পাদন করিব। ইহা শ্রবণ করিয়া হাতেম জিহ্বা দংশন করতঃ বলিলেন, মহারাজ! আপনি একি কথা বলিতেছেন, রাজমহিষী আমার মাতা—আমি আপনার নিকট ধনরাজ্য বা অন্য কিছুরই প্রার্থী নহি, তবে পাছে আমার প্রার্থনা উপেক্ষা করেন, সেই ভয়ে সহসা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। অনন্তর রাজা বলিলেন, তোমার অভিলাষ শীঘ্র প্রকাশ কর, শুনিতে আমার বড়ই কুতূহল জন্মিতেছে। হাতেম বলিলেন, মহারাজ! আপনি যদি অঙ্গীকার করেন যে, আমার প্রার্থনা কখনই উপেক্ষা করিবেন না, তাহা হইলে আমি প্রকাশ করি, অনন্তর রাজা শপথ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রার্থনা—নিশ্চয়ই পূর্ণ করিব; তখন হাতেম মৃদুস্বরে বলিলেন—মহারাজ! বাদগীর্দ স্নানাগার দর্শন করিতে আমার বড় ইচ্ছা আছে; অতএব অনুমতি করুন আমি ঐ স্নানাগারে গিয়া একবার স্নান করিয়া এবং তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া পরিতৃপ্ত হই—আমার আর অন্য প্রার্থনা কিছুই নাই।

হাতেমের মুখ নিঃসৃত এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিরে করাঘাত করিয়া অধোবদন হইলেন; তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া হাতেম মৃদুস্বরে বলিলেন—মহারাজ! আপনি এরূপ চিন্তান্বিত কি জন্য হইলেন? আমি আপনার আজ্ঞাধীন যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। রাজা বলিলেন, প্রিয়দর্শন আমার মনে যুগপৎ অনেকগুলি চিন্তার উদয় হওয়ায় বিহ্বল হইয়াছি, প্রথমতঃ অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করা রাজার প্রধান কার্য্য, সেই প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা, স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য, জীবনরক্ষা এই সমস্ত রাজার সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দেখ কিছুদিন পূর্ব্বে কতশত যুবা ঐ স্নানাগারে জীবন দিয়াছে; আমার বোধ হয়, তাহারাও কোন রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়াই এ জন্মের মত স্নানাগারে প্রবেশ করিয়াছে আর উহারা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; ঐ সমস্ত অকালমৃত্যু দেখিয়া আমি উহার মধ্যে আর কাহাকেও যাইতে দিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং উহার

প্রবেশ-দ্বারে রীতিমত রক্ষক রাখিয়া দিয়াছি ; একণে যদি তোমাকে তথায় যাইতে অনুমতি করি, তাহা হইলে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়। হয়ত তোমার মত ভক্তির স্বহৃদের অকালমৃত্যু আমার কদাচ প্রার্থনীয় নহে, কারণ তোমার অদর্শনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইব, তুমি আমার পুত্র স্বরূপ, অত্যন্ত ব্যথিত হয়ত তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি—তোমাকে স্নানাগারে যাইতে না দিলে তাহাই বা কি প্রকারে রক্ষা হয়, সুতরাং আমি এখন উভয় সঙ্কটে পতিত হইলাম। একণে তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, কর।

হাতেম অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, মহারাজ! আমি কোন বন্ধুর জীবন রক্ষার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় রাজ্য সুখ পরিত্যাগ করতঃ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি এইরূপে ঈশ্বরানুগ্রহে ছয়টি প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছি, এই অবশিষ্টটি সপ্তম বা শেষ প্রশ্ন, এইটি পূর্ণ হইলেই আমার সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা সফল হয় ; ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, ধন্য তোমার মাতা পিতা এবং তোমার স্বদেশীয় সাহসিকের ধন্যবাদ। তুমি পরের নিমিত্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও কুণ্ঠিত নহ, এরূপ লোক জগতে অতি বিরল—যাহা হউক, আমি যখন তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি, তখন তোমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, গমনে বাধা দিব না। অনন্তর প্রধান মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন, স্নানাগার রক্ষক সমীপে এঁহার নামে একপত্র লিখিয়া হাতেমের হস্তে প্রদান কর। হাতেম ঐ পত্রখানি এবং দুই জন পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া রাজাকে অভিবাদন করতঃ স্নানাগারাভিমুখে চলিলেন, যতক্ষণ হাতেম রাজার দৃষ্টির অগোচর না হইলেন ততক্ষণ তিনি অনিমিষ নয়নে হাতেমের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে হাতেম দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে দুঃখিত মনে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর হাতেম নগর পরিত্যাগ করতঃ এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া সঙ্গীদ্বয়ের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন ; কিছু দিন গমনান্তর সম্মুখে মেঘসদৃশ কোন বস্তু দেখিয়া তিনি পথ প্রদর্শক সহচরদ্বয়কে বলিলেন, ভাই হে! সম্মুখে উহা কি দেখা যাইতেছে? উহা কি কোন দুর্গ, না পর্বত? তাহারা উত্তর করিল, আপনি যে স্থানে যাইতেছেন উহা সেই স্থান, এখান হইতে বোধ হইতেছে অতি নিকট কিন্তু এখনও সপ্তাহ

কার্য্য অবিশ্রান্ত চলিলে তবে উঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া যাইবে। এইরূপে ক্রমাগত সপ্ত দিন চলিয়া হাতেম মানাগারের দ্বার দেশে উপস্থিত হইলেন; প্রবেশদ্বারে কতকগুলি সৈন্য রহিয়াছে দেখিয়া হাতেম সমীবরকে বলিলেন; এসৈন্য কাহার? তাহারা বলিল, আপনি যে রাজার নিকট হইতে আসিতেছেন, ঐ সমস্ত সেই কত্তান রাজার সৈন্য, আপনি যে সাবান এরাকের নামে পত্র আনিয়াছেন, তিনিই এই সমস্ত সৈন্যের অধ্যক্ষ। হাতেম অন্য কোন স্থানে বিলম্ব না করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ সাবান এরাকের নিকট গমন করতঃ নমস্কার করিয়া রাজদত্ত পত্রখানি উঁহার হস্তে দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ পত্রখানি লইয়া শিরোনামায় রাজনামাঙ্কিত মোহর দর্শনে বারবার চুম্বন করতঃ মস্তকে ধারণ করিল। অবশেষে পত্র পাঠ করিতে লাগিল; পত্রখানিতে লেখা ছিল, "আমি সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া পত্র বাহক এই যুবাকে মানাগার দর্শনে প্রেরণ করিতেছি: ইনি ইয়মন দেশীয় যুবরাজ, নাম হাতেম, ইনি আমার অতি স্নেহপাত্র, যদি তুমি ইঁহাকে শান্তনা বাক্যে বুঝাইয়া পুনরায় আমার নিকট প্রেরণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে রীতি মত পুরস্কৃত করিব। যদি ইনি কোন প্রকার উপদেশ না মানেন, অগত্যা মানাগারে প্রবেশ করিতে দিবে, প্রতিবন্ধকতা করিও না, কিন্তু সাধ্যানুসারে ইঁহাকে নিবৃত্ত করিতে ত্রুটি করিও না।" পত্র পাঠান্তে সৈন্যাধ্যক্ষ হাতেমের হস্ত ধারণ করিয়া সহোদরের ন্যায় নিজ নিকটে এক আসনে বসাইয়া অনেক প্রকার বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু জলৌকা যেমন পাষাণে সংলগ্ন হয় না, মরুভূমে যেমন বীজ রোপণ করিলেই অঙ্কুরিত হয় না, সেইমত সৈন্যাধ্যক্ষের উপদেশবাণীর একবর্ণও হাতেমের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল না। তিনি কিছু কর্কশ স্বরে বলিলেন, অহে সৈন্যাধ্যক্ষ। আমি যখন তোমার প্রভুর কথা শুনি নাই, তখন তোমার কথা কোথায় লাগে? কাল বিলম্ব না করিয়া আমাকে প্রবেশ করিবার অনুমতি দাও। অগত্যা সাবান এরাক হাতেমকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেল, কিন্তু তখনও নানা প্রকার মিষ্ট বচনে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, হাতেম সে সমস্ত কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই অদ্ভুত কারুকার্য্যবিশিষ্ট অত্যুচ্চ দ্বার দর্শন করিতে লাগিলেন, দেখিলেন দ্বারের উপর স্পষ্টাক্ষরে পারস্য ভাষায় এই কথা গুলি লেখা রহিয়াছে "এই

অদ্ভুত হামামগার কেউমর্স নামক রাজার অধিকার সময়ে নির্ম্মিত; ইহার নাম অনেক কাল পর্য্যন্ত জগতে প্রচলিত থাকিবে, যে কোন ব্যক্তি ইহাতে প্রবেশ করিবে তাঁহাকে ইহ জন্মে আর জীবিত বহির্গত হইতে হইবে না, ইহাতে প্রবেশ করিলে মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু যদি কোন নৈসর্গিক ঘটনা বশে জীবিত থাকে, কোন ক্রমে ইহ জন্মে আর ইহার বাহিরে আসিতে পারিবে না।" পাঠান্তে হাতেম মনে মনে ভাবিলেন, আর ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার আবশ্যক কি? এই লেখা পাঠেই তো সমস্ত বুঝা গেল। কিন্তু সেই সময় মনে হইল, যদি হোসনবানু, ইহার ভিতরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে কি বলিব, অবশ্যই লজ্জিত হইতে হইবে, অতএব এত কষ্ট স্বীকার করিয়া নিকটে আসিয়া প্রবেশ না করিয়া কখনই নিবৃত্ত হইব না, যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে, এই বলিয়া সঙ্গী লোকদিগকে বিদায় দিয়া নির্ভয়ে উহার মধ্যে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, সে সঙ্গী লোক জন নাই, প্রবেশ দ্বারও নাই, আপনি এক বনের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন; ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, সেকি! আমি সবে মাত্র আট দশ পদ অগ্রসর হইয়াছি, ইহার মধ্যেই পূর্ব্ব দৃশ্য সমস্তই অদৃশ্য হইল? এখন কি করি, দ্বার দেখিতে পাইলে না হয় পুনর্ব্বার বাহিরে যাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু তাহার চিহ্নও দেখিতে পাইতেছি না, এই রূপে দ্বার অন্বেষণ করিয়া চারি দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, অনন্তর কোন দিকেই বহির্গমনের পথ দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, হামামগারই অন্যায় প্রকৃত মৃত্যুর স্থান, এক্ষণে আর চিন্তা করিলে কি হইবে, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই এ স্থানে প্রবেশ করিয়াছি। কিছু দূর গমন করিয়া দেখিলেন, একটি লোক দ্রুত পদে তাঁহার দিকে আসিতেছেন, তখন তাঁহার মনে সাহস হইল, ভাবিলেন, এস্থানে অবশ্য জীবন্ত মনুষ্যও আছে; ক্রমে উভয়ে সম্মুখীন হইলে সেই লোক হাতেমকে নমস্কার করিয়াই বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি দর্পণ বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দান করিল, হাতেম দর্পণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তুমি কি 'নয়সুন্দর? নিকটে হামামগার আছে? 'সে উত্তর করিল, আজ্ঞা হাঁ আমি নয়সুন্দর, হামামগার অতি

নিকট। হাতেম বলিলেন, তুমি স্নানাগার পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বাহিরে-ছিলে? সে বলিল, আজ্ঞে মা কোথাও যাই নাই, আপনার মত যাত্রীর অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলাম, অদ্য আমার কি শুভ দিন যে আপনার মত রাজপুত্র যাত্রী পাইলাম। হাতেম বলিলেন, তুমি কি প্রকারে জানিলে আমি রাজপুত্র? নরসুন্দর বলিল, আজ্ঞে এটি আমাদের জাতীয় ক্ষমতা, লোকের মুখ দেখিলেই আমরা বলিতে পারি, কিরূপ অবস্থার লোক। হাতেম বলিলেন, তুমি এখানে একা আছ, কি তোমার সম-ব্যবসায়ী আরও লোক আছে। সে উত্তর করিল, এখানে আরও নরসুন্দর আছে, কিন্তু অদ্য আমার পালা, পর্য্যায়ক্রমেসকলেই এক একদিন পাইয়া থাকে। তৎপরে হাতেম বলিলেন, অদ্য আমার স্নান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, উত্তম রূপে গাত্র মার্জ্জন করিয়া আমাকে স্নান করাও, বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিব। নরসুন্দর যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল; কিছু দূর গিয়া সম্মুখে এক প্রকাণ্ড শ্বেত গুম্বজ দৃষ্ট হইল; উহার নিকট উপস্থিত হইয়া নরসুন্দর অগ্রে উহার মধ্যে প্রবেশ করতঃ হাতেমকে আহ্বান করিল, তিনি যেমন উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি উহার দ্বার আপনা হইতেই রুদ্ধ হইল। নরসুন্দর তাঁহাকে এক বিচিত্র স্ফটিক নির্ম্মিত জলাধারের নিকট লইয়া গিয়া বলিল, আপনি ইহার মধ্যে অবতরণ করুন, আমি আপনার দেহ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছি। হাতেম বলিলেন, পরিধেয় দ্বিতীয় বস্ত্র আমার নিকট নাই, তবে কি প্রকারে স্নান করিব? ইহা শুনিয়া নরসুন্দর নিজ নিকট হইতে এক উত্তম ধৌত বস্ত্র বাহির করিয়া দিল। অনন্তর হাতেম সেই জলাধারে অবতরণ করিলে নরসুন্দর উত্তম রূপে তাঁহার গাত্র মার্জ্জন করিয়া কিঞ্চিৎ ঈষদুষ্ণ জল তাঁহার হস্তে প্রদান করিল, হাতেম যাবজ্জ্বর সেই উষ্ণবারি নিজ মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন অকস্মাৎ এক অতি বিকট শব্দ আচ্ছাদিত ধূম উত্থিত হইল, উহাতে সেই স্নানাগার ঘোর অন্ধকারময় হইল। ক্রমে অন্ধকার বিলুপ্ত হইলে দেখি-লেন, সেই জলাধার, স্নানাগার বা নরসুন্দর কিছুই নাই, যেন ভৌতিক বলে সমস্তই একে বারে বিলুপ্ত হইল; তাঁহার পরিবর্তে তিনি এক কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত—গবাক্ষরহিত গুম্বজ মধ্যে নীত হইয়াছেন, উহাতে এমন

একটি ছিদ্র নাই, যাহার মধ্য দিয়া বায়ু বা সূর্য্যালোকের কথা দূরে থাকুক একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। তিনি স্থির হইয়া উহার মধ্যে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহার পদতলে জল অনুভূত হইল, দেখিতে দেখিতে ঐ জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া গহ্বর পূর্ণ হইল, সুতরাং তিনি আর দাঁড়াইতে না পারিয়া উহাতে ভাসমান হইলেন, পরিশেষে উহার চতুর্দ্দিকে সন্তরণ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই জন্যই এস্থান হইতে কেহ জীবিত ফিরিয়া যাইতে পারে না বোধ হয়. এই রূপে গহ্বর মধ্যে সন্তরণ করিতে করিতে সকলেই অবসন্ন হইয়া জল মগ্ন হওত প্রাণ পরিত্যাগ করে, আমারও সেই দশা ঘটিল, এই জন্যই হাতীম নৃপতি আমায়েই পুনঃ পুনঃ এস্থানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এই জন্যই সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাম এয়াক আমাকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছিল, আমি কাহারো নিষেধ না মানিয়া এখানে আসিয়াছি, জানিলাম এত দিন পরে নিয়তিই আমাকে এখানে আকর্ষণ করিয়াছে। এখন দুঃখ করা বৃথা, মনে বেশ জানি, আমি আত্মহত্যা করিতে এখানে আসি নাই, পরোপকার সাধন করিতেই এখানে আসিয়াছি, এরূপ অবস্থায় শত শত হাতেমের মৃত্যু হইলেও ক্ষতি নাই। মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, এদিকে জল ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার মস্তক গহ্বরের ছাদে গিয়া সংলগ্ন হইল; তাঁহার শরীরও ক্রমশঃ এত অবসন্ন হইল যে, জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলেন। এমন সময় অকস্মাৎ হস্তে এক শৃঙ্খল স্পর্শ হইবামাত্র তিনি যেমন উহা দৃঢ়রূপ ধারণ করিলেন, অমনি পূর্ব্বমত এক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল, সেই সঙ্গে তিনিও গহ্বর হইতে শত যোজন দূরে এক প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইলনা। তখন তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতে লাগিলেন, যখন সেই ভীষণ স্নানাগার হইতে জীবিত বহির্গত হইয়াছি, তখন বোধ হয় আমার আয়ু এখনও শেষ হয় নাই। অনন্তর তিন দিবস সেই প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া সুমুখে এক অট্টালিকা দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করিলেন, যে এস্থানে অবশ্য মনুষ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেই জনসমাজের মত মনুষ্য

থাকিলে আর আমার কি হইবে? যাহা হউক; মনে মনে এই রূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, অট্টালিকার সম্মুখে এক উত্তম উদ্যান রহিয়াছে, মনে করিলেন, যখন এরূপ উৎকৃষ্ট উদ্যান রহিয়াছে, অবশ্য এখানে উদ্যানপাল থাকিতে পারে। নিকটে গিয়া উহার দ্বার উন্মুক্ত দর্শনে, ভিতরে প্রবেশ করিলেন; দুই চারি পদ গমন করিয়া পুনর্ব্বার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, সেই প্রবেশ দ্বারের চিহ্নমাত্রও নাই, তিনি তথাপি সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সেই উদ্যানের পারিপাট্য দর্শনে তাঁহার মন এত আরূঢ় হইল যে, তিনি কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছেন সে সমস্ত একেবারে ভুলিয়া গেলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, এখানে অবশ্য মনুষ্য আছে, নচেৎ উদ্যান এমত সুচারুরূপে রক্ষিত হইবে কেন। আহা! বৃক্ষগুলি ফল পুষ্পেই কেমন শোভিত হইয়াছে। বৃক্ষতলস্থ মৃত্তিকা সদা সিক্তিত বলিয়া বোধ হইতেছে, যদি এখানে মনুষ্য না থাকিবে তাহা হইলে এ সমস্ত বৃক্ষে কে বারি সিঞ্চন করিল? এইরূপ আলোচনা করিতেছেন—এমন সময় দূরে এক জন লোক উদ্যানে কর্ম্ম করিতেছে দেখিতে পাইলেন, মনুষ্য দেখিয়া তাঁহার মনে কথঞ্চিৎ আনন্দের উদয় হইল বটে, কিন্তু সেই দরজন্দরের কথা মনে পড়ায় কিছু বিমর্ষ হইলেন। যাহা হউক, তথাপি তিনি দ্রুতপদে উহার নিকট উপস্থিত হইলেন; সে হাতেমকে দেখিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। হাতেম তাঁহাকে বলিলেন, ভাই যে তুমি কে? এখানে তোমা ভিন্ন অপর মনুষ্য দেখিতে পাইলাম না, আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় বড় কাতর, যদি তোমার সাধ্যায়ত্ত হয়, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর কর। সেই লোক উত্তর করিল, আমি উদ্যানরক্ষক, আপনি এ স্থানে কিরূপে আসিলেন বলুন; হাতেম বলিলেন, তুমি অগ্রে আমায় কিঞ্চিৎ পানীয় জল দানে পিপাসা দূর কর, পরে সমস্ত বলিব, উদ্যানরক্ষক তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া গেল এবং অনতি বিলম্বে এক খণ্ড রুটি, কিছু সুস্বাদু ফল ও একপাত্র সুশীতল পানীয় জল লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। হাতেম স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া অবধি পানাহার বর্জ্জিত ছিলেন, সুতরাং ঐ সমস্ত খাদ্য পাইয়া প্রথমতঃ তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলেন, পরে তৃষ্ণা দূর করিয়া

আপনি যেভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, সমস্ত তাহাকে বলিলেন ও তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে উদ্যান রক্ষক নিজ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল।

উদ্যানপাল বলিল, আপনি যে ভাবে এখানে আসিয়াছেন—আমিও সেই ভাবে আসিয়াছি। আমি একণে এস্থানে একা অবস্থান করি। ঐ যে বৃহৎ অট্টালিকা দেখা যাইতেছে—উহার সম্মুখে এক অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ আছে—সেই প্রাঙ্গণের মধ্য স্থানে এক উৎকৃষ্ট প্রস্রবণ, তাহাতে নানা বর্ণের মৎস্যগণ সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে, ঐ প্রাঙ্গণের চতুস্পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ পাষাণ পুত্তলি সকল দণ্ডায়মান আছে, উহারা সকলেই মনুষ্য, কর্ম্মফলে এস্থানে আসিয়া পাষাণময় হইয়াছে; পরে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে ক্রমান্বয়ে সকলেই আপনাপন পূর্ব্বা-বয়ব লাভ করিবে, কিন্তু কখনই এস্থানের বাহিরে যাইতে পারিবে না; আমিও পূর্ব্বে পাষাণময় হইয়াছিলাম, নিরূপিত সময় পূর্ণ হওয়ায় পুনরায় পূর্ব্ব শরীর ও জীবন লাভ করিয়া এই উদ্যানরক্ষকের কার্য্য করিতেছি। রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ পাষাণময় হইবার কারণ কি? সে বলিল, তাহাও বলিতেছি—শ্রবণ করুন। উদ্যানরক্ষক বলিল, ঐ সম্মুখস্থ হর্ম্ম্যের বারণ্ডায় উঠিতে হেমপিঞ্জরে এক শুক পক্ষী লম্বমান আছে, উহার কিঞ্চিৎ দূরে ঠিক সম্মুখে একখানি কাষ্ঠাসন পতিত এবং উহার পার্শ্বে একখানি ধনুক ও কতকগুলি বাণ রক্ষিত আছে; যে কেহ এস্থানে আসিবে, কাষ্ঠাসনে বসিয়া ধনুকে বাণ যোজনা করতঃ পিঞ্জরস্থ শুককে লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করিবে, প্রথম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্যকারী শত হস্ত পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহার পদতল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত পাষাণ হইবে, দ্বিতীয় লক্ষ্য, ভ্রষ্টকারী দুইশত হস্ত পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত ও কটিদেশ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত পাষাণ এবং তৃতীয় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবামাত্র, তিনশত হস্ত দূরে অর্থাৎ যে স্থানে আর আর পাষাণপুত্তলিগণ দণ্ডায়মান আছে, সমস্ত শরীর পাষাণময় হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আর যদি শুককে বাণবিদ্ধ করিয়া পিঞ্জর বাহির করা যায়, তাহা হইলে এস্থানের সমস্ত মায়ামন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ও পাষাণপুত্তলিকাগণ পুনরায় সজীব হইয়া পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, বহু দিন হইতে এখানে নূতন লোক আসা বন্ধ ছিল, অদ্য আপনাকে নূতন লোক

দেখিতেছি, ইহার কারণ কি ? আপনার আকৃতি প্রকৃতি ও মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এইবার এস্থানের মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন হইবে। হাতেম বলিলেন, এই স্নানাগার যে রাজার অধিকারভুক্ত, সেই রাজা অপমৃত্যু নিবারণার্থে এখানে কাহারো আগমন বন্ধ করিয়াছেন, আমি অনেক কষ্টে আসিয়াছি।

উদ্যানরক্ষক হাতেমকে সঙ্গে লইয়া সেই হর্ম্ম্য দেখাইয়া দিতে চলিল। তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র তত্রস্থ পাষাণপুত্তলি সমস্ত বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, হাতেম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—ইহাদের হাস্যের কারণ শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ যখন কোন আগন্তুক আইসে, ইহারা ক্রন্দন করিয়া থাকে, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া যখন হাস্য করিল, তখন আপনা দ্বারা নিশ্চয়ই সকলের উদ্ধার সাধন হইবে, সুতরাং হাস্য করিল। আপনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন, চিন্তিত হইবেন না। হাতেম বলিলেন—হাস্যের কারণ বুঝিলাম, কিন্তু ক্রন্দনের কারণ কি ? সে ব্যক্তি বলিল—ইহারা অপরাপর আগন্তুক দেখিয়া বুঝিতে পারিত যে, উঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, ইহারা যে পাষাণ সেই পাষাণ থাকিয়া যাইবে সুতরাং ক্রন্দন করিত।

অনন্তর হাতেম মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ক্রমশঃ হর্ম্ম্যের সোপানে উঠিতে লাগিলেন। দেখিলেন, উদ্যানরক্ষক যাহা যাহা বলিয়াছে সকলই সত্য; তিনি অগ্রসর হইয়া সেই কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন এবং ধনুকে তূণ যোজনা করতঃ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করিবামাত্র পিঞ্জরস্থ শুক সচকিত হইয়া স্থানান্তরে সরিয়া বসিল, বাণ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে হাতেমের পদতল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত তৎক্ষণাৎ পাষাণময় হইল। শুক পিঞ্জর হইতে হাস্য করিয়া বলিল "ওহে যুবক! তুমি এস্থানে আসিবার উপযুক্ত নহ, অতএব শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর।" শুকের মুখ হইতে এই কয়টি কথা নিঃসৃত হইবামাত্র হাতেম মনুর্ব্বাণসহ শতহস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তাঁহারপদদ্বয় এরূপ ভারগ্রস্ত হইল যে, তিনি আর কোন মতেই চলিতে পারিলেন না, তখন মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, কি যন্ত্রণা ? এরূপ অবস্থায় অবস্থান করা অপেক্ষা সর্ব্বশরীর পাষাণময় হওয়াই প্রার্থনীয়,

দেখি আর এক বাণ নিক্ষেপ করি, পুনরায় এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না; শুক পূর্ব্বমত হাস্য করতঃ স্থানান্তরে বসিয়া আবার বলিল, "অরে যুবক! তুমি এস্থানে আসিবার উপযুক্ত নহ, অতএব শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণদ্বয় পর্য্যন্ত পাষাণময় হইয়া বিগত বল হৃদে নিক্ষিপ্ত হইলেন—তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিষন্ন হইয়া মনে মনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতঃ বলিতে লাগিলেন—হায়! কি পরিতাপ! আমি মৃগয়া করিতে গিয়া কখনও এরূপ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হই নাই; ভ্রমেও আমার বাণ ব্যর্থ হয় নাই, এখনও সেই আমি, সেই আমার হস্ত, সকলই বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ পক্ষীকে স্পষ্ট দর্শন করিয়াও শরবিদ্ধ করিতে পারিতেছি না, অতএব জানিলাম, আমারেও পাষাণময় হইয়া ইহাদের সঙ্গী হইতে হইবে, আমার মত দুর্ভাগ্য আর কে আছে? হায়! আমি যদি পাষাণময় হইয়াও জন্মের মত এই স্থানেই রহিয়া যাই, তবে অভাগা মুনিরশামির দশা কি হইবে? আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই, কারণ মৃত্যুকালে পরোপকার করিতে গিয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলাম বলিয়া মনকে অনায়াসে প্রবোধ দিতে পারিব, কিন্তু সেই হতভাগ্য প্রেমশরবিদ্ধ মুনিরশামির, জীবন দীপ আমার আগমনপথ প্রতীক্ষা করিতে করিতে ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইবে, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়। হা বন্ধো মুনিরশামি! তোমার নিমিত্ত ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণের করালকবল হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়াছি, তোমার জন্য ভীষণ অজগর জঠর ও কুম্ভীর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি; তোমার জন্য দুর্দ্দান্ত রাক্ষস, দৈত্য, দানব এবং বিমান-চারী পরিগণকেও আত্মবশে আনিয়াছি, আর অধিক কি বলিব, তোমারই জন্য স্বীয় শরীরের মাংস দ্বারা হিংস্রদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়াছি, কিন্তু ভাই হে! এত চেষ্টা করিয়াও তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। মনে বড় দুঃখ রহিল, শেষ প্রশ্নটি অপূর্ণ রহিয়া গেল—রে পাপিষ্ঠে হোসনবানু! তুমি বোধ হয় এইরূপে কত শত যুবককে স্বীয় রূপের প্রলোভন দেখাইয়া অকালে কালকবলে প্রেরণ করিয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই; আবার বোধ হয়—এই সমস্ত যুবকবৃন্দ তোমার মত পাপিয়সীর আশা পূরণ করিতে আসিয়াই পাষাণময় হইয়া দণ্ডায়মান আছে—ধিক্ তোমারে, ধিক্ তোমার রূপ যৌবনে।

এবং শত সহস্র বিহঙ্গ তোমার বিদ্যোদ্যানে। এইরূপে পক্ষিণীতা হওয়া অপেক্ষা তোমার চিরকৌমারব্রত সহস্রগুণে ভাল ছিল। পাপিয়সী! হাতেম নিজ জীবনের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত নহে, চিন্তা সেই তোমার রূপযৌবন পক্ষপাতী নির্বোধ মুনিরশাদির জন্য, অদ্য আমি এইস্থানে পাষাণময় হইলে আমার আগমনের আশায় নিরাশ হইয়া কিছুদিন পরে তাঁহারও জীবনসূর্য্য অস্তমিত হইবে; তাহাতেই বা তোমার ক্ষতি কি? তুমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছ। ধন্য শিক্ষিতা রমণী কুলের বিলাসপ্রিয়তা! নির্বোধ পুরুষগণের জীবনান্ত হয়, তথাপি তাহাদের বিলাসকামনা তৃপ্ত হয় না। হা স্নেহময়ী জননী! হা পিতঃ! অদ্য আপনাদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আদরের পুত্র হাতেম, উদ্দেশে আপনাদের পাদ বন্দনা করিয়া জনমের মত পাষাণময় হইতে চলিল। আপনারা তাহার জন্য দুঃখিত না হইয়া প্রত্যুত তাহার আত্মার সদ্গতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন—এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় কে যেন তাঁহার কর্ণকুহরে বলিয়া দিল "অহে হাতেম! কি জন্য চিন্তা করিতেছ? অবিলম্বে তৃতীয় বাণ সন্ধান কর, এবং ঈশ্বরের মহিমা দর্শন কর"। তিনি তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ লইয়া শায়িত অবস্থায় পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া তৃতীয় শর সন্ধান করিবামাত্র শর বিদ্ধ হইয়া শুকসহ, যেমন পিঞ্জর বাহিরে পতিত হইল, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে ঘূর্ণ বায়ু বহিতে লাগিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রনিনাদ ও অশনি নিক্ষেপন হইতে লাগিল। অকস্মাৎ ঘোর প্রলয় দেখিয়া হাতেম চেতনাশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণপরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখেন, সে উদ্যান নাই, সে হর্ম্ম্য নাই এবং পিঞ্জর সহ শুক পক্ষীও নাই, আপনি এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শায়িত, দূরে এক খণ্ড হীরকমাত্র পড়িয়াআছে এবং প্রস্তর পুত্তলিকাগণ একে একে পূর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতেছে। তখন তাঁহার নিজের শরীর এত লঘু বোধ হইল যে, স্বচ্ছন্দে উঠিয়া সেই হীরক খণ্ড গ্রহণ করিলেন। ঐ মনুষ্যেরা সকলে নিকটে আসিয়া তাঁহার পদ স্পর্শ করতঃ নানারূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল ও বলিল, মহাশয়! আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম, এক্ষণে আমরা সেবক হইয়া আপনার অনুগামী হইব। হাতেম তাহাদের রূপলাবণ্য দেখিয়া সকলেই মহদ্বংশে

জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং একে একে সকলকে প্রতিনমস্কার ও আলিঙ্গন এবং নাম ধাম গোত্র জিজ্ঞাসা করতঃ নানা প্রকার আশ্বাস বচনে আশ্বস্ত করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া কস্তান নগরোদ্দেশে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় আর একটি পরম রূপবান যুবক আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, হাতেম তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, মহাশয়। আমিই উদ্যানরক্ষক হইয়া আপনাকে সমস্ত দেখাইয়া দিয়াছি, আপনি এখন আমারে চিনিতে পারিতেছেন না, এখানকার মায়াজাল বিলুপ্ত হওয়ায় আপনার কৃপায় পরিত্রাণ পাইলাম। আর এখানে থাকিয়া কি করিব, আমিও আপনার দাস হইয়া অনুগমন করিব।

অনন্তর সকলকে লইয়া স্নানাগারের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সামান এরাকের সৈন্যগণ পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। অকস্মাৎ বহু সংখ্যক সুন্দর যুবককে একত্রে অভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সামান এরাক ও তাঁহার সৈন্যগণ অবাক্ হইয়া রহিল। হাতেম অগ্রগামী হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট গমন করতঃ একে একে স্নানাগারের বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ আনন্দভরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে এক উত্তম আসনে বসাইল। হাতেম তথায় এক দিন বিশ্রাম করিয়া পুনরায় তথা হইতে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। কিছু দিন পরে কস্তানরাজ হারিসের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত নিজ পার্শ্বে বসাইয়া স্নানাগারের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিয়া সেই হীরকখণ্ড দেখাইলেন, এবং সঙ্গী যুবকগণকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ইঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয়, স্নানাগার মধ্যে পাষাণ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। আমি সমস্ত মায়াজাল বিদূরিত ও ইঁহাদের উদ্ধার সাধন করিয়া আপনার নিকট আনিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, ইঁহারা যাহাতে স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতে পারেন, তাহা করুন। রাজা হাতেমের এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং প্রত্যেক যুবককে এক একটি অশ্ব, একজন ভৃত্য ও পাথের স্বরূপ একটি করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়া বিদায় করিলেন, তাহারা রাজা এবং হাতেম উভয়কে আশী

প্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া আনন্দ মনে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। হাতেম, কত্তান রাজার নিকট দুই চারি দিন সুখে অবস্থান করিয়া শাহা-বাদ যাত্রা করিলেন। রাজা বহুধন ও লোকজন সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

কিছু দিন পরে শাহাবাদ নগরে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ পান্থশালায় প্রিয়বন্ধু মুনিরশামিকে সাক্ষাৎ দিলেন। মুনিরশামি অনেক দিন পরে সুহৃদ হাতেমকে পাইয়া বিশেষতঃ শেষ প্রশ্ন পূর্ণ ও হোসনবানুর সহিত মিলনের কথা আলোচনা করিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। হাতেম তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন, এবং সস্নেহে আলিঙ্গন করতঃ সংক্ষেপে কৃতকার্য্যের পরিচয় দিয়া, আশ্বস্ত করতঃ হোসনবানুর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

দ্বারবান হোসেনবানুর নিকট হাতেমের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবা মাত্র, তিনি উৎসুক ও আগ্রহের সহিত তাঁহাকে আপন নিকটে ডাকাইয়া, পূর্ব্ব রীত্যানুসারে এক উত্তম আসনে বসাইয়া ও নিজে যবনিকাভ্যন্তরে উপবিষ্টা হইয়া স্নানাগারের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, হাতেম এক একে বিস্তার ক্রমে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা শেষ করিয়া, প্রত্যয়ার্থ হীরক খণ্ড তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং তিনি যে স্নানাগার মাহাত্ম্য লোপ করিয়া আসিয়াছেন তাহাও ব্যক্ত করিলেন। হোসনবানু আর কোন কথা বলিতে পারি-লেন না। তিনি লজ্জায় নতমুখে বসিয়া রহিলেন এবং দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। হাতেম বলিলেন, সুন্দরি! আমি তোমার সাতটি প্রশ্নই পূরণ করিয়া অঙ্গীকার হইতে মুক্ত হইলাম, এক্ষণে তুমি, তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে বিলম্ব করিতেছ কেন? হোসেনবানু উত্তর করিলেন, রাজপুত্র! আমি এক্ষণে তোমার হইলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। হাতেম বলিলেন, আমি নিজে তোমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইব বলিয়া এত কষ্ট স্বীকার করি নাই; বিশেষতঃ তোমার মত এরূপ কঠিন হৃদয়া রমণীতে আমার প্রয়োজন নাই; অগ্রে জানিতাম, রমণী জাতির হৃদয় ও মন অতি কোমল, কিন্তু তোমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার মন হইতে সে ভাব বিদূরিত হইয়াছে; এখন মনে হইতেছে, রমণী

জাতির মত স্বার্থপর, নির্লজ্জ ও কঠিন হৃদয় জীব আর জগতে নাই। যেহেতু, নির্দ্দোষ পুরুষেরা তোমাদের রূপ যৌবনের পক্ষপাতী হয় বলিয়া কি তোমাদের এত স্পর্দ্ধা? ভাল, তোমার যখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, তখন চিরকুমারী হইয়া থাকিলেই হইত? এই সমস্ত কঠিন প্রশ্ন করিয়া যুবকবৃন্দকে বৃথা ধ্বংশ করিবার কি আবশ্যক ছিল?

হোসনবানু মৃদুস্বরে বলিলেন, রাজপুত্র! আর আমাকে লজ্জা দিও না, আমি বলিয়াছি, এখন আমি তোমারই হইলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। হাতেম বলিলেন, আমি আমার বন্ধু মুনিরশামির জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া তোমার সপ্তপ্রশ্ন পূরণ করিয়াছি, সে তোমার বিরহে অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইতেছে, অতএব আমার ইচ্ছা, তুমি তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর। হোসনবানু বলিলেন, যদি মুনিরশামির মনোরথ পূর্ণ করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহাই হউক, আমায় আর লজ্জা দিও না, আমি অদ্য হইতে তোমার কন্যা হইলাম, এই বলিয়া হাতেমের দুই চরণ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, রাজপুত্র! ইতি পূর্ব্বে সমস্ত পুরুষ জাতির উপর আমার এক প্রকার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, আমি জানিতাম, পুরুষ মাত্রেই স্ত্রীলোকদিগের উপর অতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে, এত দিনের পর তোমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার সে সংশয় দূর হইল। অপর পক্ষে স্ত্রীলোকেও যে পুরুষের উপর কঠোর ব্যবহার করে, তাহাও বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্তস্থান স্বয়ং আমি। আহা! কতশত রাজপুত্র আমার মত কঠিনা পাপিয়সী রমণীর জন্য চির নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই রূপে কথাবার্ত্তা শেষ হইলে হোসনবানুর নিকট বিদায় লইয়া হাতেম পান্থশালায় বন্ধু মুনিরশামির নিকট গমন করিলেন।

হোসনবানুর বিবাহ।

এক্ষণে মুনিরশামির সহিত হোসনবানুর বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। নৃত্য, গীত কোলাহলে শাহাবাদ নগর ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল, ভৃত্যেরা নানাস্থান হইতে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হাতেম মুনিরশামি সহ, পান্থশালা ত্যাগ করতঃ এক উত্তম ভবনে বাস করিলেন। অতঃপর বরগৃহ হইতে কন্যাগৃহে এবং কন্যাগৃহ হইতে বরগৃহে যৌতুকাদি আদান প্রদান চলিতে লাগিল। স্থানে স্থানে নহবৎ বাজিতে লাগিল, নগর নানা প্রকার আলোকে পূর্ণ হইল। এদিকে হোসনবানুর গৃহে সমারোহের সীমা নাই। বিবাহের সভা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইল। সভার চারিদিকে নানা প্রকার বাদ্য বাদন এবং নর্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে, মুনিরশামী বর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া একটি উত্তম সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিলেন, হাতেম অপর এক সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করতঃ উভয়ে হোসনবানুর গৃহে উপস্থিত হইয়া বিবাহ সভায় প্রবেশ করিলেন। হোসনবানু নানাপ্রকার বেশ ভূষায় ভূষিতা হইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে, প্রধান পুরোহিত আসিয়া উভয়ের হস্ত একত্র করতঃ মন্ত্রোচ্চারণ করাইলেন। এইরূপে বিবাহ কার্য্য শেষ হইলে, অবশিষ্ট রাত্রি আহার নৃত্য, গীতামোদে অতিবাহিত হইল। প্রত্যুষে, হাতেম হোসনবানু ও মুনিরশামির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে হোসনবানু ও মুনিরশামি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ সঙ্গে লোকজন দিয়া মহা-সমারোহে বিদায় করিলেন।

হাতেমের স্বরাজ্যে গমন ও স্বর্গারোহণ।

কিছু দিন পরে হাতেম, স্বীয় রাজ্য ইয়মন দেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা তৎ প্রাণাধিক পুত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে শিবিকারোহণে স্বয়ং নগর বাহিরে প্রিয়পুত্র হাতেমকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইলে বৃদ্ধ, হাতেমের মস্তকাঘ্রাণ লইয়া স্নেহে আলিঙ্গন

করিলেন। হাতেম পিতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অন্যান্য পাত্রমিত্র বয়স্য প্রভৃতির সহিত মিষ্টালাপ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিলেন। আবাল বৃদ্ধবণিতা, গবাক্ষ বাতায়নে ও প্রাসাদোপরি যে যেখানে ছিল, সকলেই মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল।

আজ ইয়মন নগরে কি শোভা। অনেকদিন পরে যুবরাজ হাতেম স্বদেশে আসিয়াছেন, নগরবাসী সকলেই আনন্দে ঐ কথাই আলোচনা করিতেছে, রাজমহিষী, হারাণ ধনে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত মনে নানাপ্রকার মঙ্গল ও স্বস্তি বাচন দ্বারা পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। ভল্লুককন্যা, হুসনেসা, পরী মলকা জররিঁপোষ প্রভৃতি হাতেমের প্রিয়পত্নীগণ বহুদিন পরে পতি মুখ দর্শন মানসে নানাপ্রকার অঙ্গরাগ ও গৃহ সজ্জা করিতে প্রবৃত্তা হইল, তিনি মাতাকে প্রণাম করতঃ, পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া একে একে পত্নীগণকে দর্শন ও সকলকে মিষ্টালাপে সন্তুষ্ট করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

বৃদ্ধ রাজা পাত্রমিত্র সহ মন্ত্রণা করিয়া শুভ দিনে হাতেমকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। হাতেম রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার সন্তান সন্ততি হইল। বৃদ্ধ রাজা ও মহিষী পর্য্যায়ক্রমে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এইরূপে কিছু দিন সুখে অতিবাহিত হইল।

একদা রাত্রিতে হাতেম নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন, যেন এক বৃদ্ধ তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন, অহে হাতেম! আর কেন, আমার সহিত আইস, তোমার ভবের লীলাখেলা সাঙ্গ হইয়াছে। হাতেম চমকিত হইয়া শয্যার উপর বসিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, যেন একটি ছায়ামাত্র তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তিনি চমৎকৃত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ছায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহের বাহির হইলেন; ঐ ছায়া, কত বন, উপবন, নদ, নদী অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক পর্ব্বতে উত্থিত হইল। হাতেম কোনক্রমেই উহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না, যন্ত্রপুত্তঃ পুত্তলিকাবৎ ছায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতে উঠিলেন, ছায়া পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অপর পারে চলিয়া গেল; হাতেম সেই স্থান হইতে

লক্ষ দান করিয়া গড়াইতে গড়াইতে পর্ব্বত নিম্নে আসিয়া পতিত হইলেন ও নাসারন্ধ্র হইতে অবিশ্রান্ত রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সেই বৃদ্ধ বেশধারী যমের কথা স্মরণ হইল, এবং যে ছায়ার অনুগামী হইয়া গৃহের বাহির হইয়াছেন, সেই যে যম তখন তাঁহার উহা বুঝিতে বাকি রহিল না। অনন্তর আসন্নকাল নিকট বুঝিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সেই চরম সময় পুনরায় রবিসুত আসিয়া তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইলেন, বৃদ্ধস্বরে বলিলেন, হাতেম চক্ষু মেলিয়া দেখ, আমি তোমা হেন ধার্ম্মিকের বিশুদ্ধ আত্মাকে স্বয়ং স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত। আইস, তোমার নিমিত্ত তথায় স্বতন্ত্র স্থান নিরূপিত হইয়াছে। হাতেম চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, বাস্তবিক যিনি স্থবিররূপে পূর্ব্বে তাঁহার মরণ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং যিনি গত রাত্রিতে স্বপ্নে দেখা দিয়া ছায়ারূপে তাঁহার পথ প্রদর্শক হইয়া এই নির্জ্জন উপত্যকায় আনিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম-রাজ, সেই সর্ব্ব জীবের চরম গতি রবিসুত শিয়রে দণ্ডায়মান, তখন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, ইচ্ছা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। উদ্দেশে যমের চরণ বন্দনা করিয়া হাতেম জনমের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ধর্ম্মরাজ মহাত্মা হাতেমের আত্মাকে সাদরে ক্রোড়ে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন, প্রাণ শূন্য দেহ সেই নির্জ্জন উপত্যকাভূমে পতিত রহিল।

প্রভাতে রাজমহিষীগণ তাঁহার শয়নকক্ষ শূন্য দেখিয়া পরস্পর নানা কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন, তিনি যে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন একথা কেহই মনে করেন নাই। অনন্তর কতকগুলি গোরক্ষক বালক গোচারণে গিয়া তাঁহার শব নিরীক্ষণ করিল এবং সেই সংবাদ রাজবাটীতে পঁহুছিবামাত্র চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল, রাজমহিষীগণ বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূপতিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অমাত্য বয়স্য পুত্র পৌত্র সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার শব উঠাইয়া আনিলেন ও মহাসমারোহে সমাধিস্থ করিলেন।

সংসারে ধন, মান, জীবন, যৌবন সকলি অসার অনিত্য; একমাত্র ধর্ম্মই স্থির ও নিত্যবস্তু। ইহ জগতে ধর্ম্ম অটুট থাকিয়া স্বর্গগত মহাত্মাজীবনকে

চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা শঠতা, প্রবঞ্চনা, পরস্বাপহরণ দ্বারা অকিঞ্চিৎকর ঐহিক সুখ প্রত্যাশায় পরমধর্মনীতিনাশক কত নিন্দনীয় কর্ম্ম করে। পারত্রিকের বিষয় তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না, তাঁহাদের বিষয় বাসনা, অর্থপিপাসা এতই প্রবল যে, সদানুষ্ঠান তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না, তাঁহাদের কোষবৃদ্ধি সহকারে দুষ্প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায় বিচার একবারে তিরোহিত হইয়া যায়. তাঁহারা স্বার্থের দাস হইয়া অকাতরে না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। দেখ, মহানুভব রাজপুত্র হাতেমতাই প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও নিঃস্বার্থ পরোপকার জন্য দীনবেশে পৃথিবীর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। যত দিন না প্রশ্নগুলি সমস্ত পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন বৃদ্ধ পিতা মাতা, প্রাণসমা বণিতাগণ বা আত্মীয় বন্ধু স্বজন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেন নাই, স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন ও প্রেমপীড়িত বন্ধু মুনিরশামির মনোরথপূর্ণ করিয়েন, পরে রাজ্যোপভোগ সন্তান সন্ততি প্রতিপালন ইত্যাদিতে সুখে কাল ক্ষেপ করিয়া যথাসময়ে স্বর্গে গমন করিলেন।

সম্পূর্ণ